সূচিপত্র

বিষয় | পত্রাঙ্ক।

পাঁচু ঠাকুর—দ্বিতীয় কাণ্ড—

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
মেয়েমানুষের দরখাস্ত	৫৩৬
দুটো বকেয়া গল্প	৫৩৮
ক্ষেপা খগেশের টিপ্পনী	৫৩৯
মাথা নাই বাকি সবই আছে	৫৩৯
সংবাদ-কুসুম	৫৪২
দরখাস্তের দরখাস্ত	৫৪৩
গৌরীসেনাষ্টক	৫৪৫
[illegible] সংবাদদাতার পত্র	৫৪৬
উপদেশ	৫৪৯
মোটে বিবাহ হওয়া উচিত কি না	৫৫১
ভলটেয়রী কাব্য	৫৫৮
রাজটপ্পা	৫৬১
দুর্ভিক্ষ	৫৬১
একটা উপাসনা	৫৬৫
আইনের কথা	৫৬৮
বস্তা ব্যাপার	৫৬৯
ভাবুক ভ্রমণকারীর পত্র	৫৭১
পাঁচুর পত্র	৫৭৩
পঙ্কতত্ত্ব	৫৭৪
গলা ও তলা মিল নাই	৫৭৪

পাঁচুঠাকুর—চতুর্থ কাণ্ড।

শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন্দ	৫৭৫
পাঁচু-পুরাণে শিবনারদ-সংবাদ	৫৭৮
দয়া	৫৮৬
শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ	৫৮৭
Resolution	৫৯০
ভাবনার দায়ে খালাস	৫৯২
বরের বাজার	৫৯৩
[illegible]	৫৯৫
[illegible]	[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা

পাঁচুঠাকুর পঞ্চম কাণ্ড—

বিষয় | পৃষ্ঠা

অন্যান্য রচনা—

প্রকাশকের নিবেদন।

বঙ্গবাসী-মণ্ডলীর অন্যতম সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গবাসী"র পরম হিতৈষী বন্ধু, সহায় ও উপদেষ্টা ছিলেন। যাঁহাকে ইংরেজীতে Friend, philosopher and guide, 'বঙ্গবাসী'র পক্ষে ইন্দ্রনাথ ঠিক তাহাই ছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর হইতেই, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি ও তাঁহার লিখিত অন্যান্য রচনাদি—যাহা 'বঙ্গবাসী'তে ও বিবিধ মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—একত্র সঙ্কলিত করিয়া ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাদের মনে ছিল। পরে ইন্দ্রনাথের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান্ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ঐ সংকল্পে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহিত হই। বঙ্গজ সান্যাল মহাশয় ইন্দ্রনাথের সর্ব্ববিধ সাহিত্য-প্রচেষ্টায় পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। সুতরাং এই সুবিপুল সঙ্কলন-ব্যাপারে শুধু তাঁহার সহানুভূতি নয়, যথেষ্ট উপকরণ এবং প্রকৃত সাহায্য না পাইলে, এ কার্য্য সম্পন্ন করা দুরূহ হইত। এজন্য আমরা সান্যাল মহাশয়ের নিকট অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ আমরা স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। তিনি নিঃস্বার্থভাবে আমাদিগকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।

সঙ্কলিত গ্রন্থাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত সূচনা এইখানে করিলাম,—

১। উৎকৃষ্ট কাব্যম্—তরুণ বয়সে ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিতে-হাসিতে লিখিত দু পয়সা দামের ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এ সঙ্কলনের জন্য পুনর্মুদ্রিত হইল।

২। কল্পতরু—যৌবনারম্ভে (১২৮১ সালে) রচিত। 'বঙ্গ-দর্শনে'র সমালোচনায় বুঝা যায় যে, এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াই ইন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

৩। ভারত-উদ্ধার—১২৮৪ সালে রচিত। হাস্য-কবির এই ব্যঙ্গ-কাব্য প্রকাশিত হইতে হইতেই দেশময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহারও বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

৪। ক্ষুদিরাম—'বঙ্গবাসী'র সহিত ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরে 'বঙ্গবাসী'র উপহারের অনুরোধে লিখিত। ইহাও একাধিক বার 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

৫। পাঁচুঠাকুর—[illegible] সাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইন্দ্রনাথের যে রচনা-মালা "পঞ্চানন্দ" নামে অভিহিত ছিল, গ্রন্থাকারে প্রথিত তাহারই নাম "পাঁচুঠাকুর।" মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত 'পঞ্চানন্দ' হইতে সঙ্কলিত হইয়া পাঁচুঠাকুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং 'বঙ্গবাসী'র সহিত ইন্দ্রনাথের সংস্রবের পরে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত কিছুকালের পঞ্চানন্দ সঙ্কলিত হইয়া তৃতীয়ভাগ 'বঙ্গবাসী' হইতেই প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে ইন্দ্রনাথের আর যত পঞ্চানন্দ রচনা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম—এই পাঁচকাণ্ডে পাঁচুঠাকুর—এই গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হইল।

৬। অন্যান্য রচনা—'বঙ্গবাসী' ও 'নবজীবন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা হইতে ইন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থের শেষভাগে সন্নিবেশিত হইল।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হাতে হাতে ফল" নামে একখানি প্রহসন,—যা তিনি তাঁহার সাহিত্যবন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত একত্রে লিখিয়াছিলেন এবং যাহা চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিতও হইয়াছিল, কিন্তু বাজারে প্রকাশিত করা হয় নাই—সেই প্রহসন খানি এই গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত করা গেল।

ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

১। ইন্দ্রনাথের স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

["বঙ্গভাষার লেখক" হইতে উদ্ধৃত]

শকাব্দাঃ ১৭৭১। ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণা-সপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে [illegible] গ্রামে বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে আমার জন্ম। পাণ্ডুগ্রাম আমাদের বর্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী হইতে ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাটিকুরী—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী।

পিতাঠাকুর পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মাস বয়ঃক্রম, তখন পিতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়াতেই থাকিতাম, কেবল প্রতি বৎসর ৺শারদীয় পূজার সময়ে গঙ্গাটিকুরীর বাটীতে আসিয়া মাসেক-কাল থাকিতাম। পূর্ণিয়ার প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু।

পঞ্চমবর্ষ বয়সে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারই কাছে বিদ্যারম্ভ বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না; বোধ হয়, ৭ম বর্ষে পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। ঐ স্কুলে তখনকার [illegible] পড়িয়াছিলাম। ইংরেজীই পড়িতাম, উর্দ্দু অতি অল্প, বাঙ্গালা মোটেই পড়িতাম না। বাঙ্গালায় অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল, কিন্তু সেকালে শ, ষ, স, ণ, ন, হ্রস্ব দীর্ঘের আধুনিক অত্যাচার ছিল না, কাজেই আমিও তখন তদ্দ্বারা উপক্রুত হই নাই।

পূর্ণিয়াতে পঠদ্দশায় দুইখানি ছাপা বাঙ্গালা বহি দেখা আমার মনে পড়ে,—(১) রবিন্‌সন্ ক্রুশো, (২) পশ্বাবলী। দুই খানিতেই ছবি ছিল; তাহাই দেখিয়াছিলাম; কিন্তু বহি পড়িয়া দেখা মনে হয় না।

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,—গঙ্গাটিকুরীতে হইয়াছিল। [illegible] আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে।

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পূর্ণিয়া গেলাম না। কৃষ্ণনগর কালেজে [illegible] গেলাম। যখন ভর্ত্তি হই, তখন সেখানের অভিমতা [illegible] আমাকে [illegible] ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। [illegible]

[illegible]

ভূমিকা।

...পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর এ... কলেজের তৎকালীন ডেঃ ইন্সপেক্টর বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এবং অনুরোধে আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস দুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারী পাওয়াতে আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম। ওকড়সায় বৎসরের শেষ কয় মাস কাটাইয়া ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় গিয়া (B. L.) বি, এল পরীক্ষার লেকচর সারা করিলাম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম। ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম; এবং সেই হইতে হাইকোর্টের জয়পত্র মাথায় বাঁধিয়া ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছি।

আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে মূলকথা এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি; তবে, আ... যাহা পড়ি, তাহা সুজীর্ণ করি, তাহাতে অজীর্ণদোষ হয় না, বলাধান হয়। আর এক কথা এই যে, আমার পড়া-বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশী। আমি কুড়াইয়া বহুবিদ্যা লাভ করিয়াছি।

আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থান পূর্ণিয়াতেই আমি প্রথম ওকালতি করিতে গিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর পারসী ভাল জানিতেন এবং সাহিত্যের দাস... ছিলেন। 'মুন্সীজী' বলিলে, যেন পাণ্ডিত্যাভিমানরূপে তাঁহাকেই বুঝাইত। পূর্ণিয়া... ১৮৭১ সালের এপ্রিল কি মে মাসে পূর্ণিয়া গিয়া দেখিলাম যে, ... আমাকে "মুন্সীজীর লেড়কা" বলিয়াই চিনিতেছে; এবং পরিচয় করিয়া দিতে... তাহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল। পিতৃ-গৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়।

পূর্ণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস দুই মধ্যেই আমি মুনসেফি পাইয়া ... জেলার জগৎখোলা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্তু জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিলাম। তাহা... পর হইতে বর্দ্ধমানে আছি।

আমার বংশ পরিচয় এইরূপ,—প্রপিতামহ ঠাকুর অভয়চরণ বন্দ্যোপা... কীর্ত্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের ঘরে বিবাহ করিয়া গঙ্গাটিকুরীতেই বাস...

[illegible] ছিলেন, তাই তিনি [illegible] করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। "লোকনাথ [illegible] পিয়াইব না, কেবল [illegible] করিয়া পশুকে গরুর করিব, এও কি কখন হয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। [illegible] তাঁর সব রসিকতা ও বিদ্রূপের মূলে ঐরূপ সুদৃঢ় মত ও বিশ্বাস বিদ্যমান [illegible] প্রকাশের ভঙ্গী ছিল রসিকতা ও বিদ্রূপ। ইন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহার [illegible] ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়া তাঁহার মতের সন্ধান করিতে হইবে। রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তাহা কঠিন নয়। কিন্তু অরসিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই "উদার" অরসিকের দল এককালে ইন্দ্রনাথকে গালাগালি দিবার সময়ে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। যাহারা রসিকতার আবরণ ভেদ করিতে পারে না, ইন্দ্রনাথের রহস্য ও রসিকতা সেই শ্রোতাদের জন্য নহে। যাহারা বিদ্রূপের গূঢ় মর্ম্মভেদ করিতে পারে না, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র মনে করিতেন।

একবার ইন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুদের অনুরোধে বর্দ্ধমানের "ময়লা ফেলা কমিশনার" হইয়াছিলেন। তখন বর্দ্ধমানে জলের কলের পত্তন হইতেছিল। নানা সুবিস্তৃত ও সুগভীর সায়র-শোভিত বর্দ্ধমানে জলের কলের কোন প্রয়োজন ছিল না, ইহাই ইন্দ্রনাথের মত। তাই তিনি জলের কল প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোটের রাজ্যে তাঁহার প্রতিবাদ ভাসিয়া গেল; থাকিল কেবল ইন্দ্রনাথের "রাজমার্গে জল প্রদান।" এখন সহরে সহরে এই কার্য্যই হইতেছে। তাঁহার কথাটিও এখন প্রবাদবাক্যস্বরূপ সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য, 'ভোটান রাজ্যে' তিনি বেশীদিন থাকেন নাই। পরে আর কখনও ময়লা ফেলা সম্মানের প্রার্থী না হইলেও, সঙ্গীতে ঐ পদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই,—

"আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, তা কেন চাই?)
আমায় কেউ জানে না, কেউ মানে না,
আমায় কেউ ডাকে না ভানতে ধান;
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, এ মান হয় কিসে?)
ট্যেঁকে গুঁজে ঘরের কড়ি,
ছুটবো আমি কলুর বাড়ী,
ভারি কাছে, তেল কিনে ভাই,
ভারি পায়ে করবো দান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

[illegible] বাঙ্গালা অনুবাদে চমৎকার হাস্যরসের উদ্দীপন জন্য ইন্দ্রনাথ এ [illegible] কৃপ জানিতেন। তাঁহার পঞ্চানন্দে ওরফে পাঁচুঠাকুরে ইহার ভূরি ভূরি [illegible] পাওয়া যায়।

তহবিল তছরুপাতের মোকদ্দমা। প্রতিবাদী পক্ষের উকীল ইন্দ্রনাথ [illegible] অবগতির জন্য বাদী পক্ষ হইতে একখানি খাতা দাখিল করার আবেদন [illegible] পর দিন বাদীর উকীল মহাশয় বোধ হয় ক্রোধ বশে বহু খাতা আনিয়া [illegible] টেবিলের উপর খাতার স্তূপ দেখিয়া ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বলিলেন—"আমি [illegible] বিশল্যকরণী চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সুপণ্ডিত বন্ধু একেবারে গোটা গন্ধমাদন এনে হাজির করেছেন"। আদালত-গৃহে আ-হাকিম চাপরাশি পর্য্যন্ত একটা হাসির রোল উঠিল।

এক সময়ে হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ উকীল কোনরূপ হিসাব সূত্রে তাঁহার পিতার নিকট টাকা পাওনা বলিয়া বর্দ্ধমানের সবজজের কাছে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। প্রতিপক্ষে উকীল ছিলেন ইন্দ্রনাথ। একে হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল, তায় বাপের নামে পাওনা টাকার নালিশ—আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এহেন পুত্রকে দেখিবার জন্য লোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে. ক্রমে আদালতে লোকজন এবং গোলমাল যেন আর ধরে না, এমন সময়ে "পুত্র" উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিলেন—"আসুন, আসুন, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। শাস্ত্রে বলে পিতৃ-ঋণ কেহই শোধ করিতে পারে না। যাহা কেহই পারে না, আপনি তাহা পারিয়াছেন; এমন কি, কিছু ফাজিল পাওনারও দাবী করিয়াছেন—আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাই আপনাকে দেখিবার জন্য আদালতে লোকে লোকারণ্য।"

একসময়ে বাবুদের অঙ্কাবায় জেনানা মিশনের বিষম বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সময় নাই অসময় নাই, যেন বাঙ্গালীর বাড়ী যাইতে হইলে সময়াসময় বিবেচনার কোন দরকারই নাই, মেমেরা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, আর অমনি অন্দরে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, মেম আসিয়াছে বলিয়া সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া শেমিজ চড়াইয়া মেমের কাছে গিয়া বসিতেন এবং তাহার কাছে উলবোনা বা ইংরেজী শিক্ষার ছলে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে, নানাবিষয়ে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতেন। ইহার ফলও সেই সময়ে বর্দ্ধমানে দুই এক বাড়ীতে বিলক্ষণরূপে ফলিয়াছিল। [illegible] কি বাবুদের নেশা ছুটে? এই সময়ে একদিন ইন্দ্রনাথ কাছারী হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন যে, তাহার অনুপস্থিতি কালে কয়েক জন মেম আসিয়া বাড়ীর [illegible] উঁকি ঝুঁকি মারিয়া [illegible]

ইহার পর মেমেরা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বলা বাহুল্য [illegible] তাঁর সহিত আলাপ করিতে ইহার পরে—আর কোন মেমদেরই [illegible] হয় নাই।

ইন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই রসিক ও সপ্রতিভ ছিলেন। গল্প আছে যে—[illegible] গ্রামে এক যাত্রার দল আসিয়াছিল। সেকালের যাত্রারঙ্গে "ভিস্তির সং" এক [illegible] ভোগ্য অভিনয় থাকিত। সে দলের ব্যক্তি যে ব্যক্তি ভিস্তি সাজিত, সে জ্বরে [illegible] হইয়া পড়ায় সেদিন ভিস্তি বাদ দিয়া যাত্রা হইবে, এইরূপ কথা উঠিলে, ইন্দ্রনাথ [illegible] স্কুলের ছাত্র ও বাড়ীতে ছিলেন, ভিস্তি সাজিতে ও ভিস্তির গান [illegible] হইলেন, এবং ভিস্তি সাজিয়া আসরে নামিয়া গাহিয়া সে রাত্রির—কাজ চালাইয়া [illegible]

তাঁহার ছাত্রাবস্থার আর একটী কথা শুনা গিয়াছে। বার্ষিক পরীক্ষা হইতেছে। বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন লিখিত পরীক্ষা শেষ করিয়া পরে মৌখিক পরীক্ষাও দিতে হইত। ইন্দ্রনাথ লিখিত কাগজ পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করিলে, তিনি মৌখিক প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন।

পণ্ডিত।—বল দেখি, বিপদ আর আপদে প্রভেদ কি?

ইন্দ্রনাথ।—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া)। উদাহরণ দিয়া বলিতে পারি।

পণ্ডিত।—আচ্ছা, তাহাই বল।

ইন্দ্রনাথ। আজকার লিখিত পরীক্ষায় যেরূপ মহা বিপদেই পড়িয়াছিলাম বলিতে হয়। কোন রকমে যদি সে বিপদ হইতে উঠিলাম, এখন আবার এই মৌখিক পরীক্ষায় আপদে পড়িয়াছি।

বলা বাহুল্য, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মুখে এরূপ সপ্রতিভ ও সরস কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থার আর একটী কথা প্রচলিত আছে। ছাত্রেরাই একে একে মুখে মুখে একটী ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতেছে। ইন্দ্রনাথের পালায় পড়িল "ও ডটার অব কেথ, অ্যাওয়েক, অ্যারাইজ,"—ইন্দ্রনাথ অনুবাদ করিলেন—"ওগো বিশ্বাসের মেয়ে জাগো, উঠ।" ইংরেজীর যথাযথ শব্দানুবাদ করিলে কখন কখন তাহা চমৎকার হাস্যজনক হয়, এ তথ্যটুকু বাল্যাবধি ইন্দ্রনাথের জানা ছিল। পরে পরিণত বয়সে পঞ্চানন্দে উহার চরম পরিণতি হয়। পাঠকগণ 'পাঁচুঠাকুরে' তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাইবেন।

খৃষ্টান মিশনের মেমেরা—রবিবারে কোন কাজ করেন না। এমন কি, কেহ বাড়ীতে গেলেও [illegible] করেন না; কারণ রবিবার তাঁহাদের পূজার দিন। হিন্দুর গৃহে প্রাতঃকালে প্রতিদিনই পূজা [illegible] বোধ হয় এরূপ দৈনিক [illegible] অনভ্যাস বলিয়া ভুল করেন। হিন্দুর [illegible] [illegible] রবিবার।

ভূমিকা।

এই [illegible] রসিক মহাপুরুষ তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ মুমূর্ষু গৃহে অন্তিম শয্যায় শায়িত, দেহ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, অথচ জ্ঞান বিদ্যমান, শেষ মুহূর্ত সন্নিকট দেখিয়া যখন তাঁহার জননী ও স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন সেই মৃতপ্রায় রসিক মহাপুরুষের মুখ হইতে যে করুণ রসিকতাটুকু বাহির হইয়াছিল, তাহা একান্তই অসাধারণ। পাশে বসিয়া জননী ও স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, মুমূর্ষু ইন্দ্রনাথ ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"মা, তোমরা আর কাঁদিও না, একজন আমাকে ওদিকে টানিতেছে, এখন তোমরা এদিকে টানিতে থাকিলে, আমি লোটানায় পড়িয়া মারা যাব—তোমরা আর কাঁদিও না।" উঁহাদের ক্রন্দনে সজ্ঞান ইন্দ্রনাথ কষ্ট অনুভব করিতেছেন বুঝিয়া তাঁহারা রোদন বন্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে মহাপুরুষের প্রাণ বায়ু মহাকাশে লীন হইয়া গেল। ১৩১৭ সালের ৯ই চৈত্র এই ঘটনা ঘটে। মৃত্যুকালে ইন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর মাত্র।

আমাদের এই বঙ্গভূমিতে কোন কালেই রসিকের অভাব হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যেও রস-রচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচনা বহুদিন হইতে অল্প বিস্তর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু [illegible] রসাত্মক ও বৈচিত্র্যময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটা সুবিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কেবল মাত্র ইন্দ্রনাথ। তাঁহার উপন্যাস "কল্পতরু," তাঁহার কাব্য "ভারত উদ্ধার," গালগল্প "ক্ষুদিরাম,"—এগুলির অস্থি মজ্জা ও প্রাণ [illegible]। তাহা ছাড়া, "পঞ্চানন্দ" ওরফে "পাঁচু ঠাকুর" সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা তিনি [illegible] করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে বঙ্গ-বিদ্রূপের রত্নাকর বলিলেই হয়। [illegible] প্রবর্তক ইন্দ্রনাথ। এইবার আমরা তাঁহার গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

৩। গ্রন্থ-পরিচয়।

উৎকৃষ্টং কাব্যম্—এই [illegible] রস-রচনাটুকু ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-রচনার 'হাতে-খড়ি' বলিলেও হয়। তখন তাঁহার তরুণ বয়স এবং ছাত্রাবস্থা। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার ব্যঙ্গ প্রতিভার প্রথম বীজ-পাত,—তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শক্তির প্রথম উন্মেষ এবং তাঁহার শ্যেনদৃষ্টির প্রখরতা সুস্পষ্টই লক্ষিত হয়।

কল্পতরু—এখানি বাস্তব তত্ত্বের বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথের [illegible] চব্বিশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া [illegible] সমাজে যথোচিত যশস্বী হইয়াছিলেন। এই অল্প বয়সেই সমাজের অনাচার-অত্যাচারাদির প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণকটাক্ষ, বিচিত্র বিচিত্র লোক-চরিত্রের পুঙ্খানু-

সূক্ষ্ম পর্য্যালোচন, বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার অদ্ভুত [illegible] মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ করিবার অসাধারণ শক্তি—এ সমস্তই তাঁহার অপূর্ব্ব [illegible] পরিচায়ক। ১২৮১ সালে যখন "কল্পতরু" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, [illegible] "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র উহার সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। [illegible] সম্রাটের সেই সমালোচনাটী আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কল্পতরু (শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী।) [illegible] গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র। মনুষ্য-চরিত্র দ্বৈরূপ্য বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, [illegible] মনুষ্য স্বভাবতঃ পর দুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুতুল্য, এবং [illegible] দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্য বিশিষ্ট; এমন কেহ নাই [illegible] একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থ-বিস্মৃত পরহিতাকাঙ্ক্ষী। কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্গুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি। যাহার সদ্গুণের ভাগ অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বি-প্রকৃতি সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্য চরিত্রই দ্বি-প্রাকৃতিক, দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য হৃদয় বিভক্ত।

"কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্য চরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উভয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, উভয়ের উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্য-চরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা সদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিক্টর হ্যুগোর গদ্য কাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্য লেখক। ইঁহাদের চূড়ামণি সার্বণ্টিস্ (Cervantes)। ইঁহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

"এই সম্প্রদায়ের কেবল দুইজন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় [illegible]

[illegible], কিন্তু পিসীমার নিকট ফিরে আইসে না। দিন আসিয়া কেহ নাই, [illegible]
না চাহিতেও [illegible], না চাহিতে যায়।

আমাদের নরেনের পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে। ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পায় না, তায় পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় দিলেন। উত্তর আসিল যে, অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

সকল বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়াতে উঠান সর্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল। ঘরের মিষ্টান্ন পর্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোনা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছেন, তখন গণেশ রায় সঙ্গে ছিলেন। এখন গণেশ বিদেশে গিয়াছেন। সুতরাং কলিকাতায় গলির ভয়, বিনা গণেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

একদিন রাত্রি প্রভাতে পিসীমা ভারি মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ গুণ স্বরে গৃহকার্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পথপার্শ্বে, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল, যে মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। উহার একটু কবি কল্পনা ছিল: পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল রাত্রে বাড়ী এসেছিল, সকাল-বেলা তারে সাপে খেয়েছে তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে, এই কথা বলিতে বলিতে সে মধু-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পৌঁছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন গ্রামেতে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলে বলিতেছে 'অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহারই মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 'সুদের পাকা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি চক্ষু ছলছল কেহ যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা একচিত্তে একভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, [illegible] নাই। অল্পবয়স্ক একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেশ বসে কাঁদছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।'

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটী কথা কহিতে লাগিলেন। 'আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। তাই মরেছে, মরেছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে মুখ মুছিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ দূর হইবে তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্বন্ধে [illegible]

স্থলে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকিলেও এই ব্যঙ্গকাব্যখানি একেবারেই ব্যক্তিগত নহে, এ কথা পাঠকের মনে রাখা উচিত। যেখানে বিষয় ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেখানে বিষয়ের কথায় ব্যক্তির ইঙ্গিত না আসিয়াই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়াই তাহাকে ব্যক্তিগত বলিলে চলিবে না। এমন পাঠক আছেন, যিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে একটু ব্যক্তিগত স্বাদ পাইলে পরমানন্দে তাহা উপভোগ করেন;—আবার এমন পাঠকও আছেন, যাঁহার কাছে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্তিগত বিদ্রূপও একেবারেই অসহ্য। এই দুই শ্রেণীর পাঠকই কিন্তু এ কাব্যের প্রকৃত রস গ্রহণে বঞ্চিত। তাই এই দুই শ্রেণীর পাঠককে সাবধান করিবার জন্য স্বয়ং কাব্যকারই গ্রন্থের প্রারম্ভ পত্রে দুইটী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠের পূর্বেই তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। সেই ইঙ্গিত স্মরণ রাখিয়া কবিকে অনুসরণ করিলে, এই চমৎকার ব্যঙ্গ-কাব্যখানির পূর্ণ রস উপভোগ করিতে পারা যায়।

প্রথম,—"One must understand a thing to be able to enjoy it,—"

প্রকৃত বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিলে, তবেই তাহাতে আমোদ পাইবে, শুধু একটু ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ [illegible] করিলে কি হইবে?

দ্বিতীয়,—"Every man is a caricature of himself when you strip him,—"

তবে একমাত্র ব্যক্তিগত ব্যঙ্গে চটে কেন? আবরণ উন্মোচন করিলে সব মানুষকে বিকৃত দেখায়। পাঠক এই দুইটী ইঙ্গিত মনে রাখিয়া এই চমৎকার ব্যঙ্গ কাব্যখানি পড়ুন;—দেখিবেন, ইহার স্তরে স্তরে রস উচ্ছলিত হইতেছে।

এই কাব্যখানি [illegible] কেবলমাত্র বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যরসোদ্দীপক নহে, গ্রন্থকার যাহার সুন্দর ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাকে (ভবিষ্য ইতিহাসের একপৃষ্ঠা)—এই ব্যাখ্যা দ্বারা এই "ভবিষ্য ইতিহাস" নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের মনশ্চক্ষুতে জাজ্বল্যমান প্রতিভাত হইয়াছিল, নতুবা তাঁহার এই কাব্যখানিকে সেই ভবিষ্য ইতিহাসের "একপৃষ্ঠা" বলিলেন কোন সাহসে? ভারতের এই "ভবিষ্য ইতিহাস" এখনও না লিখিত হইলেও এই কাব্যখানি যে তাহার "একপৃষ্ঠা," এ কথাটুকু—"বক্তা লোক যে জ্ঞান-সন্ধান!" একটী পরম তত্ত্ব-কথা এই কাব্যখানিতে আছে, যাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত,—"সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই"। অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতের ইহাই চরম দুর্ভাগ্য।

ক্ষুদিরাম—এখানি ইন্দ্রনাথের প্রবীণ বয়সের রচনা। তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে এসম্বন্ধে আছে—"বঙ্গবাসী"র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই। ক্রমে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার শুধু লেখা আরম্ভ [illegible]

আম; কিন্তু আর লেখা কোন মতেই ঘটিল না। অগত্যা 'অজ্ঞাতবাসের' ব্যবস্থা করিলাম, বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাটী শিবনিবাসে গিয়া পাঁচ দিন থাকিলাম, আর সেই কয় দিনে যতদূর পারিলাম, 'ক্ষুদিরাম' লিখিলাম। তাহাই ছাপা হইল, 'বঙ্গবাসী'র মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম এবং পড়িতে হয় নাই বলিয়া বোধকরি 'ক্ষুদিরাম' অনেককেই বাঁচাইয়াছে।"

এই ক্ষুদ্র 'ক্ষুদিরাম'কে গ্রন্থকার 'গালগল্প' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ গ্রন্থকার গল্প করিয়া যাইতেছেন, আর 'কমলিনী'নাম্নী সুশিক্ষিতা, স্বাধীনা সৌখীনা সুরুচি-মার্জ্জিতা, কুসংস্কার-বর্জ্জিতা উচ্চ-হৃদয়-গর্ব্বিতা বিদুষী এক নারী কল্পিতা প্রণয়িনীরূপে তাহা শুনিতেছেন এবং কখন কখন মধুর হাস্যের সহিত সমালোচনাচ্ছলে বাধাও দিতেছেন। প্রস্তারম্ভে গ্রন্থকার যে, একটী 'পূর্ব্বাভাস' দিয়াছেন, তাহাতেই ভাবুক পাঠক আভাস পাইবেন যে গ্রন্থকার এ গ্রন্থে গল্পচ্ছলে ও বিদ্রূপচ্ছলে হাসিতে হাসিতে গুরুতর বিষয়েরই অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সে পূর্ব্বাভাসটি এই ;—

"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, শ্মশানক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব! কে এমন সময়ে শবসাধনে নিযুক্ত হইবে?"

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণে এদেশে যে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়,—কর্ম্ম-বিপর্য্যয়,—সমাজ-বিপর্য্যয়,—মানব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ-বিপর্য্যয় ইত্যাদি বিবিধ বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এ দুর্দ্দিনে এ সব ঘোর সমস্যার সমাধান কবে হইবে, কে করিবে, তাহার ঠিকানা নাই। তবে এ বিপর্য্যয়গুলি যে কি গভীর কি ব্যাপক, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাই বা করিতেছে কে? সকলেই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেছে। দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় একটী সামাজিক বিপর্য্যয়ের একটু খণ্ডিত অংশ বিদ্রূপাত্মক গল্পচ্ছলে এই গ্রন্থখানিতে বিবৃত হইয়াছে। তাই, গালগল্পটী ("ভগ্নাংশ")।

এই যে এদেশে ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষার অবাধ প্রচলন হইয়াছে, ইহাতে সমাজ উলট্-পালট্ হইয়া একটা বিচিকিৎস্য ব্যাপারে দাঁড়াইতেছে, তাহারই ক্ষুদ্র এক অংশ এই 'ক্ষুদিরামে' প্রদর্শিত। জেলের ছেলে ক্ষুদিরাম ইংরাজী পড়িয়া 'ক্ষুদিরাম বাবু' হইয়া উঠিল। সে আর পল্লীগ্রামে বাড়ীতে আসিতে চায় না, কারণ দেশে তাহার স্বজাতির মধ্যে আসিতে তাহার লজ্জা হয়। যাহাদের পেটে ইংরাজীর অন্ততঃ এ, বি, সি, ডি,ও নাই, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে ক্ষুদিরাম অপমান বোধ করে। তাহার জননী,—পদ্মা-জেলেনী—সে নিজের প্রায় সমস্ত অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ক্ষুদিরামের

ক্ষুদিরাম বাবু বাড়ী আসিতে চাহেন না। যদি কখনও বা আসেন, তবে [illegible]
পোষ্ট বাবুর কাছেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন, কেমনা পোষ্ট বাবুর পেটে যা [illegible]
যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজীর আমেজ আছে। মায়ের সাধ ক্ষুদিরামের বিবাহ দিবেন, সেই [illegible]
ক্ষুদিরামের মা প্রাণ ধরিয়া একখানি ছোট অলঙ্কার বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—বধূকে
দিবেন বলিয়া। কিন্তু মায়ের সাধ হইলে কি হয়! এত আর, ইংরাজী কম্পানী,
নভেল্ পড়ুনি, চেয়ারে বসুনি, সুশিক্ষিতা মা নয়। এ যে মাছ বেচুনী সত্য [illegible]
মৎস্যগন্ধা! তাহার আবার মনের সাধ কি? ক্ষুদিরাম কি এত ইংরাজী পড়িয়া সেই
চেলীর পুঁটুলী জেলের মেয়েকে বিবাহ করিতে পারেন?—কখনই না!

ক্ষুদিরাম কলিকাতার ভুসীভোজন বাবুর সহিত একবাসায় থাকিয়া বিধবা বিবাহ,
স্বাধীনমত, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় সমস্যার সমাধান এবং ভুসীভোজন বাবুর
কাছে "ঈশ্বরের অভিপ্রায়", "বিবেক," "[illegible]" [illegible] বিষয়ে অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ
করিতে থাকিলেন। এই সব জ্ঞানের ফলে ক্ষুদিরাম সহস্র বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া
বিধবা শ্রীমতী নিরম্বণীর সহিত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জগতে সৎসাহস,
সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে ইংরাজী শিক্ষিত
প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাগণ, আপনারা ক্ষুদিরাম বাবুকে ধন্য ধন্য করুন, তাহাতে আপত্তি
নাই। কিন্তু দোহাই আপনাদের ইংরাজী শিক্ষার,—একবার ক্ষুদিরামের জননীর
কথা ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনাদেরও চক্ষে জল আসে কিনা? যাহা হউক, এই
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে গ্রামে গ্রামে একটী দুইটী নয়—পালে পালে ক্ষুদিরামের সৃষ্টি
হইতেছে। বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি যে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য-শ্রী বাড়ি-
তেছে, না, দেশময় অসন্তোষ, অবসাদ, অনাহার, ও হাহাকার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে?
ইংরাজী শিখিয়া তোমরা হিন্দুর জাতিভেদ নষ্ট করিতে চাও, কিন্তু তোমরা যে
অশিক্ষিতকে ঘৃণা করিয়া থাক, অশিক্ষিতকে অপাংক্তেয় করিতে পারিলে ছাড়িতেছ
না। হিন্দুর জাতিভেদে কথায় কথায় তোমরা 'ঘৃণার' কথা তুলিয়া থাক, কিন্তু তোমরা
ইংরাজী শিখিয়া অশিক্ষিতকে ঘৃণা কর কেন? নিমন্ত্রণ রক্ষায় মোটা মাহিনার
হাকিমগণ গরীব আমলাদের সহিত বসিতে অনিচ্ছুক কেন? হিন্দু নিম্নজাতিকে ঘৃণা
করে না; বরং এই ইংরাজী আমলে ইংরাজী না-জানা লোককে তোমরাই ঘৃণা
করিতে আরম্ভ করিয়াছ; অর্থের দাস তোমরা, অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া দরিদ্রকে ঘৃণা
করিতে আরম্ভ করিয়াছ। তোমরা নিজেকে 'পেট্রিয়ট' বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাক,
কিন্তু তোমরাইতো ইংরাজী শিখিয়া জনক-জননীকে ভুলিতে পারিয়াছ, আত্মীয়
কুটুম্বকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছ, নিজেদের ধর্ম্ম, নিজেদের কর্ম্ম ত্যাগ করিতে
কুণ্ঠা বোধ কর না; [illegible] তোমাদের 'গোমাতা' [illegible], বিজাতীয় পরিচ্ছদ [illegible]

নাই, বাটীতে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক আছেন, বামুনঠাকুর স্বয়ং তাহারই [illegible] কি জানি যদি রাত্রিকালেই ধাত্রী ডাকিতে হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া [illegible] হইবে, বামুনঠাকুর সেখানে অগ্রণী। এই সকল বিষয়ে বামুনঠাকুরের দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই, ঝড় বৃষ্টি বোধ নাই, দিবারাত্রি ভেদ নাই। ইহাতেই বামুনঠাকুর সদানন্দ।"

পাড়ায় এক প্রতিবেশীর গৃহ শূন্য হইল,—(থুড়ি। এরূপ অসভ্যদের স্ত্রী মরিলে কমলিনীর মতে 'গৃহ-শূন্য' বলা শোভন হয় না।)—আচ্ছা, তাহার কাচ্চাবাচ্চার মা-ই মরিয়াছিল। ছোট ছেলেটীর বয়স তখন তিন বৎসর। বামুনঠাকুর ছেলেটীকে নিজে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিয়া গেলেন, ক্রমে এই ছেলেটীর বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের আশায়—বামুনঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং ক্ষুদিরাম ও ভূষীভোজন বাবুর বাসায় চাকরী স্বীকার।

এই হইল বামুনঠাকুর। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ একবার "ক্ষুদিরাম" ও "বামুন ঠাকুর" এই দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখুন দেখি; আর সত্য করিয়া বলুন দেখি, সমাজকে সুখের ও শান্তির সমাজ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, সেই সমাজে ক্ষুদিরামের দল ভাল, না বামুনঠাকুরের দল ভাল? তবু এই "বামুন-ঠাকুর" গলিত-পলিত হিন্দু সমাজের—একটা অনাদৃত, তমসাবৃত [illegible]। প্রকৃত উন্নতি চাও, তবে এই সকল—শুধু বামুনঠাকুরের দল নহে, হিন্দুর সকল শ্রেণীর লোককেই গুণকর্ম্মানুসারে শিক্ষিত কর, নতুবা ইংরেজী শিক্ষার অহঙ্কারে মত্ত ক্ষুদিরামের দল পুষ্ট করিলে, সমাজে কেবল অশান্তিই বৃদ্ধি করিবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে এই জীবনমরণের সমস্যাই রসাল বিদ্রূপের ভঙ্গীতে দেখান হইয়াছে। মহা চিন্তার কথায় পরিপূর্ণ। হাস্যের আবরণ ভেদ করিয়া যিনি ইহার গভীর মর্ম্মস্থল উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিবেন, তিনিই ইহা পড়িবার প্রকৃত অধিকারী! তখন তাঁহার মনে সামাজিক ইতি-কর্ত্তব্যতা বিষয়ে নানা গভীর চিন্তার উদ্রেক হইবেই হইবে। এই জন্যই গ্রন্থকারের ইচ্ছা, গ্রন্থখানি অরসিকের হাতে না পড়ে।

"ইতর-তাপ-শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন!
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

গ্রন্থে আর একটী চিত্র আছে—সেটী মেসের ঝি। এই ইংরেজী আমলের নাগরিক সভ্যতার অবান্তর অথচ অবশ্যম্ভাবী ফল By-product বলিলেও চলে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহাদের "উদ্ধার" করিলেই ত হয়। হয়, তা জানি, কিন্তু [illegible] ভূষীভোজনের বংশের গতি কি হইবে?

সবুর করিয়াছি, কিন্তু একটাও আরশোলা ধরিতে সাহস হয় নাই। মানুষের সাথে যুদ্ধ করিলে শত্রুর বুক যায়,—আরশোলার যুদ্ধে হারাইবে সাতের মধ্যে হাতে গন্ধ হয়. যে আরশোলা ও সহজ জন্তু নহে। কাজেই কবুল করিতে হয় যে, আমি নাচার। তিনবারা তেলাপোকার কথা বলিয়াছিলাম। আরশোলার জ্বালায় কমলিনী সারা হইলেন, আমি সারা হইলাম, অথচ সেই তেলাপোকার কথা সারা হইল না। ছাড়-কথার এই ত দোষ।"

পাঁচু-ঠাকুর—"ভারত-উদ্ধার" লেখার পরে ইন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে বাসা উঠাইয়া ভবানীপুরে আসিলে, ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক ইন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে একখানি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ লিখিতে সম্মত হইলে, "পঞ্চানন্দ" নামে মাসিকপত্রিকা বাহির হইতে লাগিল। শুধু ব্যঙ্গাত্মক লেখায় মাসে মাসে একখানি পত্রিকা পূরণ করিয়া প্রকাশ করা বড় সোজা কথা নহে। তাহাতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবন্ধ, প্রেরিতপত্র, সমালোচনা, কবিতা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্য থাকা চাই, অথচ সবই বিদ্রূপাত্মক। এদিকে লেখক এক ইন্দ্রনাথ বলিলেই হয়। ইন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়াই পত্রিকাখানি কখনও নিয়মিত কখনও বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া দুই বৎসরের অধিককাল চলিয়াছিল। হাইকোর্ট ছাড়িয়া ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে গেলেও সেখান হইতে কিছুকাল পঞ্চানন্দ চালাইয়াছিলেন। ক্রমে ওকালতীর পসারে লিখিবার সময়াভাবে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে ৺যোগেন্দ্র চন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্রনাথ "বঙ্গবাসী"তে লিখিতে আরম্ভ করেন। "বঙ্গবাসী"র প্রথম পঞ্চানন্দ "সুরেন্দ্রায়ণ"। তার পর প্রায়ই "বঙ্গবাসী"তে ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ বাহির হইত। রসজ্ঞ লোকের কাছে তাহা বড়ই উপাদেয় ছিল এবং সেকালে ঐ পঞ্চানন্দ-টুকুর জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া "বঙ্গবাসী"র প্রতীক্ষা করিত। ইন্দ্রনাথ বহু-কাল ধরিয়া "বঙ্গবাসী"তে পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন। পরে যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ এবং গুরুতর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন্দ লিখিতে পারিতেন না, তখন নানাজনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর পঞ্চানন্দ লিখিতেন না।

"বঙ্গবাসী"র সহিত ইন্দ্রনাথের সংস্রব, হওয়ায় কিছুদিন পরেই যোগেন্দ্রচন্দ্র পুরাতন মাসিক পঞ্চানন্দ হইতে প্রবন্ধাদি সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ইন্দ্রনাথ অনুমতি দেন। ইন্দ্রনাথ ঐ সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম রাখিলেন "পাঁচু ঠাকুর।" প্রথম ভাগ প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হইলে, পুরাতন পঞ্চানন্দের বাকী অংশ পাঁচুঠাকুর দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে "বঙ্গবাসী"তে যে সকল পঞ্চানন্দ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত করিয়া পাঁচুঠাকুর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। তাহার পরে, ইন্দ্রনাথের লিখিত যে সকল পঞ্চানন্দ এতকাল

সে গো ছিল ধুতি খুলে,
পেটিব আর বকলা মূলে,
আমি—ভার্ণাকুলার যাব ভুলে,
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে।
মিসেস্ পাঁচী গাউন পর,
ধরাকে দেখিবে সরা,
এখন—হলো হলো উল্কি পরা,
সেজে ও বিবি হয়ে॥

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুকরণে শিক্ষিত বাঙ্গালী হঠাৎ ধর্ম্মধ্বজী হইয়া উঠিল। হিন্দুর প্রতিমাপূজা হইল "পুতুল পূজা," 'কুসংস্কার' ও 'বর্ব্বরতার চিহ্ন'। উনবিংশ শতাব্দীর পুচ্ছভাগে কি আর এরূপ ঘোর অসভ্যতা চলে? তাই,—

"ধরেছি ধর্ম্ম-ধ্বজা—
আর মানিনে পরব-পূজা,
সার ক'রে চক্ষু বোঁজা,
একটী শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান।"

কোথায় সেই জীবনব্যাপী ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা-সাধনায় সমাধি লাভ, আর কোথায় রাস্তার ধারে, মোড়ের মাথায়, স্ত্রীপুরুষে জটলা করিয়া বক্তৃতার চোটে "ব্রহ্মোপাসনা"! ব্যঙ্গ-কবির পক্ষে এ কি কম প্রলোভনের বস্তু? এমন যে কতকটা নিরীহ লোকের হাসির গানের কবি ডি, এল্, রায়, কিছুতেই এ প্রলোভন এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

"নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে দেখলাম অতি স্পষ্ট,
শুধু চোখ বোঁজা ভিন্ন আর নাহিক কোনই কষ্ট।
কাজেই ভগিনী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,
এমন সময় হয়ে গেল বিয়ে হিন্দু কর্ম্মে।"

যাহা হউক, এই বিষম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে পাদরীর ধুয়া ধরিয়া ঘরের ছেলে পর হইয়া দাঁড়াইল, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্যঙ্গ-কবির চক্ষে এ অনুপম দৃশ্য যথার্থই কাব্যের বস্তু!

কাণ টানিলে মাথা আসে। অনুকরণ-বৃত্তি যখন পাইয়া বসে, তখন একটা বিষয় লইয়াই ক্ষান্ত হয়না। বাবুরা "সাহেব" সাজিলে, মেয়েরা "বিবি" না সাজিলে "মাণিক-জোড়" হয় কি করিয়া? বিলাতী ধরণে "স্ত্রী-শিক্ষা" আরম্ভ হইল। আনুষঙ্গিক হারমোনিয়ম্ ও গান-বাজনাও চলিতে লাগিল। যেরূপ গতিক, তাহাতে নাচের আর বড় বিলম্ব নাই। তখন, বাবুরা গান ধরিবেন,—

"ফের, নাচে গানে, জ্ঞানে মানে,
ঘরে পাই এলাহি জ্ঞান।"

প্রাণপণে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ইংরেজী শিখিয়া এখন বাঙ্গালীর ছেলে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে, তবু নেশার এমনই গুণ যে, সেই ইংরেজীর একটু কপ্‌চানি মেয়েদের না শিখাইলেই নয়! রমণীর মুখে একটু-আধটু ইংরেজী-বুলি বাবুদের কাণে এমনই অমৃত বর্ষণ করে!

তার পর, এমন শিক্ষিতা নারী কি কুসংস্কারবিশিষ্ট শাশুড়ীর সংসর্গে,—প্রাচীর-বেষ্টিত অবরোধে কাল যাপন করিবার জন্য কখনই [illegible]। তবে, ভাঙ্গ অবরোধ, চাও "স্ত্রী-স্বাধীনতা"।

"মেয়েমানুষ কারাগারে, বন্দী হয়ে থাকতে পারে?
তাই, খুলে দেছে বাহির করে, স্বাধীনতা করি দান।
আমি [illegible] [illegible]াম, খেলাম খেলাম
ভাবিলে আর অপমান।"

অনুকরণের উন্নতি, উল্লম্ফনের উন্নতি, রাতারাতি উন্নতি, এ সব উন্নতি ভুঁইফোড়ের উন্নতির মত কখনই কাজের হয় না, এই জন্য বাঙ্গালীর [illegible] [illegible] সে সময়ে যে কয়টী [illegible]কন্যা স্মরণীয়া হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদেরই লোকের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। বিলাতে যাঁহাদের দেখিয়া বাবুরা এইরূপে কেহ কুল ভাঙ্গিলেন, কেহ বা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন ও এখনও হইতেছেন, তাঁহারা কিন্তু নিজেদের দেশে "New Woman"এর জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তবু নেশার এমনি মোহ যে, এদেশে বাবুরা সেইরূপ "নব্য রমণী" প্রস্তুত করিবার জন্য বিষম ব্যস্ত! বিলাস-বাবুগিরি ও প্যান-বাজনার সঙ্গে নব্যারা নাটক-নবেলে যেরূপ প্রেমের পালার চর্চ্চা করিতেছেন তাহাতে গরীব বাঙ্গালীকে শেষে দেউলিয়া হইতে হইবে;—বিবাহ কথাই বুঝি উঠাইতে হয়! তখন বাবুদের সাধের "সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী"র পতাকা পত-পত-শব্দে উড্ডীন হইবে। শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, সংস্কার-প্রভাবের অনুকূল পবনে, আর বাবুদের কর্ণধারত্বে উন্নতির নৌকা চলিয়াছে। কাহার সাধ্য উজান গাঙ ফিরায়? কিন্তু যে হিন্দুর মন বুঝে না; তাই মানুষ মরে, বিদ্রূপ করে। ইন্দ্রনাথ হিন্দুকে বিশ্বাস করিতেন। তাই, তাঁহার মন নিরাশায় ভেঙ্গে নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু মরিবার নয়; বিলাতী মদের নেশা কাটিয়া যাইবে, মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই তিনি দেশ জাগাইবার জন্য, নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে চেষ্টা নিষ্ফলও হয় নাই। তাঁহার কশাঘাতের চোটে অনেককেই চক্ষু মেলিতে হইয়াছে। আগের পাশমোড়া দিয়াও সে অজগরের নিদ্রা আর নাই। এখন অনেকেই সজাগ, অনেকেই ঘর সামলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখনও যাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন, তাঁহারা শিবের অসাধ্য।

কলঙ্কিত করিয়া গেলেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তবে ভারত-উদ্ধার কথায় যাহা বলা গিয়াছে, অন্যান্য বিষয়েও সেই কথা অর্থাৎ যে বিষয়ের সহিত যাঁহার নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, যেখানে বিষয় হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা যায় না, সেখানে ব্যক্তি বাদ দিয়া বিষয়কে বিদ্রূপ করা অসম্ভব বলিলেও হয়। ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধান নায়ককে ব্যঙ্গ-চিত্রে উজ্জ্বল করিয়া না দেখাইলে কখনই সে চিত্র পরি-স্ফুট হয় না। অবশ্য সেই প্রধান নায়কে বা উপনায়কে বিদ্রূপের উপযোগী বস্তু থাকা চাই।

এই সব কথা মনে রাখিয়া পাঁচুঠাকুর পড়িলে, পাঠক উঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতায় মুগ্ধ হইবেন, উঁহার মৌলিক চিন্তাশীলতায় চমৎকৃত হইবেন এবং এই অধঃপতিত দেশের উপর দিয়া যে সকল তাণ্ডব-লীলার অভিনয় হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইবেন।

পাঁচুঠাকুরে চুট্‌কীরও অভাব নাই। ক্রমাগত বড় বড় ব্যাপার ও সমস্যার প্রবন্ধ কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গুরুপাক হইতে পারে, এইজন্য ইন্দ্রনাথ পাঁচুঠাকুরে কিছু কিছু চুট্‌কী-চাটনীর ব্যবস্থাও করিয়াছেন। পুস্তকাকারে প্রথম সঙ্কলনের সময়ে সে গুলি একত্র করিয়া দ্বিতীয় কাণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়। এই গ্রন্থাবলীতেও পাঠক পাঁচুঠাকুর দ্বিতীয় কাণ্ডে তাহা পাইবেন। চুট্‌কীর একটা উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

"পঞ্চানন্দ" বাহির হয়, লোকে পড়েও, এমন কি "শনিবারের পালা" মুখস্থ করে, কিন্তু কেহই দাম দেয় না,—"অগ্রিম মূল্য"ত দূরে থাকুক। পঞ্চানন্দের চলে কিসে, তাহা কেহই একবার ভাবে না। ঠাকুর এক ফন্দি করিলেন। বাঙ্গালী, বিজ্ঞাপন পড়িয়া পেটেণ্ট ঔষধ খাইতে বিলক্ষণ ব্যগ্র। পঞ্চানন্দ ভাবিলেন, একটা ঔষধের বিজ্ঞাপন দিলে বাঙ্গালী কিনিবেই কিনিবে। পঞ্চানন্দের দাম নাই দিল; "যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজম্।" পঞ্চানন্দের বিজ্ঞাপন বাহির হইল—"পঞ্চানন্দের এণ্টি-বোকামি মিকশ্চার অর্থাৎ বোকামি নাশক আরক।" *

ঠাকুর বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এক হাত মারিয়া দিলেন, এই এক পেটেণ্ট ঔষধেই রাতারাতি বড় মানুষ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যে নিজের বোকামী নিজেই বুঝিতে পারিল, সে আর বোকা কি করিয়া? ফলতঃ পঞ্চানন্দের মিকশ্চার কেহই কিনিল না। তবু এই ফিকিরে ঠাকুর বাঙ্গালী বুদ্ধিমানদের

---

* এই অপূর্ব্ব মহৌষধটীর গুণাগুণ পাঁচু ঠাকুরে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। পাঠক, স্বয়ং তাহা পড়িয়া লইবেন। তবে, দরকার হইলেও ঔষধটী এখন আর পাইবার উপায় নাই। এজন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু নাচার।

একটা সেন্সস্ পাইলেন, ইহাই পঞ্চানন্দের লাভ। এরূপ চুট্‌কী যে বেশ মুখরোচক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রকার হরেক রকমের চাট্‌নীর মধ্যে এমন জিনিষও আছে যাহা শুধু মুখরোচক নহে, বিলক্ষণ সারবান্‌ও বটে। উদাহরণ-স্বরূপ "সূক্ষ্ম বিচার" নিবন্ধটীর উল্লেখ করিলাম। পড়িয়া দেখুন, গঙ্গারামের "আনন্দাশ্রু" দেখিয়া পাঠকের চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইবে, (অবশ্য পাঠকের যদি চক্ষু ও হৃদয় ও রসবোধ থাকে)।

পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, ইন্দ্রনাথের এক ক্ষমতা ছিল, তিনি ইংরেজীর যথাযথ অনুবাদ করিয়া হাস্যজনন করিতে পারিতেন। পাঁচু ঠাকুরে অনেক স্থলে তাহার উদাহরণ আছে। একটা স্থলের উল্লেখ করি। পিণ্ডিতে (রাউল্‌পিণ্ডিতে) আমীরকে লইয়া দরবার হইতেছে। একদিন ইংরেজী কাগজে তাহের সংবাদ বাহির হইল—If every thing goes on well at Pindi then the relation of Amir with our Queen will be settled. কাগজখানি পড়িয়া ইন্দ্রনাথ পঞ্চানন্দের জন্য উহার যথাযথ অনুবাদ করিয়া দিলেন,—যদি পিণ্ডিতে গোল না বাধে, তবে, হইলে আমীরের সহিত আমাদের মহারাণীর সম্বন্ধ নির্ণয় নিশ্চিত। ইহা যথাযথ অনুবাদ, অথচ যেন বাজীকরের হাতে এক জিনিষ নিমেষের মধ্যে কিসে পরিণত হইল। পাঁচ কাণ্ড 'পাঁচুঠাকুরে' যে কত বিষয় আছে, শুধু তাহার উল্লেখ করিতে গেলেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাবলীতে তাহা দেখিবার ভার পাঠকের উপরে সমর্পণ করিয়া, আমরা 'পাঁচুঠাকুরে'র কথা এইখানে শেষ করিলাম।

অন্যান্য রচনা—পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ও পঞ্চানন্দ (পাঁচুঠাকুর) ছাড়া, ইন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রবন্ধ যে কত লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যৌবনারম্ভে "পঞ্চানন্দ" প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার "অক্ষয় দাদা"র (অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের) 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তাঁহার বিস্তর প্রবন্ধ ও রসরচনা প্রকাশিত হইত। 'সাধারণীর' সে-সব প্রবন্ধ স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। পরে, যখন 'বঙ্গবাসী'তে ইন্দ্রনাথ "পঞ্চানন্দ" লিখিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতে 'বঙ্গবাসী'র জন্য অন্যান্য প্রবন্ধও লিখিতেন। প্রধানতঃ সে-সব প্রবন্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক।

জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'বঙ্গবাসী'তে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। উপরোধ-অনুরোধে তিনি কখন-কখনও মাসিক পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সমালোচনা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওকালতিতে এবং স্বোপার্জ্জিত বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত

হইলেও, যে বিপুল সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই অবাক্ হইতেও হয়। অবশ্য এ সঙ্কলনে কেবল-মাত্র তাঁহার নামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলিই সঙ্কলিত হইয়াছে। সেইগুলি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বদেশের ভাষা,ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য তিনি কিরূপ গভীর অথচ মৌলিক ভাবে চিন্তা করিতেন। সাহিত্যে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বা অন্যের প্রবর্ত্তিত পথে বিচরণ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার এই সব প্রবন্ধ বেশ সতেজ ও সরল ভাষায় রচিত এবং মধ্যে মধ্যে রসের বুক্‌নী থাকায় চমৎকার সুখপাঠ্য। প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পড়িলে পাঠকের মনে নানা চিন্তার উদ্রেক ও নূতন ভাবে নানা সমস্যার উদয় হইবে, অনেক স্থলে সমাধানের উপায় ও ইঙ্গিতও পাঠককে পুলকিত করিবে। এককথায়, প্রবন্ধগুলি কাজের কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং মন দিয়া পড়িলে এবং তদনুসারে চিন্তা করিতে থাকিলে জ্ঞানোদয় ও বলাধান দুইই হইবে। উপন্যাস-প্লাবিত দেশে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে ঐ প্রবন্ধগুলি অমূল্যনিধি। উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ ভাবে আমরা "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি। সুপ্রসিদ্ধ 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনখানি প্রকাশিত ও অভিনীত হইবার অল্পদিন পরে ইন্দ্রনাথ 'নবজীবনে' উহার একটী নাতি হ্রস্ব সমালোচন করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনে তিনি কেমন নিপুণ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, সমালোচনটী পড়িলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যাঁহারা উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে বঞ্চিত অথবা যাঁহারা উহার মধ্য দিয়া মর্ম্ম ও রহস্যের সন্ধান করিতে অসমর্থ নহেন, তাঁহারা এই সকল প্রবন্ধ পড়িয়া বিলক্ষণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অবশ্য যাঁহাদের ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মত, তাঁহাদের 'গোঠ'ও ভিন্ন। পঞ্চানন্দের তাঁহারা কেহই নহেন; পঞ্চানন্দও তাঁহাদের কাছে 'পঞ্চাভক্ত'র নামান্তর মাত্র।

উপসংহারে মোটের উপর বক্তব্য এই যে, বিলাতের অনুকরণে এ দেশে সকল বিষয়েই যে একটা উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব আসিয়াছে, দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই ভাব প্রযুক্ত হওয়ায়, কি ধর্ম্মের ব্যাপারে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, এই যে বিষম বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ ইহার বিরোধী ছিলেন;—তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-প্রচেষ্টাই ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ধর্ম্ম-সংস্কারের নামে যে পথে ধর্ম্মের গতি ফিরাইতে গিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাহা 'জগা-খিচুড়ী'তে পরিণত হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য হইয়া উঠিল, বিলাতী অনুকরণে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে চালাইতে না চালাইতেই যে পথে "Beware" লিখিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিতে হইল, দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে এ দেশে বিলাতী রাজনীতির উগ্র নেশা ধরাইতে গিয়া পাত্র-বিশেষকে

তাহা যেরূপ ভীষণ কণ্টকিত পথে চালিত হইল,—এ সব পথে সুখশান্তি নাই। হিন্দুর পক্ষে এ সব পথ কুপথ এবং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তাই তিনি এই সকল উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল নীতিকে বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই উদ্দাম-নীতি 'উদার-নীতি'র মুখোস পড়িয়া সংস্কারের নামে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ ইহারই বিরোধী এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার অক্ষয়-তূণের চোকা-চোকা বাণগুলি এই উদ্দাম-নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, নিশ্চয়। কিন্তু তাহার মানে এ নহে, যে তিনি উন্নতির বিরোধী। ব্রাহ্মণের অবনতি দেখিয়া তিনি "নবদ্বীপ-সমাজ" গঠনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে ত ব্রাহ্মণের উন্নতি সাধনের জন্যই। ব্রাহ্মণ উন্নত হইলে সমাজের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইবে, এই আশায়। তাঁহার মতে সংস্কার, উন্নতি, যাহা প্রয়োজন তাহা কর। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুভাবে প্রভাবিত হইয়া, প্রকৃত দেশপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া। নতুবা তোমার উদ্দাম-নীতিকে 'উদার-নীতি' বলিয়া ভবীকে ভুলাইতে পারিবে না। এই যে দেশময় অশান্তি, অসন্তোষ ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, এ সব ত তোমাদের তথা-কথিত ঐ উদার-নীতিরই ফল! তোমাদের ধর্ম্মান্দোলনে কি ফল হইল, তোমরাই, চক্ষু মুদিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে কি ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও কি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হইবে? তোমাদের স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার শোভাযাত্রা বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এ গরীবের দেশে বিলাস চালাইতে গেলে, কেবল অভাবেরই সৃষ্টি করা হইবে। অভাব হইতেই অশান্তি। তবে আর উদ্দামে উদারে প্রভেদ কি? তবে আর তোমাদের 'উদারকে' 'উদ্দাম' বলিলে চটো কেন? তাই বলি, ভাই 'উদার-নীতিক'গণ! ক্ষান্ত হও। গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া সংস্কার করিতে পার ত কর,—গণ্ডীর বাহিরে যাইও না। গণ্ডীর বাহিরে প[illegible] হল, শেষে লঙ্কাকাণ্ড না হইয়া থামিবে না, প্রাচীন কাব্যের এ উপদেশ মনে রাখিও। ইহাই ইন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল ও সার কথা।

এইখানে আমরা ইন্দ্রনাথের ও তাঁহার কীর্ত্তি-কথার শেষ করিলাম। তিনি বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। বঙ্গবাসী চিরদিনই তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আজ আমরা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ একত্র করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমাদের কৃতার্থতা। ইন্দ্রনাথের আত্মা যদি আমাদের এই কার্য্যে কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করেন, তাহা হইলেই আমাদের এই প্রযত্ন সার্থক হইবে।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্ ।

প্রথম উদ্গার ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ।

কেন বঙ্গভাষে ! ভাস নয়নের জলে আর ;
যবে দেখিতেছি, সদ্যঃ জনমিলা, অমনি
কবিতাইলা, কত কবি-সুত তব ; তীক্ষবুদ্ধি-রূপ
সূতা যোগে যাহা গাঁথিয়া গৌড়ীয়া গদ্য
(যার অর্থ মালা) (বেলফুল দলে যেন
নূতন বাজারে কত মালী) পরাইলা তব গলে,
বালে ! বয়স এখন তোর কাঁচা, ও মো বলি !
এর মধ্যে দন্ত-দন্ত আসিয়ে, তোমার কণ্টক
পদ্যের মিল দেখ পরিষ্কৃত ;—মিউনিসিপালিটির
গুণে দেখ যথা জঙ্গল ।—মুছিয়া ফেল আঁখির
সলিল, অদূরে সুকাব্য-রবি উদি আলোকবে
ভাল তব ; ডুবাইবে মিত্রের বারিদে !
এই নাও, আমিও দি একগাছি মালা ;
সস্তা বলি ঠেলি ফেলি দিওনা নাচিয়া ।

দ্বিতীয় উদ্গার ।

মিত্রাক্ষর [illegible] ।

স্বাধীনতা [illegible]
কত [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] ।

তৃতীয় উদ্গার।

বই লেখা।

মানস গোলাপ ফুলে, "বইলেখা" পোকা
কি কুক্ষণে পশিয়াছে, তাই ভেবে বোকা
হইলেন বঙ্গদেশ, আমি একা নই।
এ ভাল জঞ্জাল হতে কিসে মুক্ত হই?
বাছিয়া ফেলিব কীটে যদি মনে করি,
পাপড়ি ছিঁড়িবে পাছে, এই ভেবে ডরি।
বঙ্কিমের মত নাই কলমের জোর,
নবাখ্যা (১) লেখা হ'ল না, এ খ্যাতি ত' জোর।
ওই দেখ দীনবন্ধু। তোমায় দেখিয়া,
নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া!
শিকায় তুলিয়া মান, কাণ কাটা যত
দুই গালে চূণ কালি লেপি অবিরত,
লেখনী সিঁধের কাটি হাতে, চুরি করি,
বই না বাহির হ'তে হয় যো ধরি।
নাটক লিখিয়া কেন খাটিব কার্ত্তিক?
মজা করে কাবা (২) করি, নাস্তিক আস্তিক।
কোন বর্ণ যদি মিলে, বটতলা আছে।
না মিলিল, বয়ে গেল, বসুজার (৩) কাছে।
যত পরিচয় দিতে সাধ যদি চিতে,
গোল কর, কেশব হইবে আচম্বিতে।

---

(১) Novel. (২) অথবা (পদ্য) কাব্য।

(৩) বসুজা—I. C. Bose. ঈশ্বরচন্দ্র বসু। কলিকাতা বহুবাজারে ইঁহারই 'ষ্ট্যানহোপ' নামক মুদ্রাযন্ত্রে মাইকেল মধুসূদনের যাবতীয় পুস্তক ছাপা হইত। সে কালে বটতলা হইতে "কি মজার শনিবার", "কি দুঃখের সোমবার" ইত্যাদি নানাবিধ রঙ্গরসের ছোট ছোট পুস্তক বাহির হইত। সে সব পুস্তক পয়ার ছন্দে। 'উৎকৃষ্ট কাব্যের' কবি ভাবিতেছেন, তাঁহার হাত দিয়া মিত্রাক্ষর বাহির হইবে কি অমিত্রাক্ষর বাহির হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, যদি মিত্রাক্ষর হয়, তাহা হইলে ছাপিবার কোন চিন্তা নাই, বটতলা আছে; আর যদিই বা অমিত্রাক্ষর বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ভয় নাই, মাইকেলের অমিত্র-ছন্দী কাব্যাদি যিনি ছাপিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু আছেন।

শুধু যার বই কিনে খত হতে চাও,
ছোট আড়া কাগজেতে মৌদ ফাঁক দাও।

চতুর্থ উদ্গার।

আমার কত কথা।

প্রস্তাবের প্রারম্ভেতে বলিতে উচিত,
গ্রন্থকার-উক্তি, যাহা নিয়ে সুরচিত।
প্রয়োজন মতে, লোকে কেহ পঞ্চমুখ,
কেহ দশ, কেহ শত মুখে পায় সুখ।
প্রমাণ তাহার চাও? আমি দিতে পারি
(কেনই বা বলি হেন, কথাও ত ভারি,
প্রমাণ বিহনে কেবা আদালতে যায়?)
মহাদেব গাইলেন পঞ্চ রসনায়
ধরণীর কথা; আহা! সেই মহাদেব,
যিনি শূলপাণি শিব, ভূত-মোসাহেব,
শ্মশাননিবাসী—(হেন কত বিশেষণ
আছে, তাহা দিয়া ফল বল কি এখন?)
যাউক সে কথা—আর দেখ যে অনন্ত
কতেক ধরিলা ফণা, মুখে কত দন্ত!
—(পদ্য অনুরোধে মাত্র এ কথাটী বলা।)
আরো দেখ, গগনের চাঁদ ষোলকলা।
ইত্যাদি ইত্যাদি নানা সদুদাহরণ;
সবগুলা বলিবারে কিবা প্রয়োজন?
দেড় পাতা পুস্তকে ভূমিকা তের পাত
বিজ্ঞ থাকিতে বল, "কিন্তু" মাত্রে "আত"
শব্দা শতরূপ খেলে;—সেইরূপ মম
এ সকল কথা বলা, অকারণ শ্রম।
কিন্তু নিবেদন এই, কি সাধ্য আমার?
টুংকুটের ফল সব, আমি ত আধার।

চতুর্থ উপহার।

বলে দিই, এ অদৃষ্ট পাঠকের। নহে
গ্রন্থ-কর্ত্তার ; যার তরে এত সহে
ভেঁড়ার সদৃশ শাস্ত্র পাঠকের পাল।
ক্ষমতা শুন রে এবে সামাল ! সামাল !
আমার যতেক বিদ্যা, একে একে বলি ;
মন দিয়া শুন, যত কাব্য-মধু-অলি।
মম বিদ্যা দুই মত—সকলেরই তাই।
স্বাভাবিকী, উপার্জ্জিতা, বুঝে দেখ ভাই।
উপার্জ্জিতা বিদ্যালতা করে ঝকমক ;
ইঙ্গরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ; কতক
উর্দ্দু মিশাল তাহে ;—দেখ সন্দেহ !
গীত বাদ্য নৃত্য আদি কভু ছাড়া নয়।
স্বাভাবিকী বিভাজিতা দুই উপভাগে,
সহজা চ অলৌকিকী—যাহে মজা লাগে ;
সহজা বিশেষ সবে জানে সবিশেষ,
ভোজন, শয়ন, আদি, ভ্রমণ অশেষ।
অলৌকিকী কথা অতি বিচিত্র শ্রবণে,
যে দেখেছে সেই ভাবে—"ভুলিব কেমনে ?"
পেট ফুলাইতে পারি, বুকে গর্ব্ব করি,
উদরে সারঙ্গ কিবা আহা মার মরি।
চক্ষু দুটী টেরা হয়, ঘাড়ে ওঠে পদ
গলার দেখিতে শিরা, অদ্ভুত-আস্পদ।
সকলে দেখেছে মোরে, কেহ নাহি চিনে,
বয়সের সঙ্গে বিদ্যা বাড়ে দিনে দিনে।
গ্রন্থ লিখিবারে পারি, লেখাও হয়েছে,
কিন্তু না বিকায় কভু, দোকানে রয়েছে ;
তাই এইবার পুনঃ লিখিলাম বই।
কর্ণরূপ মুখে খাব যশোরূপ দই।
পড়িয়া আমারে যদি কেহ করে দ্বেষ,
পড়ি কিবা কাজ তার—এই উপদেশ।

শ্রীশ্রীমহামতি উপাধ্যায়।

কল্পতরু।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

——————Et me fecere poetam
pierides : * * * * : me quoque dicunt
vatem pastores ; sed non ego credvlus illis :
Name neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinna
Digna, sed argutos inter strepere anser olores."

—Virgil.

ক্যানিং লাইব্রেরী; কলিকাতা।

সন ১২৮১ সাল।

কল্পতরু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।"

৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয় শ্রেণীর একখানি ভাড়াটে গাড়ী হাটখোলার একটি দোতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, রণযাত্রা বন্ধ করিল। ঘোড়া দুইটার মধ্যে একটার খাড়াই আধ হাত কম, কিন্তু তাহার লাগামের নীচে দিয়া যে পরিমাণ জিহ্বা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে [illegible] মায় সুদ ক্ষতিপূরণ হইল। বাম-চক্ষুহীন অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ নেত্র হইতে অন-বরত ধারা বিগলিত হইতেছিল; গার্দভশ্রবা বুঝি এই ভাবিয়া কাঁদিতেছিল যে, "এখনি ত আবার চাবুকভরে চলিতে হইবে, তবে একেবারে আরম্ভ করিয়া ইহ অশ্বজন্মের শেষ পর্য্যন্ত চালাইয়া লয় না কেন? মাঝে মাঝে থামাইয়া বিদ্যুৎ-আলোকিত অমা-রজনীর ন্যায় গাড়ীটানা জীবনকে দ্বিগুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন কর কেন?" আহা! পাঠক মহাশয় যদি সহৃদয় হন, অবশ্যই ইহার দুঃখে দুঃখী হই-বেন; যদি ইহার মুখ থাকিত, তবে সুখের সুখীও হইতে বলিতাম। [illegible] (গ্রন্থকার) প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—"মুনসুফী স্বীকার করিব, [illegible] হইব, তথাপি ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া হইতে পারিব না"; আপনি বলুন,—"তথাস্তু"।

গাড়ী থামিল, নরেন্দ্রনাথ সানন্দে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, পাছে গাড়ীর চরণাধারে পা দিলে ভাঙ্গিয়া পড়ে অর্থাৎ তিনি চাকার উপর পড়েন—তাহা হইলে চাকার দাম লাগিবে। কলিকাতার গাড়ীর অধিকারীদিগের [illegible] মমতা অল্প। নরেন্দ্রনাথ, গরমেণ্টের চায়না-কোটের বুকের পকেট হইতে [illegible] টানিয়া বাহির করিলেন; ঘড়ীর ডালা খুলিলেন, ঘড়ী কর্ণে সংলগ্ন করিলেন, [illegible] (নিজের) কিঞ্চিৎ বিকৃত করিলেন, বলিলেন "ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট" [illegible] রুমাল বাহির করিয়া একটা সিকি এবং আটটা পয়সা গাড়োয়ানের [illegible]

কমলে [illegible]াইয়া দিলেন। গাড়ওয়ান বলিল, "ঘণ্টা তবুসে বেশী হয়া"। নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "সমস্ত দিন লাগে নাই, এই পরম লাভ, কিন্তু আমি তার দায়ী হইতে পারি না," বলিয়া সিঁড়ির উপর উঠিলেন। পলাণ্ডু-সুবাসিত গালিকা-পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে, যথাবিহিত গালের মধ্যে এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ফুৎশিৎ অনির্ব্বচনীয় শব্দ বাহির করিল, রণবাদ্য করিতে করিতে পুষ্পক-রথ জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ উপরে গিয়া বিছানায় নিজ স্থূল কলেবর স্থাপিত করিলেন; যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি পশ্চাতে তাকিয়া, সম্মুখে হুঁকা ও তদগ্রে একটী বাক্স লইয়া বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রও সেই বাক্স সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা (বা আড়্‌কাটিয়া কর্ত্তা, কারণ তিনি একজন মহাজনের প্রধান কার্য্যকারক) আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "বস, ভাল আছত? অনেক দিন যে দেখা নাই?"

নরেন্দ্র। "আজ্ঞে, পরীক্ষা সম্মুখে, অবকাশ অল্প, তাই আস্‌তে পারি নাই। বাইশ দিন পরে পরীক্ষা হইবে।" নরেন্দ্রনাথ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দিবেন। ইঁহার বয়স বাইশ বৎসরের বেশী হইবে না।

উভয়ে আলাপ হইতেছে, নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে বাটীর নূতন দাসী তামাক সাজিয়া হুঁকা হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল, ইহা তাঁহারা দেখেন নাই। দাসীও আসিয়া কোন কথা কহে নাই, কেবল কালো গাল দুখানি ফুলাইয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছিল, আর তাহার মন, (নেত্রদৃষ্টিতে বোধ হয়) নরেন্দ্রের রূপ কল্পনা করিতেছিল, কারণ দাসী ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের অপরিচিত। নরেন্দ্রনাথের রূপ বাস্তবিক অদর্শনীয় নহে। তবে, ইট, চূণ, সুরকী, কাঠ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে যেমন অট্টালিকার শোভা অনুভব করা দুষ্কর, তদ্রূপ অঙ্গে অঙ্গে বর্ণন করিলে নরেন্দ্রের মূর্ত্তিও ঠিক করা দুঃসাধ্য।

গ্রন্থকারেরা, বিশেষতঃ নবাখ্যান-লেখকগণ গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের রূপ বর্ণন না করিলে পাছে ধুমের ব্যাঘাত হইবে, এই আশঙ্কায় একটী কুদৃষ্টান্ত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার খ্যাতিচন্দ্র, নিন্দা-রাহুগ্রস্ত না হন, এই ভাবিয়া আমিও আবশ্যকমত রূপবর্ণনা করিতে থাকিব। "ক্ষীরগ্রাহী মরাল পাঠকগণ নীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দোষ মার্জ্জনা করিবেন"।

অন্যান্য মানুষের ন্যায়, নরেন্দ্রনাথও একটা মাংসপিণ্ড। প্রভেদের মধ্যে এই যে, কাহারও কাহারও হাড়ের ঠিকানা, দেখিলেই করা যায়, নরেন্দ্রনাথের অস্থিনির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। নরেন্দ্রের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, যেমন মেটে পাথর। কপাল ছোট, গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত নয়। কজ্জলের সহিত নিবিড় গহন কাননের তুলনা হয় না, কে কার, কে জেতে বলিতে পারি না। যদি গজেন্দ্রগমনে ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক নায়িকা প্রশংসা

লাভ করিতে পারিয়াছেন, তবে আমার নরেন্দ্রনাথও গজেন্দ্র-নন্দনের জন্ত অবশ্র প্রশংসা পাইবেন। নাসিকা ছোট, দীর্ঘে দুটী তিন সুতের সমান; আড়ে আড়ে নাকের মত স্থল নিরূপিত হইতে পারে না, এমনি সুগোল। যাহারা পৃথিবীর মার্ব্বেল দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নরেন্দ্রনাথের গালের বর্ণন করা বাহুল্য-মাত্র। তাঁহার বিম্বৎ, কেবল পান খাইলে লাল না হইয়া তামার মত দেখাইত। নরেন্দ্রনাথ গজগ্রীব, গজস্কন্ধ, গজ-দেহ, গজপদ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে গজ বলা যায় না; কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারে, গজভ্রম কস্মিনকালে কাহারও হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ যে সুশ্রী, তাহা আমরা একবাক্যে নিশ্চয় করিতে পারি, কারণ "রণে, বনে, শক্রসনে, হুতাশনে বা বিজনে" কখনই তাঁহার মনে, সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথ দাসীকে দেখিলেন। দাসীর বয়স, যৌবনের হাত ছাড়াই ছাড়াই করি-তেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নরেন্দ্র বলিলেন,—"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি দুর্ভাগ্য! রাজরাণী হইলেও অন্তঃপুরে বন্দী, নয় পথের কাঙ্গালিনী। এ অবস্থা কি যাইবে না?" কত্তা গদিয়ান বাবু কোন কথা কহিলেন না; নরেন্দ্র যে নবীন ব্রাহ্ম, তাহা তিনি জানিতেন না। পরে অনেক আলাপাদি করিয়া কর্ত্তার হস্ত হইতে হুকা লইয়া নরেন্দ্র দুইবার বাহিরে তামাক খাইয়া আসিলেন; দ্বিতীয় বারে কর্ত্তার হস্তে হুঁকা দিয়া বাসায় যাইবার অনুমতি লইবেন, এমন সময়ে সিংহ-শৃগাল-নাদ করিতে করিতে রামদাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামদাস 'ভূসিমালে'র দালালী করিত; মলিন বস্ত্র পরিধান, পায় জুতা নাই; গা খোলা, একখানি মলিন মলমলের চাদর বামস্কন্ধে দোদুল্যমান; যখন রামদাস ঘরে প্রবেশ করিল, তখন চাদরের এক কোণে চারিটী গম, এক কোণে আতপ চাউল, এক কোণে ছোলা। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামদাস গদিয়ান বাবুর হাত হইতে হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে বসিল। রামদাস যেন শশব্যস্ত। সুমধুর গর্জ্জনস্বরে বলিল,—"আর মশায়, চার পয়সা উপর দিতে চাইলাম, তাও দিলেন না। ঐ নন্দী শালাই আপনাদের ভাল। মহাশয় গরিব ব'লে কটাক্ষে দেখতে হয়।" গদিয়ান বাবু বলিলেন—"আর বাপু, সে কথা হবে; তুমি একজন প্রধান দালাল, কত জায়গায় সওদা করবে। এখন, আমা-দের নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন দিন আলাপ হয়েছে?"

রাম। ইনিই নাকি! হায়, হায়, হায়! ইনি ত "মাই ডিয়ার ছোকরা"। (নরেন্দ্রের প্রতি) "বাবু বলতে হয়, এক দেশে বাড়ী; গরিব ব'লে পায়ে ঠেলতে হয় না।" নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন, অপরিচিত লোকে এ প্রকার আলাপ করে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যও বোধ হইল, কিন্তু সকল মনুষ্য সমান জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, এই ভাবিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, এখন অবশ্যই বিশেষ পরিচয় হইবে।"

রামদাস—এই ত ভাই ভিখারে'র মত কথা। বাবু, আপনি কত বড় লোক। বড় বড় লোকে যেমন পারিস্ বলে পায়ে ঠেলবেন না, কটাক্ষ রাখা উচিত। আপনি, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। আজকেই আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার বাসা দেখিয়া আসিব।"

নরেন্দ্রনাথ [illegible] করেন, বসিয়া থাকিলেন।

রামদাসের বয়স ৩০।৩২ বৎসর। গলা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত তাহার দৈর্ঘ্য সওয়া গজ; মাথা অবধি পা পর্য্যন্ত ধরিলে দুই গজের ন্যূন হইবে না। বক্ষস্থলে শরীরের বেড় এবং গর্দ্দান কিছু বেশী বেশী। মাংসপেশী সমস্ত বিলক্ষণ পুষ্ট, হাত খুব মোটা মোটা। কেশ মোটা ও রুক্ষ। শরীরের রং কালো আবলুস কাঠ হইতে ফরসা, কিন্তু কর্কশ। দশ পনর দিন অন্তরে নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং মুখ প্রায়ই পরিপাটী দেখাইত না। কট্‌মটে চোখের তারা দুটী ভ্রমরের মত কালো নাক একরকম নয়, রামধনুর মত সাতরঙ্গাও নয়, মাঝামাঝি। ইঁহার শরীরের আয়তন এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আমরা যে প্রকারে জানিলাম, তাহা পাঠকবর্গের অগোচর রাখা অকর্ত্তব্য। একটা চাপকান তৈয়ার করিবার জন্য একজন দরজীকে রামদাস ফরমাজ দিয়াছিলেন; তৈয়ার হইয়া আসিলে পর কিছু কথাকাটি হইয়াছিল বলিয়া রামদাস দরজীর নিকটে চাপকান কাড়িয়া লন, এবং তাহার বেতনের পরিবর্ত্তে গালি দিয়া বিদায় করেন। চাপকানের কাপড় দরজী নিজ হইতে দিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামদাস দালালী করিত। রামদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় তাহার শ্বশুরের বাসায় আহারাদি হইত, সুতরাং যাহা উপার্জ্জন, তাহাই লভ্য। রামদাস দালালী ভিন্ন অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিত কি না পরে দেখা যাইবে।

রামদাস ফিরিয়া আসিল। সে টুকু যে পারিপাট্য সম্ভবে তাহা করা হইয়াছে। তেল-চিটে-পেড়ে ধুতি মলিন বসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। গায়ে একটা শাটি-নের ফতুই। যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেইখানে বাক্সের ভিতর আতর ছিল, রামদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। গদিয়ান বাবু উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এক জোড়া শাল গায় দিল; এক জোড়া জুতা পড়িয়া ছিল, রামদাস পায় দিল। যাহার জুতা, তিনি নিষেধ করিলেন। রামদাস "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে রামদাস বলিল, "বাবু! সঙ্গে টাকা আছে ত? না থাকে, ধার করিতে হয়। মেছোবাজারের ভিতর হইয়া ত যাইতে হইবে। বাবু, তোমরা ত ঠকা পাররা। বড় লোক, সাড়ে কেনি মার, আর ঘুমে ঘুমে বেড়াও। হায় হায়, হায় হায়! রং দাও, বাকি দাও।"

নরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নবীন ব্রাহ্মের সংস্কার ছিল, কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কি জানি রামদাসের বিরুদ্ধ-বাদী হইলে পাছে তাঁহার মনে ক্লেশ জন্মে; বিশেষতঃ সাধু অভিপ্রায়ে নরক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, বরং যাওয়াই উচিত—নরকের যদি কোন হিত করিতে পারা যায়। তথাপি [illegible] সর্ব্বদাই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে,—"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।"

আবার নরেন্দ্রের মনে এই ছিল, তিনি সুখী।

কতদূর পদব্রজে গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। দুইজনে গাড়ীতে উঠিলেন। কিন্তু সে গাড়ী বাসা পর্য্যন্ত যায় নাই, তাহা আমরা জানি, আর কিছু বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুষ্টের দমন।

পর দিন সূর্য্য উঠিল। আজি সূর্য্যের নিজের বার, বোধ হয় সেই জন্য অধিক আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। অন্যান্য দিন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইত, অদ্য তাহা হইল না দেখিয়া সূর্য্যের রাগ হইল। গলির ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণ-দূত আসিয়া গোলদীঘির ধারে নরেন্দ্রকে পাইল না; উত্তর দিকে রাস্তা পার হইয়া নরেন্দ্রের প্রাঙ্গণেও তাহাকে পাইল না। তখন ছাদের উপর উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিল, নরেন্দ্র খাটের উপর নিদ্রিত। নরেন্দ্রের মুখে রবিকর স্পর্শ হইল। নরেন্দ্রনাথ জাগিলেন। চক্ষু দুটী বড় কুঁচের মত শোভা পাইতে লাগিল। তখন বেলা নয়টা।

নরেন্দ্রনাথ স্নান আহার সমাপন করিলেন। সূর্য্য উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিলেন না, অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আকাশেও কি এক্‌শার কারবার আছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা ৩টা বাজিল। নরেন্দ্রনাথ ঘরের দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। উত্তরদিকের জানালার খড়খড়ি তুলিয়া একবার দেখিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মুখভঙ্গীতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবাটী মিলাইবার জন্য বাহির করিলেন; তালা তুলিয়া মুখ-বিকৃতি করিলেন। পটল ডাঙ্গা কাটগোলায় এইরূপ তাঁহার বদন-মণ্ডলে কুটিলতার জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ আছে।

[illegible]

না। তথাপি সেই ঘড়ী দেখিয়া—অথবা সেই ঘড়ীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর ভাড়ার হিসাব করিতেন। তাঁহার সংস্কার ছিল, আত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য যখন এত ভাণ করে, এত মিথ্যা কথা বলে, তখন এই নির্জীব পিত্তলময়ী ঘটিকার এইরূপ ব্যবহার হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? অনেকেই—সময়ে সময়ে নরেন্দ্রনাথও—এইরূপ পাল্টা যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

ঘড়ীর দম দিয়া অথবা মনকে দম দিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় খড়খড়ি তুলিয়া উত্তর দিকে উঁকি মারিলেন। কিন্তু এ সময়ে ছাদে আসিয়া বসিয়া থাকে, নরেন্দ্র ভিন্ন এমন গরজ কাহারও ছিল না। সংসারের অসারতা ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, নরেন্দ্রনাথ স্বীয় অভ্যাস-মত উত্তরের জানালার নীচে, উত্তরমুখে পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন; এক এক বার নরেন্দ্রের কটাক্ষ-বাণ কাষ্ঠের খড়খড়ির কাষ্ঠ ভেদ করিতে লাগিল। ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবেন?

যে বাটীতে নরেন্দ্রের বাস, তাহার ঠিক উত্তরে দেড়হাত এক গলি ব্যবধান, অটোল বাপান্তবাগীশের একতালা বাড়ী; সোণাগাছি, সিদ্ধেশ্বরতলা প্রভৃতি স্থানে বাপান্তবাগীশের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত যজমান ছিল। এই উপলক্ষে হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে, তাঁহার নিকটেও বিশেষ আদৃত হইতেন ও টাকাটা সিকেটা পাইতেন। বাপান্তবাগীশ, দিনমান প্রায় যজমানের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, সন্ধ্যার পর যে দিন যেমন, কিছু হাতে করিয়া, আলয়ে আসিতেন। বাড়ীতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের এক ব্রাহ্মণী, সাত বৎসরের এক কন্যা, সাড়ে সতর বৎসরের একমেটে, ঝুলবর্ণা, বক্রাক্ষী এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, আর ছত্রিশ বছরের বেঁটে চুল-কটা চোখ-কটা রং-কটা গোলাকৃতি বামা নাম্নী এক পরিচারিকা।

বামা প্রতিদিন বিছানা রৌদ্রে দিতে ছাদে আসিত, কাপড় মেলিতে এবং তুলিতে ছাদে আসিত, কোন কাজ না থাকিলে সে দিন কেবল ছাদ ঝাঁট দিতে আসিত; আবার সন্ধ্যার পরেই নরেন্দ্রনাথের জানালার পাশে বসিয়া কখন কখন বায়ু ভক্ষণ করিত। বামার দৃঢ় বিশ্বাস, নরেন্দ্র ফাঁদে পা দিয়াছে।

নরেন্দ্র কাঁচা ছেলে নয়, তায় ধর্ম্মজ্ঞান-বিশিষ্ট। সন্ধ্যার পর দাসীকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গের উপদেশ দিতে নরেন্দ্রনাথের ত্রুটী ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাজিবার একটা মতলব ফল্গুনদীর মত তাঁহার হৃদয় মধ্যে নিয়ত প্রবাহিত ছিল। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন,—যে দাসী, সে সহায়-সম্পত্তি-বিহীনা, তাহার ব্রাহ্মিকা হইলেই কি আর না হইলেই কি? তবে পৃথিবীশুদ্ধ যদি হয়, তবে প্রকৃত মঙ্গল বটে। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন তাঁহার উপদেশের প্রকৃত পাত্রী স্বতন্ত্র, যথা:

——শ্রীমতী ভাতরঙ্গিণী।

পুস্তক-হস্তে, ছাদ-পৃষ্ঠে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। বামা ছাদের কাপড় শুকাইল কি না, দেখিবার জন্ত রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে নরেন্দ্রের জানালার নিকট আসিয়া আলিসার উপর বসিল। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ পরে ভ্রাতৃ-বধূও আসিয়া উপস্থিত। দাসীর নিকটে তিনিও উপদেশ শুনিতে বসিলেন। "মনুষ্য-মাত্রেই ভাই এবং—এবং ভগিনী—এবং আপন পর ভেদ রাখা মহাপাপ; তুমি আমার, আমি তোমার," ভ্রাতৃবধূর মুখপানে খড়-খড়ির ভিতর দিয়া অতি মৃদুস্বরে শান্তভাবে নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার উপদেশ বর্ষণ করিতেছিল; এমন সময়ে নেপথ্যে 'বামা হেথায় আয় না, কাপড় তুলতে ক' দিন লাগে?" ইত্যাকার ধ্বনি হইল। বাপান্তবাগীশের ব্রাহ্মণী ডাকিতেছেন, সুতরাং মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে ব্যস্ত হইয়া বামাকে উঠিয়া যাইতে হইল। দুই জনের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের স্বর্গীয় সুখ জন্মিয়াছিল। উঠিয়া যাইতে হইল বলিয়া বামার মনের সুখ সরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে যোগ দিল। ভ্রাতৃবধূকে একলা পাইয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মপর-রহিতের উপদেশ গাঢ় করিয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের কন্যা আসিয়া "কাকী, মা যে ডাকুছে"। নরেন্দ্রনাথের দ্বারেও আঘাত হইল। দ্বার খুলিবামাত্র, রামদাসের প্রবেশ। রামদাস গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাবু শুনেছি, শুনেছি। আপনাদের এই কাজ। ছি!" অন্যত্রে যিনি যাহা করুন, তাহাতে রামদাসের লাভের সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্যে নয়। রামকমল ডাক্তার ও রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া রামদাস "মাই ডিয়ার লক্কা পায়রা"কে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিল। ভ্রাতৃবধূর অন্তর্দ্ধান অল্প অল্প দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রামদাস সে বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল না। নরেন্দ্রনাথের নিকট বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু "আজি সমাজে যাইতে হইবে" বলিয়া নরেন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামদাস অগত্যা ফিরিয়া গেল, কিন্তু দুর্বৃত্ত দমনের পন্থা না করিয়া গেল না।

বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময়, রামদাস বাপান্তবাগীশের বাটী হইয়া গেল। বাপান্তবাগীশের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহার বাটিতে বসিয়া থাকিল। ভট্টাচার্য্য বাটী আসিলে ইঙ্গিতে তাঁহাকে কিছু বলিল। অগ্নিশর্ম্মা বাপান্তবাগীশ রামদাসের কথা শুনিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। "ছুঁড়াটা জানে না—এত বড় স্পর্দ্ধা—সর্প-মস্তকে পা, হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে ছুঁড়াটার সর্ব্বনাশ কর্‌ব, জানে না, ছুঁড়াটা পাপিষ্ঠ নরাধম। একি অন্য কারুকে পেয়েছে?" বলিতে বলিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ব্রাহ্মণী আগুন খাইয়া বসিয়া আছেন; মুখে ঝড় বহিতেছে। কন্যার মুখে ব্রাহ্মণী এ কথা শুনিয়াছেন জানিতে পারিয়া বাপান্তবাগীশ অধৈর্য্য হইলেন। বামা বলিল "আমরা কারুকে ত কিছু বলিনি—এতে যদি এই হয়, নষ্ট হ্যাকে যাব না।" বলি—

অঙ্গারের রাশিতে জল ঢালিয়া দিলে যেমন হয়, সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া বাপান্তবাগীশ বলিলেন, "পাষণ্ডি! তাম্বুল-করঙ্কবাহিনি! তুই গুণ্ডটি এ পাপের মূল। যথাশাস্ত্র তোর দণ্ডবিধান না করিয়া কল্য যদি জলগ্রহণ করি, তবে আমার দশম পুরুষ যেন নরকস্থ হয়।" তৎকালের জন্য অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তথাপি ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল। স্থিরভাবে বাপান্তবাগীশ এক সঙ্কল্প করিলেন; মস্তিষ্ক-বধিকর একগাছি লাঠির সংযোগ করিয়া শয়নগৃহের এক কোণে রাখিয়া দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ যথাকালে সমাজে গেলেন। যখন বক্তৃতা হয়, তখন আমাদের দেশের দুর্দ্দশা, স্ত্রীগণের অধীনতাই যাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী স্বরূপ—এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সমাজের কার্য্য শেষ হইল। তখন আর কয়েকটি ভ্রাতা, "কৃষ্ণমোহন লাহিড়ীর কন্যা সমাজগৃহ হইতে বাটী যাইতেছেন, সপ্তাহ কাল আর এখানে আসিবেন না," এই মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং ডাইনে বামে কে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি দরজার পাশ থেকে কি একটা কাপড়ের ভিতর ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাটী আসিলেন। তাঁহার সেই দিনকার ভাব দেখিয়া অনেকে বলিয়াছিল, তিনি শীঘ্র উপাচার্য্য হইবেন।

বাপান্তবাগীশ নরেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। তাঁহার তন্দ্রা আসিলে পর ব্রাহ্মণী একবার বাহিরে যান। যেমন ফিরিয়া আসিতেছেন, বাপান্তবাগীশ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ঘরের কোণ হইতে লাঠি লইয়া বিক্রমের সহিত এক আঘাত বসাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণীর গায়ে আঘাত না লাগিয়া ব্রাহ্মণীর চুড়ির উপর দিয়া গেল। "গুণ্ডটা মাতাল, বোতল কাঁখে করে আমার বাড়ী! একি অন্ধ কাকুকে পেয়েছ, গুণ্ডটা পাষণ্ড নরাধম," বলিতেছেন এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের জ্ঞান হইল যে, তাঁহার ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, নরেন্দ্র নহে। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণীর মোহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু বাপান্তবাগীশ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "নরেন্দ্র কেন, নরেন্দ্রের চৌদ্দপুরুষ আসিলেও আর গায়ে হাত দিব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

শ্রীরামচন্দ্র যখন হনুমানকে মুক্তার হার প্রদান করেন, তখন মর্কটবর তাহার সমুচিত আদর না করিয়া ফেলিয়া দেন। বিভীষণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন যে, বানরে হারের মূল্য কি বুঝিবে? হনুমান উত্তর দিলেন, যাহাতে রাম নাম নাই, তাহা আমার গ্রাহ্য নহে। বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বলেন "তবে শরীর কেন ধারণ কর, তাহাতে ত রাম নাম নাই?" হনুমান ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইল যে, তাহার হৃদয়মধ্যে রাম নামের অভাব নাই।

গ্রন্থ-লেখকগণ এক পক্ষে হনুমানের তুল্য। কাজের কথা ভিন্ন আমরা অন্য কিছু গ্রহণ করি না। অনেক পাঠক মনে করেন, গ্রন্থমধ্যে অমুক কথাটা থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু সে বিষয় আমরা বেশী বুঝি বলিয়া উপরি লিখিত উপন্যাসটী তাঁহাদের নিকট বলিতে হইল। উপমান উপমেয় বিষয়ে আমরা যেরূপ সতর্ক, তাহাতে প্রত্যাশা করি, পাঠক মহাশয়েরা আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না।

আর এক পক্ষে, গ্রন্থকর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ, পাঠকবর্গ "মা যশোদা"। কারণ শ্রীকৃষ্ণের উদরে (কিম্বা মুখে—আমাদের বিশেষ স্মরণ নাই) যশোদা ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন। আমরা যতক্ষণ মুখ ব্যাদান না করি, ততক্ষণ পাঠকগণ কিছুই দেখিতে পান না। শুদ্ধ পাঠকগণ কেন, অদ্যকার বাপাস্তবাগীশের বাটীতে রাত্রিতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আমাদের ঘরের লোক নরেন্দ্রনাথও তাহা জানিতে পারেন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বাপাস্তবাগীশের ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ। বেলা হইল, তবু দরজা যেমন তেমনি থাকিল। নরেন্দ্রনাথ কেবল বিদ্যেশ্বরের জন্য দরজার ভিতর দিকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিলেন; কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে, বাপাস্তবাগীশ ভিতর থেকে পেরেক্ মারিয়া জন্মের মত দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর সকলকে ছাদের উপর উঠিতে বিশেষরূপ নিষেধ করিয়াও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উক্তরূপ কার্য্য করিলেন।

সেই দিন বিকালে, রামদাস, বাপাস্তবাগীশের বাটী আসিল, এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আকর্ণবিশ্রান্ত মুখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পাণ্ডিত্য যা বলেছিলাম, তা হয়েছে কি না? কালেজের ছোঁড়াগুলোকে একটুও বিশ্বাস করিবেন না। ওটা আবার বয়াটের সর্দ্দার—ব্রহ্ম সভায়—।

[illegible]

"গুওটা নরাধম, পামর, দানব-দলন; অকাল-কুষ্মাণ্ড, দণ্ড ভণ্ড, বেটা পাজি।—তোমার ঠাকুর কুকুর সম। গুওটা মাতাল?—আমার সঙ্গে বিদ্রূপ—আমাকে অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ? -হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে তোর সর্ব্বনাশ করব, জানিস্ নে গুওটা দোর্দ্দণ্ড! ... অন্ত কারুকে পেয়েছ?—প্রলাপ বাক্য ব'লে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত—গুওটা মহিষাসুর—তোর কথায় তো কাল সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলাম। বেরো গুওটা বেরো—এখন বেরো। এক দণ্ড যদি তিষ্ঠিবি, তবে ভস্ম করব, গুওটা জাননা?" কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বাপান্তবাগীশ ভাঙ্গিয়া বলিতেন না। বাপান্তবাগীশের রাগ হইলেই কাপড় খুলিয়া যাইত, নচেৎ অন্য রামদাসকে ধনঞ্জয় দেখাইতেন।

বেগতিক দেখিয়া, দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া, রামদাস সরিয়া পড়িল। এরূপ ব্যবহার রামদাসের অভ্যস্ত ছিল সুতরাং বাপান্তবাগীশের বাড়ী হইতে সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, এ সমস্ত কথাই রামদাসের মন হইতে সরিয়া গেল।

রামদাস নরেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইল। নরেন্দ্র পুস্তক সম্মুখে, দক্ষিণ হাঁটুর উপর দক্ষিণ গাল রাখিয়া বাপান্তবাগীশের সিঁড়ির দরজার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। রামদাসের হুঙ্কারে তাঁহার চৈতন্য হইল।

রামদাস। বাবু, তোমরা "মাইতিমান্‌" লোক, তা বলে আমাদের ঘৃণা করিবেন না। কটাক্ষ রাখতে হয়, অধীন ব'লে মনে করিতে হয়, পায়ে ঠেল্‌তে নাই। রামকমল ডাক্তার বল্‌ত, দশ ইয়ারের মজাই মজা। এসেছ এসেছ, দুদিন মজা কর। লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়াও—মাছের জলপিপি খাও, আর রং দাও, রং দাও। হায় হায় হায়।" শেষোক্ত শব্দ কয়টী রামদাস প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসিত, এবং বিশেষ ঘন করিয়া উচ্চারণ করিত। তাহার সংস্কার ছিল, এরূপ করিলেই রসিকতা হয়; অন্ততঃ মানুষ মাটি হয়। অনেকস্থলে কাজেও তাহাই ঘটিত।

নরেন্দ্রনাথ রামদাসের নিকট মুখ পাতিতে পারিতেন না; তাহাকে মনে দুঃখ উপদেশ দ্বারা সংসারের উন্নতি করিবেন, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আত্ম-ক্ষতিও স্বীকার করিবেন, নরেন্দ্রের অন্তঃকরণে—এইরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলেই (তাঁহার) সমান জ্ঞানবিশিষ্ট নয়, এই সান্ত্বনা মনে ধারণ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামদাসের ভ্রমণ করিতে যাইবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পঁচিশ টাকা পুঁজি ছিল, রামদাসের কথায় তাহার পনর টাকা সঙ্গে লইলেন। বাহিরে গেলেন। বিধাতার পার্শ্ব সহকারী পাচক ঠাকুরকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে, রাত্রে বাসায় আসিবেন না।

পর দিনও পূর্ব্ববৎ গেল। সমস্ত দিনমান বাপান্তবাগীশের দ্বার খুলিল না। তখন শোকভরে (জানালার গরাদের ভিতর দিয়া ...) নরেন্দ্রনাথের দে

মুখচন্দ্র খুলিয়া পড়িল। দৃষ্টি, গলির ভিতর পড়িয়া গেল। যাহা পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহা দেখিতে পাইলেন; আনন্দে মুখ তুলিলেন। মুখ ঈষৎ বিকৃত হইল, মুখ-খানি সহজ অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ হইল। উপর পাটীর সম্মুখে ওটিকতক দাঁতের আলো দেখা গেল। এই সকল দেখা গেল কিন্তু কেবল গ্রন্থকর্ত্তাই দেখিলেন, আর কেহ দেখিতে পাইল না। নরেন্দ্রনাথ মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন।

রাত্রিতে আহারের পর নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য দিন অপেক্ষা চারিটা পান বেশী খাই-লেন; আর্শী লইয়া চুল ফিরাইলেন; গরমেণ্টের চাপ্‌না কেটটী গায় দিলেন। তাহার উপর কাশ্মীরার চাদরে মোহন মূর্ত্তি আবৃত করিলেন। আবার পান খাইলেন, রুমালে ঠোঁটের কোণ মুছিলেন, আবার আর্শীতে মুখ দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুই প্রহর হইল। অবৈধ সামাজিক নিয়মে বিধবাকে—অবলাকে কষ্ট দিবে, ইহা অসহ্য বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইলেন।

আবার ফিরিলেন। নরেন্দ্র মনে করিলেন, যখন সমাজের উপকার-ব্রতে ব্রতী হই-লাম, তখন আত্মত্যাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দশ টাকা অবশেষ ছিল, তাহা লইয়া বাহির হইলেন। "আমার যাহা আছে, হে প্রেয়সি, সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমাকে তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক—তোমার উপস্থিত দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিব। আমার ধন যাউক, মান যাউক, শীল যাউক, বন্ধু যাউক, স্বজন যাউক, আমি নিশ্চিত তোমার উদ্ধার করিব। ধর্ম্মের জন্য কত মহাত্মা দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমি এই সামান্য ত্যাগস্বীকার করিতে পারিব না?"—এই সংকল্প দৃঢ় করিয়া নরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

সদর রাস্তার দিকে বাপান্তবাগীশের বাটীর পার্শ্বে গলির মুখ খোলা। সেই গলির ভিতর দিয়া যাইতে পারিলে, বাপান্তবাগীশের বাটীর একটী ছোট দরজার নিকট যাওয়া যায়। সে দ্বার দিয়া বাটীর ভিতরে যাওয়া যায় কি না, নরেন্দ্র এ প্রশ্ন করিলেন না। দ্বার অত্যন্ত ছোট বলিতে হইবে, তাহার মধ্যে নরেন্দ্রের তনু প্রবেশ করিবে কি না, এ প্রশ্নও তাঁহার মানস স্রোতের বাধা জন্মাইল না। নরেন্দ্রনাথ নিজ গৃহ হইতে এই দ্বার দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই দ্বার দেখিয়াই তিনি আনন্দে হাসিয়াছিলেন।

সাহসে ভর করিয়া, গলির মুখে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া নরেন্দ্রনাথ গলির ভিতর, সেই দ্বারোদ্দেশে—তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সেই সোপান উদ্দেশে—সেই ধর্ম্মব্রত-প্রতিপালন উদ্দেশে—আত্ম বিসর্জ্জন দিলেন। কতকদূর গিয়া সোজা হাঁটিয়া যাওয়া কষ্টকর হইল। আহা! মূর্খ স্থপতি, তুমি যদি পূর্ব্বে জানিতে, তাহা হইলে কখনই এমন মূর্খতা করিতে না। অথবা তোমারই বা দোষ কি? ধর্ম্মের পথে যদি সুখই থাকিবে, তবে জগতে অধার্ম্মিকের দশা কি হইবে?

নরেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঘর্ষণ হইতে লাগিল। আর একটু হইলেই উদ্দিষ্ট দ্বারে পঁহুছিতে পারেন, কিন্তু অকস্মাৎ বুঝিলেন যে, নর্দ্দমার উপরিস্থ আচ্ছাদন কাষ্ঠের উপর দিয়া তিনি হাঁটিতেছেন। সতর্কে চলিতে লাগিলেন, ভারি করিয়া পা ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। জীর্ণ কাষ্ঠ মড়াশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ চরণ পঙ্কে নিমগ্ন হইল। নরেন্দ্র ভয়ে ওঁ আঁ করিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাপান্তবাগীশ এত রাত্রিতে কি জানি কেন উঠিয়াছিলেন,—"কে রে? গুণ্ডটা চোর বুঝি; ধর গুণ্ডটাকে; ধর বেটাকে" শব্দ করিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র হাঁশফাঁশ করিয়া পলাইতে লাগিলেন। যখন দক্ষিণপদে ষ্টাকিঙের উপর জুতার পরিবর্ত্তে কর্দ্দম লইয়া নরেন্দ দৌড়িয়া পলাইতেছিলেন, তখন বাপান্তবাগীশ প্রদীপ লইয়া গলির মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহাকে চেনা দূরে থাকুক, বাপান্তবাগীশের হস্তের প্রদীপ পড়িয়া গেল এবং "রাম। রাম! ত্রাহি ত্রাহি" করিতে করিতে তিনিই পলাইয়া গেলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা হইল, ভট্টাচার্য্য চিনিয়াছে। তিনি বাসার দিকে না ফিরিয়া উত্তরমুখে এক পায় জুতা লইয়া দৌড়িলেন। কতক দূর গিয়া জুতা ও ষ্টাকিং ফেলিয়া দিলেন, পরে পশ্চিমমুখে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"উথলিল শোক-পারাবার।"

৺ বিশ্বনাথ ঘটকের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর রাণাঘাটে বাস করিতেন। যুবা বয়সে একটু মন্দ অভ্যাস হওয়ার দোষে, তাঁহার পিতা থানার মুন্সীগিরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সমস্তই অল্পে অল্পে শেষ হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঋণ পাওয়াতে অভ্যাস প্রবল হইল। পরিশেষে ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি মহাজনের লেখার অনুকরণ করেন। কিন্তু বিচারালয়ের ভ্রম-প্রযুক্ত তাঁহার চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ আরোপিত হওয়াতে তাঁহার সুসাধের জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে হয়। দ্বীপান্তরে দশ বৎসরকাল বাস করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন রাণাঘাটের দুর্জ্জনদিগের সহবাসে থাকা লজ্জাকর জ্ঞান করিয়া তিনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। কিছুদিন পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়; তখন বিশ্বনাথের বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। শঙ্করী নামে বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী চিরবিধবা সুতরাং তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল।

বিশ্বনাথ, বাল্যকালে পিতৃদিরের প্রযুক্ত সরস্বতীর সঙ্গে অধিক আলাপ করেন নাই; সুতরাং পিতার কাশীগমনের পর উপায়-হীন হইয়া একজন বাসনের মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাসনের দোকানে মাসিক তিন টাকা বেতন হইল এবং মস্তকে বাসন লইয়া পাড়া করিতেন। এ অবস্থায় কিছু ক্লেশ বোধ হওয়াতে তিনি চারি বৎসর পরে নিজের উপার্জ্জিত পাঁচ শত টাকা লইয়া স্বয়ং বাসনের কারবার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বিবাহাদি হইল; এবং কালক্রমে দুই পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠের নাম মধুসূদন, কনিষ্ঠ, আমাদের পরিচিত নরেন্দ্রনাথ। বিশ্বনাথ, বিদ্যায় একপ্রকার বঞ্চিত ছিলেন, সুতরাং পুত্রদ্বয় তাঁহার মত না হয়, এই অভিপ্রায়ে উভয়কেই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। শেষে কারবার বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়া কলিকাতা যান; তথা হইতে বহুতর বাসন (কিছু নগদ—অবশিষ্ট ধারে) নৌকাযোগে আনিবার সময় ঝড়ের সাহায্যে বিশ্বনাথ, বাসন, নৌকা, ধার, নগদ সমস্তই এককালে ভাগীরথীর উদরে জীর্ণ হইয়া গেল।

বিশ্বনাথের জলপথে পরলোক যাত্রার সংবাদ পাইয়া, মধুসূদন কিছু কাতর হইলেন। এবং সংসারের—অর্থাৎ পিসীর এবং কনিষ্ঠের ভার তাঁহার উপর পড়িল দেখিয়া বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলেন, এবং সামান্য গোছের একটী চটের দোকান করিয়া সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন।

মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাঁহার চুল কাফরির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারম্বার "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়" বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতি-বারে বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে, অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একেবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুইমাস আড়াই মাস অন্তর নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজ দেহের কুশল লিখিতেন। একবার বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপে জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া [illegible] শেষে কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-যুগলে [illegible] [illegible] ঘটনার বহুকাল, এমন কি [illegible] মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ [illegible] [illegible]বারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে [illegible]

হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রাতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন

"একে পিসী, তায় বয়সে বড়", সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহি পাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের "পরমারাধ্য পরমপূজনীয়" পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের "ভাই নরেন্দ্র" বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার "নরেন" ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের "নরেনের" পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন, পিসীমার অনুরোধে তাহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে, অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়াতে উঠান সর্ব্বদা সপ সপ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে নোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশে গিয়াছেন, সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

এক দিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি-মুখ ভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের জন্য তেলের বাটী গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। [illegible] নরেন কান্নায়ের বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তাকে সাপে খেয়েছে

তাই তার পিসী কেঁদে পা মাথায় করেছে ;” যাহাকে দেখে, এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পঁহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য ; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে, “অমন ছেলে হয় না, হবে না।” ইহারই মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট “সুদের পয়সা কটা” চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয় ; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন পিসীর দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা একদিকে একভাবে বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, “বেশী ব'সে কাঁদছে, যেন আলকাৎরা মাথায় বড় চড়কা ঘুরছে”।

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

“আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে। এমন ছেলে কি কারও হয়। তাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে”—পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার করিলেন ; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল ;—“নরেন্ আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব ? আর কি এমন হবে ? নরেন্, তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না গেলে যে মরণ হয় না ; এখন আমি কোথায় যাই ?”

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন ; কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল, “যা হয়েছে, তা ফেরবার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল ; কাঁদলে কি হবে ? শুন্‌লে করে ? এ দারুণ কথা ব'লে কে, কেমন ক'রেই বা বলে ?”

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন “বাট্ ! বাট্ ; বুড়ীর দাঁত আবার ! তা কেন হবে ? ছেলের খবর পাই নাই, তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।”

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, এ কথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

“নিয়েছে [illegible] ” [illegible]

হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে, মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাট-গিন্নী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটাসংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসী মা বলিলেন; "জাত যা'ক্, তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস"। নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল, অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ গুণ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা।"

এদিকে পিসীর রোদন, তাহাতে নিজের মনের টান, মধুসূদন সহোদরের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটী হইতে একাকী বিদেশ যাওয়া কিরূপে হইতে পারে? গ্রামে এমন কোন উপযুক্ত কি সাহসী লোক নাই যে, মধুসূদন তাহাকে সঙ্গে লন; তবে উপায় কি? ভ্রাতার অনুসন্ধান না করিলেও নয়।

আহার করিতে বসিয়া মধুসূদন এই প্রকার ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেদিন ব্যঞ্জনের সুবিধা ছিল না। কিন্তু মনের দুর্ভাবনায় সে বিষয়ে ভাবে কে? মধুসূদন ভ্রাতৃচিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া অগত্যা দুই বারের অন্ন একাসনেই উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। তথাপি তিনি যে আহার করিলেন, এরূপ তাঁহার বোধ হইল না। হায়! এমন সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা যদি কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, দুঃখও সেইরূপ। যদি উপর্য্যুপরি ছয় মাস দিন হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস কাল রাত্রিও হইবে। এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়ান্তরে সেখানে অবশ্যই ছায়া হইবে। অদ্য যে ঘরে আগুন লাগিল, একদিন না একদিন, অবশ্যই তাহার উপর বৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই পরিবর্তন আছে। কাজে [illegible]

[illegible]

বলিলেই হয়, আজি আবার আমিই গ্রন্থকার—মহারাজ চক্রবর্ত্তী ; "পাঠক !" "পাঠক !" করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কাণ ঝালা পালা করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থাপরিবর্ত্তনের এতদপেক্ষা সাধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

মধুসূদন আহার সমাপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাটী করিলেন, তথাপি ভাবনার কূল পান না। এমতকালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় আসিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর, লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ ; নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন সুখ ; মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাতালের যেমন সুখ ; এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও অধিক সুখ হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারেন।

বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্ত্তিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শূকর-কেশর-সম্মার্জ্জনীর শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটী প্রকাণ্ড, যেন পান্সী নৌকার পিতলের চোক। কাণের পরিবর্ত্তে, যেন দুর্গাপ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার-চর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেঁটে, না লম্বা।

কালাপেড়ে ধুতি-পরা নিমুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত ; পান চিবাইতে চিবাইতে গবেশ রায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তামাক খাইতে খাইতে গবেশ আপনা হইতেই বলিল, "এর জন্য ভাবনাটা কি ? কচি ছেলে নয় যে কেউ হাতের বালা কেড়ে নেবে। তবে এত দিন খবর পাও নাই, এই কথা। কিন্তু তার স্বভাব ত জানই। কল-কাতা সহর, কোথায় কোন বয়াটের দলে ভর্ত্তি হয়েছে আর কি ? যদি তোমার এতই ভাবনা হইয়া থাকে, আমার বলেই হ'ল যেখানেই থাকুক, খুঁজলে বেরোবেই বেরোবে।"

মধুসূদন। যাই হউক, একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; কিন্তু জানই ত, সে বিষয়ে তুমিই আমার ভরসা। একা যেতে পারিব না, তাই তোমার প্রতীক্ষায় ছিলেম।

কাকের মত বসেছিলাম। বলি, গবেশ বাড়ী এলে, অবশ্যই আমার এ উপকার করিবে। তুমি পৌঁছিলে কখন?

গবেশ রায় স্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "এই মাত্র বাড়ী এসেই মামার কাছে শুনিলাম, নরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ না পেয়ে, তোমরা বড় চিন্তিত আছ, আর পিসী আজকে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র করেছে। অমনি, এলাম, বলি দেখি আসি।" প্রকৃত পক্ষে গবেশ রায় বাটী পৌঁছিয়াই এ কথা শুনিতে পান; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের নিকট না আসিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে, একটু যৎসামান্য নিদ্রার পরেই এখানে উপস্থিত হইতে যে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল, এই মাত্র।

গবেশচন্দ্রের পিত্রালয় বনবিষ্ণুপুর। অতি শিশুকালে তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়াতে মাতুলালয়ে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ছেলে বেলায় গবেশের যাহাতে সাধ হইত, ইঁহার মাতুলেরা তৎক্ষণাৎ তাহাই দিতেন। গবেশ যখন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিবেন, সেই সময়ে গুরুমহাশয় একদিন তাঁহাকে প্রহার করাতে, মাতুলগণ গবেশকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লন। সুতরাং গবেশ-চন্দ্রের সরস্বতী "পাততাড়ি" ছাড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের সহিত তিন চারি দিন ক্রমাগত আলাপ হওয়াতে গবেশচন্দ্র বঙ্কাদেবের সরস্বতীকে হত করিলেন। ইংরাজী ইংরাজদের বিদ্যা, এই পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ করিয়াই সেকসপিয়রের লেখার গুণাগুণ বিচার; দুই বার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া গবেশ-চন্দ্র হঠাৎ একজন দুর্দান্ত "ভদ্র" লোক হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ যেখানেই কেন প্রসঙ্গ উপস্থিত হউক না, গবেশের তাহাতে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকিবেই। একে বাল্য-কালের আদুরে ছেলে, তাহাতে এইরূপ ভদ্রলোক হইয়া উঠাতে, গৃহে অন্নাভাব সত্ত্বেও শ্রমকাতরতা, ধোপার পয়সা সংস্থানের ক্ষমতা না থাকিলেও মলিন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মোটা বস্ত্রাদির উপর ঘৃণা, ইতর লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য সতীর্থ পক্ষ দ্বারা ও তির সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বাঙ্গালী-ভদ্রত্বের সমস্ত অঙ্গগুলিই তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

গবেশচন্দ্র কেবল ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য মধুসূদনের নিকট গিয়া-ছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের অনুনয় বিনয় দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা বিরক্ত হইতে হইল। বলিলেন, "একথা তোমাদের ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কোন কাজের নয়। দুদিন গেলেই সারিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে ভয়ঙ্কর রৌদ্র, আজি কালি বাড়ীর বাহির হওয়াই দুষ্কর।" নাটক অভিনয়ের একটী দল হইবে শুনিয়া এই রৌদ্রে গবেশচন্দ্র কালনায় গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়াছেন, একথা তিনি মনে করিলেন না! মনে করিলেও, এখন দুই এক দিন পুনর্বার পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে,

এরূপ অলীক আপত্তি করা তাঁহার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। এইজন্যই রৌদ্রের ওজর করিলেন।

মধুসূদন নিরুপায়। মুখের কথায় যদি কাজ হইত, তবে গবেশের সাধ্যপক্ষে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিধির বিপাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে না; মধুসূদন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে অন্য উপায়ের অভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। তামাকের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল; উপকার করিতে পারিবেন না মনে করিয়া গবেশচন্দ্র দুঃখিতহৃদয়ে একখানি আসনের উপর বসিয়া থাকিলেন।

উভয়ে নীরব; কিন্তু বাক্য-বিষয়ে কৃপণতা মানুষ মাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত মানুষের। অতএব গবেশ কিয়ৎক্ষণ পরে একটা পান চাহিয়া শান্তি ভঙ্গ করিলেন। মধুসূদন ভাবিবার বিষয় পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। গবেশ যাইতে স্বীকার না করাতে তাঁহার চিত্ত আলকাৎরার ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সেই গবেশ আবার পান চাহিল, ইহাতে তাঁহার মনে যেন ঝাড়ের আলো হইল। "পান? শুধু পান? কেন, জল খাবে না?" মহাব্যস্তে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। গবেশ বাধিত হইলেন। "পেলেই হল" বলিয়া মধুসূদনকে অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কত জন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, গত লোক-সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? না থাকিলে, থাকা উচিত।

মধুসূদনের সুপারিস মত পিসীমা জলখাবার আনিয়া দিলেন। যেই গবেশের সম্মুখে আসিয়াছেন, অমনি পিসীর নয়ন-সমুদ্রের লবণাম্বু দু ফোটা জলাধারে পড়িল। ভাগ্যে গবেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। পিসী খাদ্যসামগ্রী ভূমিতে রাখিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

"আহা বাছা আমার কোন দৈবে পড়েছে। তা না হ'লে কি এমন হয়? নরেনের সকল এক দিক্, আমি এক দিক্। সে কি অভাগীকে সাধ ক'রে দুঃখ দেবে? ওরে মধু, বাবা তুই যা, আমার নরেনকে এনে দে। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না, নইলে আমার কি সাধ আর বাঁচতে। বাবা গবেশ! তুমি নয় একটু দুঃখ সও, আমার আঁধারের মাণিক এনে দাও। গবেশ বড় ভাল ছেলে, গবেশ কি আমার কষ্ট চেয়ে দেখবি না? বাপ আমার, তুমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেখেছ, এ তোমারই কাজ। তুমি সেদিনকার ছেলে, তবু এই বয়সে কত দেশ দেখলে, একবার কল্‌কাতা দেখেছ, দু বার কালনা দেখলে, কাটোয়া ত হাতের মুটো। এ তোমারই কাজ। আমার মাথা খাও, আমার কথা রাখ। যদি পয়সা থাকত, পাকী ক'রে দিতাম। তা কোথা পাব? আমার মরা মুখ দেখ, মধুর সঙ্গে যাও, তুমি যা নেবে, মধু তোমায় তাই দেবে, নরেন্দ্রের দেখা পেলেই তারে নিয়ে বাড়ী ফিরে এস। তাকে আমি কিছু বলব না, তুমি আমার প্রাণদান দাও।"

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়শাস্ত্র একত্র করিয়া তুলাদণ্ডের একদিকে রাখিলে যত [illegible] গবেশের চক্ষে "তুমি যা চাবে, মধু তাই দেবে,"—পিসীর এই যুক্তি তদপেক্ষা অধিক ভারী বোধ হইল। গবেশ ভাবিল, "এমন অবস্থায় পরের উপকার [illegible] নিতান্তই আবশ্যক। বিশেষ, যখন কলিকাতা যাইতে হইবে, তখন এমন [illegible] ছাড়া যাইতে পারে না, পরের ব্যয়ে দুদিন পেট ভরিয়া ইয়ারকি দিতে পা[illegible] কি? সেখানে আবার দশজন ভদ্রলোক আছে। এ পাড়াগাঁয় কেবল [illegible] ধুলো। আর গরু, মানুষত নাই। পথে একটু কষ্ট হইল হইলই; যাব", মনে [illegible] গবেশ সম্মত হইলেন; বলিলেন, "তুমি (অর্থাৎ পিসীমা) যখন বলিতেছ, তখন আমার আপত্তি করা সাজে না। মধু, তুমি নেহাত ভ্যাবা গঙ্গারাম, এই কলিকাতায় [illegible] তোমার সাহস নাই; তুমি ক'রে খাবে কিসে, আমিত বুঝতে পারি না। এই সারগর্ভ উপদেশ কটাক্ষের সহিত মধুকে দিয়া, গবেশচন্দ্র "পরশু" যাইবেন স্থির করিলেন।

উভয়ে বাটী হইতে নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে বাহির হইলেন, কতদূরে গিয়া গবেশ বলিলেন, "আমার সকালে কিছু খাওয়া অভ্যাস আছে।" মধুসূদন, খাবার আনাইলেন, কিনিয়া দিলেন। বেলা দশটার সময়ে উভয়ে এক চটিতে পৌঁছিলেন, গবেশ আর রৌদ্রে হাঁটিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার ফরমাএশমত মধুসূদন [illegible] পাকাদি করিয়া খাওয়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রাম।

বেলা পড়িল; দুইজনে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে [illegible] গ্রামে পৌঁছিয়া গবেশ অন্ধকারের আশঙ্কা করিয়া সেইখানেই রাত্রিবাসের প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদন সম্মুখ-জ্যোৎস্না সত্ত্বেও, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া এক দোকানে বাসা লইলেন; গবেশের "অভ্যাস" ভঙ্গ ভয়ে গ্রাম খুঁজিয়া দুগ্ধ [illegible] দিলেন। রাত্রিতে পাকাদিও করিয়া দিলেন। দোকানী শয্যার নিমিত্ত [illegible] মাদুর দিল। গবেশের তাহাতে "ঘুম হইবে না," এই জন্য মধুসূদন নিজের সমস্ত [illegible] দিয়া তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন; আপনি একপার্শ্বে "অর্দ্ধগঙ্গাজলী" [illegible] পড়িয়া সঙ্গসুখের বিষয় সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অগ্রদ্বীপ হইতে মেমারি যাইতে তাঁহাদের পাঁচ দিন লাগিয়াছিল। পথে [illegible] অত্যন্ত কষ্ট হয়। গবেশ ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছেন, সুতরাং [illegible] কষ্টে আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

(ইতি গোবিন্দ অধিকারী।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"যাকে রাখ, সেই রাখে।"

বেলা এক প্রহরের সময়ে মধুসূদন ঘটক ও গবেশচন্দ্র রায় মেমারি পৌঁছিলেন। কলিকাতার গাড়ী আসিবার বিলম্ব আছে জানিতে পারিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে ক্ষণকালের জন্য বাসা লইয়া গবেশের পরামর্শ অনুসারে মধুসূদন তাড়াতাড়ি মাছের ঝোল ভাত পাক করিলেন, এবং বকপক্ষবৎ শুভ্র তরল দধির সহায়তায় ভাত কটা নাকে মুখে গুঁজিলেন। গবেশ রায়ের অম্লরসে অত্যধিক প্রবৃত্তি ছিল। "তিন্তিড়ী-ঘ্রাণমাত্রেণ অন্নং চলতি পঙ্কবৎ," গবেশচন্দ্র যখন তখন এই কবিতার্দ্ধ আওড়াইতেন; এই জন্য দধির কথা আমরা বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম; রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে সচরাচর কিরূপ জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য নহে।

ভোজন সমাপনান্তে, পান চিবাইতে চিবাইতে দুই জনে দ্রুতগতি ষ্টেশনে চলিলেন, গবেশ রায় কষ্ট বোধ করিতে করিতে, এবং মধুসূদন কি ভাবিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে। ষ্টেশন গৃহের বাহিরে গিয়া দুইজনে বসিলেন; সেখানে আরও অনেকগুলি যাত্রী বসিয়া রৌদ্রে তামাক খাইতেছিল। গবেশ মধুসূদনকে বলিলেন, "মোট সাবধান।" ইঁহাদের সঙ্গে বস্ত্রাদি যে কিছু ছিল, একটী মোট করিয়া মধুসূদনকে তাহার সমুদায়ই লইতে হইয়াছিল। "মধু আবার গঙ্গারামকে ঠকাইয়া লইবে" বলিয়া সঙ্গের টাকা কয়টী ও একগাছি ছড়ি গবেশ লইয়াছিলেন। গবেশ মধুসূদনকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "তামাক খাবে ত, কলিকাটা চেয়ে নাও না কেন?" পিসীর শাসন-বাক্য অনুসারে মধুসূদন গবেশের "যে আজ্ঞা"র চাকর, একজনের নিকট কলিকা চাহিয়া লইলেন, গবেশ আগে খাইলেন, পরে গবেশের অনুগ্রহে মধুও বঞ্চিত হইলেন না। গবেশচন্দ্র আবার মোটের বিষয়ে মধুকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়; সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সেনানীর তূরিধ্বনি শুনিলে যেমন সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক, তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া দাঁড়ায়, ঘণ্টার শব্দমাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেইরূপ, গৃহপ্রবেশের জন্য একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আদান প্রদানের জন্য একটী ছোট দ্বার কাটা থাকে; সেইটি যেমন উদ্ঘাটিত হইল, অমনি একটা মৃতদেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীরের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই সেই

দ্বারের দিকে ঝুঁকিল,—অগ্রে টীকিট লইবার-জন্য সকলেই ব্যস্ত; একটী ছেলে লোকের চাপে কাঁদিয়া উঠিল; এক জন প্রাচীন, যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়িয়া যান, অপর এক জন "ছোট লোক" তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল।

সকলে যে সময়ে বাহিরে বসিয়াছিল, তখন মধুসূদন কৌতূহল-পরবশ হইয়া অফিস ঘরে তারের খবর দেখিতে গিয়াছিলেন। তারের বাবু সে সময় বেঞ্চের উপর চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিলেন, মধুসূদনের প্রবেশ মাত্রে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। মোট হাতে মধুকে দেখিয়া রক্তিম-লোচন বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; বলিলেন; "কে তুমি?" মধু বলিলেন, "আজ্ঞে এই দেখতে এসেছি।" "আপন বাড়ী গিয়া দেখ" এই মিষ্ট বিদায় দিয়া মধুকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য বাবু এক জন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন।

কতকটা এই অপমান স্মরণ করিয়া, কতক টীকিট চাহিবার পাঠ না জানাতে, কতক বা আপনা হইতে গবেশের ক্ষমতা অধিক জানিয়া মধুসূদন টিকিট লইবার সময়, রাধিকার মানের সময় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, চোরের মত মোটটা হাতে করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গবেশ টিকিট লইতে সেই ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট [illegible]। "[illegible] দুখান" বলিয়া একটী টাকা ও একটি দু-আনী হাত বাড়াইয়া [illegible] টিকিট বাবু সংকীর্ণ ছিদ্রের মধ্যে গবেশের টাকাটী ফেলিলেন। গবেশকে [illegible] "আরও চাই"। গবেশ [illegible] হইয়া মধুকে ডাকিতেছেন, এমন সময় "এ [illegible] চলিবে না" বলিয়া টিকিট বাবু ক্ষুদ্র দ্বার পার করিয়া সগর্ব্বে দু-আনী ফেলিয়া [illegible] অল্পপ্রাণ দু-আনী মনের দুঃখে গবেশের হাত ছাড়াইয়া অন্যান্য টিকিটগ্রাহীদের চরণ-তলে শরণ লইল। মধুকে ডাকিবেন কি, গবেশচন্দ্র দু-আনীর উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া দেহ নত করিয়া, হেঁটমুণ্ডে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ [illegible] টিকিট লইতে লাগিল, গবেশ ততক্ষণ দু-আনী পাইলেন না, কিন্তু মুখও তুলিলেন না। সকলের টিকিট লওয়া হইলে ক্ষুদ্র দ্বার রুদ্ধ হইল। গবেশ দু-আনী পাইলেন, [illegible] হায়! মুখ তুলিয়া দ্বার খোলা পাইলেন না। তাঁহার টাকাটী লক্ষ্মীর [illegible] দেখাইবার জন্য ঘরের ভিতর রহিল। মোট হাতে মধুসূদন বিনা বাক্য ব্যয়ে এক পাশে যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনি রহিয়া, পিসীর অনুশাসনের শোধ তুলিতে [illegible] লেন, "নির্ব্বাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"

"আট পয়সার কলার করিতে গিয়া আট আনার ঘটীটা ফেলে আসা [illegible] গবেশচন্দ্র অবসন্ন হইয়া, ষ্টেশনের ভিতরে প্লাটফর্ম্মে (নিষ্ফলা বঙ্গভূ। [illegible] ব্যবহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন) যাইবার জন্য দ্বারের নিকট যেই গেলেন [illegible] একজন প্রহরী, "টিকিট কাঁহা?" করিয়া উঠিল, তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বরং তাহার গাত্রে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন [illegible]

আওয়া ত বিলক্ষণই হ'ল।" ষ্টেশন-বাবু এ কথার উত্তর দিলেন না, একজন প্রহরী[illegible] ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, গবেশের নিকট রাণীগঞ্জের ভাড়া আদায় না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া না দেয়। গবেশকে লইয়া প্রহরী সেই খানে বসাইয়া রাখিল। মধুসূদনকে লইয়া হস্তবুদ্ধিদেব তাহার মোটের নিকট বাহিরে বসাইয়া রাখিলেন। ষ্টেশন-বাবু এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে ষ্টেশন-বাবু প্রবেশ করিলেন, আর কয়টি বাবু ক্রমে ক্রমে সেই ঘরে আসিয়া জুটিলেন। যথাকালে তবলার চাটি ঘরের ভিতর উঠিতে আরম্ভ হইল; যথাকালে সেই কুঠরী হইতে রমণীকণ্ঠ আসিয়া গবেশের চিত্তটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে প্রহরীর হস্তে গবেশচন্দ্র দেহ হারাইয়াছিলেন, এখন মনটিও গেল। গবেশ থাকিয়া না থাকা হইল।

যদি গবেশের শরীরে শরীর রহিল না, মনে মন রহিল না, তবে তাহার লজ্জা, মান, ভয়, কিরূপে থাকিবে? স্থান, কাল, পাত্র সকলই ভুলিয়া গিয়া, মল্লার রাগের ফল যে বৃষ্টি, বৃষ্টির ফল যে ভেকসংগ্রহ, ভেকসংগ্রহের ফল যে ইংরাজী সর্ব্ববিশেষের শব্দ বিশেষ, সেই শব্দকে নিন্দা করে যে স্বর, সেই স্বরে গবেশ রায় প্রহরীর শাসনকে [illegible] করিয়া, "ওরে বিধি তোরে যদি বিরলেতে পাইরে" ইত্যাদি সুমধুর গান ধরিলেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের (আবার সেই শব্দ) টিন লোহার ছাদ ভেদ করিয়া গবেশের স্বর উঠিল; স্বর দিগন্ত ব্যাপিল; স্বর ষ্টেশন বাবুদের কেলিকুঞ্জে—রাসমন্দিরে প্রবেশ করিল। রসে ডগমগায়মান একটি বাবু ঘর হইতে গবেশের সমীপে চুম্বকে লৌহ আকৃষ্ট হইলেন। বাবু আসিয়া বলিলেন "অন্ধের যষ্টি, নির্ধনের ধন, আঁধারের মাণিক, গোবরের পদ্মফুল, তোমায় আমি এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই? আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ঘরে চল। তুমিই আমার উপায়, তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার অবলম্বন।" এই বলিয়া বাবুটী গবেশের গলা জড়িয়া ধরিলেন। গবেশের তখন পূর্ব্ব স্মৃতির [illegible] হইল; বাবুকে বলিলেন,—"আমায় কয়েদ করে রেখেছে, আমার সঙ্গের একজন কোথায় তাড়িয়ে দিলে, তাও জানি না।" বাবু বলিলেন,—"তোমার আবার সঙ্গের অভাব কি? আমি তোমার সঙ্গ, তুমি আমার সঙ্গ।" বাবু গবেশকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রহরীকে বলিয়া গেলেন "বাবা, শীকারে বঞ্চিত করিতে চাই না; আমার দেবদেব মহাদেবের যে সঙ্গী বাহিরে আছে, তারে তুমি ধরে আন, আপনার কাছে বসিয়ে রাখ। এবারকার মত যা হ'ল, আর আমি চাইলে ছেড়ে দিও না, কোন শালা চাইলেও ছেড়ে দিও না।"

প্রহরীও তাহাই করিল। বাহিরে মধুসূদনকে পাইয়া তাহাকে আপন জিম্মায় রাখিল। এদিকে গবেশ রায় বাবুদের সুরার্চ্চনার বহুতর সাহায্য করিলেন। "ভারত" শিক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অদ্য তাহার গুণ ধরিল। ইহাতে[illegible]

মহাজন বাক্যে আছে, "যাকে রাখ, সেই রাখে।" রাত্রির গাড়ীতে টিকিট পাইতে কোন কষ্ট হইল না; মধুসূদন ও গণেশচন্দ্র সুখস্বচ্ছন্দে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নষ্ট-নির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে আমরা নরেন্দ্রনাথকে পলায়ন-পরতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবন দৌড়িতে কাহারও সামর্থ্য নাই, সুতরাং নরেন্দ্রনাথেরও নাই। তবে নরেন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন?

আর কোথায় যাইবেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে, দৌড়িতে দৌড়িতে শঙ্কাবিনাশী, চিন্তাপহারী বাষ্পীয় শকটের আশ্রয় গ্রহণাভিলাষী হইয়া সেই রাত্রিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ খাঁটি পরোপকার করিবার জন্য নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এইজন্য রাত্রি-শেষে গঙ্গা পার হইতে তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। যে টাকা দিয়া পরের হিত করিবেন, অন্ততঃ তাহাতে তাঁহার নিজের হিত হইবে, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি?

ভোরের গাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে চড়িলেন। গাড়ীর বেগে নরেন্দ্রের ভয় ও ভাবনা, তাঁহার আশ্রয়ীভূত পোষিত পালকাদি শ্রেণী, নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা-উৎপাদী দেশের ঘর, দ্বার, গাছ পালা সকলই পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল; শেষে নরেন্দ্রনাথ তাহাদের ভয়ে পলাইবেন কি; বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারাই নরেন্দ্রের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছে; যেন গাড়ী এবং গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ নরেন্দ্রই হিমালয়ের ন্যায় অচল, অটলভাবে যেখানকার সেইখানে রহিয়াছেন। গাড়ী ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল। হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ নরেন্দ্রনাথ অবিচলিতভাবে একখানি গাড়ীর একখানি বেঞ্চ যুড়িয়া ছিলেন; একবার মগরা ষ্টেশনে একজন অসাবধান, অতি-ব্যস্ত যাত্রী তাঁহার উপর বসিবার উপক্রম করাতে ঈষৎ বিকট অথচ মধুর শব্দ করিয়াছিলেন মাত্র।

বাঙ্গালা নগরের সূতিকাগৃহ বা ধাত্রীক্রোড়-স্বরূপ বর্দ্ধমানে নরেন্দ্রনাথ যান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বঙ্গীয় কবিগুরুর কল্পনারোপিত বকুল বৃক্ষ যদি এ পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ তাহার তলা ভিন্ন অন্য স্থানে গিয়া বসিতেন না; একণে তাহা ছিল না বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান ষ্টেশনের বাহিরে এক বটবৃক্ষতলে আড্ডা স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ-[illegible] করিলেন।

এই হেতু আমরা পাঠককে জানাইতেছি যে, যাবৎ নরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া
রহিলেন, তাবৎ জল আনিতে কক্ষে গাগরী লইয়া কোন নাগরী, বা ফুল তুলিতে কোন
মালিনী তথায় উপস্থিত হইল না। সুন্দরের কবি-কীর্ত্তি যদি সে সময়ে নরেন্দ্রের মনে
পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে,
"ম্লেচ্ছরাজ্যে আমাদের অনেক প্রকার সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।" কবিকেশরী রায়-
গুণাকর প্রথমতঃ সুন্দরকে "বর্দ্ধমানপুরী," তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া পরে অন্য অন্য
কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সে গড় নাই, সে থানা নাই, সে বর্দ্ধমানই নাই;
সুতরাং নরেন্দ্রনাথকে সে প্রকারে নগর দেখাইবার প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন
থাকিলেও বড় সুখ নাই। বর্দ্ধমানের রাজপথ সমুদয় রজঃজোময়, পঞ্চাশ হাত চলিতে
হইলেই আপাদ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠে। এই সকল হেতুবশতঃ নরেন্দ্রনাথ বড় একটা
কোথাও গেলেন না। এক জোড়া জুতা কিনিবার প্রয়োজন হওয়াতে নরেন্দ্রনাথ এক-
বার বাজারে গিয়াছিলেন, কিন্তু নিকটে "জোড়ের দোকান" না থাকাতে ভদ্রলোকে জুতার
দোকানে যায় না, আমরা ত কিছুতেই [illegible] স্বীকার করি, [illegible] নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে
বাজারে যাইবার আবশ্যকতা নাই। পাছে কেহ ধরিয়া রাখে, বোধ হয় এই আশঙ্কায়
কোন অপরিচিত লোকের নরেন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] দোকানে যান নাই।
একজন ভদ্রলোকের বাসায় নরেন্দ্রনাথ [illegible] করিয়াছিলেন। সেখানে দুই দিবস
থাকিলেন, কিন্তু পরে কি কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।
[illegible] "আপনা আপনি [illegible] [illegible] পড়ে"। নরেন্দ্রনাথ পতঙ্গ নহেন, এজন্য
কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত বোধ হইল না। পলায়নের পর বাটী যাইবার কথা,
সুতরাং এ সময় বাটী গেলে, অনেক জবাবদিহিতে পড়িতে হয়; তাহাও ত হইল না।
বর্দ্ধমানে থাকিতে হইলে, তাহার একটা উপায় বিধান করিতে হয়। এরূপে প্রদীপের
শিখার ন্যায় নরেন্দ্রনাথের চিত্ত এদিক্ ওদিক্ করিতেছে, এমন সময় ঝড় আসিয়া
সে প্রদীপ নিবিয়া গেল; একখানি সংবাদপত্র আসিয়া তাঁহার সকল বুদ্ধি লোপ
করিল। নরেন্দ্রনাথ পড়িলেন—

"পুলিসের অসামান্য কৌশলে গোলদীঘির ধারের এক গলিতে সন্দেহসূচক অব-
স্থায়, সন্দেহজনক এক খণ্ড জুতা বাহির হইয়াছে। কতদিন অবধি চর্ম্মপাদুকা সে
অবস্থায় ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পাদুকার অধিকারী স্বয়ং উপস্থিত
হইয়া পাদুকা পুনর্গ্রহণ করিবেন না, অবস্থা দৃষ্টে এবং কঠোর অনুসন্ধানের দ্বারা
পুলিস ইহা অবধারণ করিয়া সংবাদ দিয়াছেন, যদি কেহ ফেরারী জুতার মালিককে
ধরিয়া দিতে পারেন, অথবা যাহাকে ধরা যায়, এমত সুযোগ করিয়া দিতে পারেন,
অথবা যাইতে পারে, এমত সম্ভাবনা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে
[illegible] টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

সংবাদপত্র নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় আ বাপান্তবাগীশ তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; মাথা ঘুরিতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; বাম-হস্তে মুখ চাপিয়া, দাড় বাঁকাইয়া চক্ষুর শ্বেতভাগ সমস্ত বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিলেন না। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই মন এক প্রকার স্থির করিলেন। সংসার অসার, ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিলেই তাহাতে বহু বিঘ্ন নিশ্চিত, সাধুপথে অনেক কণ্টক, এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, বিকালে কাহাকেও না বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সে বাসায় অদৃশ্য হইলেন। অগম্যদেশে গিয়া কাল-যাপনার সংকল্প করিয়া দ্বিতীয়বার রেলওয়ের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষী হইলেন; এবং তদনুসারে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাত্রিতে গাড়ী পাইলেন না। পর দিবস সকালে রাণীগঞ্জের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ষ্টেশনের একটি রসিক বাবু নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলেন যে, ওজন করিয়া তাঁহাকে মাল-গাড়ীতে বোঝাই করা উচিত।

ভূ ভূ শব্দে বাষ্পীয় রথ নরেন্দ্রনাথকে স্বাপিত দেশ হইতে লইয়া চলিল। তাঁহার মন বাপান্তবাগীশময়, এ জন্য তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, (ধান্যাদি-বর্জ্জিত) মাঠ সকল তাঁহারই দুঃখে দুঃখী এবং বাপান্তবাগীশের ভয়ে ভীত হইয়া সেরূপ শুষ্ক-ভাব, ম্লান-ভাব অবলম্বন করিয়াছে। অবশেষে বাপান্তবাগীশের ভয়ে বিব্রত হইয়া রথ আর পথ ঠিক করিতে পারিল না; রাণীগঞ্জে হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা বেলা দুই প্রহরের সময় নরেন্দ্রনাথ নিজের পথ দেখিতে গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে তিন চারি রশি অন্তরে একটী মুদির দোকান আছে জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দেহ-রথ চালাইলেন। মুদীর দোকানে পৌঁছিলেন।

ডালার উপর একটি ছিদ্র কাটা, লোহার কজায় দেহ প্রায় আবৃত, একটা কাঠের বাক্স সম্মুখে করিয়া, সেই বাক্সের উপর, একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণে বটতলার কারিকরগণ যে সকল মুদ্রা-দোষ সংগ্রহ করিয়াছিল, মুদি সুরসংযোগ করিয়া সেইগুলিকে জাজ্জ্বল্যমান করিতেছিল। সুতরাং তাহার পাঠপ্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ যে, একটি শব্দও আগাগোড়া বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাহাতে কতক গৌরব মুদির, কতক তাহার সুরের এবং অবশিষ্ট "ছাপাওয়ালার ভুতের।" নরেন্দ্রকে দেখিয়া, পুঁথির মধ্যে একগাছি তৃণ দ্বারা স্থানের নির্দ্দেশ রাখিয়া মুদি মহাশয় স্বপ্রণীত বাঁশের মাচা হইতে ভূমিষ্ঠ হইল। নরেন্দ্রকে বসিতে দিয়া (ব্রাহ্মণ জানিয়া) করযোড়ে একটি প্রণাম ও তামাক সাজিয়া দিল। কোথা হইতে আগমন, কোথায় বা গমন প্রভৃতি প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তরে মুদি সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রনাথের পাকের ব্যবস্থা

প্রদান করেন। ধরজী কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠা খাওয়া ছাড়িয়া একজন গোঁড়া বৈষ্ণব হন। সুতরাং তন্ত্রাদি-উক্ত শক্তিপূজা সমুদয় ভিন্ন সকল পর্ব্বেই ইঁহার বাটীতে উৎসব হইত। রাণীগঞ্জের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে রাজহাট গ্রামে ইঁহার বাস।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া ধরজী নিজ সন্তানদের ইংরাজী শিখাইবার মানস করেন; কিন্তু আদরের ছেলেকে বিদেশে রাখা অসম্ভব বিবেচনায় সে মানস এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা যে, গ্রামে রাখিয়াই ছেলেটীকে লেখাপড়া শিখান। নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী জানেন, শুনিয়া অদ্য নরেন্দ্রের নিকট সেই বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু বাপান্তবাগীশের কথা মনে পড়াতে ইঁহার আর বিচারশক্তি রহিল না। তখন অগত্যা কুড়ি টাকা বেতনে এবং ঠাকুর বাড়ীতে সরকারী খরচে ভোজন ও বাসা ভাড়া না লাগিবার বন্দোবস্তে ধরজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ধরজী কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পাল্কী উঠাইতে বলিলেন; ধরজীর ভার হতভাগ্য বাহকদের স্কন্ধে পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ আহারাদি সমাপন করিয়া বিকালে রাজহাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সন্ধ্যার পরেই ধরজীর বাটীতে পৌঁছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গের সোপান।

বেলা অনুমান ছয় দণ্ডের সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত কান্তানাথ ধর মহাশয় "বার দিয়া বসিলেন, বাহির দেওয়ানে।" বাটীর প্রধান কর্ম্মচারী রামকুমার দত্ত, পাড়ার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণুলাল অধিকারী ও মনোহর ঘোষাল, পুরোহিত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল। বিছানা হইতে কিছু অন্তরে ভূশয্যায়, গ্রামের নফর মণ্ডল, বলহরি কৈবর্ত্ত ও হানিফা সেখ উপবিষ্ট। ধরজী প্রস্তাব করিলেন, "ম্যাষ্টর আনা গেল, এখন ইস্কুলের একটা বন্দোবস্ত করিতে হয়।" একটা মেষ জলে পড়িলে, পালের সমস্তগুলাই যেমন তাহার অনুকরণ করে, ধরজীর প্রস্তাবে সকলেই সেইরূপ সম্মতি প্রকাশ করিল। কেবল হানিফা শ্বাস দমন করিয়া বলিল, "কর্ত্তার মর্জ্জী" এবং নফর মণ্ডল কোন কথাই কহিল না। যদিও ইহাদিগকে এই কার্য্যের জন্য ডাকিয়া আনা হয়, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মতামতের অপেক্ষা করা কাহারও বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হইল না। ধরজী নিজ গ্রাম সেসজনী লইয়াছিলেন।

বন্দোবস্তের কার্য্য চলিতে লাগিল। গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির নামে চাঁদা ধরা হইল। ব্যক্তি-বিবেচনায় কাহারও মাসিক আট আনা, কাহারও চারি আনা, কাহারও দুই আনা পর্য্যন্ত ধরা হইল। গ্রামের মধ্যে ভবী বামণী ও পদী চাঁড়ালের শরীর অলক্ষ্য রহিল, চাঁদার কাগজে তাহাদের নাম উঠিল না। সম্পত্তির মধ্যে ব্রাহ্মণীর এক চরকা-কল চলিত; চাঁড়ালকন্যা মাঠের সমস্ত গোবর সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করার ভার পাইয়াছিল এবং ব্যবসায়টিতে তাহারই এক প্রকার একচাটিয়া হইয়াছিল।

বন্দোবস্ত যথারীতি অগ্রসর হইতে লাগিল। ধরজী প্রত্যেক প্রজার জমার উপর টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে বিদ্যালয়-খরচার ব্যবস্থা দিলেন। নফর মণ্ডলের উপর ফাঁসির হুকুম জারী হইলেও তাহার ঠোঁট এত শুকাইত না, চক্ষু এরূপ বসিয়া যাইত না, কপাল এ প্রকার কুঞ্চিত হইত না। নফর এক নিশ্বাসে সাত নিশ্বাসের কাজ করিল। "মামুকে যাইয়া বলি, পাত্তীও উঠিল"—এই বলিয়া হানিফা উঠিয়া গেল; নফরও আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, হানিফার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া চলিল।

রক্তের সংস্রব পাইবামাত্র সর্পবিষ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া উঠে। ধরজীর 'বিদ্যালয়-খরচার প্রস্তাবে নফর ও হানিফা বাটীর প্রাঙ্গণ ছাড়াইতে না ছাড়াইতে রামকুমার দত্ত তাহাদের সঙ্গ ধরিল, এবং মৃদুমন্দ স্বরে বলিল, "শালারা আদত গরু কি না। যে ডালে বসিস্, সেই ডাল কাটিস্! যখন পেয়াজ পয়জার দুইই হবে, তখন তোরা পথে আসবি। আমায় একটা কথা বল, কর্ত্তাকে নগদ কিছুখানা ধ'রে দে, দেখ, এক কথায় তোদের অর্দ্ধেক কমাইতে পারি কি না?" হানিফা ও নফর দুই জনে অনেক পরামর্শ করিল, অনেক ভাবিল, অনেক বিতণ্ডা করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে, তাহাদের দ্বারা এ কথার কিছুই স্থির হইবে না। তখন রামকুমার দত্তের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইল; সেই বন্দোবস্তের বলে, উভয়ে দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পুনরায় ধরজীর নিকট ফিরিয়া গেল। প্রজাবর্গের মধ্যে নগদ দুই শত টাকা উঠাইয়া দিবে, জমার প্রত্যেক টাকায় দেড় পয়সা হিসাবে বিদ্যালয়ের জন্য দিবে, কিন্তু তাহা পাট্টা কবজে জমার মধ্যে লেখা যাইবে না, এইরূপ কথাবার্ত্তা নিশ্চয় করিয়া হানিফা ও নফর মণ্ডল চলিয়া গেল। জমীদার মা বাপ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ হইল না।

ধর মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিবার জন্য এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন। বাটীর বাহিরে দরজার পার্শ্বের এক কুঠরীতে নরেন্দ্রনাথকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। সে ঘরে অনেক দিন হইতে কেহ বাস করে নাই দেখিয়া এক দল মশা সেই খানে বাসা লইয়াছিল; নরেন্দ্রনাথ রাত্রিতে একটি বিছানা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মশারি পান নাই। সুতরাং মশাগণ একে একে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করাতে, শিষ্টাচারের অনুরোধে তিনি রাত্রিকালে নিদ্রার অবকাশ পান নাই।

প্রভাতে উভয় পক্ষ বিশ্রামগ্রহণ করেন, এই জন্য নরেন্দ্রকে যখন ডাকিতে গেল, তখন তিনি যমের কনিষ্ঠের হেফাজতে ছিলেন। অনেক উপরোধ বিরোধের পর নরেন্দ্র ইহলোকে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সুখ ভার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান যোগ হইলে, মুখে জল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া ধরজীর সভায় কলেবর সমর্পণ করিলেন।

ধর মহাশয় যদিও চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সংসারের নিকটেও অবসর পাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তথাপি রসিকতার হাত এড়াইতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন, এই জন্য দুই চারিটি কঠোর ব্যঙ্গের ভাগী হইলেন। উপস্থিত-বুদ্ধি নরেন্দ্র মশার উপর দিয়া ধরজীর রসিকতার ধার ফিরাইয়া দিলেন। অন্যান্য পাঁচ কথার পর, ধরজী নরেন্দ্রনাথের হস্তে চাঁদার কাগজ দিয়া বলিলেন, "বিদ্যালয়ের টাকার ত এই উপায় করিয়াছি, এখন আপনি কাজের ভার লইলেই হয়।"

নরেন্দ্র চাঁদার ফর্দ্দে একটিও পরিচিত নাম দেখিলেন না, (সে স্থানে তাঁহার পরিচিত একমাত্র ধরজী) —কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ফর্দ্দে দেখিয়া শীঘ্র বেতন বাড়িতে পারিবে, এই সম্ভাবনায় আহ্লাদে গদগদ হইয়া বিস্মিত হইতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার উপর দেশহিতৈষী ধর মহাশয় যখন বলিলেন যে, সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা যাইবে, তখন নরেন্দ্রনাথ কেন ছুটিফাটা হইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

আর দুইটি কথার মীমাংসা হইলেই নরেন্দ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথম কথা এই যে, ধর মহাশয় চাঁদার কাগজ নরেন্দ্রের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "টাকা আপনাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে।" বহু আন্দোলন, অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষ এই হইল যে, নরেন্দ্র তাহাতে অক্ষম, এজন্য ধরজী নিজের লোকের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া দিবেন, কিন্তু লোকের বেতন ঐ টাকা হইতে কাটা যাইবে। একটা বিষম গুরুতর কথার এরূপ সন্তোষকর নিষ্পত্তি হইবে, এ প্রত্যাশা কাহারও ছিল না; এজন্য উভয় পক্ষ ইহাতে ভয়ঙ্কর তৃপ্তিলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই ;—বহুকাল হইতে গ্রামের একজন গুরুমহাশয় রাজহাটের ছেলের শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে পাঠশালা থাকা অসম্ভব; এমন কি, থাকিলে চলিতেই পারে না; সুতরাং গুরুমহাশয়কে বালকদের হাতছাড়া করা আবশ্যক। যখন এ প্রস্তাব হইল, তখন কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা সভাসদ্ গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করিল। কিন্তু যেমন আগুন লাগিলে খড়ের চাল নিশ্চিত পুড়িয়া ছাই হয়, সেইরূপ ধর মহাশয়ের বাক্যে ইহাদের আপত্তি নির্ব্বিবাদে খণ্ডিত হইয়া গেল। পরন্তু প্রথম কথা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যে প্রকার কৌশল করিয়া টাকা আদায়ের

তার ঘরজীর উপর ফেলিয়া দেন; গুরু তাড়ান বিষয়ে সেরূপ ঘটিয়া উঠিল না। গুরু মহাশয় অগত্যা তাঁহারই ঘাড়ে পড়িলেন।

যখন কথার শেষ হইয়া গেল, তখন শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই নরেন্দ্র একজন লোক সঙ্গে পাঠশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরু মহাশয় তিনকড়ি সরকার দক্ষিণ হস্তে কঞ্চির ছড়ি, বাম হস্তে তামাক সাজা হুকা লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। গুরু মহাশয় খর্ব্বাকৃতি, কৃশ, বাল্যকালে বসন্ত হইয়াছিল বলিয়া মুখে যেন ডায়মণ্ড-কাটা, কৃষ্ণবর্ণ, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসরের অধিক নয়। চতুর্দ্দিকে ছেলেরা যার যেখানে ইচ্ছা, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছে; কোথাও একজন সর্দ্দার ছেলে দুই তিনজন শিশুকে মাটীর উপর খড়িতে লিখিয়া এবং দেখাইয়া অক্ষর এবং ধূলা মাখা শিখাইতেছে; আর এক কোণে একটি শিশু কলুর বলদের মত দাগা অক্ষরের উপর নিয়ত খড়ি চালাইতেছে; অন্যত্রে আর কতকগুলি বালক কলার পাতায় "মৃত্যুঞ্জয়" "উপেন্দ্রকৃষ্ণ" প্রভৃতি কঠিন কঠিন নাম লেখা শিখিতেছে; কেবল একজন "হলধর ঘটক" লিখিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় এক দণ্ডে একটি পাতাও শেষ করিতে পারিতেছে না। বাহিরে [illegible] শুনিয়া একত্রে পাঁচটী ছেলে "গুরুমহাশয়, পেচ্ছাব করে আসি" বলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে; তিন চারি জন অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক গুরুজীর সহিত কাগজ লিখিতেছে। গুরুমহাশয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু অভ্যর্থনা করিয়া একটী বালকের প্রতি তামাক সাজিবার আদেশ করিলেন। নরেন্দ্রের পেটের খবর গুরুমহাশয় যদি জানিতেন, তাহা হইলে তামাকের পরিবর্ত্তে ছড়ি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা হইত, আমাদের এই বিশ্বাস। নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন, গুরুমহাশয় তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, কর্ম্ম, বেতন, এই সকল কথার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

চতুর নরেন্দ্রনাথ স্থান ও কাল বুঝিয়া অল্প অল্প পাণ্ডিত্য জাহির করিয়া এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তৎপর সুযোগ বুঝিয়া তিনকড়ি সরকারের অন্ন মারিবার প্রসঙ্গ অতিশয় মাধুর্য্যের সহিত আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন,—"বালক ও বালিকা শিক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নয় এবং বিশেষতঃ শিক্ষার উপর ধর্ম্মের নির্ভর, যেমন কলসীর উপর জল। সুতরাং কলসীতে ছিদ্র থাকিলে জল পড়ে; অতএব শিক্ষা সরল চাই। এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষে [illegible] গীতাদিতে, মুনিঋষ্যাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ বিশদ বিবরণ—(মহাশয় এ কথা জন্মে ভুলিবেন না)—ব্যবস্থা দিয়া করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ সমস্ত গুরুতর বিষয় অসভ্য গুরুমহাশয়ের হাতে রাখা যাইতে পারে না। পরন্তু ইংরাজ রাজ্যে এই সমস্ত চলিবার যোগ্য হইতে পারে না। অতএব আমি ইংরাজী বিষয়ে যথার্থ বিদ্যা এবং জ্ঞান এবং

সভ্যতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইয়াছি।" সুতরাং দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত ধর মহাশয়কে ভূয়োভূয় ধন্যবাদ দিতে হয়।"

গুরুমহাশয় কিতাবতী লেখা পড়া জানিতেন মাত্র; এবং অল্প ব্যয়ে, ক্ষুদ্র লোককে অল্প বিদ্যা দান করিয়া পাটওয়ারি, নায়েব ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেন; নরেন্দ্রনাথের ন্যায়ের গাঁথনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, "আপনি কি মাষ্টার হয়ে এসেছেন? তা বেশ ত, আমায় এখন কি করিতে হইবে?"

নরেন্দ্রনাথ ইহার অন্য সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন ধর মহাশয়ের নিকটে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

* * * * * * *

যথাকালে পাঠশালাটি ভাঙ্গিয়া গেল, নরেন্দ্রনাথ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; বালকেরা নামতা, কড়াকে ঘাটকে ইত্যাদি ভুলিতে লাগিল; হাতের লেখা অপাঠ্য হইতে লাগিল; বাজেহাটি হইতে "পরম পূজনীয়" শিরোনামা এবং "সেবক শ্রী——" পাট উঠিয়া গেল; ভবিষ্যতে দুই চারি জন কাঁচির প্রতিপালন হইবে, তাহার প্রতিবাদ হইল। তিনকড়ি সরকার মুদীখানা করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; আমার লেখনী কিয়ৎকালের জন্য বিরাম লইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

যার কেউ নাই, তার হরি আছে।

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বিদ্যার ন্যায় ধন নাই; অন্য বস্তু আগুনে পোড়ে, জলে ডোবে, চোরে লয়, এবং বিনা বিঘ্নে ব্যবহার করিলেও ক্ষয় পায়। কিন্তু বিদ্যার সে সমস্ত বিড়ম্বনা নাই; ব্যবহারে পরিমার্জ্জিত এবং দানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরাও ভ্রমররূপে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া বিবিধ বিদ্যালয়রূপ পুষ্পবৃক্ষে ঘুরে বেড়ায় অধ্যাপকরূপ পুষ্প হইতে টিপ্পনী সংক্ষিপ্তসার ধাতু, ও "সমান্তরাল বাক্য *" প্রভৃতি-রূপ মধু সংগ্রহ করিয়া খাতারূপ মৌ-চাকে সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষকরূপ দুষ্ট বালকগণ অধিকাংশ মধু গালিয়া লইয়াছিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পত্রলেখা-রূপ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে তাহাও গিয়াছে; এমন কি, গ্রন্থকার একখানি পত্র লেখাতে তাঁহার একজন স্পষ্টবাদী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত

* Parallel passages.

জন্য যে মধু খরচ হইয়াছে, গ্রন্থকার মনোদয় ছয় মাসেও তাহার পূরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কোন্ মধু ছড়াইবার আশায় গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিতে সাহস প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা তোমার আমার-মত লোকের কর্ম্ম নয়। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত বিদ্যানের ক্ষয় আছে; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পণ্ডিতগণের বাক্য আমাদের পক্ষে খাটে না। কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন সমগ্র পৃথিবী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইরূপ বিদ্যার ব্রহ্মাণ্ড নয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ আমাদেরই বেলা ব্যভিচার, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণের উক্ত [illegible] নিয়ম। আমাদের এ বিশ্বাস জন্মিবার কারণ এই যে, আমাদেরই দলের দুই একজন আমাদের অবস্থার ব্যতিক্রম দেখাইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ [illegible]

কঠোর করিয়া অকাতরে নরেন্দ্রনাথ রাজঘাটের বালকদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। দুই মাস চাকরী করা হইল, নরেন্দ্রনাথ এক পয়সাও বেতন পাই[illegible]লেন না; ঠাকুরবাড়ীতে দুই বেলা খা[illegible] পাইতেন, তাহাতে "গ্রাসের" জন্য চিন্তা ছিল না; কলিকাতা হইতে যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাতেই এই পর্য্যন্ত [illegible] আচ্ছাদনের কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি বর্ম্মদাগের দুরভিসন্ধি একবারও তাঁহার পবিত্র মনকে কলুষিত করে নাই। এই জন্যই আমরা বলিলাম যে, "কঠোর [illegible]" এবং "অকাতরে," এবং "বিদ্যাদান" নরেন্দ্রনাথ এ তিনই করিতেছিলেন। [illegible] সুখের বিষয় এই যে, নরেন্দ্রের শরীর বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিছুই ক্ষীণ হইল না। [illegible] বটে, নরেন্দ্রনাথ রাজঘাটে সকলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দি[illegible] "ব্রাহ্মের" নামোল্লেখ করিতেন না; কিন্তু ধর্ম্মের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য [illegible] দেশের উন্নতি, যাহার পথ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি; তাহা নরেন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ তাঁহাকে নাপাঙ্কবাগীশের মৃত্যুসংবাদ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হওয়ার সমাচার আনিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া ধর্ম্মসাগরে আত্মাকে জন্মের মত ডুবাইতেন। আর নরেন্দ্রনাথের বিদ্যা?—তাহা ত পুরুভুজের মত বাড়িতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের ইংরাজী-শিক্ষকের মত হতভাগ্য জীব আর দ্বিতীয় নাই; গ্রামের লোকের সংস্কার থাকে, "মাষ্টার"-কুল চৌদ্দ ভুবনের খবর দিতে বাধ্য। কেহ শোকে [illegible] প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল; প্রাণভয়ে মাষ্টারের একটা-না-একটা উত্তর দিতেই হইবে। কেহ অশৌচ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে। কেহবা শরা অনুসারে আবদুল খালেকের ফুফু[illegible] জারদাদ, কোত্ হইতে কে পাইবে জিজ্ঞাসা করিল। গ্রামের লোকের নামে ডাকে যে সমস্ত পত্র আইসে, তাহার প্রায় সমস্তই শিক্ষক বাবুকে পড়িয়া দিতে হয়। ফলতঃ লাঙ্গল এবং ঘানি ভিন্ন পাড়াগাঁয়ে শিক্ষক সকল কাজেই লাগেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এই উপায়কে বিদ্যা বাড়াইয়া লন; যাহারা বোকা, তাঁহারা জীবন[illegible]

এবং শিক্ষকতা একার্থবোধক করিয়া লন। নরেন্দ্রনাথ আপাততঃ উভয় দলে থাকিলেন।

রাজহাট বিদ্যালয়ের বালকগণকে নিয়ত "গরু" এবং "গাধা" বলিতে বলিতে শিক্ষকজাতির অনিবার্য্য নিয়মানুসারে নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে প্রকৃতই "গরু" এবং "গাধা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু জড়ভরতের কথা তাহাদের উপরেও যে খাটে, এটা তাঁহার বোধগম্য হইল না। পক্ষান্তরে ধরজীর ডাকের চিঠির ঠিকানা লিখিতে লিখিতে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরির বীজ রোপণ করিতেছিলেন; ধরজীর জ্ঞাতিকুটুম্বের ছেলের কাঁথা শেলাই এবং পরিবারস্থ সকলের বিদুর কর্ম্ম করিয়া নরেন্দ্রনাথ সূচীকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বোপরি প্রামস্থ দুই চারিজনের নাড়ী টিপিয়া, তিনিও একজন ওলাওঠা সর্পদংশন প্রভৃতির মধ্যে হইয়া উঠিলেন। যখন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, গ্রামের চাঁদার টাকা ইত্যাদি সমস্ত (অবশ্য তাঁহারই ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য) ধরজীর হস্তে বা শরীরের অন্য কোন দেশে মজুত হইতে লাগিল, তখন ছাত্রদত্ত বেতনের টাকায় রাণীগঞ্জ হইতে ঔষধাদি আনাইয়া দেশে কস্মিনকালেও দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আরও একটি ফল হইল। নরেন্দ্রনাথ ঔষধের বলে অনেক পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস অজ্ঞাত, একজন বিশিষ্ট কুলীনের সন্তান। ইঁহার প্রথম বিবাহের পর শিবত্বপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইনি আবকারীর মুরুব্বী হইয়া উঠেন। অর্থের কিছু অনাটনপ্রযুক্ত বিষ্ণুরাম একদা "পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করেন এবং সেই উপলক্ষে ইঁহার আত্মপরে তুল্যবোধ দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুর ইঁহাকে যত্নের সহিত নিজ ভবনে রাখিয়া ছয় মাস কাল পরিচর্য্যা করেন। যে কারণেই হউক, ছয় মাস গত হইলে একমাত্র কোম্পানীকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া বিষ্ণুরাম গাঙ্গোপাধ্যায় বহুপ্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া বিক্রমপুরের ভাগাধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক টাকা লইয়া সেখানে নিজের কুল ভাঙ্গিলেন। টাকা চির দিন থাকে না, কিন্তু টাকার গরজ চিরদিনেও যায় না, সুতরাং বিষ্ণুরাম বেগের সহিত বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্ব সমেত পঁয়ত্রিশটি বিবাহ হইয়া গেলে, তিনি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পঁচিশ বৎসরের এক বালিকাকে কুমারী দেখিয়া, বিষ্ণুরাম সদয়চিত্তে "বোঝার উপর শাকের আঁটি" করিলেন, এবং ত্রিরাত্র এখানে বাস করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বিবাহের অষ্টম মাসে বিষ্ণুরামের নবপরিণীতার গর্ভে এক নব কুমারী জন্মিল। নবকুমারী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় যথাকালে আসিয়া নবকুমারীকে আট চল্লিশ বৎসরে বিবাহ করিল। নবকুমারীর নাম বিমলা; বয়স এক্ষণ তেত্রিশ বৎসর। ইহার মধ্যে

লেন,—হাতে নয়, পায়ে। অধিকক্ষণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া কষ্টভোগ করিতে হইল না; সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই অতুলের দাসী, ক্ষীরো, একটা ঠোঙ্গা হাতে করিয়া বাহির হইতে আসিল। নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন? আমি যাই মাকে বলিগে।" নরেন্দ্র যাহা করিতেছিলেন, তাহাই করিতে থাকিলেন।

একটু পরে ক্ষীরো আসিয়া নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। একটা ঘরে জলখাবার সাজান ছিল, এবং সেইখানে, একখানা গালিচার আসন পাতা ছিল। ক্ষীরো নরেন্দ্রনাথকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেল। বোতলের মধ্যে কাঁকর কি সেই প্রকার অন্য কোন বস্তু পোরা থাকিলে তাহার উপরটা যেমন করে, নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিলে পর তাঁহার চক্ষু সেইরূপ করিতে লাগিল। "খাই কি না খাই, কার কথায় খাব," নরেন্দ্র এই প্রকার ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে ফুস্ ফুস্ শব্দে "খাওনা, বাবা, তুমি ঘরের ছেলে, তোমার আবার লজ্জা কি?" তাঁহার কানে পশিল; এত মিষ্ট কথার জন্য কাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, এই চিন্তা করিবার অভিলাষে শব্দের দিক, তাঁহার নয়নে যতদূর হইতে পারে অতদূর দিয়া চাহিয়া রহিলেন। দীপচ্ছায়ায় প্রথমে দেখিতে পান নাই যে, তাঁহার সামনে চারি হাত অন্তরে বাম দিকে, নাকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঘোমটায় ঢাকিয়া একজন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। নরেন্দ্র যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখনই তাঁহাকে অতুলের মা বলিয়া নরেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল; বাস্তবিক তিনি অতুলের মা। নরেন্দ্রের জলযোগ চলিতে লাগিল।

ফুস্ ফুস্ হইতে ক্রমশঃ আর গর্জ্জন পর্য্যন্ত অতুলের গর্ভধারিণীর গলা উঠিল, এবং তাহার মধ্যে অনেক বিনয়ের সহিত এই কথাগুলি বলা হইল,—"অতুল শিশু, অতুলের অভিভাবক কেহই নাই; বছর ঘুরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার বছর যাইতেছে, তবু জামাইটীর কোন খবর পাওয়া যায় নাই; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও জানা নাই, তা না হ'লে অতুলকে পাঠান যেত; অতুলের লেখা-পড়া কিসে হবে, বাড়ীর খরচপত্রই ভাল রকম চলে না; বিমলার অসুখ, খেতে রুচি নাই, রোজই জ্বর হয়, বুক ধপ্ ধপ্ করে, দিন দিন যে কেমন হয়ে যাচ্ছে, রং হচ্ছে যেন কাঁচা হলুদ টুকু, গায়ে যেন রক্তমাত্র নাই। এখন কি যে হবে, ভেবে অস্থির; যাতে মেয়েটী বাঁচে; আর ছেলেটী মানুষ হয়, তা নরেন্দ্রকে করিতেই হইবে। নরেন্দ্র না করিলে আর কে করিবে? এখন ছেলে আর মেয়ে নরেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ, রাখিতে হয়, নরেন্দ্র রাখিবেন, মারিতে হয় নরেন্দ্রই মারিবেন; মেয়ে মানুষের সহায়ও নাই, সম্পত্তিও নাই।"

নরেন্দ্রনাথ কিছুই খাইতে পারিলেন না; যাহা মুখে দেন, তাহাই যেন গালের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। আহ্লাদেই তাঁহার পেট ভরিয়া গেল। একটা সন্দেশ তা

মিলিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথের চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নরেন্দ্র মনে করিলেন, "আহা! ইহাদের কি সৎ স্বভাব! অনায়াসেই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনা যাইবে। পাপময় স্কুলপ্রণালীতে ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় নাই। এখন যাহাদিগকে উদ্ধার করিলে দেশের মঙ্গল, তাহারা আর হীনাবস্থায় হিন্দুকুসংস্কারের জালে জড়িত হইয়া কষ্ট না পায়, ইহা করা চাই" এই সঙ্কল্প করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "পরের হিতের জন্য মনুষ্যের জন্ম; ধর্ম্মই আমার ব্রত; আপনি স্বয়ং আমাকে ডাকাইয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছেন। আপনার হিতের জন্য আমি প্রাণপণে যত্ন করিব, তাহার চিন্তা নাই। অতুল পড়িতে যায় না, কিন্তু ছেলে মানুষ, একটু জ্ঞান হইলে অবশ্যই যাইবে। যাহা হউক, যতদিন না যাইতে চায়, আমি অবকাশক্রমে সন্ধ্যার পর আসিয়া প্রত্যহ তাহাকে পড়া বলিয়া দিয়া যাইব, সে জন্য ভাবিতে হইবে না। আর বিমলার অসুখ, তা, তা অবশ্যই শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; অসুখটা কিনা, এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু একবার দেখিলে ভাল হয়; পীড়াটা কি, তার নিরূপণ করিবার জন্য রোগী দেখাটা দরকার।"

নরেন্দ্রনাথ এক ঢিলিতে হাজার কাক মারিলেন। এক কোপে স্ত্রীলোক এবং অবলালে সকলেরই চৌদ্দ পুরুষকে কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিলেন। নরেন্দ্রনাথের দল হইতেই ভারতবর্ষ আলোকে ঝলসিয়া যাইবে। সাধু! সাধু!

অতুলের মা ব্যগ্রভাবে নরেন্দ্রের কথায় সম্মতি দিলেন; অন্য একটা ঘরে গিয়া বিমলাকে দেখাইলেন, বিমলা ঘাড় তুলিল না, কথা কহিল না। সে দিনকার মত নরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। তার পর অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র অতুলদের বাড়ীতে ঘাড়ির কাঁটার মত হাজির হইতেন। কিন্তু অতুল নরেন্দ্রের পুত্র প্রেম বুঝিতে পারে নাই; সে জন্য অতুল বিকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিত না; শেষে নরেন্দ্রনাথও তাহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের বাটীতে থাকিতেন, তাহাকে না পাইয়া কাজে কাজেই রোজ ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি অতুলের বিদ্যাবুদ্ধি বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিদ্যালয়ে দেখিতে পাইলে, আর পূর্ব্বের ন্যায় মারিতেন না, বরং সকল বালক অপেক্ষা তাহাকে আদর ও স্নেহ করিতেন; ইহাতেই আমরা বুঝিয়াছি যে, অতুলের বিদ্যা বাড়িতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"অঘটন ঘটালে বিধি।"

পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় দিন যায়, রাত্রি আইসে। পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ অতুলদের বাড়ী যান, এবং বাসায় আইসেন। যে কারণে নরেন্দ্রনাথ যান, তাহার কার্য্য কি হয় বলা যায় না, কিন্তু কারণের ধ্বংস হয় না। অতুলের বিদ্যা বিলাতী রবরের আটার মত স্থিতিস্থাপক, নতুবা একদিন গিয়া নরেন্দ্রনাথ যে টুকু বাড়াইয়া আইসেন, তাহারই জন্য আবার যাইতে হইবে কেন? আর বিমলার পীড়া?—তাহা ত শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় প্রতিক্ষণেই বাড়িতেছিল। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে যদি পীড়ার কোন আনুষঙ্গিক উপসর্গ হইত, নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই তাহার প্রতীকার বা দমন করিতেন, তাহা না হইলে প্রতিদিন তাঁহার তত্ত্ব লইয়া ফল কি হইত?

ভাল মন্দ দুই প্রকারেরই লোক সকল স্থানেই আছে। রাজহাটের ৭০৭১০ জন লোক (ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক) নরেন্দ্রনাথের কথা লইয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল; কাজেই সে কথার একটু জানাজানিও হইল। কিন্তু রাজহাটের অধিকাংশ ব্যক্তিই ভদ্র, এজন্য অতুলদের বাটীর কোন প্রসঙ্গ লইয়া কেহ কোন গোল-যোগ করিল না। গ্রামের এক ব্যক্তি বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের উপচিকীর্ষার গৌরব করিতে লাগিলেন।

গ্রামের লোকের ভদ্রতা ব্যতীত গোলযোগ না হইবার আরও একটী কারণ ছিল। কাশীনাথ ধর মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতেছিল, এজন্য লোকের অন্য অন্য বিষয়ে মন দিবার অবকাশ অতি অল্প ছিল।

ধরজীর পুত্র একটী মাত্র। যে পুত্রের বিদ্যার শিক্ষার জন্য অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিয়াও ধর মহাশয় রাজহাটে বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, সে ছেলের বিবাহে কিছু ধুমধাম হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। ছেলের বয়স নয় বৎসর, শরীর কিছু রুগ্ন, পেটে একটু পালা পিলে, চোক দুটী একটু পাঁশুটে কাঁচলা, গলা কিছু সরু, হাত পাও একটু সেই রকম, কেবল পেটের ভিতরে পিলে, উপরে চ মড়া, মাঝে কতকগুলি শির থাকাতে পেটটী ফাটে নাই। এইরূপ বিবিধ কারণবশতঃ ধরজীর শূদ্রাণী (ব্যাকরণ-বিশারদ! ক্ষমা করিবেন) ছেলেকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং মরিবার পূর্ব্বে বক্তৃবরের বৌ আনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ধরজীও ছেলেটীকে ভাল বাসিতেন, স্নেহের আনিত্যভাবও স্বীকার করিতেন; প্রপৌত্রাদির মুখ দেখিতেই ইহার উৎকট বাঞ্ছা ছিল; যাহায়

ঐশ্বর্য্য থাকে, ছেলে-মেয়ের সকালে-সকালে বিবাহাদি না দেওয়া তাহার মহাপাপ; এবং তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ও তাঁহার দরিদ্র ভায়ারা অনেকগুলি, এ সমস্ত আনও ধরজীর ছিল। সুতরাং ধরপত্নী নানারূপ ছল-কৌশলে স্বামীর মন লওয়াইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে দুজনের মনে চাঁদ-চকোরের মিলন হওয়াতে, বিবাহের কথা নিশ্চিত হয়।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাত্রী স্থির করা হইল। বিবাহের জন্য প্রজাদের নিকট চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। গ্রামস্থ লোক ধরজীর প্রজা; এজন্য বলা হইয়াছে, পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সাত দিন থাকিতে বিদ্যালয় বন্ধ হইল, নরেন্দ্রনাথকে উৎসবে মাতিতে হইল। নৌবৎ বসিল, তেল-হলুদের ছড়া-ছড়ি হইতে লাগিল। বৃহৎ ব্যাপার, কেহ খাইতেছে, কেহ গালি দিতেছে, কেহ উপ-বাস করিয়াই দিন কাটাইতেছে, কেহ জল তুলিয়া কুলাইতে না পারিয়া বকিতেছে, কেহ বা অকারণে কলসী কলসী জল ঢালিয়া উঠান কাদা করিতেছে; একটী স্ত্রীলোক চুড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া ভাতের হাঁড়ি যেই নামাইতে গিয়াছে, অমনি কেন পাড়ুয়া তাহার দুই পা পুড়িয়া গেল, ভাত উননে পড়িয়া গেল, পাড়ার একটী গুজরাটী-বউ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সেই দিকে দৌড়িতেছিল, উঠানে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, আর দশজনে হাসিয়া উঠিল, গিন্নী গোছের একজন দেখিতে আসিল, তাহার খোপার ফুল ভাঙ্গিয়াছে কি না; একজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া আর কয়জনের গলা চিরিয়া গেল; কতকগুলি আলস্যহীন স্ত্রীলোক, ধরপত্নীর বন্দোবস্তের প্রশংসা করিতে লাগিল। এ গণ্ডগোল একদিন নয়, ক্রমাগত সাত দিন হইতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের দিবস উপস্থিত। সে দিনকার বন্দোবস্তের গুণে, কেহই কাহাকেও কিছু বলিতে বা কাহারও কোন কথা শুনিতে পারিল না। যে গ্রামে বিবাহ হইবে, তাহার নাম নিশ্চিন্তপুর, রাজহাট হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ। সুতরাং মধ্যা-হ্নের পূর্ব্ব হইতে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। হাতী, ঘোড়া, পাল্কী সব জুটিতে লাগিল: এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আদেশ দিতে, পরামর্শ করিতে যখন সকলেরই গলা বসিয়া গেল, এবং কেবল মুখ খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে পরস্পরের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন——(সন্ধ্যার পরক্ষণেই) রাজহাট হইতে বিবাহ রওনা হইল। পূর্ব্বাবধি মন্ত্রণা স্থির করা ছিল, সুতরাং নরেন্দ্রনাথ একজন বরযাত্রী হইয়া একখানি পাল্কী অধি-কার করিলেন; গর্ণেটের চায়না কোটটী ছাড়িলেন না। বহুতর লোক সঙ্গে চলিল, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া চলিলেন।

বাদ্যভাণ্ড এবং আতস বাজী অনেক প্রকার হইয়াছিল—"বিস্তারে বর্ণিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।" ইংরাজী পরিচ্ছদের সপ্তম নকলে ভূষিত হইয়া কতকগুলা মসীকৃষ্ণ পুরুষ লাল-বনাতের অন্তরাল হইতে "গন্ডের খাদ্যের" পরিচয় দিতেছিল। কেবল

তাহাদের মধ্যে একজন একটা প্রকাণ্ড জয়ঢাক পিঠে করিয়া আগে আগে যাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে হস্তদ্বারা চক্ষুর জল মুছিতেছিল। একটা মুদ্গর হস্তে অপর একজন সেই জয়ঢাকের উপর আঘাত করিতে করিতে চলিয়াছিল। যাহার পৃষ্ঠে জয়ঢাক, যাহার উপর আঘাত, কেবল তাহার পোষাক ছিল না; ইংরেজের দলে সেই একমাত্র বাঙ্গালী। বিবাহকাণ্ডের মধ্যে ইহার তুল্য অবস্থা আর একজনের—সে কালীনাথ ঘরের পুত্র—বিবাহের বর।

বিবাহের লগ্নভষ্ম হইবার অতি সামান্ত কাল পরেই, রজনী তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, যথাসময়ে নিশ্চিন্তপুরে বিবাহ পৌঁছিল। গ্রামের মধ্যে যে পথ দিয়া বিবাহ যায়, তাহারই দুই পার্শ্ব হইতে অবগুণ্ঠনবতী কুলবধুগণ—(গণ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কন্যাপক্ষীয় কেহ যেন ব্যাকরণের দোষ ধরিয়া, বিবাহসভায় একটা লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত না করেন)—উঁকি দিয়া দেখিতে থাকে, এবং আমোদপ্রিয় দশ অবধি বিশ বর্ষবয়স্ক বালকগণ লোষ্ট্র নিক্ষেপণ দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির পরীক্ষাও করিতে থাকে। পাল্কীর দরজা খুলিয়া চিৎ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতেছিলেন। সোণার বেণের মন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমল ইষ্টকার্দ্ধ আসিয়া তদীয় উদরের উপর ধপ্ করিয়া পড়িল, তিনি জাগিয়া উঠিলেন, ক্ষেপণ-কর্ত্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন, এবং স্থির করিলেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই একজন "ভ্রাতার" মধ্যে, নচেৎ বিনাস্বার্থে তাঁহার এ প্রকার উপকার করিবে কেন? অর্থাৎ এই ইটখানি না থাকিলে এ গ্রামে (নিশ্চিন্তপুরে) কতকগুলি স্ত্রীলোক স্বজাতির দুর্দ্দশা এবং সংসারের দুর্গতি এবং অবনতির সাক্ষী স্বরূপ আছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন না।

বিবাহের বাটীতে সকলে একে একে পৌঁছিল। বর মহাশয় এবং নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বশেষে পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিতেছিল, ইহাদের দুই জনকে দেখিয়া সকলে এককালে নিস্তব্ধ হইল। ইহারাও ক্রমে সকলের সহিত আসন গ্রহণ করিলেন। নিশ্চিন্তপুরের একজন যুবক আপ্যায়িত করিয়া নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়দের ক' পুরুষ এ রকম?" আর একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "এমন বরযাত্র কটা"? তৃতীয় এক ব্যক্তি উত্তর দিল,—"জয়ঢাক সমেত তিনজন।" বর কন্যা উভয় পক্ষের প্রায় ২০।২৫ জন সেখানে বসিয়াছিল, সুতরাং নানা প্রকার বিদ্যাঘটিত আলাপ এবং বৈবাহিক-সরস-কথোপকথনে সেস্থানে একটী ছোটখাট হাট উপস্থিত হইল এবং সুশৃঙ্খলরূপে সকল কথার মীমাংসা হইতে লাগিল। দুইটী বাবু কলিকাতা হইতে ধানগাছ দেখিতে আসিয়াছিলেন; এবং অদ্যকার বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া জানিতে পারেন যে, তখন ধানের সময় নয়, সুতরাং ধান্য একেবারে রোপিত হইলে চিরদিন বাড়িতে থাকে না;—এই কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হন, এবং অদ্য তাহাই লইয়া খোজ করিতে-

ছিলেন, নিশ্চিন্তপুরের পাঁচ ব্যক্তি অবহিতচিত্তে ইহা শুনিতেছিল এবং বাবুরা ধানের কলম লইবার যে বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিল।

এইরূপে শ্রেণীমত গোল হইতেছে, এমন সময়ে একজন আসিয়া করযোড় করিয়া বলিল, "বাড়ীর মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ, অনুমতি হয় ত পাত্র সভাস্থ করা যায়।" এই জিজ্ঞাসাটী বিবাহের অঙ্গের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে; ইহার উত্তরও তদ্রূপ—"কন্যা দেখব না ত কি, তোমাদের দেখতে এসেছি না কি?" পাত্রকে একজন কোলে করিয়া লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে বাটীর মধ্যে যাইবার জন্য আর কয়জন উঠিল,—তন্মধ্যে—(বলিতে সাহস হয় না)—নরেন্দ্রনাথ। ইহাঁরা যাইবার উপক্রম করিতেছে, অমনি গর্জ্জন করিতে করিতে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি ইয়ারকি? ভদ্দলোকের ছেলে, বাড়ীর মধ্যে যাবে কি? বড় একখান চালাকি করবে ত একে একে গলাটিপি দিয়ে সকলকে টের পাইয়ে দেব।" মিষ্ট অভ্যর্থনা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে সকলের পশ্চাতে সরিয়া পড়িলেন; তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া একে একে সকলেই বসিয়া পড়িল, এবং পরস্পর কেহই যেন আসন ত্যাগ করে নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বেণীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মুখ আটা-আটা করিতে লাগিল;—তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন, বিকটপুরুষ তাঁহার বটতলার মিত্র—রামদাস।

স্তম্ভিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে কেহ যেন জাগাইয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ বাপান্তবাগীশকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজি রামদাসকে দেখিয়া ইহার মন বাপান্তবাগীশময় হইয়া উঠিল। রামদাস কেন এখানে আসিল, কিরূপেই বা আসিল, নরেন্দ্রনাথ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গোড়াগুড়ি রামদাসকে তিনি ভয় করিতেন; এখন মনে হইল, নিশ্চিত বাপান্তবাগীশ, রামদাসকে তাঁহারই অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে।

বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল, বর বাসরগৃহে গেল; বাসরঘরে অনেক স্ত্রীলোক জমা হয়, এবং তাহারা সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহে না, ও স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করে না। তাহারা আমাদিগকে লজ্জাভয় না করে, নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ভরসা করি, কোন পাঠকের বে-আদবী আমাদিগকে মাফ করিতে হইবে না।

ক্রমে আহারাদির জন্য স্থান করা হইল; বাহির বাটী হইতে সকলকে ডাকিয়া আনা হইল; কেবল নরেন্দ্রনাথ রামদাসের ভয়ে রাত্রি প্রভাতের আপত্তি করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাইবে? রামদাস বতন্তর পরিশ্রমে কাতর হইয়া, সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে আইসে। রামদাসকে পুনর্ব্বার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ হাল ছাড়িয়া দিলেন।

রামদাস প্রথমবারে "মাইডিয়ারকে" দেখিতে পায় নাই। এবার দেখিতে পাইল; চীৎকার করিয়া উঠিল। রামদাসের বিশ্রাম-লালসা দূর হইল।

হতাশ্বাস হইয়া নরেন্দ্রনাথ রামদাসের সহিত আলাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামদাস-পক্ষে আলাপের স্রোত বহিতে লাগিল, নরেন্দ্রপক্ষে আলাপের প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া এদিক্-ওদিক্ করিতে লাগিল। বিস্ময়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের সমুদায় অবস্থার কথা রামদাস জানিতে ইচ্ছা করিল; নরেন্দ্র যথাসম্ভব উত্তর দিয়া মৌনী হইলেন।

রামদাস কলিকাতার সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিল। গল্পের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ একটী সুমিষ্ট সংবাদ জানিতে পারিলেন। সংবাদটী এই:—কলিকাতায় এবার ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ের, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ভয়ে কিছু অধিক পরিমাণে সুরা সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন।... এক রাত্রিতে * * * এর বাটীতে আমোদের ছড়াছড়ি হইতেছিল, রামদাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। হরিদাস বাবুও ছিলেন, কিন্তু ওলাউঠার প্রতীকার অধিক পরিমাণে তাঁহার উদরস্থ হয়। সেই জন্য হরিদাস উড়িবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু বহুকালের এই প্রস্তাবে আজি পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়া রামদাস প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব অপারগতা জানাইল। হরিদাস ক্ষান্ত হইল না, উড়িল। অমনি বারাণ্ডার উপর হইতে রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। একজন পাহারাওয়ালা পরক্ষণেই উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হরিদাস [illegible] জড়িত স্বরে উত্তর দেন, "বাবা, পক্ষী জাতি রাত্রিকালে অন্ধ হয়, একথা মনে ছিল না। এই ভোর হবে, আর উড়ব।" সত্য সত্যই তাহাই হইল। প্রভাত হইবামাত্র হরিদাসের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। একটা মনুষ্যের মত মানুষ—তার একজন প্রধান যজমানের মৃত্যু হইল, উপরন্তু, কলিকাতার নানারূপ আপদ-বিপদ,—উপস্থিত ওলাউঠা,—চারি দিক বিবেচনা করিয়া, উক্ত ঘটনার দুই দিন পরেই, বাগাম্বরাগীশ সপরিবারে, কাশীবাস করিতে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। হরিদাসের মৃত্যুবিবরণের অনুসন্ধান হওয়াতে আরও দুই তিন জনের নাম অকারণে উপস্থিত হইয়াছে এবং পুলিশ তাহাদের সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। যত দিন সেখানে থাকিয়া অনুসন্ধান নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রামদাস নিজ শ্বশুরালয় নিশ্চিন্তপুরে থাকিবেন; আর দুই জন ভদ্রলোক যাহাদের নাম হইয়াছিল, তাঁহারাও রামদাসের সঙ্গে এইখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার এক চিঠিতে রামদাস সংবাদ পাইয়াছে, আর কোন গোলমাল নাই। অতএব সত্বর কলিকাতা যাইবার সম্ভাবনা। নরেন্দ্রনাথ আর কত দিন এ দেশে থাকিবেন? নরেন্দ্র তাহা নিশ্চিত বলিতে পারেন না।

আজিকার মিলনে এত সুখ হইবে, ইহা নরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের অগোচর। "সত্যমেব জয়তে"—বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদে, ভাসিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্দেশ্য।

রেলের গাড়ীর সহিত শূকরীর বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই একগুঁয়ে; বেগে দৌড়িয়া যায়, এবং যাইবার সময় সম্মুখ ভিন্ন পার্শ্বে ক্ষেপও করে না, এবং অভিমুখ পথের এক পাও এদিক্ ওদিক্ ব্যতিক্রম করে না। তদ্ভিন্ন একবার মাত্র প্রসব করিলে উভয়েই এক একটা ষষ্ঠীদেবীর প্রতিপালন করিতে পারে।

হে বাষ্পীয়-শকটারোহি-পাঠকবৃন্দ! এবম্বিধ অলঙ্কার প্রয়োগ দেখিয়া এ অধীনের প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে গাড়ীর গর্ভে নিহিত করিয়া, আমরা অন্যান্য কথা বলিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ভোগের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের জন্য উপরি লিখিত উপাদেয় উপমার সমাবেশ করা হইয়াছে।

গাড়ী-শূকরী প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া হাওড়া ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তিনী হইলে মন্থর-গতিতে চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ এ-দিকেই গুটিকতক শ্বেতসন্তান বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে যখন ষ্টেশনের ভিতরে গাড়ী গেল, তখন অন্যান্যের পর মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে টানিয়া বাহির করা হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলে কোলাহল করিতে করিতে দৌড়িল; এবং আমাদের বন্ধুদ্বয় আর দশজনের সঙ্গে গঙ্গাপার হইয়া মহানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তখন জোরের সন্ধানে গোল পড়িল। একদল ব্যবসাদার আধ্‌লা পয়সার বাশি করিতে লাগিল; ভারবহনে ভগবতীর অংশসকল কলিকাতায় বায়ান্নপীঠে চলিতে লাগিল. বসাচোখ শুষ্কমুখ,-ঈষট্টলপদ বাবুগণ, পাগড়ীরূপে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আপন আপন বাসার দিকে চলিতে লাগিল; অধিকাংশ ব্যক্তি একে একে জাগিতে লাগিল. একশ্রেণীর লোক ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। গবেশচন্দ্র একবার মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল, "হাটখোলার কোন্ রাস্তা," এবং "একখানা গাড়ী না হইলে যাওয়া যাইবে না" ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। একটা টাকা অকারণে গেল, মধুসূদন তাহাই ভাবিতে-ছিল। অবশেষে গবেশ মুখ ফুটিয়া গাড়ীর কথা বলিল. মধু সাহস করিয়া তাহার প্রতি-বাদ করিল। অগত্যা একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহারা দুই জনে উত্তরমুখে চলিল।

হাটখোলায় পৌঁছিয়া একজন দোকানদারকে গবেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়া দিল, "হাটখোলা ফেলে এলে, অবার দক্ষিণমুখে যাও।" উপদেশমতে উভয়ে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু একরশি পথ যাইতে না যাইতে আহিরীটোলার ঘাটে একখানা

গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গবেশের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া উঠিল, আর হাঁটিতে পারিলেন না। ছয় আনা ভাড়া সুস্থির করিয়া উভয়ে হাটখোলা যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিল। সুবুদ্ধি গবেশচন্দ্র মধুকে বলিল, "এ কলিকাতা, এখানে তোমার মত লোকের কর্ম্ম নয়; তুমি যদি একলা হইতে তাহা হইলে এইটুকু পথের জন্য এক টাকা, অভাবে বার আনা ভাড়া তোমার গালে চড় মারিয়া লইত।" "আমি হেঁটে যেতাম" বলিয়া মধুসূদন নীরব হইল। নিমেষমধ্যে গাড়ী হাটখোলায় পৌঁছিল; কিন্তু গাড়োয়ান দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদের নিরূপিত বাটীর সম্মুখে ইহাদিগকে নামাইয়া দিয়া, একটু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইল।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত গদিয়ান বাবুর নিকটে গবেশ রায় এবং মধুসূদন উপস্থিত হইলে, উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না; গবেশ পথের ক্লেশ হইতে এবং মধুসূদন মোটের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল; অনেক আলাপ আপ্যায়িত ইত্যাদি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে না পারিয়া, অগত্যা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নরেন্দ্রনাথের কথা পড়িল। বিবিধ সন্দেহ, অনেক তর্কবিতর্ক এবং আন্দোলনের পর স্থির হইল যে, আপাতত নরেন্দ্রনাথের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং এখানে থাকিয়া দুই একদিন দেখা কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে মধুর কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল; যে কয়দিন সহোদরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, সে কয়দিন সহোদরের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। গবেশের পরম আহ্লাদ হইল; এই দুই চারি দিবসে যেমন হউক দশ জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ও আমোদ প্রমোদ হইতে পারিবে।

মধুসূদন এবং গদিয়ান বাবু বিকালে নরেন্দ্রনাথের বাসাবাটীতে গেলেন। সেখানে নরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না, নরেন্দ্রের কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে বামাস্বরে "কে এ গা?" শুনিয়া ইহারা প্রবেশ করিতেও পারিলেন না। গবেশ ইহাদের সঙ্গে যান নাই; "ইতিমধ্যে" নরেন্দ্র যদি হাটখোলার বাসাতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখিবে কে? অগত্যা গবেশ গদিয়ান বাবুর বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। প্রতিদিন অনুসন্ধান হইতে লাগিল। মধুসূদনের কষ্টের পয়সা; মধুসূদন পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতার গলি গলি যেখানে যেখানে নরেন্দ্রনাথের যাইবার ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিতে লাগিল; যে ব্যক্তিকে মধু যেদিন সঙ্গে লইত, সে আর দ্বিতীয় দিন মধুর সহিত আলাপ করিত না। গবেশচন্দ্রের নিকট মধুসূদনের "যথাসর্ব্বস্ব" ছিল; সুতরাং মধুর উপকার না করিলে কৃতঘ্ন হইবে ভাবিয়া গবেশও প্রতিদিন গাড়ী করিয়া গড়ের মাঠে, রাজেন্দ্র মল্লিকের বৈঠকখানায় এবং চিড়িয়াখানায়, পাতপুকুরের বাগানে এবং আরও বহুতর স্থানে নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত।

একদিন আহারাদির পর গদিয়ান বাবু মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র [illegible]

দাঁড়াইয়া তামাকের ধূঁয়ার স্ব স্ব অন্তরাকাশে উদিত নরেন্দ্রের জন্য ভাবনা-মেঘের সৃষ্টি করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গবেশের মুখ কুঁচ হইতে প্রবোধ-বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। "খুঁজিলেই যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবনা কি? আমি কি রাজ্য খুঁজি না? (মধুর প্রতি) তুমি কি চটের দোকান ছাড়িয়া একটু বড় গোছের কারবার খোঁজ না? এ ত দুরাশা নয়, তবে কেন হয় না?—ভোগ, যত দিন পূর্ণ না হয়, তত দিন ভুগিতে হয়। এ কথা তোমার আমার মত লোকের নয়, মিশরদেশীয় একজন মহাকবি উনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে একথা বলিয়া গিয়াছেন। আর এক কথা,—বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকা উচিত, যখন যাহা আছে, তখন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে—(গবেশের নিকট মধুর কয়েকটী টাকা এখনও আছে)—এ কথাও একজন মার্কিনদেশীয় পণ্ডিতের। দেশ ছাড়িয়াই বা কাজ কি? স্বয়ং—পরাশর বলিয়াছেন, 'আত্মতুষ্টে জগৎ তুষ্ট'। তবে কেন? যাহার যাহা আছে, তাহাতেই কাজ হইবে। এখন আমাদের নরেন্দ্র নাই, সুতরাং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। না হও, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইবে অর্থাৎ আন্তরিক অসন্তোষ, মনের অসুখ নিশ্চিত ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য আমি বলি যে, বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক, সময়ে অবশ্যই নরেন্দ্রকে পাওয়া যাইবে। একে ত নরেন্দ্রের জন্য আমাদের মনের কষ্ট, তাহার উপর শরীরে কষ্ট দিলে ক্ষতি বই লাভ নাই। আমার কথা শুনিতে না চাও, উত্তম, কিন্তু আমি আর ঘুরে ঘুরে বেড়াইতে পারি না।"

গবেশ! তোমার পেটে এত সার! হে অম্মদ্! হে উত্তম পুরুষ! তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্গুলিকে কষ্ট দিতেছ? যে জন্য লিখিতেছ, তাহা কি খুঁজিলে পাইবে? যখন পাইবার হইবে, আপনিই পাইবে। তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" নির্জীব পক্ষীর পালক কে কাটিয়াছে, চিরিয়াছে; তাহাতে ঘর্ষণ করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহাশয়ের তাড়ায় ছাড়িবে; তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না? নিজের কিছু অর্থ এবং সুখ্যাতির লোভে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও বলি, ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, যদ্দ্বারা দেশেরও কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়। ইহার মধ্যে একটী অবলম্বন কর, দোষ দিব না। ঐ দেখ পাঠক! বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী,—তাহারাও ত লেখা-পড়া রীতিমত করিয়াছে;— কেমন অজ্ঞানতিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানি করিয়া বাবাজী-ভ্রাতাদের (অর্থাৎ [illegible] দেশের লোকের) নিকট দিনে দিনে [illegible] আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। [illegible] উপায় আছে; [illegible] সুর [illegible] না; প্রাণাতে [illegible] সম্মান করে না, [illegible] [illegible]

ছাড়ে না। তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না? সে বশীভূত হউক না হউক—আর হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত—তোমার ত কাজ হইবে। দেখ দেখি ভবানীরঞ্জন ঐ পথ অবলম্বন করিয়া কি না করিল? দশ জনে চিনিল, গৌরব বৃদ্ধি হইল, গরিবউল্লার সর্ব্বনাশ করা হইল, নিজের কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব? এমন দশ হাজার সদুপায় আছে। কোনটাই ভাল না লাগে তুমিই উৎসন্ন হইবে।

এত বলিলাম, উত্তম পুরুষ মানিল না। গবেশ এত উপদেশ দিল, সব "ভস্মে স্বত" হইল। আমি লিখিতে থাকিলাম, গদিয়ান বাবু এবং মধুসূদন নরেন্দ্রের জন্য ভাবিতে লাগিলেন।

গদীয়ান বাবু বলিলেন,—"রামদাস কিছু দিন হইতে নিরুদ্দেশ, নতুবা তাহার নিকট সন্ধান পাইলেও পাওয়া যাইতে পারিত। আমার বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ তাহারই খপ্পরে পড়িয়াছে।"

এইরূপ সকলে ভাবিতেছেন, পরামর্শ করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে—বিধাতার কৌশল। —গদিয়ান বাবু দেখিলেন, রামদাস পথ দিয়া যাইতেছে। রামদাসকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু রামদাস শুনিয়াও শুনিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। গদিয়ান বাবুর এক যোড়া শাল লইয়া যাওয়া অবধি রামদাস তাঁহার সহিত আলাপ করিত না, তাঁহার মুখাবলোকন করিত না, তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত। পুনঃপুন আহ্বান করাতে রামদাস শুনিতে পাইল, কিন্তু ঘাড় না তুলিয়াই "আসছি—এই একটু কাজ আছে" বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাতেও গদিয়ান বাবু ছাড়িলেন না, অগত্যা রামদাস সাহসে ভর করিয়া উপরে আসিলেন।

রাম। "কি মহাশয়? নয় আমরা দুঃখী লোকই, তা বলিয়া কি পায়ে ঠেলতে হয়? কি এমন করেছি, যে দশ জনের সাক্ষাতে, যা নয় তাই—।"

গদিয়ান। "কৈ রাম বাবু, আমি ত তোমায় কিছুই বলি নাই। শালের কথার কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। তবে চট কেন? তোমায় দেখতেই পাই না, তা বলব কবে? এখন সে কথার জন্য তোমায় ডাকি নাই; নরেন্দ্রনাথের কোন খবর বলিতে পার?"

রাম। "আপনাদের নরেন্দ্র আপনারাই জানেন, আমি গরিব লোক, আপন নাই-যাই শশব্যস্ত, পরের কথায় আমার কি কাজ। আমরা জল-পুরিবাও খাই না, বার বাবড়ার খবরও রাখি না।"

গদিয়ান বাবু বুঝিলেন। শাল কখনও ফিরিয়া পাইবেন, তাঁহার এ দুরাশা কোন দিন হয় নাই। এজন্য রামদাসকে সে শাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনর্ব্বার বিনয়পূর্ব্বক নরেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কুতজ্ঞ

কাঁদিয়া এবার রামদাস বলিয়া দিল। পর দিবস সকালে গণেশ ও মধুসূদন [illegible]নাথের উদ্দেশে রাজহাট যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধ পুরিল।

কালীনাথ ধরের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেলে বর, কন্যা, বরযাত্রী প্রভৃতি সকলে রাজহাটে আসিল। বেলা দেড় প্রহরের সময়ে বাদ্যভাণ্ড করিতে করিতে ইহারা যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন আগন্তুক কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিলে চৈত্র মাসের সঙের ব্যাপার অবশ্যই মনে করিত। দলের মধ্যে কাহারও আগাগোড়া সাদা কাপড় ছিল না। কেহ আপাদ মস্তক লাল, কেহ গোলাপী, কেহ চিতা বাঘের মত লোহিত, পীত, কপিশাদি বিবিধরাগ-রঞ্জিত। একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আধপোড়া হাঁড়ীর মত দেখাইতেছিল, এবং তাহার নিতম্বের উভয় পার্শ্বে পরিধেয় বস্ত্রোপরি দুইটী সিন্দুরাভ ফুল কাটা হওয়াতে তাহার রূপ যেন সত্য সত্যই ফাটিয়া পড়িতেছিল। সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, এই বিবাহের উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়ের বহু টাকার চুণ, হরিদ্রা, ম্যাজেন্টা, হাঁড়ীর কালী, লাউএর বোঁটা প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে।

বিবাহ ধর মহাশয়ের বাটী পৌঁছিল। হুলুধ্বনিতে পাড়া নিস্তব্ধ হইল; একটী স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে শিশু কাঁদিতেছিল, বোধ হইল যেন শিশু অকারণে হাঁ করিয়া আছে, ক্রন্দনের যে কিছু শব্দ, তাহা হুলুতে ডুবিয়া গিয়াছিল। যখন বর-কন্যা বাটীর অভ্যন্তরে আসিল, তখন শব্দ দ্বিগুণ বাড়িল। বোধ হইল সহস্র সহস্র চিল কাক পরস্পরের সহিত যোগ-সাজশ করিয়া একবাক্যে কাকলির পঞ্চম দেখাইতেছে। বস্ত্রাভরণভীষণা ধরগৃহিণী হেন কালে বউ ঘরে লইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রমণীর কোমল হৃদয়ে কত সহ্য হইবে? ধরপত্নী বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন!—পুত্রবধূ শ্যামোজ্জ্বলাঙ্গী সম্নমিত-পল্লব-বিশাল-নয়না বাটালি-কাটা নাসা; বালিকার ঠোঁটদুখানি পাতলা, রাঙা সস্মিত-মুখে দন্ত দেখা যাইতেছে, যেন শুক্তির ভিতর মুক্তা। এই বউ লইয়া ধরগৃহিণী কি করিবেন? এই কালো বউ লইয়া কি তিনি জন্ম জ্বলিবেন? তাঁহার মরণ কেন হয় না? ঐ ছেলের কি এই বউ? এই সোণার-চাঁদের এই বান্দরী? অা কপাল। এই জন্য কি তাঁর এত সাধ? আর এত সাধে কি এই বাদ, বিধাতার মনে ছিল! যাহার মন হয় লউক, ধরগৃহিণী এ বউ লইবেন না। এ বউ লইয়া এক দিনের—এক বেলায় তরেও [illegible]

করিবেন না; ঘর ছাড়িতে হয়, দেশ ছাড়িতে হয়, বনে যাইতে হয়, তাহা যাইবেন, সব করিবেন, এই বউ লইয়া এক ঘরে, এক বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন না। [illegible] কপাল এত মন্দ, তাহা তিনি জানিতেন না।

নারী-মহলে কলরব—কোলাহল উঠিল। ধরগৃহিণীর দুঃখে সকলেই কাতরা হইল, অধীরা হইল; তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বুদ্ধিমত্তা করিয়া সকলে প্রবোধ দিতে লাগিল এবং কাঁদিতে লাগিল। সেই নয়ন-মেঘের ঘটায় যেন সদাবর্ষা উপস্থিত হইল; তাহাতে নিশ্বাসস্বরূপ প্রবলবায়ু এবং প্রবোধচ্ছলে ঘনগর্জ্জন। কি একটা কাণ্ডই উপস্থিত হইল; কলরব বাহির বাটীতে প্রবেশ করিল। ধরমহাশয় বাটী পৌঁছিয়া আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ অন্দরে আসিলেন। বালিকা নববধূ কাঁদিয়া উঠিল। ধর মহাশয় প্রথমে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; নির্জীব স্তূপাকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে হৃদয়াধিকারিণী প্রেয়সীর রোদনমধ্যে এই মর্ম্ম বাছিয়া বাহির করিলেন যে, বধূ তাঁহার মনোমত হয় নাই, এবং একমাসের মধ্যেই পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে। অগত্যা ধর মহাশয় তাহাতেই প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সব গোল চুকিয়া গেল। বর্ষা গতে শরৎ আসিল; বাটীতে সকলেই হাসিতে লাগিল, সকলের নয়নের নিম্নভূমি শুষ্ক হইল; শোভাময় ধান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, বাটীতে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল।

অনেক গ্রন্থকার পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের কোমল চক্ষুর জল বাহির করিবার জন্য যত্নও করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। কিন্তু অসাধারণ সৌভাগ্যবলে, আমাদিগকে সে বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হইবে না। যিনি ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন, তিনি সহজেই রোদন করেন। আর, অর্থব্যয় করিয়া আমাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিলেও যাঁহার কান্না না পায়, তিনি পরমহংস, কোন প্রকারের উপাখ্যানেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিবে না, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস। এসকল বিবেচনা করিয়া, নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে, আমরা করুণরস লইয়া বড় একটা টানাটানি এপর্য্যন্ত করি নাই। বস্তুতঃ আমরা উক্ত রসের পক্ষপাতী নহি, এজন্য পরেও তাহা লইয়া একটা গণ্ডগোল করিব না। নিম্নে যে বৃত্তান্তের সমাবেশ হইতেছে, তাহা কাহাকেও খিন্ন বা রোরুদ্যমান করিবার মানসে নহে; প্রকৃত কথার অপহ্নব করা যাইতে পারে না বলিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ হইল: যেন ইহাতে কেহ কোনরূপে দুঃখিত না হন।

ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে ধর মহাশয়ের গৃহলক্ষ্মী অনেক সাধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বউ কালো হওয়াতে সে সাধে বিষাদ জন্মিল; তাঁহার সুখের পথে কাঁটা পড়িল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নববধূ বাস্তবিক গৌরাঙ্গী নহেন, [illegible] মুখ চোক কোনই [illegible] নয়; সুতরাং ধরকর্ত্রীর দুঃখও অলীক বলা যায় না। আপন

[illegible] কেহ কখনও মন্দ বা কুরূপ দেখে না, এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়াই [illegible] মাতৃকুলের ন্যায়, ধর মহাশয়ের পুত্রের গর্ভধারিণী বউকে বিবনয়নে দেখিয়া- [illegible] একে তাঁহার এই মনঃকষ্ট, তাহার উপর তদীয় মত বিরোধ করিয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করা অন্যায় এবং অসঙ্গত বিবেচনায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় দ্বিতীয় পাত্রীর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন; নানা দিক্ হইতে বার্ত্তা আসিতে [illegible]ল; অবশেষে একস্থানে কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইল, এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ হইবে, এইরূপ মন্ত্রণাদি চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কর্ত্তা গিন্নীর মত [illegible], কিন্তু কার্য্যগতিকে এই বিবাহটী ঘটিয়া উঠিল না।

ধর মহাশয়ের পুত্রের নাম গোবিন্দ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোবিন্দের পেটে পীহা ছিল, কিন্তু বালকের পীড়া বলিয়া কেহ সে বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয় নাই। বিবাহে অনেক ধূমধাম হওয়াতে গোবিন্দের বড় আমোদ হইয়াছিল। রৌদ্র, জল কিছুই না মানিয়া গোবিন্দ যেখানে ইচ্ছা এ কয়দিন সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইত; যখন যাহা পাইত,তাহাই খাইত; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত না, কেহ নিষেধ করিলেও মানিত না। এই সকল কারণে গোবিন্দের পীড়া কিছু প্রবল হইল। সেই অবস্থাতেই বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহের পর গোবিন্দ শয্যাগত হইল। তখনও দ্বিতীয় বিবাহের কথা চালাচালি হইতে লাগিল। ক্রমে কবিরাজ না ডাকিলে আর চলিল না। কবিরাজ আসিল, দেখিল, মাথা নাড়িল, চলিয়া গেল। এক কথা বলিয়া গেল "রোগ ভাল করিতে পারি, কিন্তু আয়ু দিতে পারি না।" বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই, বাস্তবিক এক্ষণে গোবিন্দের এই অবস্থা।

তখন গোবিন্দের পিতামাতার চৈতন্য হইল। তখন বিবাহ গেল, কন্যা গেল, এক কালে সকল ঘুরিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নব্য প্রাচীন, সকল মতের চিকিৎসক আসিতে লাগিল। কিন্তু মানুষে কি করিবে? বালক দিন দিন অধিকতর কৃশ হইতে লাগিল; চক্ষু পীতবর্ণ, সর্ব্ব শরীরে শিরা উঠিল, প্রত্যহ জ্বর,—জ্বরের বিরাম নাই। তখন ধর গোষ্ঠীর সকল সাধ এতদিনে ফুরাইতে চলিল। চিকিৎসকবর্গ একে একে জবাব দিয়া গেল। সেই দিন বৈকালে গোবিন্দের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। রাত্রিতে আরও মন্দ; প্রভাতকালে বালক পুনর্ব্বার সুস্থ হইল। পিতামাতার দিকে সাশ্রু নয়নে চাহিয়া বালক বলিল "আমি আর বাঁচব না?" বালকের ক্ষীণ তীক্ষ্ণ স্বরে পিতামাতার মর্ম্মভেদ হইল, কেহ কোন উত্তর করিল না। বালক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কেন বে দিলে?" যম ইহাকে এই বিষম বাক্য বলাইল। বালকের সুস্থভাব ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল। দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ উজ্জ্বল হয়, গোবিন্দ সেইরূপ সুস্থ হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে বাক্যের জড়তা জন্মিল; শুষ্ক অধরদ্বয় কাঁপিতে লাগিল; প্রাণবায়ু অন্তর

রজনী-সুন্দরীর গাঢ় আলিঙ্গনে শুইয়া থাকিতেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিতেন। ইঁহারা যখন স্বদেশাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন বিরহচিন্তায় ইঁহাদের মুখ পাংশুবর্ণ হইল।

যেরূপে ইঁহারা হাবীগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলেন, কেমন করিয়া ইঁহারা মেমারি ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেন, কখন কি অবস্থায় ইঁহাদের তথা হইতে তিরোভাব হইল, এ সকল বিবরণ ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণিত আছে, এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যিনি এক মুহূর্তে এই সমস্ত কথা অবগত হইবার মানসে সাত আট দিনের মধ্যে এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাদিগকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন।

যাহা হউক, গণেশ এবং মধুসূদনের পুনর্ব্বার হেঁটে রাস্তা অবলম্বনীয় হইল। নির্ব্বিঘ্নে তিন দিন পথ বাহিয়া গিয়া অবশেষে দুই জনে অগ্রদ্বীপে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের পথের দ্বিতীয় দিবসের বিকালে যে একটু ঘটনা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে বিঘ্ন মধ্যে গণনা করি না; কিন্তু "বাহ্য জগতের সন্তোষার্থ" তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী এই;—পথের ধারে একটী দোকান ছিল, গ্রাম সেখান হইতে কিছু অন্তরে। যাহার দোকান, অল্প দিন হইল তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই কারণে তাহার মৃতপত্নীর এক বিধবা ভগিনী সেই দোকানে থাকিত, এবং মুদী স্বয়ং দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিত।

একটু মেঘ দেখিয়া গণেশ এবং মধুসূদন এই দোকানে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। গণেশের সকল বিদ্যাতেই পারদর্শিতা ছিল, স্ত্রীলোকের দোকান দেখিয়া, তাহার সহিত একটু রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গণেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, দোকান তাহার কি না? তাহাতে স্ত্রীলোকটী বলে, দোকান তাহার ভগিনীপতির। "তবে তুমি শালী? ছুটুমের টেক্কা" মিষ্ট আলাপে তুষ্ট হইয়া রমণী বলিল, "আমর! এ মিন্‌সে কে রে?" এমন সময়ে বোঝা মাথায় মুদী আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। গণেশ হুঁকা চাহিলেন; মুদী তদুত্তরে বলিল, "হুঁকায় কাজ নাই আর, এর পর হাতে ধ'রে বের ক'রে দিলে সে ভাল হবে?" সেই সময়ে একটু ঝড় উঠিল। মুদীর কথায় এবং ঝড়ে গণেশ ও মধুসূদনের পক্ষে মণিকাঞ্চন যোগ হইল। তাঁহারা সেই যোগে সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন।

ঝড় বাদলের কত গুণ, তাহা বর্ণিয়া শেষ করা যায় না। কেহ দ্বিতল হর্ম্ম্যোপরি দ্বিরদ-রদ-কারু-কার্য্য-খচিত-মেহাগনি-দারু-নির্ম্মিত-পর্য্যঙ্ক-বিন্যস্ত-হিমানিভ-দুগ্ধ-ফেন-শয্যায় শয়ন করিয়া রুদ্ধ বাতায়নপথে প্রবেশার্থী বায়ুর বিনয়মধুর তনু-বিকম্পিত

অনুযোগ শ্রবণ করেন ; কখন বা ঝটিকা তাড়িত-নীরশীকরসমূহকে নিজ কক্ষায় সাধ করিয়া আশ্রয় দেন ! কেহ বা কুটীরের ভিতরে থাকিয়া বৃষ্টির জলে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং ঝড়ের সঙ্গে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়। কেহবা গাছ চাপা পড়িয়া, কেহবা চাল চাপা পড়িয়া মরে। কেহ দিন বুঝিয়া বিবিধ বিধানে আহারের ফরমাস করেন। যে ব্যক্তি "দিন আনে, দিন খায়" সে বিনা আয়োজনে উপবাস করিয়া ঝড় বৃষ্টি অতিবাহিত করে। আবার যদি রাত্রিতে এরূপ হয়, তবে কত নাগর নাগরী বিদ্যুৎ-ঝলালোকিত পথে বারিসিক্ত হইয়া বিরহযন্ত্রণা অথবা প্রণয়-সুখের বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করে। কখন বা কোন গ্রন্থকার ঝড়বাদলে আপন পুঁথি লোকসাই করিয়া দেন। যাহার যে ইষ্টানিষ্ট হউক, বক্ষ্যমাণ ঝড়ে আমাদের কোন উপকার দর্শিল না ; বরং কত মাঠের কত নিরাশ্রয় পথিকের মত, আমাদের প্রিয় গবেশ এবং প্রিয়তম মধুসূদন মুদীর দোকান হইতে দূরীকৃত হইয়া কতদূর যাইতে না যাইতে ভিজিয়া চ্যাপচেপে হইয়া গেলেন। আহা! বর্ষার কাকের ন্যায় তাঁহাদের দুই জনকে সে সময় দেখিলে কাহার না সমবেদনা উপস্থিত হইত, কাহার চক্ষের জলে বক্ষ না ভাসিয়া যাইত ?

মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পিসী তাবৎকালের জন্য ভাবনাকে বিরাম দিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহার কান্নাও স্থগিত ছিল। কিন্তু পিসীর এই একটী রোগ ছিল যে, তিনি না কাঁদিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং এবার কিছু অধিক কাল ব্যাপিয়া কাঁদিবার অবকাশ না পাওয়াতে পিসীমা কিছু স্ফীত হইয়াছিলেন। যখন মধুসূদনের মুখে নরেন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইলেন, তখন পিসীমা ছয় মাসের কান্না এক দিনে কাঁদিলেন ; শরীরের অনেকটা দূষিত জল বাহির হইয়া গেল, কিন্তু পিসীর শরীর, তাহাতে টুটিল না। লোনা জল পিসীর বুকে বসিয়াছিল ; সে জন্য পিসী সর্ব্বদা কাসিতে আরম্ভ করিলেন। পিসীর এক অঙ্গ ছাড়িয়া এক অঙ্গ ফুলিতে লাগিল, পিসী তাহাতে কাতর হইলেন। গ্রামবাসী নফর কবিরাজের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নফর মলা তুলিয়া যে সকল বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল, তাহাতে পিসীর তাদৃশ উপকার দর্শিল না। কাসের এবং স্ফীতির উন্নতিই হইতে লাগিল।

কবিরাজ কিছু বিব্রত হইল ; মধুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল যে, লক্ষণ ভাল নহে, সুতরাং মধুর মত হইলে চূড়ান্ত ঔষধি প্রয়োগ করা যায়। মধুসূদন দিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইল। রাত্রিতে মহৌষধ দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধির গুণ ধরিল। পিসীর শরীরের সমস্ত জল, এবং কাসাদি ঔষধিতে শুষিতে লাগিল। পিসীর জল টান ধরিল। শেষে জলে কুলায় না ; সমস্ত রাত্রি জলদান করিয়া প্রভাতে জল বন্ধ করা হইল। সে দিন একাদশী।

যে পিসী জলাতঙ্কার হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ঔষধের মহিমায় দাবানল জ্বলিতে

লাগিল। বিকালে পিসীমার প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; সুতরাং প্রাণহীনা পিসী সংসারে থাকিবেন কেন, তৎক্ষণাৎ কাশী গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে কেহ তাঁহার দেহ লইয়া গেল না; বাটীর প্রাঙ্গণেই "শ্রীশ্রী৺তীরে ৺স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার ৺প্রাপ্তি" হইল। অগ্নি দ্বারা সৎকার হইল, কিন্তু একাদশীর দিনে কেহ তাঁহার চিতা ধৌত করিল না।

নরেন্দ্রনাথ! তুমি কোথায় রহিলে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় গোপনীয় কথা।

রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোখ ফুটিল। কতকগুলা কাক কা কা স্বরে পরামর্শ করিয়া সরল এবং নির্ব্বোধ বালক-বালিকার উদ্দেশে একটা গাছ হইতে উড়িয়া গেল। ইহারা বিলক্ষণরূপে জানে যে, সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাড়ীর উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া গেল দেখিয়া আনন্দে একটা কোকিল কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কুহু কুহু করিয়া উঠিল; বুঝি সে 'কাকের বাসা কখন খালি হইবে' সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্যাচ ম্যাচ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা বড় বড় ধার্ম্মিক; নয় হিংসাদ্বেষপরবশ;—সংসারে ইহাদের মত লোক অনেক। একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর তীরে এই ব্যাপার হইতেছিল। সেই পুকুরের জলে নক্ষত্রকুল সমস্ত রাত্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাছটা অমনি জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল; কি দেখিল, কি বুঝিল, বলা যায় না, কিন্তু তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন উঠিল না। একটা মাছ লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোলপাড় করিতে লাগিল, একজন মাত্র ইংরাজের মুখের কথায় সমুদায় বঙ্গদেশ টলিয়া উঠে;—এ সব পরাক্রমের কাজ। জল ঘোলা হইল, আর মুখ ভাল দেখা যায় না, এজন্য নক্ষত্রগণ কোথায় সরিয়া পড়িল।

এই পুষ্করিণীর ধারে, যে গাছে কাক ছিল, সেই গাছের তলায়, এই সময়ে দুটী লোক বসিয়া; এখনও গ্রামের লোক উঠে নাই, উঠিলেও এই মাঠে আইসে নাই। গ্রামও এখান হইতে আধ ক্রোশের কম নয়। সুতরাং এ দুজন নিশ্চিতই নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোক নয়। তবে ইহারা কে? আমরা বলিতে পারি।

ঐ যে প্যাণ্টের চাপকানকোট গায়—বোধ হয় আর বলিতে হইবে না—উনি নরেন্দ্রনাথ। চাদরখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধা। নরেন্দ্র দুই হাতে দুই হাঁটু বেষ্টন করিয়া, দুই পা যোড় করিয়া বসিয়া আছেন। আর যখন গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, তখন বলিতে ভয় কি,—নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বামজঙ্ঘা মাটীতে পাতিয়া, বিমলা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ডানি পায়ের নখ খুঁটিতেছেন; চক্ষু নখের উপর, সুতরাং বিমলা ঘাড় হেঁট করিয়া আছেন। ইঁহারা উভয়ে রাতারাতি এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন। বিমলার আর চলিবার শক্তি নাই; নরেন্দ্র কিছু ব্যস্ত হইলেন। দিন উঠিল, এখন লোকে দেখিতে পাইবে, পাইলে চিনিতে পারিবে; তাহা হইলে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার এ জন্মে মোচন হইবে না, নরেন্দ্রের এই ভাবনা! হায়, কি পরিতাপের বিষয়! এই পাপ-সংসারে ধর্ম্মের উন্নতি নাই, ধার্ম্মিকের অব্যাহতি নাই।

ভাবনার বিষয় বটে, কিন্তু ভাবিলে কি হইবে? গ্রামেও যাইবার যো নাই; মাঠে মাঠেই বা দুই জনে কত ঘুরিয়া বেড়াইবেন? আবার মাঠেও এখনি লোক যাতায়াত আরম্ভ হইবে। যাইবেন বা কোথায়? রাত্রিকালে কোন্ পথে কত দূর আসিয়াছেন; ইঁহারা তাহার কিছুই জানেন না। বিমলাও আর চলিতে পারে না; এখন উপায়? বসিয়া থাকাও অবিবেচনার কাজ, এই বলিয়া দুই জনে সেখান হইতে উঠিলেন। সম্মুখে কতক দূরে একটা বন দেখা গেল; দুই জনে সেই বনের দিকে চলিলেন। বাসনা, দিনমান বনের মধ্যে থাকিয়া রাত্রিতে যাহা হয় এক প্রকার করা যাইবে। নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্য অপেক্ষা হিংস্র জন্তুগণ ধর্ম্মভয়ে অধিকতর ভীত। আমাদেরও সময়ে সময়ে এ কথায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

যখন নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা বনের নিকটে গেলেন, তখন সেটা যে সিংহ-ব্যাঘ্রের আবাস নয়, এ কথা নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধির অগোচর রহিল না। বনের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী অপ্রশস্ত, কিন্তু সুপরিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইয়া ইঁহারা দুই জনে সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। বনের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল, তেঁতুল, আম, কাঁটাল, পেয়ারা, জাম, প্রভৃতি ফলের গাছ; লতা-গুল্মাদি খুব অল্প। বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী, তাহার জল নির্ম্মল। ঘাট একটীও নাই; কিন্তু যে দিকেই নামো, পুকুরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত কোথায়ও পায়ে একবিন্দু কাদা লাগিবে না, জলের ভিতর সমস্তই কঙ্করময়। পুকুরের এক পাড়ে কতকগুলি গরু চরিতেছিল; এখন তাহাদের প্রথম গ্রাস, সুতরাং কেহ কাহারও দিকে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া ছিল না। ইঁহারা সময়ের মূল্য বুঝে। একটী রাখাল বালক মানুষের লজ্জাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য কটির নিম্ন হইতে জঙ্ঘার উপর পর্য্যন্ত সুমলিন একটুখানি ক্যাপড়ে আবৃত করিয়া, পাঁচনির উপর ঠেশ্ দিয়া (ত্রিভঙ্গ না হউক) ভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া গান করিতেছিল এবং সেই স্থানকে গোকুলত্ব প্রদান করিতেছিল। বনের ঠিক মধ্যস্থলটী অতিশয়

মনোহর ; তিনখানি ছোট ছোট মেটে ঘর ; তার মেজে অবধি উঠান পর্য্যন্ত সমস্তই তক্ তক্ করিতেছে ; যেন মুখ দেখা যায়, যেন সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। আবার এমন স্থান, পাছে সূর্য্যের খরদৃষ্টিতে পড়ে, এই জন্য একটা প্রাচীন বট গাছ ঘরের চালের উপর দিয়া ডাল পালা বাড়াইয়া ইহাকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই আশ্রয়ে নানা রকমের কতকগুলি ফুলগাছ প্রতিপালিত হইতেছিল এবং কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা পুষ্পোপঢৌকন লইয়া প্রস্তুত থাকিত।

যখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে সঙ্গে করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল, একটু ভয়ের সঞ্চয় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এ ভাব দূরে গেল, ভাবনা করিবার অবকাশ রহিল না। শ্রীরূপ-দাস বাবাজী নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইবামাত্র অবিচলিতভাবে বসিয়াই রহিলেন ; যখন বিমলাকে দেখিলেন, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই জনকে বসিতে বলিলেন।"

বাবাজী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। মস্তকে লম্বা লম্বা চুলগুলি মধ্যস্থলে সংযমিত, বাবাজীর নাকে মাটী চাপান, এজন্য নাসার গঠন ঠিক বুঝা অসাধ্য, ছোট ছোট দুটী চক্ষু যেন কোন অভাগা কপোতের কাছে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মোটা গোঁপ-দাড়ির মধ্যে মুখ, যেন অশোকবনে সীতা। গলার কিছু ঠিকানা হইবার যো নাই, মালায় আচ্ছন্ন, তাহার উপর দাড়ি দেখিলেই এই মাত্র অনুমান হয় যে, একটা কাঠের খোঁটার উপর যেন একখানা কম্বল কেহ পাতিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরিধানে বহির্ব্বাস। বাবাজী তিনটী তিন প্রকারের সেবাদাসীকে আশ্রয় দিয়াছেন ; প্রথমটি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, মস্তকে খুব খাট খাট চুল, গোঁফ-দাড়ি থাকিলেই পুরুষ বলিয়া এক প্রকার চালান যাইতে পারে ; ইনি প্রকৃত্তি নীতের খবর দিতে পারেন। মধ্যম খুব বেঁটে, খুব কাল, খুব মোটা, ইহার দাঁত পর্য্যন্ত কাল, যেন তরমুজের বিচি। ইহাঁর বয়স ৩৫।৩৬। তৃতীয় পাঁচপাঁচির মধ্যে, আলাও নয়, ছিছিও নয়। দেখিলে বোধ হয়, অল্পদিন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, এখনও শিকলি-কাটা রকমটা যায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা ভূতলে আসন গ্রহণ করিলে, সেবাদাসীরা তাঁহাদের নিকট আসিয়া যুটিল এবং ইহাদের দুই জনকে বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রমে অনেক কথা হইতে লাগিল এবং কথাবার্ত্তার আদান প্রদানে নরেন্দ্রনাথ জানিলেন, এই বনের নাম "আখড়া গোপালপুর" গ্রাম-গোপালপুর এখান হইতে অতি নিকট, আধক্রোশের মধ্যে। নরেন্দ্র আরও জানিলেন, বাবাজী সংসার ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে বনের পাখীর সঙ্গী হইয়া "প্রেমভক্তি" বিলাইয়া থাকেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সেবাদাসী গ্রামে গ্রামে যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহাতেই বাবাজীর জীবনধারণ হয়। কখন কখন কনিষ্ঠা সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী বাহির হিলাইয়

গাইতেন এবং হরিগুণ ও কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য গান করিয়া সাধ্যানুসারে সকলকে বিশেষতঃ অবলা জাতিকে ভক্তির পথ শিক্ষা দিতেন। এই সকল শুনিয়া নরেন্দ্রের মন গলিয়া গেল; জলে জল মিশিয়া গেল, সংসারের মধ্যে "তিনি এবং বাবাজী" দুই জনেরই এক প্রকার উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি বাবাজীর সহিত প্রণয়-বন্ধনের চেষ্টা করিলেন। শুদ্ধাত্মা রূপদাস বাবাজীও নরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র, নরেন্দ্রের সহচরীর প্রতি বারেক দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ ইঁহাদের দুইজনকে সেইখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "আমি আর তুমি; বরং আমার চেয়েও তুমি। আহা! সত্যমেব জয়তে; ওঁ তৎসৎ", এইটুকু মনে মনে বলিলেন।

দিনমান নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা সেই আখড়ায় থাকিলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরূপদাসের সহিত বহুবিধ সাধুপ্রসঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন; প্রেমের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টি, শ্রীশ্রীরাসলীলামৃত হইতে অনেক উদাহরণ দেখাইয়া, বাবাজী এই কথা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; এবং অবলাগণের উদ্ধারের জন্য পুরুষের সৃষ্টি, নরেন্দ্রনাথ বেদের মন্ত্রাদি নিজের "আর্য"মতে আবৃত্তি করিয়া সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনেরই পরস্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। এ দিকে বিমলার যাহা কিছু পেটের খবর, প্রধান বৈষ্ণবী তাহা ছলে, কৌশলে (বলে নয়) টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সংসারের যাবতীয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রধান বৈষ্ণবী বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং বিমলার পীড়ার কথা যখন জানিল, তখন বৈষ্ণবী তাহাকে সকল চিন্তা দূর করিতে বলিল, এবং কহিল, "তুমি যদি কিছুদিন এখানে থাকিতে পার, তাহা হইলে আমিই তোমায় ভাল ক'রে দিই; আমি এক অষুধ জানি, একদিন খেতে হয়, কিন্তু পনর কুড়ি দিন একটু নিয়মে থাকিতে হয়।" বিমলা এক প্রকার সম্মত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার উপর সেই মীমাংসার নির্ভর জানিয়া নরেন্দ্রনাথকে এ বিষয় জানাইল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নরেন্দ্র কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন "আচ্ছা দেখা যাবে।" বাবাজীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি উপস্থিত বিষয়ে তিনি সহজে মনের কাঁটা খোঁচা সরাইতে পারিতেছিলেন না; অথচ বিমলার পীড়া, বিমলার ইচ্ছা প্রভৃতি মনে করিয়া এ সম্বন্ধে [illegible] অসম্মতি ব্যক্ত করিতেও তাঁহার সাহস হইল না; অগত্যা কিছুকালের জন্য নরেন্দ্রনাথ নিশ্চুপ নিজের ভাব লুকেই রাখিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আখড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দুই একটী করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহাদের বয়স, গড়ে ২৩।২৭ বৎসর; সর্বকনিষ্ঠার ১৮।১৯, সর্বজ্যেষ্ঠার ৩৫।৩৬ বৎসর। আসিয়া সকলেই এবে

একে বাবাজীর চরণ স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব মস্তকে বুলাইল, কেহ বা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নিজের জিহ্বাস্পর্শ করিল। এই অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া সকলে বাবাজীর সম্মুখে কাতার দিয়া বসিল। বাবাজী শ্রীরাসলীলাবৃত্ত হইতে তত্ত্বকথা সকল উদ্ধৃত করিয়া ইহা-দিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ সাঙ্গ হইলে প্রদীপ নির্ব্বাণ করা হইল এবং কৃষ্ণভক্তিময় গীতের তরঙ্গ উঠিল। গীত সমাপ্ত হইলে, আখ্ড়ার প্রধান বৈষ্ণবী ইহা-দিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিল; পরে ইহারা বাবাজীকে পুনর্ব্বার প্রণি-পাত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীরূপদাস একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, বৈরাগ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রশস্ত ধর্ম্ম আর নাই, সুতরাং তৎকালের জন্য তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বাবাজীর বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিত করিলেন, এ ধর্ম্ম-ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বিমলাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া ধর্ম্মতঃ অসাধ্য; বিশেষতঃ তিনি অসহায়, এখন আপনি কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহারই স্থিরতা নাই; বিমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কি করিবেন?

যখন এই পরামর্শ স্থির হইল, তখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এক্ষণে পীড়িত এবং এখানে পীড়া নিবারণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অতএব তোমার ইচ্ছায় আমি সম্মত হইলাম; তুমি এখানে কিছুদিন থাক; এই সময়ের মধ্যে আমি একবার কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসি, এবং সেখানে এক রকম থাকিবার আয়োজন করিয়া পরে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" বিমলা এ কথায় দ্বিরুক্তি করিল না।

বাবাজীর নিকট এ কথার প্রস্তাব করা হইল; প্রধান বৈষ্ণবী প্রস্তাবের পোষকতা করিল; বাবাজী প্রসন্নচিত্তে বিমলাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। সকল পক্ষে সন্তোষ জন্মিল। নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, রাজহাটের কেহ এ কথার সূচাগ্র সন্ধান পাইবে না, তিনি স্বয়ং বিষয়চেষ্টার অবকাশ পাইলেন, অথচ যখন আসিবেন, তখনই বিমলাকে পুণ্যলোকে লইয়া যাইতে পারিবেন। নরেন্দ্রনাথ বাবাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, দশ হাজার সাধুবাদ দিলেন, বাবাজী কেবল বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা।" হে বাবাজিন্! তোমারই ত্যাগ স্বীকার ধন্য! তোমারই বৈরাগ্য সার্থক!

রাজহাট হইতে আখড়া-গোপালপুর প্রায় ৪॥৫ ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণ। রেলওয়ে এখান হইতে অতি নিকটে, এমন কি দেড় ক্রোশের ঊর্দ্ধ হইবে না। নরেন্দ্রনাথ পর দিন বাবাজীর হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমরা দায়ে পড়িয়া তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুসম্বন্ধ-বন্ধন।

শঙ্করী ঠাকুরাণী, ওরফে পিসীমার পরলোক গমনে মধুসূদন অত্যন্ত দুঃখিত হই-লেন। অন্ত্যেষ্টি কার্য্য কে করিবে, রন্ধনাদি কে করিয়া দিবে, এ দিকে দোকানই বা কিরূপে চলিবে, মধুসূদন এই সকল ভাবনায়, স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায় হইলেন। যদি এই বিপদ্‌কালে গবেশ রায় না থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদনের দশা কি হইত বলা যায় না। পিসীর মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে গবেশ রায় সান্ত্বনা-বাত্যা প্রবাহিত করিয়া মধুসূদ-নের চিন্তা-সাগরকে তোলপাড় করিতেছিল। গবেশ যথার্থ সময়ের বন্ধু; সেই বিষম দিন হইতে, এক বেলার জন্য মধুসূদনকে ছাড়িয়া যায় নাই। এমন কি গবেশের গাঢ় আসক্তিতে মধু যে মধু, সেও বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রণয়ের অপার মহিমা!—অদ্ভুত শক্তি। জোঁকের তৃপ্তি জন্মিলে জোঁক সেব্যবস্তুকে ছাড়িয়া দেয়, গবেশ স্বীয় প্রণয়পাত্র মধুসূদনকে কিছুতেই ছাড়িল না। মধুর বাটীতেই গবেশের আহার, গবেশের শয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। একদিন গবেশের মাতুল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, এবং দুই তিন দিন অবধি বাটী না যাওয়াতে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। গবেশ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "মামার বিবেচনার লেশমাত্র নাই; মধুসূদনের এই বিপদ উপস্থিত, ঘরে দ্বিতীয় লোক নাই; এ সময় কেমন করিয়া যাইতে পারা যায়? মধুর দুঃখ হইতে কি বাড়ী বড় হইল?" মধু যেমন "পাক-শাক" করিতেছিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন, গবেশ যেমন "খাওয়া দাওয়া" করিতে-ছিল, তাহাই করিতে থাকিল। এইরূপে দিন যায়, এইরূপে রাত্রি যায়; যায় না কেবল মধুর মন হইতে ভাবনা এবং মধুর বাড়ী হইতে গবেশ রায়।

পিসীমার ত্রিরাত্র কৃত্য মধুসূদন এক প্রকার সম্পন্ন করিলেন। আয়োজনের সমস্ত কার্য্য করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন; ব্যবস্থা যেরূপ করা আবশ্যক, তাহা গবেশচন্দ্র করিয়া দিল। এই উপলক্ষে একবার মাত্র আমরা গবেশকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মধুর বাটীতে থাকিয়া বন্দোবস্ত করিবার সময় গবেশ বলিয়াছিল, "একলা ব'সে থেকে কোমর ধরে গেল, অ্যাবা গঙ্গারামটা বাড়ী এলে যে বাঁচি। কাজ ভারি, তার বাজার করাই ফুরায় না।"

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে গবেশ দুইবার মাত্র তাহার মাতুলের বাটীতে গিয়াছিল। আরও এক দিন গেল; সন্ধ্যার পরে একটু মেঘ হইল, গবেশের কিছু আনন্দ হইল। এমন দিনে খিচুড়ি খাইতে কোন্ পামরের না ইচ্ছা হয়? গবেশের ইচ্ছা হইল, মধুসূদনের সম্মতি হইল। মধু সেইরূপ পাকাদি করিলেন।

সুযোগের উপর সুযোগ, ভারি এক পশলা বৃষ্টি সেই সময়ে হইয়া গেল। মধুসূদন পাক সমাপন করিয়া গবেশকে রন্ধনশালায় ডাকিলেন; অকারণে জলে ভিজিয়া খাইতে গবেশ স্বীকার করিল না। অগত্যা শয়নগৃহে মধুসূদন খাদ্য সামগ্রী সমুদায় বহন করিয়া আনিলেন; দুই জনে আহার করিয়া ক্রমে শয়ন করিলেন।

আহারটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল, এজন্য গবেশের নিদ্রা আসিল না; গবেশ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "মধু, মধু, ঘুমুলে নাকি? আ ছিঃ! এর মধ্যে এত ঘুম!" গবেশের ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতে পরিশ্রান্ত মধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বৃষ্টি ধরিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পরিষ্কৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ায় বোধ হয় বিধাতা পুরুষের গুড়ুক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন? গবেশের তামাক খাইতে বাঞ্ছা হইল, মধু তামাক সাজিল। দুই জনে তামাক খাইতে খাইতে এ কথা সে কথা, পাঁচ কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কথোপকথন হইলে পর গবেশচন্দ্র যথার্থই মধুসূদনের হিতকর একটী প্রস্তাব করিল। প্রস্তাবটী এই—গবেশের মাতৃষ্বসা এক কন্যা লইয়া বিধবা হইলে পর তাঁহাকে এক প্রকার নিরাশ্রয় দেখিয়া গবেশের মাতুল স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে নিজ বাটীতে আনিয়া রাখেন; কিছু দিন পরে বালিকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বহু কষ্টে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বালিকার দক্ষিণ চক্ষুর তারা শ্বেতবর্ণ ঈষদুন্নত হইল এবং মুখমণ্ডল অবিরল বসন্তাঙ্কে সমাচ্ছন্ন হইল। ইতঃপূর্ব্বে বালিকা, সুন্দরী এবং লাবণ্যময়ী ছিল, রোগের সঙ্গে সে রূপ এককালে অপগত হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বালিকার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর। বালিকার নাম সূর্য্যমুখী।

গবেশচন্দ্র মধুসূদনকে বলিল, 'মধু' এমন করিয়া কত দিন যাইবে? আমি বিষয়চেষ্টা একবারে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারি? আমার ইচ্ছা বটে যে, চিরকাল তোমার দুঃখের দোসর হইয়া থাকি, কিন্তু তাহা চলে কৈ? তুমি যদি এক কাজ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও ভাল, সকলকারই ভাল। সূর্য্যমুখীকে বিবাহ করিতে পারিলে, মাসী এখন তোমার বাড়ী এসে থাকেন, তোমার ঘর চলে, তুমি দোকান দেখিতে পার। তাই বলি যে, তুমি মামাকে এ কথা বল। আর না হয় আমি বলিব। বোধ করি অল্পে করিয়াও দিতে পারিব; এখন তুমি সম্মত হইলেই হয়। আর দেখ, তাহা হইলে আমি তোমার পর রহিলাম না, কত বিষয়ে কত প্রকার উপকার করিতে পারিব, এবং করিতে আন্তরিক যত্ন হইবে। আমার বিবেচনায়, মামাকে যদি ওয়াইতে পারি, তবে তোমার তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।" মধুসূদন অবহিত চিত্তে গবেশের এই সৎপরামর্শ শুনিলেন। সূর্য্যমুখীর মুখের কথা মনে করিয়া একটু ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন এ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুসম্বন্ধ-বন্ধন।

শঙ্করী ঠাকুরাণী, ওরফে পিসীমার পরলোক গমনে মধুসূদন অত্যন্ত দুঃখিত হই-লেন। শ্রাদ্ধকার্য্য কে করিবে, রন্ধনাদি কে করিয়া দিবে, এ দিকে দোকানই বা কিরূপে চলিবে, মধুসূদন এই সকল ভাবনায়, স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায় হইলেন। যদি এই বিপৎকালে গবেশ রায় না থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদনের দশা কি হইত বলা যায় না। পিসীর মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে গবেশ রায় সান্ত্বনা-বাত্যা প্রবাহিত করিয়া মধুসূদনের চিন্তা-সাগরকে তোলপাড় করিতেছিল। গবেশ যথার্থ সময়ের বন্ধু; সেই দিবস দিন হইতে, এক বেলার জন্য মধুসূদনকে ছাড়িয়া যায় নাই। এমন কি গবেশের গাঢ় আসক্তিতে মধু যে মধু, সেও বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রণয়ের অপার মহিমা!—অদ্ভুত শক্তি! জোঁকের তৃপ্তি জন্মিলে জোঁক সেব্যবস্তুকে ছাড়িয়া দেয়, গবেশ স্বীয় প্রণয়পাত্র মধুসূদনকে কিছুতেই ছাড়িল না। মধুর বাটীতেই গবেশের আহার, গবেশের শয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। একদিন গবেশের মাতুল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, এবং দুই তিন দিন অবধি বাটী না যাওয়াতে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। গবেশ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "মামার বিবেচনার লেশমাত্র নাই; মধুসূদনের এই বিপদ উপস্থিত, ঘরে দ্বিতীয় লোক নাই; এ সময় কেমন করিয়া যাইতে পারা যায়? মধুর দুঃখ হইতে কি বাড়ী বড় হইল?" মধু যেমন "পাক-শাক" করিতেছিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন, গবেশ যেমন "খাওয়া দাওয়া" করিতে-ছিল, তাহাই করিতে থাকিল। এইরূপে দিন যায়, এইরূপে রাত্রি যায়; যায় না কেবল মধুর মন হইতে ভাবনা এবং মধুর বাড়ী হইতে গবেশ রায়।

পিসীমার অন্ত্যেষ্টি কৃত্য মধুসূদন এক প্রকার সম্পন্ন করিলেন। আয়োজনের সমস্ত কার্য্য করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন; ব্যবস্থা যেরূপ করা আবশ্যক, তাহা গবেশচন্দ্র করিয়া দিল। এই উপলক্ষে একবার মাত্র আমরা গবেশকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মধুর বাটীতে থাকিয়া বন্দোবস্ত করিবার সময় গবেশ বলিয়াছিল, "একলা ব'সে থেকে কোমর ধরে গেল, আবার গঙ্গারামটা বাড়ী এলে যে বাঁচি। কাজ ভারি, তার বাজার করাই ফুরায় না।"

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে গবেশ দুইবার মাত্র তাহার মাতুলের বাটীতে গিয়াছিল। আরও এক দিন গেল; সন্ধ্যার পরে একটু মেঘ হইল. গবেশের কিছু আনন্দ হইল। এমন দিনে খিচুড়ি খাইতে কোন্ পামরের না ইচ্ছা হয়? গবেশের ইচ্ছা হইল, মধুসূদনের সম্মতি হইল। মধু সেইরূপ পাকাদি করিলেন।

সুযোগের উপর সুযোগ, ভারি এক পশলা বৃষ্টি সেই সময়ে হইয়া গেল। মধুসূদন পাক সমাপন করিয়া গবেশকে রন্ধনশালায় ডাকিলেন; অকারণে জলে ভিজিয়া যাইতে গবেশ স্বীকার করিল না। অগত্যা শয়নগৃহে মধুসূদন খাদ্য সামগ্রী সমুদায় বহন করিয়া আনিলেন; দুই জনে আহার করিয়া ক্রমে শয়ন করিলেন।

আহারটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল, এজন্য গবেশের নিদ্রা আসিল না; গবেশ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "মধু, মধু, ঘুমুলে নাকি? আ ছিঃ! এর মধ্যে এত ঘুম!" গবেশের ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতে পরিশ্রান্ত মধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বৃষ্টি ধরিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পরিষ্কৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ায় বোধ হয় বিধাতা পুরুষের গুড়ুক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন? গবেশের তামাক খাইতে বাঞ্ছা হইল, মধু তামাক সাজিল। দুই জনে তামাক খাইতে খাইতে এ কথা সে কথা, পাঁচ কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কথোপকথন হইলে পর গবেশচন্দ্র যথার্থই মধুসূদনের হিতকর একটী প্রস্তাব করিল। প্রস্তাবটী এই—গবেশের মাতৃষসা এক কন্যা লইয়া বিধবা হইলে পর তাঁহাকে এক প্রকার নিরাশ্রয় দেখিয়া গবেশের মাতুল স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে নিজ বাটীতে আনিয়া রাখেন; কিছু দিন পরে বালিকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বহু কষ্টে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বালিকার দক্ষিণ চক্ষুর তারা শ্বেতবর্ণ ঈষদুন্নত হইল, এবং মুখমণ্ডল অবিরল বসন্তাঙ্কে সমাচ্ছন্ন হইল। ইতঃপূর্ব্বে বালিকা, সুন্দরী এবং লাবণ্যময়ী ছিল, রোগের সঙ্গে সে রূপ এককালে অপগত হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বালিকার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর। বালিকার নাম সূর্য্যমুখী।

গবেশচন্দ্র মধুসূদনকে বলিল, 'মধু' এমন করিয়া কত দিন যাইবে? আমি বিষয়চেষ্টা একবারে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারি? আমার ইচ্ছা বটে যে, চিরকাল তোমার দুঃখের দোসর হইয়া থাকি, কিন্তু তাহা চলে কৈ? তুমি যদি এক কাজ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও ভাল, সকলকারই ভাল। সূর্য্যমুখীকে বিবাহ করিতে পারিলে, মাসী এখন তোমার বাড়ী এসে থাকেন, তোমার ঘর চলে, তুমি দোকান দেখিতে পার। তাই বলি যে, তুমি মামাকে এ কথা বল। আর না হয় আমি বলিব। বোধ করি অল্পে করিয়াও দিতে পারিব; এখন তুমি সম্মত হইলেই হয়। আর দেখ, তাহা হইলে আমি তোমার পর রহিলাম না, কত বিষয়ে কত প্রকার উপকার করিতে পারিব, এবং করিতে আন্তরিক যত্ন হইবে। আমার বিবেচনায়, মামাকে যদি লওয়াইতে পারি, তবে তোমার তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।" মধুসূদন অবহিত চিত্তে গবেশের এই সৎপরামর্শ শুনিলেন। সূর্য্যমুখীর মুখের কথা মনে করিয়া একটু ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন এ

কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। প্রথমতঃ অল্প পয়সায় বিবাহটা হইতে পারিবে ; দ্বিতীয়তঃ ঘরে অন্য লোক কেহ নাই, সুতরাং শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বাটীতে থাকিলে কোন বিষয়ে কষ্ট পাইতে হইবে না ; অথচ নিজের বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিবে ; তৃতীয়তঃ রূপ চিরকাল থাকে না, এবং সুরূপ হইতে কুরূপ কোন কোন অংশে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ;—কুৎসিত হইলে মুখরা হইতে পারে না, স্বামীর বশীভূত থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মধুসূদন সম্মত হইলেন। পর দিন গবেশ রায় মাতুলকে বার্ত্তা জানাইল। মাতুল মহাশয় সহজেই সম্মত হইলেন। বিধবা ভগিনীর ভাত-কাপড়ের দায় এড়াইবেন, সূর্য্যমুখীর জন্য পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, তদ্ভিন্ন মধুসূদনের টাকা কয়টাও এই উপলক্ষে হস্তগত হইবে। গবেশকে কতক কথা বলিলেন, কতক বলিলেন না। ক্রমে গবেশের মাতুলের সঙ্গে মধুসূদনের সাক্ষাৎকার হইল। কথাবার্ত্তা সকল স্থির হইল ; মধুসূদন সাড়ে তিন শত টাকা পণ দিবেন, অন্যান্য ব্যয় কিছু লাগিবে না, অলঙ্কার সামান্যরূপ দিলেই হইবে, আর দশ দিন পরেই বিবাহ হইবে।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গবেশচন্দ্র কিছু বিরক্ত হইল, কিছু কষ্ট হইল। গবেশ মনে করিয়াছিল, এই মরস্থমে সেও মধুসূদনের দশ টাকা হস্তগত করিয়া লইবে, মাতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়াতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এই কারণে গবেশ প্রতিজ্ঞা করিল "ভাল, আমি না পেলাম, নাই। কিন্তু মধুর যাতে আর দশ টাকা লাগে, তা আমার করা চাই।"

বিবাহের "ধান্য" দিনে মধুসূদন যথাশাস্ত্র উপবাস করিয়া থাকিলেন ; কিন্তু সেই অবস্থায় সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিতে হইল বলিয়া, তিনি কিছু কাতর হইলেন। সন্ধ্যার পর রীতিমত বিবাহ করিতে গেলেন, বাটীর ভিতরের প্রাঙ্গণে বসিবার আসন হইয়াছিল। সেইখানে একটা বালিশের উপর ভর দিয়া মধুসূদন উপবিষ্ট হইলেন। গ্রামে গ্রামে বিবাহ, এই জন্য বড় ধুমধাম হয় নাই ; পাড়ার দুই চারি জন লোক বিবাহসভায় উপস্থিত ছিল মাত্র ; কিন্তু স্ত্রীলোকের সমাগমটা তথাপি অল্প হয় নাই ; কোন কোথাকার অপরিচিত বর বিবাহ করিতে আসিয়াছিল।

স্ত্রীলোকেরা গোলমাল করিতেছে, এমন সময়ে গবেশচন্দ্র নিজ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় করিল। ঘরের ভিতর হইতে গবেশের মাসী কাঁদিয়া উঠিল ; সকলে সেই দিকে ধাবিত হইল, মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রোদনের কারণ শেষে এই নির্ণীত হইল যে, গবেশের মাসী মধুসূদনকে কন্যা দিতে পারিবেন না, যেহেতু মধুসূদনের কোমর ভাঙ্গা, এবং মধুসূদন কুব্জ, নতুবা মধু অমন করিয়া বসিবে কেন ?

মধু গ্রামের লোক, মধুকে সকলেই জানে, সকলেই চিনে।—গবেশের মাসীর নিকট যে যত অনুরোধ বিরোধ করিল, সমস্তই পণ্ড হইল। অবশেষে এই নিষ্পত্তি হইল যে,

মধু যদি উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে। মধুসূদন অগত্যা তাহাই করিল, কিন্তু সমস্ত দিন উপবাস এবং পরিশ্রমের পর দাঁড়াইয়া থাকিতে কাহার সাধ্য? মধুসূদন বসিয়া পড়িল।

তখন বিবাহ বন্ধ, নয় ভঙ্গ হয়, এই জন্য সকলে থাকিয়া এই মীমাংসা করিয়া দিল, মধু যদি আরও পঞ্চাশ টাকা "গুরুবাটা" দেন, তাহা হইলে, বিবাহ হইতে পারে। গবেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; গবেশের মাসী সম্মতি প্রকাশ করিল; মধুসূদনও তাহাই স্বীকার করিল। মধুসূদনের বিবাহ হইল। পরদিন হইতে গবেশের মাসী, সূর্য্যমুখী এবং প্রাংশুঃ গবেশচন্দ্র, মধুসূদনের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই বিবাহে মধুর সঞ্চিত ধনের ধ্বংস হইল; অধিকন্তু কিছু ঋণ হইল। তথাপি কষ্ট স্বীকার করিয়া মধুসূদন দোকান হইতে কোনরূপে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনেক সত্য কথা, কিন্তু গুরুতর নয়।

ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার পূর্ব্বসূচনা কিছু মাত্র হয় না। সুপরিষ্কৃত গৃহের অভ্যন্তরেও হঠাৎ তৃণ জন্মে; কূপের মধ্যেও মৎস্য জন্মে; রাজাধিরাজেরও অন্দরমহলে চোর প্রবেশ করে; রবির ন্যায় অগণিত কর দিয়াও বঙ্গদেশ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়কে জন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা হয়; নতুবা একমাত্র বিস্ময় ভিন্ন অন্তরের মনোভাব স্থান পায় না,—প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতে জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। অতএব ২৩।২৪ বৎসর পরে কুলীনকেশরী বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় যে রাজহাটে দেখা দিলেন, ইহাতেও বিস্ময় প্রকাশ করা অন্যায়। গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত আছেন, এ সংশয় বোধ হয় কেহই করেন নাই। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবিতব্যের কথা কে বলিবে?

বক্ষ্যমাণ কালের প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে, রাজহাটে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখস্থ পথে, একদিন প্রভাতে উচ্ছিষ্ট শালপত্র পড়িয়াছিল; সেই পথ দিয়া যাইবার সময়, অমোঘ ভট্টাচার্য্যের পত্নী, সেই শালপত্রের উপর দৈবাৎ (না দেখিয়া) পদার্পণ করেন। পরক্ষণেই শালপত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন তাঁহার রাগ জন্মিল এবং তিনি বিবিধ প্রকারের বিশেষণ-বাণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, এবং দৌহিত্রীর (অর্থাৎ বিমলার মা এবং বিমলার) উপর তীব্রবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন;

সৌভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তিনী এক নাপিতবধূ আসিয়া এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিল যে, "গত রাত্রিতে অনেকগুলি লোক সঙ্গে বিষ্ণুরাম গাঙ্গুলী এসেছিলেন, সেই সঙ্গের লোকেরা পাতা ফেলিয়া গিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর ক্রোধ গেল, অধিকন্তু কিছু আহ্লাদ জন্মিল। আক্ষেপের বিষয় এই, বিষ্ণুরাম ঠাকুর এ কথার বাষ্পবিন্দু জানিতেন না; অথবা কালধর্ম্মে, তাঁহার এ কথা স্মরণ ছিল না। যাহা হউক, এবার যে তিনি আসিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ হইবার স্থল নাই।

বিষ্ণুরাম অনেক কষ্টে নিজ শ্বশুরালয় চিনিয়া লন, বস্তুতঃ ২১৪ জনকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি বাড়ী চিনিতে পারেন নাই। পরে বাড়ী চিনিয়া লওয়া হইলে, আপন ব্রাহ্মণীকেও চিনিয়া লইলেন। ইহাও পূর্ব্ববৎ। বহু দিন—ও বিষ্ণু—বহু বৎসর পরে প্রণয়ী এবং প্রণয়িনীর সম্মিলন হইল; প্রণয়ী প্রণয়িনীর দেহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মানের সময় নয়, মানের অবকাশ নাই, মান করিলে পাছে আবার হারাইতে হয়, মানে পাছে অপমান হয়, এই ভাবনা করিয়া "প্রেয়সী" অতি সাহসিনী হইয়া মুখরার ন্যায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। দেহের কুশল বলিবার অগ্রে, শাখা-দেহের (অর্থাৎ বিমলার এবং অতুলের) কথা বলিলেন। বিষ্ণুরাম এ সকল বড় বুঝিলেন না, বুঝিলেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটু আগুন চাহিয়া লইলেন, একটী ছোট কলিকার মস্তকে সেটুকু অর্পণ করিলেন, এবং এক টানে কলিকাস্থ উক্ত পদার্থ এবং বিমলার মাতার কথা এক ধূমরূপে পরিণত করিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই সন্ধ্যা হইল। বিমলার মাতা বিষ্ণুরামকে ঘরের ভিতর বসাইয়া জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া নিজ দুঃখ বলিতে লাগিলেন; বলিলেন—"এত দিন পরে, তোমার যে মনে হইবে তাহা আমার মনে ছিল না; আর কিছু দিন না আসিলেই আমাকে দেখিতে পাইতে না; আমার শরীর অসুস্থ; বিমলার ব্যারাম (ভাগ্যে আমার দিদি তাহাকে লইয়া গিয়া [illegible] করিতেছে); ঘর চলে কিসে, তাহার কিছুই উপায় নাই। আবার [illegible] অতুল [illegible], তখন কত লোকে কত কথা বলিল; কি করি, সহ্য করিয়া থাকিলাম। [illegible] লোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই; ইহারা—

অফলাকে ফলায়
অবোলাকে বলায়,
সতীকে পতি দেয়,
যতিকে মাছ খাওয়ায়।

তা কি করি, সকলই সহিতে হইল।" এমন সময়ে, চিবুক, কনুই পর্য্যন্ত দুই হাত এবং বক্ষঃস্থল হইতে উদর পর্য্যন্ত রসাভিষিক্ত করিয়া, একটী আম্রলেহন করিতে করিতে অতুলচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল; শুভ্রকেশ ব্রাহ্মণকে গৃহমধ্যে দেখিয়া অতুল

বিকট মুখশ্রী-বিকাশ করিল। অমনি অতুলের জননী বলিলেন,—"এই লও, তোমার সন্তান লও, যাহা করিতে হয় কর, নহিলে অন্ন অভাবে আমাদিগকে মরিতে হইবে।" বিষ্ণুরাম যেন ধবল-গিরি, তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলেন না। কোন কথা না কহিয়া, কলিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র। বিমলার মাতা কি করেন, একটু অগ্নি আনিয়া দিলেন। এইবার কলিকা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরাম ঠাকুর প্রিয়ার সঙ্গে যথার্থ প্রণয়-সম্ভাষ আরম্ভ করিলেন, "আমার ত আর চলে না। টাকা কড়ি কিছু থাকে ত দিয়া উপকার কর; না থাকে অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া আমাকে কিছু আনিয়া দিতে হয়; নইলে চলিবে না। আর আমি আজি রাত্রি স্থির কথা থাকিতে পারিব না। যাহা হয় শীঘ্র ইহার একটা উপায় কর।" বিমলার মাতা যে জন্ম বাঁধ বাঁধিতে-ছিলেন, তাহা বিফল হইল। বিষ্ণুরাম ঠাকুর ভুলিল না, টাকা চাহিল। "সর্ব্বনাশ! কোথায় পাব?" প্রভৃতি গুটি দশ কথা, এবং সেই পরিমাণ দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যয় করিয়া বিমলার মাতা পাকের চেষ্টায় [illegible]। বিষ্ণুরাম হুঁকা কলিকা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। কিছু প্রাপ্তির আশা নাই জানিয়া গঙ্গোপাধ্যায় সহজেই যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর, নূতন পাইয়া "বাবা, বাবা" করিয়া অতুলচন্দ্র তাঁহাকে পঙ্কমের উপর তুলিয়া দিল।

বিষ্ণুরাম ঠাকুর ধূমপান করিতে থাকুন; আমরা এই অবকাশে "ইতোমধ্যের" কিছু ঘটনা বলিয়া লই।

নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে গোপালপুরের আড্ডায় রাখিয়া কলিকাতায় যান, এবং বিমলার একজন বন্ধুর বাটীতে থাকিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। কত স্থানে ঘুরিলেন, তাহা বলা যায় না। কোথাও "কালেজের ছোক্‌রা, কাজ কর্ম্মের কিছুই জানে না" বলিয়া আপত্তি হইল; নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষণীয় অবস্থায় থাকিবার প্রার্থনা করিলেন, মিনতি সহকারে বলিলেন, "কর্ম্ম না পাইলে কর্ম্ম কেমন করিয়া শিখিব, কেমন পারিতাই বা দেখাইব? জলে না নামিতে পাইলে, কেমন করিয়া সাঁতার শিখা যায়?" কিন্তু সাঁতার না জানিলে জলে নামিতে দিবেন না, এটী কর্ম্মদাতার স্থির সঙ্কল্প। কোন কার্য্যালয়ে বা নির্দ্ধারিত সময়ে ৩।৪ দিন উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কার্য্যা-ধ্যক্ষ মহাশয়ের সন্দর্শনলাভ এক দিনও করিতে পারিলেন না; অধ্যক্ষ সে সময়ে নিশ্চয়ই হয় অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত, নতুবা কার্য্যালয় হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন। এখন অধিকাংশ স্থানেই নিরাশ হইতে হয় নাই, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জন্য তৎকালে কর্ম্ম যুটিল না বলিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণতা লইয়া নরেন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে হইল। অবশেষে রেলওয়ের ষ্টেশনে একটি কর্ম্ম পাইবার সম্ভাবনা হইল, কিন্তু তাহাতেও "আজি নয়, কালি।" নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিত্য দিন সেই স্থানে গতা-য়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন নরেন্দ্রনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনে নিয়মমত গিয়া

ছিলেন, এবং অপরাহ্নে ৫টার সময়ে বড়বাজারের মধ্য দিয়া আবাসে যাইতে-ছিলেন, চকের সম্মুখে একজন ফেরীওয়ালা, তাঁহাকে পাইয়া বসিল। "রজস্ ছুরী, আসল রজস্ উত্তম, নূতন আমদানী, ছ আনা ডজন" এইরূপ অনর্গল বক্তৃতা তাঁহার নিকট করিতে লাগিল। পথ লোকাকীর্ণ, কে কাহাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই; রাস্তার এ ধার একবার, ও ধার একবার করিয়া নরেন্দ্রনাথ ফেরী-ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। একবার একখানা কাপড়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; সেই সঙ্কীর্ণ দোকানঘরের ভিতর দোকানদার একজন বস্ত্রক্রেতা-র নিকট নিজ সত্যবাদিতার পরিচয় দিতেছে। দোকানদার বলিতেছে "আঃ, দেখুন দেখি, আপনার কাছে যদি এক পয়সা বেশী লই, তা হইলে আমার বাপের মুখে— রাধাকৃষ্ণ, আর কি বলিব, মহাশয় ভদ্রলোক, বিশেষ জানা শোনা; মহাভারত! আপনার নিকট কি প্রবঞ্চনা করা যায়?" নরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, এ ব্যক্তি যুধিষ্ঠির, কলিতে দোকানদাররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার এ ভাব পৌত্তলিকতাসংক্রান্ত; এজন্য তিনি মনে মনে লজ্জিত হইলেন, পূর্ব্ব-ভাব সংশোধিত করিয়া ভাবিলেন, তাহাও কি কখন হয়? না যুধিষ্ঠির নামে কোন ব্যক্তিই ছিল, না তাহার জন্মপরিগ্রহই সম্ভব, না মহাভারতই সত্য। আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনুষ্য মাত্রেরই হয়। আহা! "একমেবাদ্বিতীয়ং, ওঁ তৎসৎ" মনে করিয়া ফেরীওয়ালার সহিত ছুরীর, কাঁচির দর করিতে এবং তাহার অন্য অন্য সামগ্রী সকল দেখিতে লাগিলেন। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া ইহাদের দুইজনের নিকট দাঁড়াইল, এবং সেও ছুরী কাঁচি দেখিতে ও তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং অধিক পরিমাণে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য দিতে স্বীকার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আর এক জন কতকগুলা রঙ্গীন কাপড়ের জামা লইয়া সেইখানে জুটিল। ক্রমে আর আর বিবিধ বস্তুর বিক্রেতা আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তখন নরেন্দ্র-নাথের নির্ম্মল চিত্তে একটু সন্দেহ প্রবেশ করিল, নরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সঙ্কালন দৈব সুযোগে—"ন চ দৈবাৎ পরং বলং"—রামদাস সেই পথে যাইতেছিল, এবং কৌতূহলের বশীভূত হইয়া সেই গোলের ভিতর প্রবেশ করিল। অমনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া রামদাস ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিল, এবং পলকের মধ্যে ফেরীওয়ালাদের শিকার ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। ফেরীওয়ালারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পুনর্ম্মিলনে দুই জনের সুখ-সাগরে ঢেউ খেলিতে লাগিল, দুই জনে কত কথা হইল, রামদাস কত অট্টহাস হাসিল। নরেন্দ্রনাথ নিজ বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত আনু-পূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। এক্ষণে কোন চাকরী নাই, জানিয়া রামদাস বিকট হাসিয়া দুঃখ জানাইল, এবং বলিল "তার জন্ত ভাবনা কি? এত দিন আমায় বলিতে,

তাহা হইলে কোন্ দিন তুমি মহারাজচক্রবর্ত্তী হইতে। যা হউক, একটা কর্ম্ম এখনও হাতে আছে, চল দেখি, সেইটার চেষ্টা করিয়া আসি।"

বলী ব্রাদারের বাড়ীর মুৎসুদ্দী বিকু বাবু (আসল নাম বৃকোদর মল্লিক) বৌবাজারে বাস করিতেন; তাঁহার বাটীর উদ্দেশে রামদাস নরেন্দ্রনাথকে লইয়া চলিল। লালবাজারের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, স্বভাবমত্ত এবং মদমত্ত কত গোরা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৌতুক করিতে লাগিল। এক জন গোরা [illegible], আর একজন কি কারণে বলা যায় না, ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রথম গোরার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করিল, অমনি দুইজনে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল, মুষ্টিবোলের গুণে উভয়ের নাক হইতে অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল। একদল গোরা সেইখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল, তথাপি ইহাদিগকে ছাড়াইয়া দিল না। কেহ কেহ বরং নীলবর্ণ কুর্ত্তীর আস্তিন গুটাইয়া জাহাজ-গাছ হিজি বিজি আঁকা হাত দিয়া ভূপাতিত একতর বীরকে উঠাইয়া দিল এবং যুদ্ধে উৎসাহ দিতে লাগিল। রাস্তার মধ্যস্থলে বিবাদ, কাহার সাধ্য, ইহাদিগকে পার হইয়া চলিয়া যায়? দুই পার্শে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ এবং রামদাস একটা জুতার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই গজকচ্ছপীয় ব্যাপারের শেষ পরীক্ষা করিতেছিলেন, দো দুই চারি বার ইহাদিগকে পাদুকা ক্রয় করিতে উপরোধ করিল। ইহারা শুনিলেন না, তখন দোকানদার এক যোড়া জুতা আনিয়া নরেন্দ্রনাথের মুখের নিকট ধরিল, এবং তাঁহাকে কিছু বিব্রত করিল; নরেন্দ্রনাথ বার বার "জুতা কিনিব না", বলাতে দোকানদার মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে বলিল "এখান হ'তে সরে যাও, খদ্দের বন্ধ ক'রে দাঁড়িও না।" এমন সময়ে একজন সার্জ্জন আসিয়া গোরা দুটীকে ধরিয়া লইয়া গেল, পথ পরিষ্কৃত হইল, নরেন্দ্রনাথ ও রামদাস যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। মুৎসুদ্দী বাবুর সহিত ইহাদের দেখা হইল, বাবু ভরসা দিলেন এবং পর দিন কার্য্যালয়ে যাইতে আদেশ করিলেন। রামদাস এই হৌসের দালালী করিত, এ জন্ত তাহার সুপারিসে ফল হইবার আশা জন্মিল। সে দিবস নরেন্দ্রনাথ সিমলায় গেলেন, রামদাস হাটখো গেল।

পর দিন চাকরী সুস্থির হইল; কিন্তু আপাততঃ পনর দিন নরেন্দ্রনাথকে অন্তরে থাকিতে হইবে, তৎপর তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। এই পনরদিন নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া থাকিতে হয়, এ জন্ত রামদাস পরামর্শ করিল যে, এই অবকাশে বিমলাকে এখানে লইয়া আসা নরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য। নরেন্দ্রেরও তাহাই মানস ছিল, এজন্য সহজেই তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু একাকী যাইতে অনিচ্ছুক হওয়াতে রামদাস তাঁহার সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিল।

পর দিবস দুই জনে যাত্রা করিলেন, এবং সময় মত গোপালপুরের আখড়ায়

পৌঁছিলেন। বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল; কিন্তু বিমলাকে ইহারা দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করাতে, বাবাজী বলিল যে, বিমলার পিত্রালয়ের লোকে জানিতে পারিয়া বিমলাকে লইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সহজেই এ কথায় বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু রামদাসের প্রত্যয় হইল না। রামদাসের কথায় কি হইবে? তাহাতে আবার বাবাজী ইঁহাদিগকে সত্বর আখড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিল। কেন তাহা বলা যায় না।

যখন ইঁহারা গোপালপুর হইতে বিদায় পাইলেন, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। তাড়াতাড়ি দুইজনে চলিতে লাগিলেন, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই রাজঘাটের সমীপস্থ হইলেন। এখন কি বলিয়া বিমলার সন্ধানে তাহাদের বাটী যাইবেন? গ্রামের বাহিরে বসিয়া, দুই জনে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। একটা পরামর্শ স্থির হইল, দুই জনে উঠিলেন। যে পথ ধরিয়া ইঁহারা চলিলেন, তাহাতে সর্ব্বদা লোকের গতায়াত হয় না; এজন্য তাঁহাদের সৌভাগ্যবলে, কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। রামদাসকে বাহিরে রাখিয়া, নরেন্দ্রনাথ "অতিথি" বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় কিরূপ অবস্থায় প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। "অতিথি" শুনিবামাত্র তিনি চটিয়া উঠিলেন, "আপনি পায় না, তায় শঙ্করা! আমার গাঁজার পয়সা যোটে না, আবার অতিথি। তুই কে রে?" নরেন্দ্রনাথ অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া বিব্রত হইলেন; হতবুদ্ধির ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় অতুলচন্দ্র নাচিয়া উঠিল। "মা, সেই মাষ্টার মশায় এসেছে ওমা! দিদি কোথায় জিজ্ঞাসা কর না," বলিয়া চীৎকার করিল। গঙ্গোপাধ্যায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি তাঁহার ভয়ঙ্কর রাগ বাড়িল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া "বেরো আমার বাড়ী থেকে" বলিয়া গর্জ্জন করিলেন, এবং পানসী নৌকার মত এক পাটি নাগরা জুতা ফেলিয়া নরেন্দ্রনাথকে প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। বাহিরের দরজার পাশে রামদাস দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকেও কথা কহিলেন না, কেবল দৌড়িতে লাগিলেন; অগত্যা রামদাসও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল। গ্রামের বাহিরে গিয়া নরেন্দ্রনাথ কতক স্থির করিলেন, এবং রামদাসকে কতক কথা বলিলেন। রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ধনঞ্জয় না কি?" কিন্তু সে বিষয়ে উত্তর পাইল না, তথাপি বুঝিল।

সে রাত্রি দুই জনে নিকটবর্ত্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া বাস করিলেন। পরের কথা পরে বলিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"বিধাতা কণ্টক দিয়া গড়িল মৃণালে।"

নরেন্দ্র বিমলাকে গোপালপুরের আখড়ায় শ্রীরূপদাস বাবাজীর "জিম্বায়" রাখিয়া কলিকাতা গেলে পর, বিমলার সম্বন্ধে কি কি ঘটনা হইল, তাহা জানিতে পাঠকবর্গের অবশ্যই কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবেক। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া পাঠক মহাশয়দের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ সাধ আছে; তদ্ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভয় বড়ই প্রবল, পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া কোন জুগুপ্সিত তত্ত্বেরও অপহ্নব করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই দুই কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের লেখনীর বিষয়ীভূত উপস্থিত ইতিহাসের সমুদয় প্রসঙ্গই "সরকারী কাগজাৎ মোলাহেজায়" এবং অতি নিবিড় গভীর এবং সাভিনিবেশ অনুসন্ধানে যেমন আমরা জানিতে পারিয়াছি, অবিকল তদনুরূপ লিপিবদ্ধ করিব। যদি কেহ এই গ্রন্থের কোন বিবরণের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তিনি "বঙ্গ শতাব্দীর" উনপঞ্চাশৎ অবধি দ্বিসপ্ততিতম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখিয়া নিজ ভ্রম দূরীকৃত করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে দিবস কলিকাতা গেলেন, তাহার পরদিন বিমলা, প্রধান বৈষ্ণবীকে "ওষুধের" জন্য ধরিয়া বসিল। বৈষ্ণবী যদিও তাহা দিতে সম্মত ছিল, কিন্তু তখন দিল না। বলিল, "তা কি আমার কাছে আছে? খুঁজে পেতে আন্‌তে হবে, তবে পারে; দুদিন দুবেলা তিষ্টিয়ে থাক, তার পর দেখা যাবে।" বিমলা কিছু ক্ষুব্ধ হইল। পুনর্ব্বার অধিকতর অনুনয় বিনয় করিল। এবার ফল দর্শিল। বৈষ্ণবী বলিল, "আচ্ছা তা দেওয়া যাবে। আজকার দিন তোমায় উপবাস করিতে হইবে। রাত্রে আমি ঔষধ তুলিয়া রাখিব। কালি সকালে আড়াইখানি গোলমরিচ দিয়া বেটে খেতে হবে।" বিমলা সেইরূপ করিয়া দিনমান রহিল। সন্ধ্যার পর বড় বৈষ্ণবী শ্রীরূপদাসের সঙ্গে কানে কানে কি পরামর্শ করিয়া, একা বনের মধ্যে গেল। পর দিন সকালে বিমলা নিয়মমত "জড়ি বুটি" খাইল।

ঔষধি উদরস্থ হইতে না হইতে বিমলা অস্থির হইয়া উঠিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অতিশয় কাতর হইল। একটা ঘরের ভিতরে বড় বৈষ্ণবী তাহাকে শোয়াইল। ঘরের ভিতর তাহার পর কি হইল বলিতে পারি না। এক বার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় বড় বৈষ্ণবী একটা হাঁড়ি হাতে ঘর হইতে বাহির হইল, এবং পুকুরের দিকে চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পরে খালি হাতে বড় বৈষ্ণবী ফিরিয়া আসিল। কতকটা আগুন করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

তিন দিন পরে বিমলা ঘর হইতে বাহিরে আসিল। তখন আর সে বিমলা নাই; কণ্ঠহাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে বসিয়াছে, ঠোঁট দুখানিতে কেহ যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, শরীরে রক্তের লেশমাত্র নাই বলিলেই হয়। বৈষ্ণবী অকপটে তাহার সেবা করিতে লাগিল। বিমলাকে হলুদ মাখাইত, স্নান করাইত, সকালে রাঁধিয়া খাওয়াইত। বৈষ্ণবীর প্রতি বিমলার ভক্তি এবং ভালবাসা হইল। বিমলা দিন দিন সুস্থ হইতে এবং বল পাইতে লাগিল।

সাত, আট, দশ দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। বিমলা অল্প অল্প কাজ কর্ম্ম এখন করিতে পারে।

একদিন বাবাজী বড় এবং মেজো বৈষ্ণবীকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিয়া, ছোটকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিতেছিলেন। ছোট বৈষ্ণবী তাঁহার নিকটে বসিয়া তুলসী কাষ্ঠের এক গাছি মালা গাঁথিতেছিল, এবং অতি মৃদু গুণ গুণ স্বরে, একচিত্তে বাবাজীর উপদেশ কর্ণগত করিতেছিল। ইহার এখনও "রাধাকৃষ্ণ" বলিবার বিলম্ব ছিল, কপচান ছাড়ে নাই। বিমলা আর এক ঘরের বাহিরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে বামপদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মাটী খুঁড়িতেছিল, এবং তাহাই দেখিতেছিল। বিমলা তখন কিছু ভাবিতে-ছিল কি না, তাহা বিমলার মন জানে, কিন্তু সে সময়ে যদি কেহ তাহার নিকটে থাকিত, তাহা হইলে সে মধ্যে মধ্যে একটী একটী নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইত; এবং বিমলার আকুঞ্চিত অপাঙ্গ দেখিয়া, তাহার হৃদয়ের বিষাদের অনুমান করিত। এই সময়ে বাবাজী তাহাকে ডাকিলেন। বিমলা চমকিয়া উঠিল; ঘাড় তুলিয়া, অথচ মাটির উপর চক্ষু রাখিয়া, বাবাজীর দিকে মুখ ফিরাইল। বাবাজী বিমলাকে আদেশ করিলেন "একটু তামাক সাজ দেখি—গুড়ুক নয়" এ কথায় বিমলার মন উঠিল না; দেহও উঠিল না। পুনর্ব্বার রসসিক্ত করিয়া বাবাজী আদেশ করিলেন, বিমলা পূর্ব্ববৎ। ঋষিগণও রিপুর ধ্বংস করেন নাই, দমন করিয়াছিলেন মাত্র। বাবাজীও সেইরূপ, সুতরাং বাবাজীর ক্রোধ তাঁহার সরস্বতীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তদীয় আদেশ বাক্যকে কিঞ্চিৎ তিক্তস্বাদ করিল। তাহাতে বিমলার পিত্ত জ্বলিয়া গেল, বিমলা আর বিলম্ব না করিয়া, যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে দু-ফোঁটা চখের জলের চিহ্ন রাখিয়া শ্রীরূপদাসের আদেশ প্রতিপালন করিতে উঠিল, এবং কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বসিল। প্রভেদের মধ্যে এবার নেত্রজলের কিছু বাড়াবাড়ি।

বড় বৈষ্ণবী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে, বিমলা তাহাকে সকল কথা বলিল; এবং সে সময়ে যেমন কাঁদিয়াছিল, যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়াছিল, এখনও ঠিক সেই-রূপ করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহার সহিত বিমলার একটু ভালবাসা জন্মিয়া-ছিল, বিমলা এ ভালবাসার পরিশোধও পাইত। বড় বৈষ্ণবী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, এবং

তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবাজীকে দুই চারি কথা বলিল। বাবাজী বড় বৈষ্ণবীর নিকট সকল বিষয়ে "প্রভুর ইচ্ছা" খাটাইতে পারিতেন না, মনে মনে তাহাকে ভয় করিতেন। কিন্তু আজিকার কথায় বাবাজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং লাল চোখ আরও রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "তুমি আপন চরকায় তেল দাও, পরের খবরে কাজ কি? ও ত আর কচী খুকী নয়, আপন কাজ আপনি বোঝে। খাটবে খাবে, আমি এই বুঝি।" বড় বৈষ্ণবী দ্বিরুক্তি করিল না, মন এবং মুখ ভারী করিয়া নীরব হইল। বাবাজীরও রাগ মনে মনে ধুঁয়াইতে লাগিল; কি কারণে, বলা যায় না, ছোট বৈষ্ণবী বিকাল বেলা হইতে সেই রাগে ফুৎকার দিতে লাগিল; বিমলার দুর্ভাগ্যক্রমে ছোট বৈষ্ণবী তাহাকে বিষনয়নে দেখিয়াছিল।

সন্ধ্যার পরে বাবাজী বিমলাকে ডাকিয়া পদ-সেবা করিতে বলিলেন। বিমলা অগত্যা; বাবাজী কটু-সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন, ছোট বৈষ্ণবী টুন টুন করিয়া সেই সঙ্গে যোগ দিল। বিমলার অসহ্য বোধ হইল। বিমলাও নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দুই চারি কথা বলিয়া ফেলিল। বাবাজীও উঠিয়া তাহাকে মধ্যম গোছের একটী পদাঘাত করিলেন। বিমলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বড় বৈষ্ণবী তাহা হাতে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া গেল।

বড় বৈষ্ণবী যথার্থই মনে বেদনা পাইল; এবং "বিমলা কুলীন কন্যা, বিমলার পিত্রালয়ে অভিভাবক পুরুষ কেহ নাই, সুতরাং বিমলা সেখানে ফিরিয়া গেলে বোধ হয়, তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিবে না, বরং আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। এখনও উপায় আছে, ইহার পর অনুতাপ সম্বল হইবে;" ইত্যাদিরূপ উপদেশ বিমলাকে দিল। আমরাও বলি বিমলা, তুমি সাপের মণি আছে শুনিয়া ভুলিও না, মণি না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ আছে এটা নিশ্চিত।

সেই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বড় বৈষ্ণবীর অনুগ্রহে এবং সাহায্যে বিমলা আখড়ার সীমা ছাড়াইল। কিন্তু পিত্রালয়ে যাইবে কি না, এবং অপরিচিত পথে কেমন করিয়াই বা যাইবে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে বিমলা কতক দূর চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র প্রখর হইল; বিমলার কাতর শরীর, সহজেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল। কোন্ দিকে কতদূর আসিয়াছে, বিমলা তাহার কিছুই জানে না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একখানি গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গ্রামের বাহিরে বাঁধাঘাটবিশিষ্ট একটী পুকুর, ঘাটের উপরেই এক প্রকাণ্ড বটগাছ, বিমলা সেই গাছের তলায় বসিল।

তখন বেলা দুই প্রহর; পুকুরের ঘাটের এক পাশে বসিয়া তিনটী চাষা স্ত্রীলোক তেল মাখিতেছিল, একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু জলের ভিতরকার পৈঠে ধরিয়া সন্তরণের অনুকরণ করিয়া পা ছুড়িতেছিল, এবং জল ছিটাইতেছিল। একজন ব্রাহ্মণকন্যা

বামকক্ষে পিত্তলকলসী এবং দক্ষিণহস্তে একখানি উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র লইয়া সেই ঘাটে আসিলেন। শূদ্র রমণীগণ শশব্যস্ত হইয়া আরও একপাশ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া ক্রীড়াশীল শিশুর পৃষ্ঠে ধপ্ করিয়া এক চড় মারিল এবং তাহার বাহু ধরিয়া টানিয়া লইল। বিপ্রনারী থালা ধুইয়া প্রথমে সেই খানে রাখিল, জলে ঢেউ দিয়া কলসী জলে পূর্ণ করিয়া কক্ষে লইল এবং থালাখানি পুনর্ব্বার জলে ডুবাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিমলাকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল; বিমলা একটু কাঁদিল, উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণকন্যা চলিয়া গেল। যাহারা ঘাটে স্নান করিতেছিল, তাহারাও স্নান করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় বিমলার নিকট একবার দাঁড়াইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল; উত্তরে বিমলা আবার চক্ষের জল ফেলিল, কথা কহিল না। তাহারাও চলিয়া গেল; বিমলা বসিয়াই রহিল।

কিঞ্চিৎকাল পরেই একজন প্রৌঢ়া রমণী সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিল। বৃক্ষতলে বিমলাকে দেখিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। বিমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, বিমলা ইহাকেও কিছু বলিল না। কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও একটু অশ্রু ত্যাগ করিল। প্রৌঢ়ার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। সে বিমলার নিকট বসিল, এবং তাহার পর প্রশ্নবৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা নিরুপায় ভাবিয়া আত্ম-পরিচয়ে এইমাত্র বলিল যে, তাহার কেহই নাই, এই জন্য গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। প্রৌঢ়া অধর-প্রান্তে একটু হাসিল আর কিছু বলিল না। সত্বর স্নান সমাপন করিয়া বিমলার নিকট পুনর্ব্বার আসিল এবং তাহার সঙ্গে যাইতে বহুতর অনুরোধ করিল। বিমলা সম্মত হইল, প্রৌঢ়ার বাটীতে গেল। যাহার বাটী গেল, তাহাকে সকলে "রামের মা" বলিয়া ডাকিত। এক একটা পুকুরে তাল গাছের চিহ্ন মাত্র না থাকিলেও যেমন "তালবনা" নাম হয়, এই রমণীও সেইরূপ; রাম নামে তাহার কখন কোন সন্তান ছিল কি না, অধিকাংশ লোকে সে বিষয়ে কিছু জানিত না, কখন অনুসন্ধানও করে নাই।

বিমলা জাতিতে বৈষ্ণব, এইরূপ পরিচয় দেওয়াতে রামের মা তাহাকে নিজের রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জন দিল। বিমলা বিস্মিতচিত্তে রামের মাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। বিকালে কতকগুলি যুবা পুরুষ, রামের মার বাটীতে আসিয়া তাস লইয়া খেলা এবং নানা প্রকার আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিমলার মনে সন্দেহ হইল, ভাবিল,—"আমি ভাল হইব মনে করিলে কি হয়, বিধাতা হইতে দেয় কৈ? যাই হউক, যাহা ছিলাম, এ তাহা অপেক্ষা ভাল। আর, আর যে আমাকে মেয়ে মানুষ করিয়াছেন, সে করিয়াছে কেন? আমি যা, তা ত হবই।"

বিমলার মন একবার মাত্র হীন-[illegible] হইয়াছিল। এক্ষণে আশ্রয় পাইয়া স্ত্রী-জাতির কর্ত্তব্যসম্বন্ধে নীতিপ্রশংসিনী [illegible]। পুনরায় তাহার মনের উপর অধিকার ব্যাপ্ত করিল। বিমলা নিশ্চয় করিল, "ইহকালের সুখই সুখ।" এক্ষণ যদি রামের মা কিছু

দিন আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে বিমলা সেখানকারও ভাবগতি দেখিয়া লয়। পরে যাহা হয় হইবে, বিমলার ভয় ভাবনা কিছুই রহিল না।

বিমলা এইখানেই রহিয়া গেল, কেহ তাহাকে যাইতে বলিল না। রামের মা তাহাকে বেশী বেশী আদর করিতে লাগিল।

যে গ্রামে বিমলা থাকিল, তাহার নাম বলরামপুর, রাজহাট হইতে গোপালপুর যাইবার পথে। রাজহাট এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, রামদাস এবং নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে গোপাল-পুরের আখড়ায় দেখিতে পান নাই। বাস্তবিক বিমলা সে সময়ে রামের মার বাড়ীতে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতানাথ বাবু।

ভরত ঘোষ বলরামপুরে বাস করিত। বাল্যকালে ইহার পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়াতে অনন্যোপায় হইয়া এ ব্যক্তি একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভৃত্যভাবে সেইখানে থাকিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত-করণ বিষয়ে তাঁহার সহকারিতা করিত। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন ভরত ঘোষ চাকরী ছাড়িয়া পুনর্ব্বার নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিল ও চিকিৎসকের ব্যবসায় অবলম্বন করিল, এবং এতদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে দিন যাপন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব প্রভুর নিকট অন্য বিষয়ে যেমন হউক, ভরত ঘোষ বসন্ত রোগের একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ শিখিয়া লইয়াছিল। এইরূপে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতিশালী হইলে ভরত ঘোষ সুরুল গ্রামে বিবাহ করিল। যে সময়ে ভরতের বিবাহ হয়, তখন তাহার শ্বশুর জীবিত ছিল না; এবং অভিভাবকের ভার লইয়া সংসার চালায়, শ্বশুরালয়ে এরূপ কোন ব্যক্তিও ছিল না; সুতরাং শিশু-শ্যালকের তত্ত্বাবধান ভরতকে করিতে হইত। ভরত প্রতিবর্ষে দুই তিন বার শ্বশুরালয়ে যাইত, এবং এক একবার ২০।২৫ দিন সেখানে বাস করিত। এই জন্য সে গ্রামেও ভরত চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হয়, এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসায় ভরতের বিশেষ পারদর্শিতা থাকাও সকলে জানিতে পারে।

ক্রমে শ্যালক বড় হইল, ভরতেরও এক পুত্র হইল, এবং তাহার সর্ব্বদা সুরুল যাওয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তথাপি সুরুলের লোকের অনুরোধবশতঃ ভরতকে বৎসরে বৎসরে অন্ততঃ ২।৪ দিনের নিমিত্তেও সেখানে যাইতে হইত।

বৰ্দ্ধমানের উত্তর দিকে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার সময়ে, সুরুলে রেলওয়ে সংক্রান্ত এক "কারখানা" হয়, এবং অনেক প্রধান প্রধান ইংরাজ সেখানে বাস করিতেন। এই সাহেবদিগের অধ্যক্ষের একটি পুত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ভরত ঘোষ সুরুল আসিয়াছিল। তাহার কথা সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সাহেব তাহাকে আপন কুঠীতে লইয়া যান, এবং ভরত তাঁহার সন্তানের চিকিৎসায় নিয়োজিত হয়। ভরতের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; বালক আরোগ্যলাভ করিল; সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না। ভরতকে সমুচিতরূপে পুরস্কৃত করিবার মানসে সাহেব তাহাকে রেলওয়ের ঠিকা লইতে বলিলেন। ভরত অর্থাভাবের আপত্তি করিল, কিন্তু সাহেব তাহাকে সে বিষয়ে ভাবিতে নিষেধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার ভাণ্ডার উপর লক্ষ্মী স্থাপনা করিয়া দিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ভরত "বড়মানুষ" হইয়া উঠিল, এবং আরও কত বড় হইত বলা যায় না, কিন্তু দুই বৎসর শেষ না হইতে হইতেই যম তাহাকে লক্ষ্মীর হাতছাড়া করিল।

মৃত্যুকালে ভরত বার্ষিক সহস্র মুদ্রা লাভের ভূসম্পত্তি, বহুতর নগদ টাকা এবং উপরি সীতানাথ নামক সপ্তদশ বর্ষীয় এক মূর্খপুত্র রাখিয়া গেল। সীতানাথ, পিতার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিল, ভরতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই "বাবু" নাম পাড়াইল, অনেক দাস দাসী রাখিল, এবং অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন এবং উদযোগ করিতে লাগিল। রামের মা ইহার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রী।

দুই চারি দিবস রামের মার বাটীতে থাকিতে থাকিতেই, বিমলা "দশ ইয়ারে"র রসনাপথে, সীতানাথ বাবুর কাণে উঠিল। সীতানাথ বাবু অগোণে রামের মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার নিকট বি[illegible] সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন। অনেকবার ইতস্ততঃ মস্তক চালনার পর, রামের মা বিমলার অস্তিত্ব স্বীকার করিল, কিন্তু বিমলার সহিত সাক্ষাৎকার হওয়া বিষয়ে বাবুকে নিশ্চেষ্ট হইতে অনুরোধ করিল। সীতানাথ বাবু অর্থের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধ হইল না। রামের মাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও রামের মা সম্মত হইতে পারিল না, এবং কাতরভাবে তাহার অসম্মতির কারণ বাবুর সমীপে জানাইল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই কথাবার্ত্তা হয়।

সেইদিন বিকালে সীতানাথ বাবুর লাঠিয়াল হলধর দাঁ রামের মাকে বিমলার জন্য বলিয়াছিল। রামের মা রীতিমত বিমলার সতীত্ব, সুশীলতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বহু প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে পর, হলধর তাহাকে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে, রামের মা অসম্মত হইলে তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া দিবে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, অদ্যই তাহার বাটী গিয়া দেখিবে, তাহার কোন্ বাপে তাঁহাকে রক্ষা করে।

সীতানাথ বাবুর ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; বোধ হইল, সে অনলে "লঙ্কাকাণ্ডের"

পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ না হইয়া যায় না।" অনলশিখার উত্তাপে রামের মা সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, ঘরে আগুন না লাগে, এই বিষয়ের উপায় করিবার জন্য প্রস্থানোন্মুখী হইল। কিন্তু বাবু তাহাকে যাইতে দিলেন না, সেইখানেই বসাইয়া রাখিলেন। নায়েবকে ধরিয়া আনিতে দুইজন দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নায়েবকে পাওয়া গেল না।

সীতানাথ বাবু আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "এখনি গিয়া রামের মার ঘর লুট করিয়া, বিমলাকে সেখান হইতে লইয়া আইস।" মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্র তিন চারি জন রামের মার বাটীর দিকে দৌড়িল। তাহাদের আস্ফালন এবং হুহুঙ্কারে সকল লোক চকিত হইল, এবং কত জন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

রামের মার বাড়ীর ভিতর ইহারা প্রবেশ করিবে, এমন সময়ে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিল; কিন্তু বহু লোকের বলের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ক্ষণেক পরেই দ্বার ছাড়িয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। সীতানাথ বাবুর লোকেরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া বিমলাকে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। বিমলা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আবার বিমলা তীব্রতর চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই সীতানাথ বাবুর ভৃত্যের হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। একজন দৌড়িয়া গিয়া আলো আনিল; তখন সকলে দেখে বিমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে গাঢ় আঘাতের চিহ্ন হইয়াছে, তাহা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হইতেছে, এবং সেই স্থলে রক্তাক্ত এক খণ্ড দাও পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎদিক্ হইতে একজন ভৃত্যের মস্তকে এক ব্যক্তি বিষম লগুড়াঘাত করিল, ভৃত্য অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে বিব্রত; কেহ পলাইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেবল এক ব্যক্তি অনতিদূরে ক্রোধ-কষায়িত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া স্তম্ভবৎ দাঁড়াইয়া। সে, হলধর দাঁ। তখন সকলে তাহাকে ধরিল, তথাপি হলধরকে কিছুমাত্র বিকলচিত্তবৎ দেখাইল না।

নিকটে বদনগঞ্জের থানা। একজন চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া থানায় খবর দিল। থানা হইতে সব ইনস্পেক্টর কনষ্টেবল প্রভৃতি সত্বরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তদারক আরম্ভ হইল। সবইনস্পেক্টর দুই তিন বার সীতানাথ বাবুর বাড়ী গেল, এবং পরিশেষে হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর এক জন ভৃত্যকে থানায় "চালান" করিয়া দিল। বিমলা ও সীতানাথ বাবুর আহত ভৃত্যকে বাঁকুড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পর দিবস থানা হইতে হলধর দাঁ ও বাবুর ভৃত্য বাঁকুড়ায় প্রেরিত হইল। থানার

যে রিপোর্ট সেই সঙ্গে গেল, তাহাতে সীতানাথ বাবুর নামগন্ধ থাকিল না, আমরাও ভবিতব্যের ভবিতব্যতা দেখিয়া ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইলাম। আমাদের শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে, এই কোমল বয়সেই সীতানাথ বাবুর উৎসন্ন যাইবার পথ বদ্ধ হয়। পুলীশ তোমাকে ধন্যবাদ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মেঘ দাঁড়াইছে,—জল।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, রামদাস এবং তিনি রাজহাট হইতে চলিয়া আসিয়া অন্য এক গ্রামে থাকেন। সেখানে পথের ধারে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের দোকানে বাসা লইয়া পাকাদির আয়োজন করিবেন, এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। অগত্যা তাঁহারা দুইটি ছাঁচিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন, এবং রামদাস এই অবকাশে "নিলামের" বার্ত্তাটা বৃকোদর নরেন্দ্রনাথের পেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

স্ত্রী-রত্ন লাভে বঞ্চিত হওয়াতেই রামদাসের পর্য্যাপ্ত রাগ জন্মিয়াছিল, আবার এই কথা শুনিয়া রামদাসের তপ্ত তৈলে জল ঢালা হইল! রামদাস নরেন্দ্রনাথকে বলিল —"আমার স্থির বিশ্বাস, পাজি বৈরাগী বেটা তারে লুকিয়ে রেখেছে। এ যদি না হয় তবে আমার সব মিথ্যা। যদি নাই হবে, তাহা হইলে বেটা অমন তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় করিবে কেন? সেটা বুঝছ না? যাই হউক, ফের বেটার পাছু নিতে যেতে হবে, বেটাকে দেখিয়ে যাব, আমি রামদাস শর্ম্মা, কোন অবতারের অবতার।" এইরূপে রামদাস রাগে ফুলিতেছে, জ্বলিতেছে, বকিতেছে, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়া, কখন বা শ্রীরূপদাস বাবাজীর পিতৃমাতৃকুলের সপ্তপুরুষান্ত করিতেছে, একবার একবার অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, কিন্তু বৃষ্টি যেমন তেমনই —সেইরূপ ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পড়িতেছে, কাহার সাধ্য এক পাও হইতে অন্য দূরে যায়। জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু রামদাসের ক্রোধানলে [illegible] যোগ হওয়াতে বৃষ্টির জলে তাহার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। আবার এই আগুনের উপর পতঙ্গ আসিয়া পড়িল;—এখন দেখা যাউক, অগ্নিই নির্ব্বাণ হয়, কি পতঙ্গই পুড়িয়া মরে!

এই বৃষ্টির সময়ে ভিজিতে ভিজিতে একজন ভদ্রলোক ইতর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া এই দোকানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রামদাস চটিয়া উঠিল; রাম-

দাসের বিশ্বাস হইয়াছিল, এ দোকানে যে পরিমাণ সামগ্রী থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাতে তাহাদের দুইজনের কষ্টে রাত্রি যাপন হইতে পারে ; আবার যখন আরও লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রিতে অন্নাভাবেই রহিতে হইবে। এই জন্য রামদাস বলিল, "তুমি কে হে, এখানে জায়গা হ'বে না, স্থানান্তরে যাও।" অনু- লোকটী এ কথায় কর্ণপাত করিয়া অমর্য্যাদা স্বীকার করিল না। তাহার এক জন অনুচর কেবল বলিল, "এ কে রে? তোর বাড়ী কোথায় রে বাপু? মানুষ চিনতে পারিস্ নে?"

রামদাস যে রামদাস, সেও একটু অপ্রতিভ হইল ; বুঝিল এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার নাম ধাম জাতি ব্যবসায় এক প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল।

আগন্তুক ভদ্রলোক তাহার কথায় উত্তর না দিয়া গাত্রের আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং দোকানের অধিকারিণীকে বলিল "একটু আগুন নে আয় ত বাছা।" আগুন সে সময়ে কোথায় পাইবে, এ জন্য, চক্‌মকি, তামাক, টিকা, প্রভৃতি বাহির করিয়া দিয়া বৃদ্ধা বলিল "বাবা তোমাদের বড় দুঃখ হয়েছে। এ জল, এখন কি ঘর থেকে বেরুতে হয়। আহা! দেখ দেখি, ভদ্রলোকের ছেলে একি হ্যাঁমাস্তি কষ্ট।" আগন্তুক উত্তর করিল "বেরুই কি সাধে? কোম্পানীর চাকর, কাজ পড়লেই যেতে হয়, আমাদের কি আর ঝড় বাদল আছে?

"কোম্পানীর চাকর" শুনিয়া রামদাসের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। রামদাস পুনর্ব্বার আগন্তুকের প্রতি প্রশ্ন-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। তামাক খাইতে খাইতে আগন্তুক এবার উত্তর দিল। নাম, নবীন ঘোষ ; বদনগঞ্জের থানায় সবইনস্পে- ক্টারী কর্ম্ম উপলক্ষে সেইখানে থাকা হয়। একটা দাঙ্গার তদারকে বলরামপুর যাওয়া হইয়াছিল ; অন্য গ্রামে একটু কার্য্য থাকায় সেই স্থান হইয়া এই পথ দিয়া থানায় প্রতিগমন হইতেছে।

নবীন বাবু সবইনস্পেক্টার ইহা জানিতে পারিয়া রামদাসের মনে মনে আহ্লাদ হইল ; রামদাস মনে মনে ইহাও সঙ্কল্প করিল যে, ইহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিল, "হ্যাঁ বাবু, এই যে সম্প্রতি একটা খুন হয়েছে,—হাঁ, খুনই বটে, তা না হলে মানুষটাকে গুম্ করিল, সন্ধান পাওয়া গেল না, ইহার তার কি?—অবশ্যই খুন করেছে। তা আপনারা ত সবিশেষ জানেন, তার কি কিছু বলিতে পারেন?" রামদাসের ইচ্ছা যদি তাহার কথায় থানা হইতে বিমলার অনু- সন্ধান হয়, তাহা হইলে ভালই হইবে।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলিল—"কৈ, আমি ত ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না।" রামদাস উত্তর করিল "সে কি মহাশয়! না, আপনি আমায় ফাঁকি দিচ্ছেন,

পেন নাই। এই ত সে দিনকার ঘটনা; একটী ভদ্রলোক একটী স্ত্রীলোককে গোপালপুরের—” কথা শেষ না হইতে নরেন্দ্রনাথ রামদাসকে বাধা দিলেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, রামদাস বিমলার সম্বন্ধে এই কল্পিত ঘটনার বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নরেন্দ্রের মনে হইল “অকারণে মিথ্যা কথাটা রটনা করা ভাল নয়; এই জন্য অঙ্গুলি দ্বারা রামদাসকে টিপিয়া নরেন্দ্র বলিল—“আঃ সে কি কথা। কাজ কি তোমার ঐ সব বিষয়ে একটা গোলমাল উপস্থিত করিয়া?”

যে অভিপ্রায়ে নরেন্দ্রনাথ এরূপ বলিলেন, তাহা সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। নবীন ঘোষ বুঝিল যে, প্রকৃত ঘটনা গোপন করিবার মানসে, নরেন্দ্র এমন বাধা দিতেছে। নবীনের ঔৎসুক্য অত্যন্ত প্রবল হইল, এবং নবীন রামদাসকে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে কহিল।

তদনুসারে রামদাস এই মাত্র নবীনকে জানাইল যে, গোপালপুরের আখড়ায় একটী স্ত্রীলোককে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোক স্থানান্তরে যান, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাকে পাইলেন না এবং জনশ্রুতিতে জানিলেন যে, স্ত্রীলোকটীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

নবীন ঘোষ এ কথা শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া রামদাস এবং নরেন্দ্রনাথকে সে স্থান হইতে উঠিয়া নিজ সঙ্গে যাইতে বলিল। বৃষ্টি তখন বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অন্ধকার অতিশয়, মেঘও অপরিষ্কৃত হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ উঠিতে অস্বীকার করিলেন, রামদাসও আহারাদি না হওয়ায় আপত্তি করিল। নবীন নরেন্দ্রনাথকে কটুবাক্যে উত্তর দিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই আর সে স্থলে তিষ্ঠিতে দিল না। অগত্যা ইঁহারা দুইজনে সেই সময়ে নবীন ঘোষ ও তাহার অনুচরদ্বয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। সে রাত্রি সকলেই বদনগঞ্জের থানায় অবস্থিতি করিল। নরেন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে একজন প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল।

প্রভাতে নবীন ঘোষ, দলবল সহিত রামদাস ও নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া গোপালপুরের আখড়ায় গেল। নবীন সর্ব্বাগ্রে কোন কথা না কহিয়াই শ্রীরূপদাসের বক্ষে পদাঘাত করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পরে বৈষ্ণবীদিগকে বন্ধনদশায় রাখিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। ঘর দ্বার, বৃক্ষমূল, ঝোঁপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল; কোথাও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া গেল না। রামদাসের কথা মিথ্যা হইবার উপক্রম হইল।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আখড়ার পুষ্করিণীর তটে একটা রাখাল একদিবস সকালে গোরু চরাইতেছিল। বস্তুত সে প্রতিদিবস এই স্থানে গোরু চরাইতে আসিত। অদ্যও আসিয়াছিল। আখড়ার মধ্যে গোলমাল শুনিয়া বালক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেইখানে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু থানার পেয়াদা দেখিয়াই

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই মুখেই ফিরিয়া পালাইবার উপক্রম করিতেছিল; এমন সময়ে রাখাল নবীনের দৃষ্টিতে পড়িল। নবীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া আনাইল, এবং সহসা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যে খুন হয়েছে, তার তুই কি জানিস্?"

"কিছুই জানি না" বলিয়া রাখাল কাঁদিয়া উঠিল। নবীন তাহাকে পুনর্ব্বার ভয় প্রদর্শন করিল। বালক ফাঁপরে পড়িল। বাস্তবিক যে কথা কখন শুনেও নাই, তাহার সম্বন্ধে কি বলিবে? অগত্যা তাহা একটা কিছু বলিলেই ছাড়িয়া দিবে, বিবেচনা করিয়া রাখাল কান্দ কান্দ স্বরে বলিল "আমি ত আর কিছু জানি না, দেখিও নি, শুনিও নি; আমি আর কি জানি, আমি এঁ এঁ। আমি—"রাখালের কণ্ঠাবরোধ হইল।

নবীন তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালক আবার বলিতে আরম্ভ করিল। "আমি ত কিছু জানি না যে বলিব। তা বল্‌ছি, তা আমি কেবল দেখেছি যে— আমি ত কিছু দেখিও নি, শুনিও নি।" নবীন সত্য সত্যই বালককে সামান্ত গোছের একটা চড় মারিল। বালক কান্দিয়া উঠিল, কান্দিতে কান্দিতে বলিল "অ্যা—অ্যা আমি—আমি, ঐ বড় বৈষ্ণবী ঐ—ঐ—একদিন—অ্যা—অ্যা—বিকেল বেলা—ঐ ঐ পুকুরে—জলে—একটা হাঁড়ি পুতেছে—আমি আর জানি না—দেখিও নি—অ্যা অ্যা শুনিও নি—তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দাও।

নবীন বালকের নিকট যথেষ্ট পাইল। তবে নবীনের নয়ন ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। বালককে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিবার জন্ত আদেশ করিল; বালক অগ্রে অগ্রে চলিল, পশ্চাতে নবীন এবং আর দুইজন লোক। বালক স্থান দেখাইয়া দিল, নবীনের একজন অনুচর খুঁজিতে খুঁজিতে একখান খোলা, একটা কঞ্চী, ছাই ভস্ম তুলিতে লাগিল এবং অবশেষে হাঁড়ি একটা পাইল। জল ছাড়া হইবামাত্র হাঁড়ি হইতে বিষম দুর্গন্ধ উঠিল। কষ্টে হাঁড়িটা ডাঙ্গায় আনা হইল। হাঁড়ির মধ্যে কতকটা দূষিত পদার্থ ছাই মাটির সহিত মিলিত। পদার্থটা কি, তাহা ঠিক করা গেল না। নবীন সেই হাঁড়ি সঙ্গে লইতে একজনের প্রতি আদেশ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া নবীন বড় বৈষ্ণবীর বন্ধন মোচন করিল, এবং তাহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া দোষ স্বীকার করিতে বলিল। বড় বৈষ্ণবী বলিল, "বাবা আমায় যাতনা দিলে কি হবে, আমি ত ইহার কিছুই জানি না। নবীন বড় বৈষ্ণবীকে "যাতনা" দিল না, মিষ্ট বাক্যে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দোষ স্বীকার করিতে বলিল। বৈষ্ণবী তাহাতেও স্বীকার করিল না। তখন "যাতনা" আরম্ভ হইল; "যাতনা" প্রণালী কিরূপ, তাহা বলিতে আমাদের নির্জ্জীব লেখনীও লজ্জিত এবং ইহার শবে কণ্টকিত হয়। আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না।

যখন সেখান হইতে বড় বৈষ্ণবীকে আনা হইল, তখন সে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে, শ্রীরূপদাসের উপদেশানুসারে শ্রীরূপের প্রদত্ত একটা মূল, দ্বিতীয় বৈষ্ণবী বিমলাকে বাটিয়া খাওয়ায়, তাহাতে বিমলার গর্ভপাত হয়, এবং পরিশেষে বিমলার মৃত্যু হয়, বাবাজী সকলের অগোচরে দেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে!

শ্রীরূপদাস কোন কথাই—এমন কি, বিমলার সেখানে আগমন পর্যন্ত স্বীকার করিল না, কেবল কহিল "প্রভু জানেন।" মধ্যম বৈষ্ণবীও কোন কথা স্বীকার করিল না, কেবল কাঁদিল। ছোট বৈষ্ণবী আসামীর শ্রেণীভুক্ত হইল না, তথাপি নবীন তাহাকেও "হেপাজতে" থানায় প্রেরণ করিল।

নবীন এখানকার অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া আসামী ও সাক্ষিগণকে থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল, এবং স্বয় স্থানান্তরে চলিয়া গেল। পরদিবস নবীন থানায় আসিল না; এজন্য তাহার আদেশ মত ইহারা সেদিন থানায় থাকিয়া তাহার পর-দিবস বাঁকুড়ায় প্রেরিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট-লিপি।

কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,—কোন অভাব পূরণের অভিপ্রায়ে, সংসারে মনুষ্যের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ হয়, কেহই তাহা জানেন না। তথাপি, স্বভাব—মানুষের স্বভাব, পশুর স্বভাব, তরুর স্বভাব, লতার স্বভাব, সংক্ষেপতঃ সজীব নির্জীব সকলেরই স্বভাব—পরীক্ষা করিয়া লোকে স্থির করে, অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য, অমুক কর্ম্ম অকর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনের পরিণাম কি?—অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইতে বল?—জিজ্ঞাসা করিলেই তর্ক উপস্থিত হইল, সংসার-গ্রন্থে মানব-অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ইহার মীমাংসা পাইবে না। তাহাতেও ত কর্ত্তব্যের অনুসরণ এবং অকর্ত্তব্যের নিবারণ কতক পরিমাণে হইতেছে। এরূপ কেন হইতেছে?—ফল না জানিতে পারিলেও সে বৃক্ষের মূলে জলসেক করি কেন?—ইহার সন্তোষকর উত্তর নাই।

যাহারা অধিক ভাবিতে ভাল বাসে না, তাহারা "অদৃষ্ট" নামে একটী বস্তুর কল্পনা করে এবং সমস্তই তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, ভাবনার সমীপে অবসর লয়। যিনিই যত পাণ্ডিত্যের অভিমান করুন, ইহাদিগকে নিরবচ্ছেদে দোষ দিতে কেহই পারিবেন না। কোন একটী কর্ম্ম করিতে উদ্যত বা প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্মের পরবর্ত্তী ঘটনা-শৃঙ্খলের কতদূর তুমি সে সময়ে দেখিতে পাও? অদ্য কলিকাতা

হইতে কাশী যাত্রা করিলে, কিন্তু পথে যে যে কাণ্ড হইল, তাহার কয়টী তুমি জানিতে পারিয়াছিলে ? তবে অদৃষ্ট দর্শাইয়া সে গুলির ব্যাখ্যা করিলে দোষ কি ?

যাহা হইবে, তাহা হইবে ;—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে ;—সংসারে এই মাত্র নিশ্চিত, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিশ্চিত। সংসারে যদি মনুষ্যের জন্ম না হইত, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত কি না, বলা যায় না ; কিন্তু যে মানুষটী জীবনধারণ করে, তাহার জীবিত কালে, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। কি ঘটিবে তাহা "অদৃষ্ট" জানে। ইচ্ছা, যত্ন, কিছুতেই তাহার বারণ বা অন্যথা হইবে না।

জীবন প্রদীপের তুল্য। প্রদীপে আলোক হইতেছে, ইহা যেমন সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি, অমুক বাঁচিয়া আছে, তাহাও সেইরূপ সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। প্রদীপ যেখানেই থাকুক, নির্ব্বাণ হওয়া পর্য্যন্ত আলোক দিতে থাকিবে ; মনুষ্য যে অবস্থাতেই থাকুক, কার্য্য করিতে থাকিবে। স্থান-বিশেষে প্রদীপ রাখ, তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে ; আর এক স্থানে রাখ, তাহার তৈলশক্তি যতক্ষণ থাকিবে প্রদীপ ততক্ষণ জ্বলিবে, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থর্ থর্ কাঁপিবে, একবারও স্পষ্ট বা পরিষ্কৃত আলোক হইবে না ; অন্যত্র প্রদীপ উত্তম জ্বলিবে, কিন্তু কীট পতঙ্গের এতই সমাগম, তাহার নিকটে যায়, বা গিয়া তিষ্ঠিতে পারে, এমন কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ স্থলে হয় ত তোমার ইচ্ছা হইবে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেই ভাল—তোমার বিবেচনায় সেরূপ আলোক অপেক্ষা অন্ধকার বাঞ্ছনীয়। আবার এমনও হইতে পারে, প্রদীপ উত্তম জ্বলিতেছে, কিন্তু ক্ষেত্র-গুণে তাহার আলোক তোমার পক্ষে অসহ্য বা তোমার বিবেচনায় অকারণ এবং নিরর্থক। কিন্তু তথাপি সকলে ইচ্ছা করে না, সে প্রদীপ নির্ব্বাণ হউক। যত দিন জ্বলে, জ্বলুক ; যখন নিবিবে, তখন নিবিবে। মানুষের জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ। যতই বল, বাস্তবিক দোষ কাহারও নহে। অদৃষ্টের যদি কোন মূল থাকে, সে মূল দেশ এবং কাল ; ব্যক্তি নহে। যদি তাহাই না হইবে, তবে শোক, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব কি প্রকারে একত্রে সংসারে বিচরণ করে ?

অদৃষ্টবশে বিমলার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। কেহ ইহাতে প্রীত হইবেন, কাহারও বা দুঃখ হইবে ; কিন্তু প্রীত ব্যক্তি যেমন ইচ্ছাবলে ইহা ঘটাইতে পারেন নাই, দুঃখিত ব্যক্তিও সেইরূপ ইহার নিবারণ করিতে পারিতেন না। অদৃষ্টে যাহা হইবার ছিল, তাহাই হইল।

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া প্রযুক্ত বাঁকুড়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে, পথেই বিমলা বিবশা হইয়া পড়ে। বিমলা যখন চিকিৎসালয়ে নীত হইল, তখন অতি কষ্টে তাহার কথা বাহির হইতেছিল, এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অচেতনা তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। চিকিৎসালয়ে বিমলা প্রবিষ্ট হইবামাত্র চিকিৎসক বুঝিলেন, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। এই হেতু অগোণে মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ গেল।

মাজিষ্ট্রেট আসিলেন এবং বিমলার মৃত্যু-উক্তি লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই দিন বিকালে বিমলা সংসারের সমীপে চিরবিদায় গ্রহণ করিল; একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়াও কেহ বিমলার জীবনের সম্মান করিল না। বিমলা মরিবে, এ সিদ্ধান্ত সকলেই করিতে পারে, করিয়াও ছিল, কিন্তু অদ্য, এই স্থানে, এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কে জানিত?

বিমলার এ প্রকার মৃত্যু কাহার দোষে বা গুণে হইল? কেবল অদৃষ্টের। এমন অদৃষ্ট কেন হইল? দেশ-কালের গুণে; নিশ্চিত কোন ব্যক্তির দোষ গুণে নয়। দেখিতেছ না, অন্যত্র মরিলে নিশ্চিতই বিমলার জন্য কেহ কাঁদিত এবং অন্য কেহ হাসিত? এবং এখানে এখন কেহ হাসিলও না, কাঁদিলও না! এ ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কেহই ত বিমলার মৃত্যুর নিদান নহে!

মৃত্যুর পূর্ব্বে বিমলা মাজিষ্ট্রেটকে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ বলিল;—বিমলার নিবাস রাজহাট, বিমলা কুলীনকন্যা, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ দেহে জীবিত কলঙ্ককে আশ্রয় দেয়, এবং নরেন্দ্রনাথকে নির্ব্বোধ বুঝিয়া তাহার উপর বিদ্যা জাল বিস্তার করিয়া কলিকাতা যাইবার মানসে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে; গোপালপুরে বিশেষ সুযোগের অনুমান করিয়া সেইখানেই রহিয়া যায়; পরে আখড়ার বাবাজীর সঙ্গে বিবাদ হওয়াতে সেখান হইতে চলিয়া যায়; বলরামপুরে থাকিবার সময় তাহার বর্ত্তমান দশা উপস্থিত হইয়াছে।

তিন চারি দিবস পরে হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর ভৃত্যের বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হয়। হলধর দাঁ নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করে, কিন্তু তাহাতেও তাহার ফল দর্শিল না। হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর ভৃত্য সেশনে বিচারার্থ অর্পিত হইল।

সেই দিবস অন্য একজন বিচারক শ্রীরূপদাস বাবাজী এবং তাহার মধ্যম বৈষ্ণবীকে সেশনে অর্পণ করেন। ইহাদের অপরাধ দ্বিবিধ স্থিরীকৃত হয়; প্রথম, গর্ভস্রাবের কারণ হওয়া, দ্বিতীয় নরহত্যা। বড় বৈষ্ণবীকে মহারাণীর সাক্ষী করা হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার! ২৩শে শ্রাবণ ১২—

অদ্য শ্রীরূপদাস এবং তাঁহার বৈষ্ণবীর বিচার হইবে। বিচারালয় জনাকীর্ণ; দোকানদারেরা সকালে সকালে আহার সমাপন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; বাজারে অদ্য মুটে মজুর পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ; বাজে নিকর্ম্ম ভদ্রলোক কত আসিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই—উপস্থিত বিষয়ে তাহাদের আলস্য বোধ হয় না, তদ্ভিন্ন সকল বিষয়েই হয়; বিদ্যালয়ের কত বালক বাম হস্তে পুস্তক লইয়া বিচারগৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের বিদ্যা বাহিরে বাহিরেই হয়। এই সকল ব্যতীত উকীল, মোক্তার, দালাল, অর্থী, প্রত্যর্থী, বিনাকার প্রভৃতি আদালতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যথা-নিয়মে বিরাজ করিতেছে। সকলেরই আমোদের সীমা নাই। কেবল জনকয়েক লোক বিচারগৃহের এক পার্শ্বে প্রস্তরবৎ বসিয়াছিল, তাহাদের মুখে হাসি নাই, কোন কথা নাই। ইহাদেরই মধ্যে শ্রীরূপদাস, এবং একপার্শ্বে ঘোমটা টানিয়া, মুখ ফিরাইয়া তাহার মধ্যম বৈষ্ণবী।

ভোলানাথ বাবুর নায়েব হলধর দাঁ গত পরশ্ব তারিখে বহুতর ব্যয় করিয়া উকীল প্যারী বাবুর যত্নে, মোক্তার রসময় ঘোষালের পরিশ্রমে, এবং শেরেস্তাদার ও দাওয়ার মোহরের ও আর কয়েকজন আমলার দক্ষিণার উপযুক্ত অনুগ্রহে অব্যাহতি পাইয়া গিয়াছে। প্যারী বাবু নিজ প্রসিদ্ধ দক্ষতার সহিত আদালতকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হলধরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; রসময় ঘোষাল মোক্তার বিশেষরূপ পরিশ্রমের সহিত সাক্ষী প্রমাণের তাজির করিয়া দিয়াছিল; শেরেস্তাদার মহাশয় বিচারকালে মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়াছিলেন, (অনুগ্রহবশতঃ কি অন্য কোন কারণে তাহা বলা যায় না) দাওয়ার মোহরের নথী পড়িয়া দিয়াছিল, এবং অন্য অন্য আমলারা মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড কাগজ লইয়া গিয়া জজ সাহেবের নিকট স্বাক্ষরিত করিয়া আনিয়াছিল। বাস্তবিক এরূপ যোগাড় করিয়া এতগুলি ক্ষমতাশীল লোক জমায়েৎবস্ত হইয়া উদ্‌যোগ যত্ন এবং পরিশ্রম না করিলে এমন সঙ্গীন মামলায় হলধরকে খালাস করিতে কাহার সাধ্য?

শ্রীরূপদাসের এত যোগাড় ছিল না সত্য, কিন্তু প্যারী বাবুর সুখ্যাতি এবং রসময়ের কার্য্যদক্ষতার কথা শুনিয়া অবধি প্রাণের দায়ে উহাকে নিজ পক্ষে নিযুক্ত করিবার জন্য বাবাজী ব্যস্ত হইয়া উঠে। এবং জেলখানার দারোগাকে কাকুতি মিনতি সহকারে আপন অভিপ্রায় জানাইলে পর, তিনি (যৎকিঞ্চিদ্দীয়মানের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া) রসময় ঘোষালকে জেলখানায় আনাইয়া দেন।

রসময় যথেষ্ট নম্রতার সহিত শ্রীরূপদাসের নিকটে নিজের গুণানুবাদ করিয়া এবং "মোক্তার যে পর্য্যন্ত যোগাড় না করিয়া দেয় ততক্ষণ উকীলের কোন সাধ্যই নাই" ইত্যাদি নীতি কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, অবশেষে বাবাজীর সহিত এই চুক্তি করিয়া লইল যে, বাবাজীকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে বাবাজী উকীল মোক্তারের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক শত টাকা দিবে। এবং এই মর্ম্মে এক খণ্ড মোক্তারনামা লেখাইয়া লইয়া রসময় সেইখানে তজদিক্ করিয়া লইল এবং বাবাজীর নিকট নগদ যাহা কিছু ছিল তাহাও হস্তগত করিল। প্যারী বাবুর নিকটে গিয়া রসময় বলিল যে, বাবাজী ভিক্ষুক নিতান্ত দুঃখী অথচ নিরপরাধ এবং এবার, শুদ্ধ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য প্যারী বাবুকে এই মোকদ্দমাটী চালাইয়া দিতে হইবে, এবং যদি মঙ্গল হয় ও বাবাজী অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে রসময় অবশ্যই প্যারী বাবুর বিষয়ে বিবেচনা করিবে, বরং সে জন্য রসময় প্রতিভূ থাকিতে প্রস্তুত; প্যারী বাবুও এ কথায় সম্মত হইলেন।

অদ্য বিচারের দিনে যথাসময়ে জজ সাহেবের গাড়ী আসিয়া আদালতের সম্মুখে থামিল, জজ এজলাসে উঠিলেন, নিজ আসন গ্রহণ করিলেন; একটা চুরটে আগুন ধরাইয়া দাঁতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং সেই অবস্থাতে ধূম ও বাক্যে মিশ্রিত করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, এবং বাজে দস্তখৎ ইত্যাদি সারিলেন। তখন শ্রীরূপদাস ও তাঁহার বৈষ্ণবীকে আসামীর কাঠরার মধ্যে প্রবেশ করাইল, সাহেব নূতন চুরট ধরাইলেন, গবরমেণ্টের উকীল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং কপালের উপর চুল বাহির করিয়া তদুপরি শালের পাগড়ী দিয়া, গলায় সাড়ে তিন হাত কার ঝুলাইয়া, চাপকানের উপর "জামনারাণী" চোগা গায়ে গবেশাক্ষ বিশালদন্ত, স্থূলমধ্যনাস শীর্ণ-গণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট খর্ব্বাকৃতি প্যারী বাবুও আসিয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

বিচার বিষয়ে সহকারিতা (আসেসরী) করিবার জন্য কতক গুলি লোককে আদালত হইতে পদাতিক দ্বারা আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল, ইহারাও এজলাসের একপার্শ্বে অন্যতর অপরাধীর শ্রেণীর ন্যায় কাঁদো কাঁদো মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। দাওরার মোহরের একে একে ইহাদের নাম ডাকিতে লাগিল। উপস্থিত মোকদ্দমায় দুইজনের প্রয়োজন—"নিত্যানন্দ দাস!"

"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, অধীনের ঐ নাম। ধর্ম্মাবতার, আপনি মা বাপ, সব কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নাই। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি এর কিছুই জানিনে—কোন প্রসঙ্গের মধ্যে আমি নাই—দুগ্ধাগ্রে যুক্তিকের সম্বন্ধ রাখি না।" যোড়করে গলবস্ত্রী-কৃতবাসে, নিত্যানন্দ দাস, জাতিতে তন্তুবায়, ব্যবসায় বস্ত্রবয়ন, জজ সাহেবের সমক্ষে নিজ প্রার্থনা জানাইল। জজ বুঝিলেন, এ ব্যক্তি রীতিমত সমনে উপস্থিত হয় নাই, সেই জন্য এ প্রকার করিতেছে; বুঝিয়া বলিলেন,—"বেরোও

টোমার জন্ত আইন নহে, সাভারণের জন্ত হইয়াছে, অটেব দোষ কোরিলে সাজা লইটে হইবে। আমি টোমার পচাশ রোপেয়া জারিমানা কোরিল।" নিত্যানন্দ কাঁপরে পড়িয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমার কোন অপরাধ নাই, আমার তাক কামাই হবে, আমি তাতেও কিছু বলিতাম না, কিন্তু একটী মাতৃহীন (নিশ্বাস ছাড়িয়া) শিশু সন্তান একা ঘরে আছে, দোহাই ধর্ম্মাবতার আমার ছেড়ে সে এক তিল থাকতে পারে না, আর কেউ নাই, মরে যাবে, দোহাই আপনি মা বাপ! দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।" মোহরের এবার জজ সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, এ ব্যক্তি আসেসর হইতে চাহে না। জজ সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উহা হইটে পারে না, টুমি উঠিয়ে আইস এবং আসন গ্রহণ করে।"

নিত্যানন্দ অধিকতর বিলম্ব হইল। অতি দীনভাবে "ধর্ম্মাবতার, অপরাধ ক্ষেমা করুন, আমি পামর জন, ওখানে গিয়ে কি বসিতে পারি?"

জজ সাহেব ধমক দিলেন; নিত্যানন্দ অগত্যা যোড় হাত করিয়া এজলাসের উপর উঠিয়া সাহেবের পদতলে উপবেশন করিতে উদ্যত হইল। সাহেব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—"টোম পাগলা নেহি হ্যায়, যড়ি বারন্তীগর এরূপ কোরিবে, টোমার সাজা ডিয়া আমি মঞ্জুর করিবে, এবং পাগলা গার্ডে ভেজ ডেবে।" একজন আমলার নির্দ্দেশানুসারে, নিত্যানন্দ তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

দ্বিতীয় আসেসর রামধন দত্ত, জাতিতে গন্ধবণিক, অন্য ব্যক্তির অভাবপ্রযুক্ত দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়াছিল; এবং ভরসা করিয়াছিল, জজ সাহেবের নিকট এ বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া দোকানে ফিরিয়া আসিবে। ভাবগতি দেখিয়া রামধন কথাটী কহিল না, নাম-ডাক হইবামাত্র জজ সাহেবের পার্শ্বে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। জজ স্থির করিয়া রাখিলেন "বাবু রামধন দত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

বিচার আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে রাখাল বালকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; বালক পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিল, তাহার ন্যূনাধিক কিছুই বলিল না। প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে এই কথা বাহির হইল যে, বড় বৈষ্ণবী হাঁড়ি লইয়া যে দিন পুকুর ধারে যায়, তাহার পূর্ব্বে রাখাল বিমলাকে দেখিয়াছিল, এবং প্রথম দেখিবার সময় বিমলার উপর কিছু প্রীত বোধ হইয়াছিল। বাস্তবিক বালকের এ সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না, কিন্তু প্যারী বাবুর তর্জন-গর্জনে ভীত হইয়া সে এইরূপ বলিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাক্তার সাহেব। হাড়ির বস্তু পরীক্ষা করিয়া এবং পুলীশের লোকের মুখে অবগত হইয়া তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, পাঠকবর্গও তাহাই বুঝিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সাক্ষী স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। তাঁহাকে ডাকিবামাত্র, তিনি সেই গোল ঠেলিয়া, আজিমগঞ্জ-রেলওয়ে-গতিতে, সাক্ষীর আসনে গয়া দাঁড়াইলেন, একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন, দুইবার গলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অধোবদন হইলেন। তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরী তাঁহাকে শপথ করাইতে অগ্রসর হইল।

প্রহরী। "বল, আমি যা বলি, তাই বল; বল—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—"

নরেন্দ্র নিঃস্পন্দ, নিঃশব্দ। প্রহরী পুনরায় বলিল—"বল না?" গবরমেণ্ট উকীল বলিলেন, "শপথ করুন, মশায়, সত্য-কথা বলিতে উপস্থিত হয়েছেন, সত্য বলিবেন, তাহার আর কি? শপথ করুন।"

প্রহরী পুনর্ব্বার শপথের পাঠ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রনাথকে তখনও নিরুত্তর দেখিয়া জজ সাহেব বিরক্ত হইলেন, এবং ভ্রূভঙ্গী করিয়া একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষু এতক্ষণ তাঁহার জুতার উপর ছিল, গবরমেণ্টের উকীলের বাক্য কর্ণগত হইবামাত্র, তিনি নয়ন মুদিত করিয়া মুখ তুলিলেন, এবং তাঁহার নাসাদণ্ড ছাদের কড়ির সমান্তরাল হইল। জজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ ভাষায় একটু প্রীতি-সম্ভাষণ করিলেন; নরেন্দ্র তাহা বুঝিলেন, প্যারী বাবু একটু হাসিলেন, সমামুভাবের গুণে দশজন বাজে লোকও হাসিয়া উঠিল। অমনি একজন পেয়াদা বলিল "চোপ্, চোপ্," দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পেয়াদাও "চোপ্, চোপ্," করিয়া উঠিল, এবং তাহাতে মূল গোলমালের নিবৃত্তি না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইল। অনেক পরে পুনর্ব্বার শান্তির আবির্ভাব হইল।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এ প্রকার শপথ করিতে পারি না। পরমেশ্বরকে "প্রত্যক্ষ" কিরূপে বলিতে পারি?" নরেন্দ্রনাথ কচি ছেলে নয়, তায় বিজ্ঞান-পড়া ব্রাহ্ম। কিন্তু ইতর লোকে তাঁহার উত্তরের গাঢ়তা বুঝিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল; আবার গোল হইল, আবার থামিল।

জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন "তুমি পরমেশ্বর মানে না?" নরেন্দ্র বলিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এ দুটী মানি না।" একটু বিতণ্ডার পর নরেন্দ্রনাথকে অনুমতি দেওয়া হইল যে, তিনি সত্য বলিবেন, এই কথা স্বীকার করিলেই হইবে। নরেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিলেন।

সরকারী উকীলের প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "বিমলা আমার সঙ্গে আথড়ায় গিয়াছিল, তখন তাহার পীড়িত শরীর, কি পীড়া বলিতে পারি না; পীড়া কত দিন অবধি হইয়াছিল বলিতে পারি না, তাহার সহিত আমার তিন চারি মাস অবধি পরিচয় হইয়াছিল; বিমলার চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; নিতান্তই যদি বলিতে হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সে দোষ তাহার নহে, দোষ আমাদের

দেশের ব্যবহার এবং রীতি-নীতির, তাহাকে আখড়ায় রাখিয়া আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিতে পাই নাই, শ্রীরূপদাসের বড় বৈষ্ণবী তাহাকে ঔষধ দিতে চাহিয়াছিল, দিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না; আমার সম্মুখে দেয় নাই। যখন কলিকাতা হইতে আসিয়া শ্রীরূপদাসকে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন শ্রীরূপদাস বলিল, বিমলা নিজ পিত্রালয়ে গিয়াছে, সে কথায় আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি বিমলার পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম, বিমলাকে সেখানে পাই নাই।" সরকারী উকীল ঈষৎ হাসিয়া বসিলেন।

প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস যে, বাবাজী সাধু ব্যক্তি, বিমলাকে খুন করার কথা জানি না, এবং আমার বিশ্বাস হয় না, বিমলার বাড়ী রাজহাট গ্রামে, বিমলা আখড়া হইতে কোথাও গিয়াছে কি না তাহা জানি না, বিমলা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাহাও জানি না। বিমলাকে যখন আখড়ায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন আমার সঙ্গে বিমলা একা ছিল, অন্য কোন বাজে ব্যক্তি ছিল না।" প্যারী বাবু বসিলেন, সরকারী উকীলের মুখ একটু ম্লান হইল।

জজ সাহেবের খাদ্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল, অধিকাংশ লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ঘরের বাহিরেও গেল না, ভিতরেও রহিল না, দ্বারে দাঁড়াইয়া সব্যসাচী সাহেবের উভয় হস্তস্থিত ভোজন যন্ত্র চালনা বিষয়ে ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া লোলুপমনে সাহেবকে সাধুবাদ দিতে এবং তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। উকীল মোক্তার প্রভৃতি সকলে একবার বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ হইল।

রাজ-সাক্ষী বড় বৈষ্ণবীর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। বড় বৈষ্ণবী বিমলার মৃত্যু ঘটনা ব্যতীত সকল কথা স্বীকার করিল, এবং প্রাথমিক বিচারালয়ে কেবল পুলিসের শাসনে এবং ভয়ে বিমলার মরণের কথা বলিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ করিল, এবং বলিল যে, আখড়ায় বিমলার মৃত্যু নিশ্চিত হয় নাই, বিমলা আখড়া হইতে চলিয়া গিয়াছিল। প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে বৈষ্ণবী প্রকাশ করিল যে, একা নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে রাজহাট হইতে আনিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে রামদাস আহূত হইল। বিচারালয়ের বাহিরে একটী বটবৃক্ষতলে কতকগুলি লোক তামাক খাইতেছিল, এবং হুঁকাটী একবার পাইবার আশায় রামদাস তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। এখানে তাহার আসিবার বিলম্ব দেখিয়া সরকারী উকীল পুনর্ব্বার "রামদাস সাক্ষীকে" ডাকিতে বলিলেন, একটী বাঙ্গালী কনেষ্টবল "আমদাস সাক্ষী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বাহিরে এক জন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল ছিল, সে "রমদা সাক্ষী হাজির হ্যায়" বলিয়া বারম্বার চেঁচাইতে লাগিল, অগত্যা সব-ইন্‌স্পেক্টার স্বয়ং দৌড়িয়া গিয়া রামদাসকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া আসিল

সে সময়ে রামদাস হুঁকাটি পাইয়াছিল মাত্র, সুতরাং প্রাণান্ত পর্য্যন্ত একটান টানিয়াই তাহাকে আসিতে হইল। সাক্ষীর আসনে উঠিয়া সাহেবের দিকে রামদাস মুখের ধুঁয়া ছাড়িয়া দিল,জজ সাহেব একটু কপাল কুঞ্চিত করিলেন, রামদাসকে কিছু বলিলেন না।

শপথ করাইবার সময় রামদাস বলিয়া উঠিল "সত্য বলিব না ত কি মিথ্যা বলতে এসেছি ? গঙ্গাজলী মনে করিও না।"

"মন্দ নয়" বলিয়া প্যারী বাবু একটু হাসিলেন। রামদাস, সরকারী উকিলের প্রশ্নে বলিতে আরম্ভ করিল "বিমলাকে রাজহাট হইতে চিনিতাম। বিমলা আর আমি আর নরেন্দ্র বাবু একত্র গোপালপুরের আখড়ায় আসিয়াছিলাম, বিমলা তখন পূর্ণগর্ভা হয় নাই, কিন্তু প্রায় বটে। বিমলার ব্যারাম হইয়াছে মনে করিয়া নরেন্দ্র বাবু বাবাজীর নিকট ঔষধ চাহিলেন, বাবাজী সম্মত হইল; আমার কিছু সন্দেহ হওয়াতে আমি নিষেধ করি, কিন্তু নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "বিমলার ব্যারাম বটে, অন্য কিছু নয়, বাবাজীর ওষুধে সারবে" কাজেই আমি কি করি, মধ্যম বৈষ্ণবী কি একটা ঔষধ বাটিয়া খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে বিমলার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইল, এবং বার তারিখ মনে নাই, একদিন বিকালে সেই দিনেই বিমলার গর্ভপাত হইল, তার পর বিমলা বড় কাতর হইল, আমি বলিলাম, 'বাবাজী হ'ল কি ? করিলে কি ? এখন যে সর্ব্বনাশ হয়।' তাতে বাবাজী কোন উত্তর দিল না, সেই রাত্রি বিমলা মরে মরে হইল। আমরা আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না, সকালে উঠে ভয়ে কলিকাতা চলিয়া গেলাম, এবার ফিরিয়া আসিয়া আর বিমলাকে দেখিতে পাইলাম না, মেরে ফেল্‌লে কোথায় পাব ?"

প্যারী বাবুর প্রশ্নের উত্তরে রামদাস বলিল "হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখিয়াছি না ত কি আপনার চোখে দেখেছি ? হাঁ স্বচক্ষেই দেখেছি।"

প্যারী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলাকে মরিতে দেখিয়াছ, না আন্দাজে বলিতেছ যে, সেই ঔষধ খাওয়াইবার পরে বিমলার মৃত্যু হ'ল ?"

রামদাস ঘাড় চুল্‌কাইতে লাগিল।

প্যারী। "ঘাড় চুলকুলে কি বেরোবে ? যা জান তা বল।"

রামদাস ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্যারী বাবু বলিলেন "ছাদে লেখা নাই, সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে যা জান তা বল।"

রামদাস বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিল "হ্যাঁ মশায়, দেখেছি, দেখেছি, মরতেই দেখেছি। আপনি কি বলেন, বিমলা মরে নাই ? আচ্ছা যদি বেঁচে আছে, তবে তাকে ঠিক আনুন দেখি ?"

প্যারী বাবু চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ করিয়া রামদাসকে ধমকাইলেন, বলিলেন, "তোমার তর্ক করিবার জন্য আনা হয় নাই, যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও, বেশী কথা বললে তোমার বিপদ ঘটবে" এই বলিয়া হলধর দাস মোকদ্দমার নথী আনাইবার প্রার্থনা

করিলেন, এবং তাহা হইতে বিমলার মুর্চ্ছিত বাহির করিয়া জজ সাহেবকে দেখাইলেন। রামদাসকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রামদাস সাক্ষীর আসন হইতে নীচে দাঁড়াইল। জজ সাহেব রামদাসকে একজন প্রহরীর জিম্মায় রাখিবার আদেশ করিলেন।

প্যারী বাবু বলিলেন যে, তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণাদি তিনি দিতে চাহেন না, এবং এই বলিয়া বক্তৃতা করিলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, হত্যা সম্বন্ধে প্যারী বাবুর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, আদালত সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই। এজন্ত প্যারী বাবু কেবল অবশিষ্ট অভিযোগ সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"প্রাজ্ঞ বিচারপতি এবং সুবিজ্ঞ আসেসর মহোদয়গণ!" নিত্যানন্দ যোড়করে বলিল "এমন আজ্ঞা করিবেন না, আমরা কীটাণুকীট, অধম জন, মহাশয়ের দাসানুদাস—" জজ সাহেব কুপিত হইয়া বলিলেন "চুপ্ রহো।" প্যারী বাবুর বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

"এই দুই আসামী অদ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কেন হইয়াছে? যেহেতু অদ্য আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে ইহারা ন্যায় পাইবে;—ইহাদিগের নিরপরাধ, দিনের আলোর ন্যায়, আপনাদের মুখের উপরিস্থিত নাসিকার ন্যায়, আমার এস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিবার ন্যায় জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পাইবে। যদি এইরূপ হস্তে সুবিচার না পায়, তবে কে ন্যায় পাইবে? রাস্তায় না মুটেদিগের সভায়? —আমি সরলভাবে এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস এবং ভরসা ও প্রত্যাশা করি, কখনই না। অবশ্য এইখানেই পাইবে। ইহাদের উপর এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সুখের বিষয়, উহা যে পরিমাণে ভয়ঙ্কর সেই পরিমাণে মিথ্যা। ইহাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে? কিছুই না। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায়, ইহাদের অপরাধ হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রমাণ আবশ্যক। সে প্রমাণ কোথায়? নিশ্চিত নথীতে নাই। যদি নথীতেই না থাকিল, তবে আর কোথায়? আমি বলি, তাহা কুত্রাপি নাই, এবং আপনারা আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। বালক সাক্ষী কিছুই বলে না; যাহা বলে, তাহাতে যে বৈষ্ণবীকে সাক্ষী করা হইয়াছে, সেই অপরাধ করিয়াছে। রামদাস যাহা বলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত তাহা একটী মিথ্যার রেকা গাঁথুনি। আপনারা তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু তাহার কথা সত্য নয়, মিথ্যা।" এবং আমার মক্কেলের চরিত্র, তাহা ভুল করিয়াছি—যাহার এই স্ত্রীলোক হইতে—নরেন্দ্রনাথ, সাক্ষী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—পুনরায় বলি, এ চরিত্র নির্ম্মল, গঙ্গার জলের ন্যায় নির্ম্মল এবং খাঁটি এবং নিষ্কলঙ্ক। নরেন্দ্রনাথের নিজের কথা কি?—'বাবাজী সাধু ব্যক্তি'। আমি অধিক

কিছু বলি না, আর কিছু বলি না, আমিও তাহাই বলি। তবে একপ স্থলে আসামী-দিগকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, দিবেন, আমি তাহাতে কিছু বলিতে চাহি না। কেবল ইহাই বলি, এ ব্যক্তিদ্বয় নির্দ্দোষ, এবং উক্ত বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর সাক্ষীর দ্বারাই সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব আমি ভরসা করি, আপনারা আমার সহিত এক মত অবলম্বন করিয়া, আসামীদিগকে নির্দ্দোষ খালাস দিয়া, ন্যায় এবং যুক্তির গৌরব রক্ষা করুন, কারণ আমার মক্কেলও যাহা, আঘাত প্রাপ্ত নিরপরাধও তাহাই। এই দুই কোন মতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে না।" প্যারী বাবু রুমাল দিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে বসিলেন।

জজ সাহেবের পাখা যে ব্যক্তি টানিতেছিল, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হওয়া প্রযুক্ত হস্ত-স্থিত রজ্জু লোল হইয়া সাহেবের স্কন্ধে পড়িয়াছিল এবং গলায় জড়াইয়া গিয়াছিল। সাহেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন, রজ্জুর পাকে তিনিও নয়নো-ন্মীলন করিলেন। তখন প্যারী বাবু নিস্তব্ধ হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ দাস অবসর বুঝিয়া সাহেবকে মিনতি সহকারে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আপনি গরীবের মা বাপ। আমার যে জরিমানার হুকুম দিয়াছেন, তাহা কোন মতে আমা হইতে সরিবে না, আমি নিতান্ত দুঃখী, হুজুরেরও তাতে কিছু হবে না, পান সুপারির দাম কুলাবে না। বিচার করিতে আজ্ঞা হয়, নিতান্ত গরিবমারা হয়েছে।"

জজ সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বস বস্, নেহি জেনে হোগা। তোমার রায় হোগা।"

রামধন এই উপলক্ষে সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে বলিল, "আমাদের আবার রায়। হুজুরের যে মত আমাদেরও সেই মত।"

সাহেব বলিলেন, "সে হইটে পারে না। আলাহিডা রায় ডিটে ওবে।"

অগত্যা রামধন বলিল "প্যারী বাবু একজন মস্ত লোক, তিনি যা বলেন, তা কখনই মিথ্যা নয়, বাবাজী আর বৈষ্ণবী এ কথার কিছুই জানে না, দুজনেই খালাস্।"

নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমিও তাই বলি।" উভয় আসেসর [illegible]।

জজ সাহেব একটী চুরুট মুখে দিয়া বলিলেন "রুপচাঁদ তো বরস, বাকেকে নট-গিল্টী খালাস।"

[illegible] মিথ্যা সংবাদ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে রামদাসের বিচার হইল। [illegible] বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইল।

সমাপ্তি।

নরেন্দ্রনাথ আর এক দিনও বাঁকুড়ায় তিষ্ঠিলেন না। সত্বর কলিকাতা পৌঁছিলেন, তথায় একটী ভদ্রলোকের সাহায্যে শীঘ্রই পঁচিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী পাইলেন।

পূজার সময়ে নরেন্দ্রনাথ বাটী গেলেন। তিনি ভাই মধুসূদনের সঙ্গে বিবাদ করিলেন, এবং পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করিলেন; দশ জনকে বলিয়া বেড়াইলেন, যুক্ত পরিবারের নিয়ম হইতেই আমাদের সামাজিক সমস্ত অনিষ্ট উদ্ভূত হয়। মধু অনেক ঋণ অকারণে করিয়াছে বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মধুকে পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ দিলেন না, ঋণগুলি ও ঋণগ্রস্ত চটের দোকান মধুর রহিল। মধু অম্লান বদনে তাহাতেই সম্মত হইল।

গত বৎসর আমরা সংবাদ পাইয়াছি, মধু সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছে, এবং দিন দিন তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। গণেশ এখন কর্ম্মশীল হইয়াছে, এবং মধুর বাড়ী ঘর তদারক করে। মধু ব্যবসায়ের জন্য এখন প্রায়শই বিদেশে থাকে।

নরেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করি। নরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে অনেক দেখাইলেন। যাহা দেখিয়াছি, আমরা তাহাকে কল্পতরু বলি, কারণ তাহাতে নাই, এমন পদার্থ কিছুই নাই। নাই, কেবল আমাদের ন্যায় লেখক।

ইতি।

অথবা

চারি আনা মাত্র।

[ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।]

শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত।

"One must understand a thing to be able to enjoy it"

"Every man is a caricature of himself when you strip him"

সন ১২৮৪ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীপেষু—

"কল্পতরু"তে আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং আপনার শিষ্টাচারেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তাদৃশ নীচ-প্রকৃতিক কিনা, লোকে তাহার বিচার করুক, এই উদ্দেশ্যে এই মহাকাব্য আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমার নাম ব্যবহার করিবার সময়ে আমার অনুমতি লয়েন নাই, আমিও মহাশয়েরই অনুকরণে অনুমতির অপেক্ষা করিলাম না। 'ভারত-উদ্ধারে'র যদি সুখ্যাতি হয়, আমার পর্য্যাপ্ত প্রতিশোধ হইবেক অখ্যাতি হয়, স্বকার্য্যের ফল ভোগ করিবেন। ইতি—

কলিকাতা
বড়দিন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরামদাস শর্ম্মা।

ভারত-উদ্ধার।

প্রথম সর্গ।

গাও মাতঃ সুরময়ে, বাণী বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসর্জ্জি সে মহাব্রতে, সাপটি ত্যজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
যোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মায় প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তাঁরা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে; (এত অত্যাচারে
জীবন্ত মরিয়া যায়, তাঁরা ত মা মরা!)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধ্যান আজ বরদাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে

বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব-বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সকল স্বপ্ন না জন্ম, তোমার, আমার।

কালেজের পড়া শুনা সব করি শেষ
দু মাস ছ মাস ধরি, আফিসে আফিসে
নিতি নিতি যাই আসি; কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধুলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
কেঁকে উঠিতেছে মুখে লাদি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু;
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুড়িয়াছে মোর;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে কলস রজ্জু কেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল;
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে। অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
পূজিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্ত্তমান যেন;—কিসে ভারত-উদ্ধার
কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়,

প্রথম সর্গ।

স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সাবিত্রীয়ে,
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্য্যুক্ত মতে।
আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন;—
"কেন বৎস, জ্ঞাননিধি, কৃতিকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ?
হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ শক্তি হত, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে;
অঙ্গুলী কম্পিত হয়; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরেতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হলদল হয়।
আর কি সে দিন আছে? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাও রে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড়;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও সঙ্গীত;—
আমা হ'তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি।
দেবের মরণ নাহি তাই বেঁচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিত্তে হয় বল? কবে ফুরাইবে,
দশদিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত, ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়—
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল-বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে
শৈত্য কি সুগন্ধ বাঞ্ছে, বাটি বাটি দিল
পরিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু; অঙ্গারাম্ল বাষ্পে
পূরিত হইয়া পুনঃ উত্তরে পশিল;—
করে যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ
পানা পুকুরের জলে সমান রাখিয়া
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি'
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন;—"হায়! গত কত দিন
এই ভাবে; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা; বঙ্গ কত কাল র'বে,
বঙ্গবাসি-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে!
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
[illegible] সাহেব [illegible] কাড়িয়া লইল

পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধিনিল।
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—মা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও ত যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না, প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
“লাট” পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না,
অসহ্য হৈতেছে ক্রমে রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে
হয় ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে

দ্বিতীয় সর্গ।

মৃগরাজে ভূমে, হায় তেমতি কামিনী
সে করাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি-ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আর মত্ত মত্ত রঙ্গে
ধপাৎ করিয়া তার উপরে পড়িলা।
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেঁট-মুণ্ড, ভূমে
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগড়ি ;—
কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দূর্ব্বাদলে শেফালিকা রাশি রাশি পড়ি ;
অথবা, পর্ব্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত ;
কিংবা যথা সুধাকর কৃষ্ণা ত্রয়োদশী-
শিরে দেয় কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া।
কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,
—লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাসায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে।
পরে ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,
চিতাইলা বন্ধুবরে, তীর্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইলা তারে,
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া ব্যজনিলা তায়,
আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন-মুখে ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা।
কহিল কামিনী—“কেন ভাই এত ভয় ?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাধিলে লড়াই আজি দুশমনের সনে,
তুমি অগ্রবর্ত্তী হবে ; দেশের কল্যাণে
মুণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে ভয় নাহি পাও ;
তবে এ নগরমাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সান্ত্রী হেথা ইঙ্গিত করিলে,

কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে?
শঙ্কা শুন্য করিয়াছ, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা,
সাগর লঙ্ঘিতে পারি, গোষ্পদে ডুবিলে?
তবে ত ভারত মাটী, ইংরেজের (ই) জয়!"

আশ্বাসিলা, বিলাপিলা, কেন মতে যদি
কামিনী-কুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
—ইংরেজনিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে।
সাহসে বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁলকার হাতে
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর।

কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ।—
"কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা।
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ-বিক্ষেপণ;
সহসা আগ্নেয় গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল;
গভীর জীমূতমন্দ্র হতেছিল কেন;
ইংরেজ-নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত।"

বহুক্ষণ দুই জনে হৈল কাণাকাণি,
বহু ভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয়; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া
বিসর্জ্জিলা অশ্রুনীর; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়।
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে;
কল্যই সভার সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিংবা সভার বিলয়।"
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,

নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দুজনে
"ভারত-উদ্ধার প্রাতে"—ভাবিয়া শুইলা।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে সভাভঙ্গো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের অঙ্গে মিশাইল কাল,
আহৃত সিকতা-মুষ্টি স্তূপে মিশাইল।
কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আন্ধারিয়া, জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অব্রুবাণ শিশুরে ফেলিয়া,
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাহি যার
এ হেন বধূরে করি চির-অনাথিনী
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুছাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে।
বিচারমন্দিরে কোথা—ধর্ম্মাধিকরণে—
রাজস্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাতাও ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে,
কোন মহাজন,—ন্যায়-কূটের প্রসাদে।
অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি,
মূর্ত্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি।
কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।

কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে।
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই,
সুখের শৈশব, তবে চাহি না কি আর?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায়?
কে বলে নদীর* স্রোত কালস্রোত সম?
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।

এপারে আফিস-মুখে গাড়ী জুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
"দাব ধুকা, বাম ধুকা, দাই কুড়" করি,
উড়ে যেড়া ছুটে কত "পাল্কী" লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল!

আজীর্ণ ত্রিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে; তাই ইট দেখা যায়;—
শোভিছে সুরমা; রাজপথের উপরে
ঝাঁকা বাঁকা; উঁচু নীচু কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী,
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।

অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হবে হাত সাত আট;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, ভগ্ন চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান; মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে।

জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা-পাখা, চির আবরিত

পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে "আর্য্য-কার্য্যকরী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ!
ধন্য অনুরাগ! যাহে এ প্রাণ-সঙ্কটে,
স্বদেশ-বাৎসল্য-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া,
ভারত-কল্যাণে, হেথা সশরীরে আসে।
চারিটা বাজিবামাত্র, এক দুই ক্রমে
পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।
আরম্ভ হইল কার্য্য; গতোপবেশনে
কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য্য সম্পন্ন,
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কে বা দ্বিতীয়িল
ঐকমত্যে উহা তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
সভাদল-সম্বোধনে, অদ্যের সভায়।
উঠিল বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাঁকোচ সুস্বরে,
উঠিল বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
আজি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু;
যে প্রস্তাবে নির্ভরিছে সবার কল্যাণ:
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের
চির-জন্ম, যে প্রস্তাবে করু মীমাংসিবে;
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে;
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালার, ভারতের ভাবী।"
নিস্তব্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারিত আঁখি
এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনের মুখে;

নিস্তব্ধ সে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তার শুনা যায় বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকের একমাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস রোধি ত্রিলোক-নিবাসী
আরম্ভে কুম্ভক যোগ, একাসনোপরি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি করে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তব্ধ সভাতল সম।
বলিলা বিপিন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত;—যথা পুরাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
'হায় রে ধর্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায়'—
যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রয়োজন না হইবে কভু,
মরমে পশিবে বজ্র জরজরি তনু।
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন করকা-নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিল কথা,—
ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহারো এ সভাক্ষেত্রে; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
বক্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যার
নিয়ত হাটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ যেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,

হৃদয়ে থাকে কে যদি, শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি রুধির মতন
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা জলের বিকার।
এ নিগড় খুলিবে না, ঝুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ?" পুনঃ করতালি।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
হায়! শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধা বোচায় আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হা ধিক্! হা ধিক!
হা কষ্ট! হা দুরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি নাট্যকার,
তবু না ভাঙ্গিল ঘুম অকালকুষ্মাণ্ড
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তলে!
বিলম্ব না সহে আর।" বলিতে বলিতে
ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কষিল।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেইদিন হইতে তটস্থ
কম্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—"
বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে
উঠিলা সুরেশ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি প্রশ্ন এক সুধাই এ স্থলে।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে;
স্বীকার ইংরেজ যেন অত্যাচার করে;

সম্মত হইনু যেন দূরিতে ইংরেজে ;
নাহি যে শরীরে বল, তার কি উপায় ?
সংখ্যায় ক' জন হবে বিদ্রোহীর দল ?
কিংবা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে ত্যজিয়া
ইংরেজ চলিয়া গেল আপনার দেশে,
তখন কোথায় রবে, ভারত-রাজত্ব ?
হিমালয় কুমারিকা কেবা হবে এক ?
কে হবে ভারতপতি হিন্দু কি যবন ?
পঞ্জাবী কি মহারাষ্ট্র, সিন্ধিয়া নিজাম ?
কে রাখিবে বহিঃশত্রু-আক্রমণকালে ?
দস্যু ঠগ নিবারণ কে করিবে তবে ?
কে রাখিবে রেল, [illegible], [illegible] ?
[illegible] ছাঁট ইংরাজী [illegible] কে দিবে তোমায় ?
[illegible] [illegible] কৌপীনেতে কুৎসিত,
রুচির নবল কোথা পাইব তখন ?
কি খাইব, কি পরিব, বল দেখি ভাই ?
এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত।
ইংরেজ থাকিতে যদি [illegible] এই জ্ঞান,
[illegible] [illegible] প্রতিপালিত হবে,
[illegible] ভারতে [illegible] কাজে লাগে.
শিখাইছে, [illegible] রাজত্ব-বিধান,
শিখাইছে [illegible]-বল, নীতিবলে ভেদ,
শিখাইছে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ কেমন।
তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না,
আমাদের [illegible] জন্ম প্রজাভাবে যাবে,
তবে কেন নিজ পায়ে মারিব কুঠার ?
রাজার কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?"
"লজ্জা! লজ্জা! ধিক্ ধিক্!" "দূর করি দাও"
"নিয়ম! নিয়ম!" এক মহা গণ্ডগোল
উঠিল সে সভাতলে ; মারিতে চাহিল
সুরেশে কেহ বা তথা ; "এস না? কেমন—"
সুরেশ হুঙ্কারে ভুজযুগ আস্ফালিল।

কেহ না উত্তর দিল, সকলে নীরব,
ক্রমে শান্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে।
আরম্ভিলা বিপিন আবার বলিবারে,
করতালি ঘন ঘন হৈল পুনরায়।
"শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তার সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি; কৌশলে কামান
ভোতাইতে পারা যায়; গোলার অনল
কৌশলে বরফ তুল্য শীতলিয়া যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চ জন আছি, শূন্যে হইব প্রকাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন; যাহা শোক সত্বর যাহাতে
পরাজিত ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত।"
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ করতালি-মাঝে।
দাঁড়াইয়া কহিলেন কামিনীকুমার,—
"দণ্ডাইনু দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ
সসার প্রস্তাব, যাহা করিলা বিপিন।
না অশঙ্ক সমর্থন দুর্ব্বল আমার,
প্রশংসে সবার কাছে প্রস্তাব আপনা।
কি ছার মিছার ভয় করিলা সুরেশ,
ডরি না তাহাতে আমি; পারি যদি রণে
পরাভবি দেশবৈরী মোক্ষমী দুশমন্
ইংরেজ-বর্ব্বরকুলে, যশো-বৈজয়ন্তী

উড়াইতে জয়ধ্বজা ভারত-আকাশে,
তবে সে সফল জন্ম। পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি; কি ভয় হে তবে?—
খাওয়াইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বল নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে,
উঠি সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার
কামিনীকুমার পুনঃ গ্রহিলে আসনে।
কোন্ ভাবে কার্য্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথা
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন,
কোন্ কার্য্যে কোন্ জন হইবে নিয়োজিত
প্রয়াণিবে কোন্ জন কোন্ অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে হৈলা সভাবৃন্দ।
দংশিল রে কালফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ!—কে রাখিতে পারে
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয় সর্গ.

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বার বার ; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে
দয়িয়া কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-রজঃ,
কবিত্বের চোরা বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে হিয়ক্ষত, পাড়ি জমি যায়
ভালয় ভালয়। হায়, সদা সশঙ্কিত,
কবিত্ব—প্রবল—পন্থা—তারিব কেমনে
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম
পুত্তলিকা হৈয়া চাহি বধিতে বারণে !
ললিত লবঙ্গলতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায়,
গোপিনীমনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায় রে কলম্ব-কুল মলয়া অম্বরে
সুস্বন স্বননে উড়ে যথা মধুমাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিয়াছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে
বর্ণনিব ভারতের উদ্ধার বারতা ?
কবিগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রয়াস,—ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি ;
  কিন্তু সে কি কবিগুরু, যার ধ্যান করি ?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ,
অমিল-পদ-সৃজন শ্রীমধুসূদন
—মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীণ কিংবা ; কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব ?

ভারত-উদ্ধার।

আপনি লিখিব কাব্য পরিশ্রম করি,
সুযশ অযশ যাহা হইবে আমার,
অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাব্যয় মম,
তবে কেন অন্য জনে ভুক্ত কেন মানি?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান করিলাম কেন?
সুধাও আমারে যদি, অবশ্য উত্তর
সন্তোষ-জনক তার প্রদানিতে পারি;
'—গ্রন্থ-কলেবর শুধু করিতে বর্দ্ধন।
এখন (ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
সারাদিন খেলা-ধূলা নিতি নিত্য করি,
ধাতার আদুরে মেয়ে, হাসিমাখা মুখে,
(অলকায় পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু কেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা করে) আঁখি দুটি ঢাকি,
এবে ঘুমে অচেতন, আজিও কেমতি
ঘুমাইছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইন্দ্রাণী জিনিয়া রূপেতে) দিবাভাগে যারা
লোক-লাজ ভয়ে ঢাকে অন্তঃপুর-মাঝে,
উন্মোচি গবাক্ষ রত্ন স্বর্ণ নিকেতনে,
দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্ত্যভূমি—না পড়িতে ভোর,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি, নিদ্রা পরিহরি,
কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরাণ গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসাহিত চিত্ত
বাহিরিল যুক্ত হৈয়ে। হায় রে সে সাজে,

কন্দর্প ভুলিয়া যায়, জয় কোন্ ছার।
ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ দেখে চলিল সকলে।

সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তারা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনচন্দ্র ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় [illegible] গমন,
আফগান প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ দল, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আসি, যাইবে বা কোথা?
বিপিন বলিল, "ছাতু, খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি তায়, বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হবে ইহা, নতুবা ছাড়িয়া
দিব না একটী বস্তা। তথাস্তু বলিয়া
নিয়ম করিয়া গড়ে এক মাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।

সীমান্ত-রক্ষক ছিল বিজ্ঞ [illegible],
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া

এক এক করি, তার তথাপি সংশয়
না মিটিল। রাসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তাদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া
বহু পরীক্ষার পরে জনশ-সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—'দহ্যমান নহে'।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত উদ্ধার,
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে;
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত-সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অদ্ভুত গুদাম
ভাড়া করি, ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।
হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থূল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নির্মাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।
চিতপুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লতা স্তূপাকৃতি
রোপিত হইল, চুপি চুপি নিশিযোগে
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত ছিলিম-[illegible],
সব কিনি, সলতে তার ছিঁড়িয়া লইল,

পটকা লঙ্কার ধূপে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সন্দুকের সূক্ষ্ম সুড়ঙ্গের মুখে।
দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ,
শেষ হৈল এক দিন কার্ত্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্যোগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গলার বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।

কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ, আশঙ্কা, আশা, নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী-কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি।

দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত হ'ল,
বিপিন বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা-মুখপানে চাহি,
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমার,

কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুত্তলি ?”
কাঁদিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
“সে কি প্রাণনাথ ? দেখি এ কি কুলক্ষণ ?”
উঠিয়া বলিল সতী, পতি-কর ধরি,
“কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায় ; কি দুঃখে বা কাঁদ ?
নাহিক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার !
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।
“তা নয় প্রেয়সি” ব’লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে, হায় রে যেমতি
নব-বর্ষা-সমাগমে—“তা নয় প্রেয়সি
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে যাইরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাজিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা-ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।”
“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে”—চমকে বিপিন,
শিহরে, সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়া উঠে—
দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অধীর হতেছ হেন, সহিবে কেমনে ?
কে দিল কুবুদ্ধি সতে ? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার ?

এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি এ ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, নব দিঃ পাতি,
আমি তব চিরদাসী।” “ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন, বিজ্ঞান,
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে;
নিশ্চিত যাইব রণে উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশাস, হতবল করিও না মোরে।”
“ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?”
“প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনো কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।”
“নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,”
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।”—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ।
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে-ভাত দুটো।
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাষ্ঠে
বিশ্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।

আইল ডাকিত রাণ্ডা—"ফেলা হইয়াছে,"—
বুঝিলা সে বীর-বৃন্দ, নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বের সঙ্কেতমত, সুয়েজে যে ছাতু
বিপিন আনিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্ম্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে, সুয়েজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে
আনন্দে বিষম রোলে হৈল করতালি,
"জয় ভারতের জয়" শব্দ সভাতলে;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।

চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপরি
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন-মুরতি
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আশা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণ-বাদ্য তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ বাঁয়া) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, কুলুট, বীণ, ঘুঙ্গুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীমপিচকারী,
কাহার বা বটি হাতে,—চলে বীরদাপে,
কাঁপাইয়া শত্রুহিয়া কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভীদল গোষ্ঠের সময়ে।

গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি, অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রপ্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে,
কুলান কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে

পঞ্চম সর্গ।

পটকা এক এক হাতে বিপিন আদেশে,
প্রসারি দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য আর
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
কলসে পটকা পুরি, সংযোজি অনল,
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিয়া তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তারা, অদৃষ্টের বশে
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পুরি পিচকারী
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি, কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে: বন্দুক, শাঙ্গিন,
ঝকমাক ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ-ঝঞ্ঝনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি ক্ষণিক।
সেনাপতি-আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অর্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সলতে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ
সারশ্রেণী দাঁড়াইয়া ছিল্লি বিরাজিত।

ভারত উদ্ধার।

গর্জ্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা দগ্ধ করি,
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক্,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হাঁচি খক্ খক্ খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালি-জলে পড়ে পিচকারী
কাতর ইংরেজ-কুল; স্খলিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।

সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
কাহারো চশমা চক্ষে, গৌন পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর
মখমলে উর্ণ-ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
উহারে দেখাইয়া তাহা বাখানিছে,
কেহ বা ফিরিয়া মুখ, দেখিছে নীরবে,
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-শিক্ষা! ধন্য রে কৌশল
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপনা!
বিচিত্র সাহস তার কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য, দেখি বাঙ্গালী-বীরতা;
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের ভিতরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়" কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় জন্মিয়াছিল অলাবুর লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্রাহ্মণের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
সুপক্ব অলাবু এবে করিল বাহির

পঞ্চম সর্গ।

অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু-প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালীসৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রপক্ষ,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষ্য; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্ হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকিল সম্মতি দিল; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
যে—যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত-উদ্ধার যবে হৈল হেনমতে।
হউক্ বা না হউক্ ভারত-উদ্ধার,
চারি আনা লাহি, [illegible] এই উপকার।

ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান্॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ক্ষুদিরাম।

গাল-গল্প।

(ভগ্নাংশ)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মালিখ, মালিখ, মালিখ।"

কলিকাতা,

৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০২ সাল।

ক্ষুদিরাম।

পূর্ব্বাভাস।

"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শ্মশানক্ষেত্রে [illegible] দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরুপাল [illegible] চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।

বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে।

গুরুদেব! কে এমন সময়ে শব-সাধনে নিযুক্ত হইবে ?"

১। মুখে মিঠা, হাড়ে চটা।

নানা কারণে ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা।

শ্রীমান ক্ষুদিরাম বিশ্বাস, জাতিতে কৈবর্ত্ত। অর্থাৎ কুস কাণ্ড-মাখা, কুশিক্ষা-[illegible] কুবুদ্ধি-পুষ্ট কুদেশ—এই বঙ্গদেশে ক্ষুদিরামের আদি বৃত্তান্ত যে কেহ [illegible] সেই বিশ্বাস করিত যে, ক্ষুদিরামের পূর্ব্বপুরুষেরা কৈবর্ত্ত, এক পুরুষ, দুই পুরুষ [illegible] সাত পুরুষ, চৌদ্দ পুরুষও নহে, ক্ষুদিরাম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে [illegible] আদিপুরুষ অবধি শেষ ক্ষুদিরাম পর্য্যন্ত একাদিক্রমে সকলেই কৈবর্ত্ত।

ক্ষুদিরামের জাতিত্ব সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস এইরূপ। যে কথায় বিশ্বাস [illegible] তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে; সুতরাং ক্ষুদিরামের কোন [illegible] কেহ কৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য জাতি ছিল কি না, উহা বলা অসম্ভব। তবে, [illegible] করিয়া বলিতে পারি যে, ক্ষুদিরাম নিজেও অকপটচিত্তে বিশ্বাস করিতেন, নবীন [illegible] অন্তঃপাতী ধীবরপাড়া-নিবাসী বিশ্বাসেরা নিভাজ কৈবর্ত্ত। বলা বাহুল্য যে, [illegible] পাড়াই ক্ষুদিরামের পৈতৃক বাসস্থান।

লোকের কাছে এই পরিচয় এবং নিজের মনেও এইরূপ ধারণা,—উহাতেই [illegible] হাড়ে হাড়ে সংসারের উপর চটা। ক্ষুদিরাম মনে মনে করিতেন—"জন্মের [illegible] যদি এ বিষয়ে কিছুমাত্র হাত থাকিত, তাহা হইলে কৈবর্ত্ত-কুলে আমি [illegible] গ্রহণ করিতাম না। ভাল, আমি না হয় সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, [illegible] অন্যলোকেরও ত নিষেধ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিষেধ করিবে কে, [illegible] অন্যলোক আছে ? দেশের সকল বেটাই স্বার্থপর, সকল বেটাই [illegible]

এখন যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। বিদ্যা শিখিয়াও মাতা-পিতার উপর [illegible] রামের সাতিশয় রাগ;—মা এখনও মাছ খেয়ে, এই জন্য মাতার উপর রাগ, [illegible] পিতা কেন ধনসম্পত্তি রাখিয়া যায় নাই, এই বলিয়া পিতার উদ্দেশে রাগ। [illegible] থাকিলে জাতি ঢাকে; ক্ষুদিরামের পিতার দোষেই ত তাহা ঘটিতে পারে নাই। এ দিকে ব্যবসায়ে জাতি জাগাইয়া রাখে; ক্ষুদিরামের মাতা আজিও সে পক্ষে [illegible] সাধন করিতেছে।

কাজেই কি ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা? তবু সকল কারণ বলা হইল না। [illegible] মনে করিলেও বলা যায় না। "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"—এ কথা [illegible] কথার মধ্যে এক কথা। আসল কথা এই যে, ক্ষুদিরাম সংসারকে "দেখতে নারে।" তা, কারণ ভিন্ন যখন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এবং "দেখতে নারা" একটা কার্য্য, তখন ইহার কারণ অবশ্যই আছে। মোটামুটি দুই একটা কারণ সকলেই দেখিতে পায়, তেমনি দুই একটা কারণের উল্লেখ মাত্র করিলাম। খুঁটিয়ে সকল কারণগুলি বলিবার চেষ্টা করিলে লোকেও আমার উপর চটিয়া যাইবে। অতএব আর বাহুল্য না করাই ভাল। তবে যে এ কথাকটি বলা, সেও বাজে লোকের জন্য নহে। কার্য্য-কারণদর্শী বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতেরাই ইহার সারবত্তা বুঝিবেন।

যা হউক। ক্ষুদিরাম চটা বলিয়াই যে অহরহ লোককে জ্বালাতন করিয়া থাকেন, তাহা নহে। বরং তাঁহার ব্যবহার তদ্বিপরীত। প্রায়ই একটু মুচকি-হাসি না হাসিয়া ক্ষুদিরাম কাহারও সঙ্গে কোন কথাই আরম্ভ করেন না; যখন যে কথা বলেন, প্রায়ই তাহাতে সংসারের উপকার করিবার একটু ইসারা বা আভাস পাওয়া যায়; আর, সংসার যদিও তাঁহাকে তিক্ত বিরক্ত করিবার জন্য [illegible] যেন আগাগোড়া চলিয়াছে, চলিতেছে এবং চলিবে, বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়; তথাপি ক্ষুদিরাম যে সংসারকে কৃতজ্ঞতাসাগরের গভীরতম-প্রদেশে না ডুবাইয়া ছাড়িবেন না, ক্ষুদিরামের এরূপ অভি-প্রায়ের পরিচয় বরাবর পাওয়া গিয়াছে।

মানুষের তিন পর্দ্দা। এক পর্দ্দা মুখে, এক পর্দ্দা মনে, শেষ আর এক পর্দ্দা [illegible]। ক্ষুদিরামও মানুষ, সুতরাং ক্ষুদিরামেরও এই তিন পর্দ্দা। প্রথম পর্দ্দা, মুখে ক্ষুদিরাম সংসারের পরম বন্ধু। দ্বিতীয় পর্দ্দা, মনে ক্ষুদিরাম সংসারের মুরুব্বি। আর [illegible] পর্দ্দা, হাড়ে ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা।

নাহিলে, তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে অমন অজ্ঞাতকুলশীলা—কে জানে, কে চিনে?—কোথায় বাড়ী? কোন্ জাতি?—অমন একটা নরাধম স্ত্রীলোক—[illegible] আধ-বয়সী বলিলেই হয়—অমন একটা বাজে-মার্কা মেয়ে মানুষ,—যমালয়ের [illegible] ঝী বৈ ত নয়?—সেই ঝীর সঙ্গেও ক্ষুদিরাম কখনও [illegible] কড়া সুরে কথা [illegible] কেন?

কিন্তু যাঁর কথা এখন থাকুক। যথাকালে সে কথা ত বলিতেই হইবে, এখন অযথা বাস করা কেন? এখন বরং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পত্তন করি।

২। বড়ই বিরক্তিজনক।

"অ বৌ! বৌ! ও—বৌ!"

সাড়া শব্দ কিছুই নাই।

পুনর্ব্বার,—অবশ্য একটু অপেক্ষা করিয়া, কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা স্বর একটু চড়াইয়া—"অ বৌ! দুওরটা খুলে দিয়ে যাও তো!"

তবুও সাড়া শব্দ নাই।

তখন সেই বুড়া পুরুষ—যিনি ডাকাডাকি করিতেছেন,—তিনি যে বুড়া পুরুষ, ইহা বুদ্ধিমতী পাঠিকা অবশ্যই মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছেন। নহিলে, কিসের বুদ্ধিমতী? বিশেষতঃ আমার এ গ্রন্থ উপন্যাস বলিলেই হয়, সুতরাং যুবক যুবতী লইয়াই কারখানা। পোড়া-সংসারে দুঃখের অভাব নাই,—রোগে দেশ ছারখার, অন্নাভাবে সর্ব্বত্র হাহাকার, টেক্সর জ্বালায় লোকের টেকা ভার,—এমন অবস্থায় উপন্যাসেও যদি রূপ, যৌবন, সুখ, সম্পদ, আমোদ প্রমোদ না থাকিবে, তবে প্রত্যেক নর-নারী আত্মহত্যা না করিবে কেন?

কমলিনীর কোমল প্রাণ। কমলিনী, অর্থাৎ এখনকার সুশিক্ষিতা বাঙ্গালিনী রমণী। যে কালে গৃহকার্য্য ছিল, শিল খুড়ি, হাতা বেড়ি, সরা হাঁড়ি, রান্না বান্না, কুটনো বাটনা, এক কথায় ঘরকন্নার সকল ভারই মেয়েদের উপর ছিল, যে কালে শাশুড়ী ননদের মন যোগাইতে, কচি ছেলে মেয়ের দুধ খাওয়াইতে, ভাসুর দেবরের সেবা করিতে, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত, সে কালেও কুলকামিনীর কোমল প্রাণ। এত নিঠুর কঠোর কর্কশ ব্যবহারেও কামিনীর প্রাণ কঠিন করিতে পারে নাই। তবু তখন অভ্যাসের জ্বালায়, আগুনের আঁচ সহিত। এখন ত আর তাহাও নাই। এখন কেবলই কোমল,—কাল কাটে কিসে? তখন যদি এলাইত, মাথার বেণীই এলাইত। এখন, শরীর, মন, প্রাণ সবই এলাইয়া পড়িতেছে। এখন, শুধুই "দপি, ধর ধর!" এখন রোদ উঠিবে, জোর হইবে শুনিলে ভয় হয়, কমলিনীর গায়ে কাঁটা দেয়। আর এখন ভৈরবীও ভাল লাগে না,—চাই কেবল বেহাগের সোহাগ। কাঠের গাছ করিয়া আঙ্গুর রাখে, কিন্তু আঙ্গুর থাকে তুলার ভিতর। কঠোর সংসারেও কমলিনী আছেন, কিন্তু সে কেবল উপন্যাসের স্বর্গ-বিলাসে। সেই জন্যই ত উপন্যাস আগে একেবারেই ছিল না, এখন রাশি রাশি।

অতএব, নিশ্চয় বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি দ্বার খুলিবার [illegible]

ছিল, সে যুবা পুরুষ বটে। তাই বলিতেছিলাম যে, সাড়া শব্দ না পাইয়া [illegible]
পুরুষ রুদ্ধদ্বারের কড়া ধরিয়া খিট্ খিট খিটি খিটি করিতে আরম্ভ করিলেন [illegible]
সে কথা বলিতে না-বলিতে কৈফিয়ৎ দিতে হইল, কথারও অবতারণা হইয়া [illegible]
এইবার আবার বলি।

যুবা পুরুষ কড়া ধরিয়া খিটি খিটি শব্দ করিতেছেন, তথাপি কেহ উত্তর দিল না [illegible]
দ্বার ত খুলিলই না। "এমন বিপদেও মানুষে পড়ে?"

পথ দিয়া একটা ছোড়া যাইতেছিল। যুবার বিপদ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছিল
কি না, ভগবানই জানেন। কিন্তু সেই ছোড়া একটুখানি চলিয়া গিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া
ঠোঁটের কোণে ফিক্ করিয়া আধখানি হাসি হাসিয়া বলিল—

"বাড়ী ভুল হয় নি ত? না হয়, আর এক বাড়ী দেখলে হত না?"

ছোড়া চলিয়া গেল। যুবা পুরুষ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন কিনা, [illegible]
না, কিন্তু তাহার দিকে দৃক্পাত করিলেন না, ইহা শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি। [illegible]
ইহাও স্বীকার করি যে, যুবা পুরুষের মুখের ভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল; [illegible]
নিজের দক্ষিণ-ওষ্ঠপ্রান্তে স্পষ্ট দন্তাঘাত করিলেন, এবং সজোরে ঘন ঘন কড়ানাড়া
পূর্ব্বক, স্বর গম্ভীর করিয়া ডাকিলেন;—

"ঠাকুর! অ-ঠাকুর! কে আছ! দুয়ার খুলে দিয়ে যাও।"

সংসার নিস্তব্ধ। এইরূপই সংসারের রীতি। প্রয়োজনের সময়ে প্রায়ই কি[illegible]
পাওয়া যায় না। অবিরাম কান্নার উদয় হইতেছে, কিন্তু কান্না বন্ধ কোথায়, তা[illegible]
সন্ধানই হয় না। এই জন্যই ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ধৈর্য্যে সুখ না হউক, সান্ত্বনা
হইতে পারে। কিন্তু এ সব দর্শনশাস্ত্রের কথা। প্রিয় পাঠিক কমলিনীকে ত[illegible]
ভাল লাগিবে না।

শুধু কমলিনীকে ভাল লাগিবে না বলাও ভাল হইতেছে না। সেই যুবা পুরুষের[illegible]
ভাল লাগিতেছে না। তিনিও ক্রমে অধীর হইতেছেন, বিরক্ত হইতেছেন। [illegible]
বিরক্ত হইলে কি হইবে? ব্যস্ত হইলেই বা কি হইবে? সংসার যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি
নিস্তব্ধ।

সংসার নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্ন-আকাশে মরীচিমালী মার্ত্তণ্ডদেব নয়েন [illegible]
করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ। রৌদ্রে জগৎ ভাসিতেছে, ঝিল্লিক [illegible]
তবু সংসার নিস্তব্ধ। পথিক চলিতেছে, শিশু খেলিতেছে, গাড়ি ছুটিতেছে, [illegible]
খাটিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও [illegible]
মাথা কুটিতেছে, কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষোভের [illegible]
লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাজের অভাবে ব্যস্ত; কেহ বা [illegible]তেছে, কাহারও [illegible]
[illegible] লেনা-দেনা সবই হইতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। এই [illegible]

[illegible] শিরশয় পরসকার, মানব-গ্রীবার উপর সেই [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] হইতে পা-হইতে বিদ্যুৎ গতিতে সেই অশ্বধীন,—এ সব বর্ণন করা কি আমার [illegible]। বাস্তবিক, ছারপোকার যোড়া নাই, ছারপোকার তুলনা নাই, ছারপোকার [illegible] পাওয়া যায় না। বাঘ ভয়ানক জন্তু বটে, কিন্তু দূরে গভীর বনে বাস করে, [illegible] লোকালয়ে উপস্থিত হইলে, সমস্ত জনগণ সাধারণ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরস্পর সাহায্য করে, সকলের কাজ সকলে মিলিয়া সারিয়া লয়। কিন্তু ছারপোকা ? —সর্বনাশ ! স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিছানাতেই ছারপোকার বাস— শত্রুকে শিয়রে করিয়া শয়ন ; যখন তুমি নিশ্চিন্ত, তখনই তাহার দৌরাত্ম্য ; সভা-সমিতি কিম্বা সিপাই-সান্ত্রী হইতে সিকি পয়সার সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, উপায় নাই। এ কি কম কথা ? কিন্তু কম হউক, আর বেশী হউক, আমি নাচার। স্পষ্ট করিয়া জবাব দিতেছি, ছারপোকার সংগ্রাম, ছারপোকার কার্যকলাপ বর্ণন করিতে এখনও আমি সক্ষম হই নাই। বড় বড় ছারপোকা, মানুষের চামড়া গায়ে দিয়া সমাজ-শয্যায় উপদ্রব করিতেছে, আমিও তাহাদের উপর অনেক দিন ধরিয়া হাত মক্স করিতেছি, কিন্তু এখনও ছারপোকা ধরিতে সাহস হয় নাই। যাহাদের সহিত যুদ্ধে হারিলে ঘাড়ের রক্ত যায়, যাহাদিগকে যুদ্ধে হারাইলে লাভের মধ্যে হাতে গন্ধ হয়, সে ছারপোকা ত সহজ-জন্তু নহে। কাজেই কবুল করিতে হয় যে, আমি নাচার। তিন খানা তক্তপোষের কথা বলিতেছিলাম। ছারপোকার জ্বালায় কমলিনী সারা হইলেন, আমি সারা হইলাম, অথচ সেই তক্তপোষের কথা সারা হইল না। ছার-কথার ঐ ত দোষ।

তিন তক্তপোষে তিন বিছানা, তিনটিই অনন্তশয্যা। সে শয্যা কেহ কখন কাহাকেও তুলিতে দেখে নাই। চাদর এ-পিঠ ও-পিঠ, ফের আবার সেই পিঠ ফিরিয়াছে, কখন বা ধোবার বাড়ী পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু মূল বিছানা অচল, অটল। সেই তক্তপোষের চামড়ার মত তক্তপোষের গায়ে লাগিয়াই আছে।

আরও দুইটি শয্যার কথা বলিতে হইবে। যে ঘরে একখানি তক্তপোষ, সেই ঘরে শুধু মেঝেতে শপের উপর এক বিছানা রাত্রিকালে পড়ে, আবার ভোর হইতে না হইতে গা তুলিয়া পাট হইয়া দাওয়ার উপরে দিন কাটায়। আর সেই শপখানি [illegible] মানুষের মত জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া নীরবে নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, অথচ আবশ্যক হইলে ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়িয়া [illegible] বিস্তারপূর্বক বসিবার স্থান করিয়া দেয়। বাস্তবিক শপের স্বভাব এবং সতের স্বভাব একই প্রকার। উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া, নিজের [illegible] [illegible] স্থান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible]

দিতে হয়, তখন অকাতরে অদ্ভুত প্রশান্ততা দেখাইয়া স্বীয় পরিশ্রম কেমন সুন্দর ভাবে বাজাইয়া, কতই সহিষ্ণুতা সহকারে লোকহিতকার্যে লক্ষ্য পাতিয়া দেন। যেমন সতের কোলে, তেমনই খলের কোলে,—কত লোকই শীতল হয়। পরোপকার যাহার ধর্ম্ম, তিনি এইরূপে নীরবেই পরের উপকার করেন; আর পরোপকার যাহার ভাণ, পরোপকার যাহার ভণ্ডামির ভাণ্ড, সে কেবল মুখের বাচালতা করিয়া সংসারকে বঞ্চিত করে, আপনিও বঞ্চিত হয়।

আর এক বিছানা সেই বারান্দাওয়ালা দক্ষিণদ্বারী ঘরে। পৌনে দু-হাত পরিসর পালঙ্কে নারিকেল-ছোবড়ার গদির উপর রচিত,—সে বিছানার বর্ণন করা আমার মতে রুচিবিরুদ্ধ। সে বিছানার দামটা কিছু বেশী, কেননা সে বিছানায় পাতি [illegible] কিছু শুভদৃষ্টি, কেননা—এই রকম কেননা কেন-না করিয়া ক্রমে কত জনে কত কথার তুলিতে পারে; হয়ত সেটা হাসিতে কাহারো বাহির হইতে পারে। তাই বলি, সে বিছানার বর্ণন না করাই ভাল। বিছানা ভাল, সে ভাল; যাহাকে শুইতে হয়, কিম্বা যে শুইতে পায়, তাহারই ভাল; তাহাতে তোমারই বা কি, আর আমরাই বা কি?

এই খাটের পাশেই একটী ছোট্ট সরাইজ টেবিল। টেবিলের সম্মুখে একখানা বসিবার আর একখানা হাত-পা ছড়াইবার—এই দুইখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে বই-টই থাকে, সেই সঙ্গে সাড়ে দশ আনা দামের এক চিরুণী, পাঁচ আনার এক বুরুশ আর সাতপয়সার এক টিকলী থাকে। টেবিলের দেরাজের ভিতর কি আছে, না আছে জানি না, তবে স্ত্রী একদিন বোবাজারে কাপড় কিনিতে গিয়া সরকারের বাড়ীর স্ত্রীকে এক যোড়া আশ্চর্য্য ও বহুমূল্য তাসের কথা বলিয়াছিল; ইহা আমাদের পাড়ায় সকলেই শোনা। চক্ষে কখনও সে তাস দেখি নাই; যে তাসে কখনও খেলাও করে নাই, সে তাসের কি যে আশ্চর্য্য, আর কেনই যে বেশি দাম, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? যাহা জানি তাহা বলিলাম, কমলিনীর যদি বেশি কিছু জানা থাকে, খুলিয়া বলুন; কিন্তু এ তাসের ভাবনায় মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আমি দেখি না।

সুতরাং এই বাড়ীতে সাত জন লোকের বাস। এক খাট, তিন তক্তপোষ, মেজেতে এক বিছানা—এই পঞ্চ-শয্যার সমাচার দিয়াছি, অতএব ইহাদের দরুণ পাঁচ জনকে পাওয়া গেল, ইহার উপর স্ত্রী আছেন, আর বামুন ঠাকুরও আছে। "সুতরাং" বলাতে দোষ হইল কি?

আমার চৌদ্দপুরুষের জলপিণ্ড-লোপ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, কমলিনী বিদ্যাবতী হইয়াছেন; সুতরাং বাড়ীর, বিছানার এবং বাক্সের বর্ণনায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। সোজাসুজি কান্ত-কান্তার কোমল কথোপকথনে কর্ণের

সুখ-সম্পাদন করিবেন, ইহাই কমলিনীর কামনা; কিন্তু আমি করি কি? যুবা পুরুষ যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সে বাড়ীর কথা না বলিলে আমার যে চলে না।

৪।—"গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

যুবা পুরুষ বরাবর উপরে গিয়া সেই দক্ষিণদ্বারী ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র ঝী একটা পান হাতে করিয়া, খিলি করিতে করিতে বারান্দায় আসিল; আসিয়া, পানের খিলি গালে পূরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সেই যুবা পুরুষ ক্ষুদিরাম নহেন। তিনি ক্ষুদিরামের পরমবন্ধু শ্রীমান্ বাবু ভুসী-ভোজন রায়, ওরফে ভুসো বাবু। আমার বিস্তর সন্ধান, তাই আমি ভুসী বাবুর উপাধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি; কিন্তু লোকে তাঁহাকে ভুসী বাবু বলিয়াই জানে। তিনি রায়, কি মজুমদার, কি বন্দ্যোপাধ্যায়, কি ঘোষ, কি জোলা, কি মুচী—লোকে তাহা জানে না, জানিতে ইচ্ছাও করে না। যে সভ্যতা বিলাত হইতে খাস আমদানিতে আসিয়াছে, সে সভ্যতার আইন অনুসারে জাতিকুলের তত্ত্ব লওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ। সেই জন্য লোকসমাজে ভুসী বাবু বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় হয়।

শুধু পরিচয়ই বা কেন? নামের কিনারে বাবু জুড়িয়া দিলে সকল কাজও চলিয়া যায়। জলযোগে ত কথাই নাই, পংক্তি-ভোজনেও কেহ প্রশ্ন করে না। আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, সবই যদি চলে, তাহা হইলে উপাধির উপসর্গ মিছামিছি কেন লোকে বহিয়া মরিবে? যদি বল বিবাহ,—তাহাও বোধ হয় বড় একটা বাধে না। কলিকাতার কীর্ত্তি-কারখানা কাহারই বা জানা নাই? অতএব বাবুতেই বস্।

বাবু সেকালেও ছিল, কিন্তু এমন ছিল না, এত বেশীও ছিল না। তখন একটা পরগণা খুঁজিয়া এক ঘরে বেশী বাবু মেলা ভার হইত। বাবুগিরির খরচও ছিল। অতিথি-অভ্যাগতের আশ্রয়, ব্রাহ্মণ সজ্জনের সম্মানকর্ত্তা, দীন-দুঃখীর অন্নদাতা, দাস-দাসীর প্রতিপালক, লোকসমাজের পরিচালক—এ সব না হইলে আর বাবু হইত না। কিন্তু এখনকার দিনে বাবু হইতেও যেমন সুবিধা, হইলেও তেমনি সুবিধা; যাহার পাটকরা চুল, পাটভাঙ্গা জামা, আর পায়ে বুটজুতা, সে ত এখন পাঁচশো নম্বরের বাবু। জাতি লুকাইবার প্রয়োজন থাকিলে, পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ হইলে—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা—বাবু হওয়া। বাপ পিতামহ চাই না, স্ত্রী ঘর চাই না, বাস্তু-ভিটা চাই না, বার তিথি চাই না, আচার বিচার চাই না।

হয়। যে আকাশে অমা, সেই আকাশেই পূর্ণ-চন্দ্রমা। শিশির কাটিয়া গেলে, বসন্ত আপনি আসে—কেহ তাহাকে ডাকিতে যায় না। তখন, মলয়ানিল আপনি বয়, আপনি মুকুল দেখা দেয়, আপনি অলি আকুল হয়। তখন আপনি কোকিল কুহু কুহু, আপনি পরাণ হুহু করে, আপনি আঁখিতে লহু ঝরে।

হাঁ, লহুই ঝরে। কিন্তু ঝরিবে কি তোমার? না, ঝরিবে আমার? যাহার ঝরে, তাহারই ঝরে। মনে যেন থাকে যে, আমি এখন কবিত্ব করিতেছিলাম। তোমার আমার মতন শুকনো আমড়া গাছে কেবল কাঠ-ঠোকরাতেই বাসা করে, তাহা আমি জানি,—এতে কোকিলও বসে না, কবিতাও আসে না, তাহাও জানি। কিন্তু তোমাতে আমাতেই কি জগৎ? শীত বর্ষাতেই কি বৎসর?—না, কমলিনি! বড় সময়েই বড় কথাবড়া দিলে? ঠা-ডুনের মিঠা হাতটুকু কেবল আসি-আসি করিতেছিল;—এমন সময়ে এই কাজ? ছিঃ! প্রাণটা বড় চটিয়া গেল

গেল গেলই। সাদা কথায় সাধ মিটাইতে কেহ ত বাধা দিতে পারিবে না; নাক শিটকাও কেন? তোমার রুচিতে না কি শুচি-বাই ধরিয়াছে, তাই তুমি ভাষার চাটনিতে চটিয়া যাও। এ দিকে সর্ব্বগ্রাসে যে সর্ব্বনাশ,—সেটা কেন একবার ভাব না? সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, এই যে উদয়াস্ত আর অস্তোদয় "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" বলিয়া তোমার বৈরাগীর ঝুলি খুলিয়াই রাখিয়াছ—ইহা কি তোমার মনে হয় না? দোষ নাই তোমার হাড়কালিকরা রসে, আর যত দোষ কি আমার এই রসনার রসে?

তাই হউক। কিন্তু চট কেন? সত্য সত্যই কিছু শ্রীমান্ ভুসীভোজন এবং শ্রীমতী নেস্তারের বাড়ী লাগে ফুটে নাই, গাছেও ফুটে নাই, আলও জুটে নাই। সে সব কিছুই হয় নাই। তবে হইতে এই দেখা যে, তাঁহারা যখন ঘরকন্না পাতিলেন, তখন কিছুদিন পরে কাজে কাজেই পাড়া-পড়সীর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল, পাড়ায় পাড়ায় তাঁহাদের সংসারের কথা ঘোষিল, সহস্র জনে জানিল, দশ জনে মানিল, দুজন বা চিনিল। ক্রমে শ্রীমান এবং শ্রীমতী উভয়েরই পুরুষপল্লীতে প্রবল পসার, মহিলা-মহলে মস্ত মান দাঁড়াইয়া গেল।

যে বাড়ীতে ইঁহারা থাকেন, তাহার নাম হইল "প্রেমনিকেতন"—প্রচার-কার্য্যের প্রকাণ্ড কেন্দ্র। এমন অবস্থায় শ্রীমতীর তার শ্রীমানকে, শ্রীমানের তার শ্রীমতীকে বহিতে হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। উভয়েই স্বাধীন,—কেহই কাহারও অধীন নহে। যাহার যেদিন যেমন মন, তাহার সে দিন তেমনই রঙ্গ। কেননা, উভয়েই আপ-খোরাকী, আপ-পোষাকী, আপনভাবে আপনি ভোগে স্বচ্ছন্দ আছিতে, কিন্তু অপরকে দিতে, উভয়ের উপায় আপন আপন।

এক গাছে দুটী পাখী; তাহার একটী পাখী গাছের ফল খায়; অন্য পাখী

পঁয়ত্রিশ, একদিন পঁচিশ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সেও অধিক দিনের কথা [illegible] বড়জোর কুড়ি বাইশ দিন হইল, ভুসীবাবুর সঙ্গে ক্ষুদিরামের ঘোর তর্ক উপস্থিত [illegible] —স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম লইয়া তর্ক। ঝীও স্ত্রীলোক, সুতরাং প্রসঙ্গাধীন, ঝীর [illegible] কথাও আপনা-আপনি উঠিল। ভুসী বাবু দু-পাটি দাঁত সুস্পষ্ট বিকাশ করিয়া, [illegible] মাখা মুখের ভিতর হইতে নিঃশব্দ সরল হাসি হাসিয়া, বলিলেন—

"ত্রিশের কম কখনই নয়।"

ক্ষুদিরামের চোখের কোণ কুঁচকে গেল। দক্ষিণ-হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, ক্ষুদিরাম বলিলেন—

"পঁচিশের নীচে, তবু উপরে না।"

তখন [illegible] ভুসীবাবু চসমা খুলিলেন। বাম-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যে চসমার বাম দিকের সেই সূক্ষ্ম-পাদস-শলাকার সন্ধিস্থান সন্তর্পণে ধারণপূর্ব্বক স্বীয় নাসাদণ্ড হইতে চসমাকে উত্তোলন করিয়া, দক্ষিণ-হস্তের সাহায্যে অঙ্গ-রক্ষার নিভৃত কক্ষ হইতে রুমাল আবিষ্কার করত, সেই রুমালের দ্বারা চসমার কাচ-ঘর্ষণে মনো-নিবেশ করিলেন। কাচ-ঘর্ষণ-প্রকরণ সমাপনানন্তর চসমাকে পুনশ্চ নাসাদণ্ডে স্থাপন করিলেন, তদনন্তর, জগতের সমস্ত জ্যোতিঃ এক চুমুকে পান করিবার মত নেত্রদ্বয় বিস্ফারণপুরঃসর নেত্রদ্বয়ের আয়তন যথাসাধ্য বর্দ্ধিত করিয়া গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, চসমার কাচভেদী দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে সংন্যস্ত করিয়া, স্বীয় উদার স্কন্ধদেশোপরি বাহুদ্বয়ের বন্ধন করিয়া, শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অচল অটলভাবে স্বীয় নাসাদণ্ড ক্ষুদিরামের নাসাদণ্ডের উপর [illegible]-সদৃশ্ক-রূপে * ক্ষুদিরামের সম্মুখীন করিয়া কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন। পুনরপি সেই নাসাদণ্ডের—

রও। সোজা কথায়,—যেমন কথায় বলিলে মানুষে বুঝিতে পারে, তেমন কথায় বলিতে কোন দোষ আছে কি? না কি, এমনই জটিলভাব, এতই গূঢ় গম্ভীর অভিপ্রায় যে, সোজা করিয়া বলিবার যো নাই?

দোষও নাই, যোও আছে। কিন্তু সবই যদি সোজা কথায় বলিতে হইবে, তবে তোমারই বা গ্রন্থ লেখায় কাজ কি?

বড়-লোকেই বলিয়াছে যে, মনের ভাব লুকাইবার নিমিত্তই মানুষে কথা কয়। তত-বড়লোক হই না হই, আমিও বড়-লোক বটে। সেই জন্য, মনের ভাব একেবারে

---

* ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের একাদশ অধ্যায় এবং প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ [illegible] [illegible] অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই [illegible] বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না। [illegible] আমি অন্যায়ের জন্য দায়ী হইব না।

অবশ্যই হয়। ঝী একটু যত্ন করিত, একটু মাজা-ঘসা করিত, কাজেই ঝীর চেহারাও দুর্দশায় পড়িতে পারে নাই।

এমন ঝী যখন পান চিবাইতে চিবাইতে নীচে আসিল, তখন বামুনঠাকুর চটিয়া লাল।

৫। ইতিহাস ও বিজ্ঞান। কোথাকার জল কোথায় মরে?

ঝীর উপর আজি যে এই সর্ব্বপ্রথমে হঠাৎ বামুনঠাকুর চটিলেন, তাহা নহে।

অনুরাগ-বিরাগের সূত্রপাত "শুভ-দৃষ্টিতেই" হইয়া থাকে। জ্বলিয়া উঠিতে যত কাল যাইবে যাউক, আগুন লাগে, তাহার অনেক আগে। এ ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিন মাসের উপর হইল, ঝী এ বাসায় আসিয়াছে। সেই অবধি আসা। প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই বামুনঠাকুর বিরক্ত।

বসন-ভূষণে সাজ-সজ্জায় ঝী বেশ ফিমফাম, ফিটফাট; বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝী সাদা কাপড় পরে না, চওড়া কালা-পাড়ের প্রতি ঝীর বিশেষ আসক্তি, —বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝীর হাতে সোণার বালা, বাহুতে সোণার তাগা, গলায় সোণার দানা,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝী একটু হেলে দুলে চলে, নাকি-টেনে কথা কয়, তালে বেতালে মুচকে হাসে,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। বামুনঠাকুর নিজেও অসভ্য কি না,

রাণীগঞ্জের দেশে বাড়ী, পল-কাটা মাথায় ঘুঁটের মত টীকী, গোঁফ-দাড়ী কামানো, বেশী নয় বেশি বয়স, খাটো কাপড় পরে, গামছা পরিয়া "শৌচে" যায়, বার বার হাতে পায়ে মাটী দেয়, রোজ দুবার স্নান করে, সকাল-সন্ধ্যা আহ্নিক জপ-তপ করে, পৃথক্ হাঁড়িতে রেঁধে খায়, হাই উঠিলে হরি বলে, হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা মানে, সকলের শেষে শোয়, রাত থাকতে উঠে,—যে বামুনঠাকুরের এত উপসর্গ, সে ত অসভ্য হইবেই।

কমলিনী মনে করিতেছেন, এমন বামুনঠাকুরকে রাখে কেন? পাপ বিদায় করিয়া দিলেইত হয়! হয় বটে, কিন্তু সংসার বড় কুপণী-স্থান, ষোল-আনা মনের মত কিছুই যে এখানে হয় না। ট্রাম-গাড়ীতেও টিকিট চায়, ইলিশ মাছেও কাঁটা হয়, স্বামীও আফিসে যায়, শাশুড়ী অবশ্য হয় (তাহাতে রন্ধনের ব্যাঘাত),—সংসারের দুঃখের কথা কও কেন, কমলিনি!

এমন যে অসভ্য বামুনঠাকুর, কিন্তু খরচার [illegible] খুব কম, অথচ খাটুনি বড় খাটাইতে পার। অধিকন্তু ঝী যে-সামগ্রী দু-পয়সায় আনে, বামুনঠাকুর তাহা আনিয়া দেয়, এক পয়সায়। ইতিহাসটা বলিলেই ইহার হেতু বুঝিতে পারিবে।

উপর-তলার একটা কুঠরীতে শুধু মেঝের উপর মাদুরে [illegible]

সে বিছানা দিনের বেলা দাওয়ার উপর তুলিয়া রাখা হয়, মাদুরখানা গুটাইয়া কোণে ঠেকান থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই বিছানা একটি বালকের। যে গ্রামে বামুনঠাকুরের বাস, সেই গ্রামে সে বালকেরও বাস।

বামুনঠাকুরেরা দুই সহোদর, বামুনঠাকুরই জ্যেষ্ঠ। বিঘা দশ বারো লক্ষ্মীছাড়া লাখেরাজ আছে বটে, কিন্তু তাহার উপরেও উপসর্গ, পৈতৃক দুর্গোৎসব, এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনের নিত্যসেবা। কাজেই জমার-জমী চালের উপরেই প্রধান নির্ভর। তবে, বাড়ীতে খাইবার লোক বেশি নয়, সুতরাং খরচও কম। দুই সহোদর, এক মা, এক বিধবা পিসী—পিসী বিধবা না হইলেও বাস্তবের জ্ঞানে মধ্যেই পরিগণিত, কেননা, বামুনঠাকুরের পিসে মহাশয় এই পিসীর পাণিগ্রহণ করিয়াই স্বকৃত-ভঙ্গ হইয়াছিলেন,—আর এক কৃষাণ, পরিবারে এই পাঁচটি মাত্র লোক; কৃষাণ, জাতিতে বাগ্দি, কিন্তু সম্পর্কে বামুনঠাকুরের ভাইপো, নহিলে তাঁহাকে বড়-খুড়-ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন?—

কৃষাণকেও পরিবারের মধ্যে ধরিয়াছি, তাই বলিয়া হাসিয়া পাগল হইলে যে, কমলিনি! সে কি তোমার আমার মতন সভ্য লোকের পরিবার?—তা নয়। তোমার আমার পরিবার—এক-মেব-দ্বিতীয়ং—রদ-বদল বাহাল বরখাস্ত থাকিলেও, জগতে একটি মাত্র, তাহা আমি জানি। দাস-দাসী, মা মাসী থাকিলেও থাকিতে পারে, খাউক, পরুক, তাহাদের দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি তাহারা পরিবারভুক্ত নহে, তাহা জানি। যিনি গৃহিণী, যাঁহার জন্য সংসার, যিনি ইহকাল, পরকাল, সকাল বিকাল, সর্ব্বকালের মহাকাল তিনিই একমাত্র পরিবার তাহা জানি। যাঁহার জন্য আমি জন্মের গোলাম, যিনি কাছে থাকিলে আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহার কৃপাবলে সেকরা আমার মবলগ নিত্য দেয়, যাঁহার জন্য বাঙ্গালা-সংবাদপত্রেরও মূল্য চায়, যাঁহাকে বিধবা-বিবাহের গোড়া জানিয়া আমি প্রাণপণে জীবন ধারণ করি, তিনিই যে আমার পরিবার, আর কেহ পরিবার নয়, পরিবার হইতেও পারে না,—তাহা আমি জানি। বোলের যেমন পাখোয়াজ, ভিয়ের যেমন তবলা-বাঁয়া—তোমায় আমায় যে পরিবার, তা এমনি জিনিস। কিন্তু আমরা যে সভ্য, বামুনঠাকুরেরা যে অসভ্য!

কথায় কথায় কোথায় গিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু করি কি? আমার কলম যে কমলিনীর বশে।

বলিতেছিলাম যে, কৃষাণ-সমেত বামুনঠাকুরদের পরিবারে পাঁচটি লোক, কিন্তু খরচ কম, কাজেই কষ্ট ছিল না। দুঃখের দিক—বামুনঠাকুরেরা বংশজ-ব্রাহ্মণ, আর বড় বিপদ, শুধু বিবাহের জন্য না, পিসী দুজনেই বরাবর দুটি ভাইয়ের বিবাহের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতা কিছুতেই কাটিল না; ব্যাকুল অবস্থাতেই [illegible] তাঁহাদের ৺প্রাপ্তি হইল। [illegible] লাভের মধ্যে, তাঁহাদের [illegible]

করিতে বামুনঠাকুরদের যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল।

কিছুকাল গতে বামুনঠাকুর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষার উপায় করা উচিত; পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড লোপ করা কোন মতেই কর্তব্য নহে। কিন্তু দু-জনের বিবাহ করিতে হইলে ব্যয়-বাহুল্য হয়, সঙ্গতিতে কুলায় না। কাজেই কনিষ্ঠকেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কনিষ্ঠও দাদার ভাই, দাদাকেই অগ্রে বিবাহ করিতে বলিলেন। বলিলেন—"আমার বিয়ের তরে কিসের ব্যস্ত। তোমাকে থাকতে আমাকে বিয়ে করা মানাবেক্ ক্যানে দাদা? লোকেই বা বোল্‌বেক কি?"

বামুনঠাকুর কিন্তু এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন না। বরং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমাকে চাইতে তোর বড় বেশী বুদ্ধি হয়েছে, বটে! তোকে বিয়ে মানাবেক্ নাই, আর আমাকেই মানাবেক্। লোকে যে বলে শঙ্খ খুলে মাথায় পাগ—তু আমাকে সেইটো শিক্ষা করাইতে আইচিস্ হ।"

কনিষ্ঠ আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না, মৌনী হইয়া রহিলেন। বামুনঠাকুরও রাগভরেই উঠিয়া গিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী কনিষ্ঠের অবাধ্যতা দোষের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কোথায়ও বলেন—"জানো না হে, উ অন্ধকারের যাজা টাবো। কখুনো কারু ভালো কথাটি শুনবেক্ নাইকো।" কাহাকেও বলেন—"বাপ ক্যানে হোক, হক কথা বল্‌বে। উটো মুরুখ হইচে, জ্যাঠ দাদার কথা রাখ্‌বেক ক্যানে হে? পৈত্রিক কিয়ে-কাণ্ড সগুলি উয়াতে হোৎকে রহিত হবেক কি না।" কখন বলেন,—"বিবে যদি না কচ্ছে ত আমারও এই হোৎকে শোলবোল ঘরকেও যাবো নাই, খেলেক্ কি না খেলেক্ সিও সুধাবো নাই, কিসকের ঘর, কিসকের দুয়ার হে।"

এই ভাবে ছ-সাত নয়-মাস কাটিয়া যায়। বামুনঠাকুর রাঁধেন বাড়েন, আপনি এক-মুঠা খান, ভাইকে খাইতে দেন, অনেক দিন খাইতে দেন, কিন্তু ভাল করিয়া কনিষ্ঠের সঙ্গে কথা কহেন না। কনিষ্ঠও ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই ভঙ্গ হইবে না, গ্রামের লোকেও তাঁহাকে সেই ভাবে বুঝাইল। তখন অগত্যা তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন; কিন্তু দাদাকে তাহা বলিতে পারিলেন না, অন্যান্য লোকের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

সম্মতির সমাচার পাইয়া বামুনঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। সকলের সমীপে সাহোদরের যশোগান করেন, আর কথা কহিবার সময়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন। বলেন—এতটুকু হোৎকে উ আমার রাম-লোক্ষণ ভাই বটে। কখন থেকে আমার আকটী কথা ঠেলে নাই। সিটী বোল্‌লো এক্ষুনি সিটী কোরবেক্, তবে জলগ্রহণ।" ইত্যাদি।

ক্রমে পাত্রীর সন্ধান হইল, অর্থ সংগ্রহ হইল, কনিষ্ঠের বিবাহ হইল; বামুনঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ-দেহে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। পুত্রের জন্য অপূর্ব পরিশ্রম করেন, কিন্তু তাহাতে খেদ নিবৃত্তি হয় না। পাড়া-প্রতিবেশীর যখন যেখানে যেমন কাজ পড়ুক না কেন, বামুনঠাকুরের বিশালবক্ষ, [illegible] এবং পবন-গতি পাদদ্বয় সেইখানেই উপস্থিত। কাহারও পীড়া হইলে কেবল পাচন সংগ্রহ করিয়া বামুনঠাকুরের পরিতোষ হয় না, স্বহস্তে পথ্য পাক না করিয়া দিয়া ছাড়েন না। কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে, বাজার করা অবধি পাত ফেলা পর্য্যন্ত বামুনঠাকুরের বিরাম নাই। কাহারও লোকবল নাই, বাটীতে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক আছেন, বামুনঠাকুরের শয়ন তাহারই "দরজায়,"—কি জানি যদি রাত্রিকালেই ধাত্রী ডাকিতে হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে হইবে, বামুনঠাকুর সেখানে অগ্রণী। এই সকল বিষয়ে বামুনঠাকুরের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, ঝড়-বৃষ্টি বোধ নাই, দিবা-রাত্রির ভেদ নাই। ইহাতেই বামুনঠাকুরের সদানন্দ।

এই সময়ে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের গৃহ শূন্য হইল। তখন স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না, স্ত্রীশিক্ষা ছিল না, ঠাকুরাণীরা বিলাতী মোহন-বাঁশী বাজাইতেন না, খেমটাওয়ালীরাই খেমটা নাচিত, বাইজীরাই গান গাইত,—তথাপি, তখন, সেই বর্ব্বরতার যখন পূর্ণ-প্রভাব, তখনও পত্নীবিয়োগে "গৃহশূন্য" হইত। পাগলের প্রলাপ! ইহাও কি হইতে পারে? সর্ব্বসাধারণ জনগণ-সমীপে আমি সানুনয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, আমি এবং কমলিনী, আমরা উভয়ে—অর্থাৎ সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য সমগ্র জগৎ—এ কথায় বিশ্বাস করিতে অক্ষম। সেকালে স্ত্রীলোক ছিল কি না, আদৌ ইহাই সন্দেহের স্থল। সন্তানাদি প্রসবের কল ছিল, ইহা মানি; কিন্তু তাহাকে স্ত্রীলোক বলে না, অন্ততঃ বলা উচিত হয় না।

স্ত্রীলোক কি, জান? সে তোমার বেদে নাই, পুরাণে নাই, তন্ত্রে নাই, স্মৃতিতে নাই, দর্শনে নাই, কোথাও নাই। অধিক কি, বোধোদয় যে বোধোদয়, তাহাতেও নাই। স্ত্রীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উদ্ভিদ্ নহে,—তিন প্রকারের পদার্থের কোন পদার্থই নহে। স্ত্রীলোক, অপদার্থ। স্ত্রীলোক পৃথিবীতে হয় না, কেবল আকাশে ফোটে। এক যুগ, অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর মাত্র, স্ত্রীলোকের পরমায়ু; সম্প্রতি চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্ত্রীলোকের উদয়, পঁচিশ পার হইতে না হইতে [illegible]; কিছুকাল গোধূলি থাকে বটে, কিন্তু তাহা গোহাল হইতে গোষ্ঠে যাইবার, [illegible] হইতে গোহালে ফিরিবার জন্য। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে শব্দ হয় না, কেবল [illegible] হয়; চোখে দৃষ্টি হয় না, কেবল কটাক্ষ হয়; রসনায় রস জন্মে না, অধরে সুধা; অধরে হাসি নাই, কেবল বিজলি; নাসায় নিশ্বাস নাই, কেবল [illegible]; ঐ যে [illegible] [illegible] [illegible] নহে, [illegible] [illegible] ফাঁকিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পিতা বামুনঠাকুরকে বুড়া বলিতেন, সেই সময়ে বামুনঠাকুর এ ছেলেকে দাদা বলিতে. কাজেকাজেই রামরেণুও বামুনঠাকুরকে "দাদাই" বলিত। ক্রমে রামরেণুর বিদ্যারম্ভ হইল, উপনয়ন হইল, বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতে লাগিল, বামুনঠাকুরের ব্যয়ে। ক্রমে এল্ এ, পড়িবার জন্য রামরেণুকে কলিকাতায় আসিতে হইল, অগত্যা সেই সূত্রে বামুনঠাকুরও আসিলেন। রামরেণুর পড়াশুনাও হয়, চাল-চলনও না বিগড়ায়।

রামরেণুর বিদ্যাশিক্ষাও বিনা-ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়, ইহাই বামুনঠাকুরের সঙ্কল্প। বামুন-ঠাকুরের বেতনের তত প্রয়োজন নাই, যাহা পান, তাহাতেই পরিতুষ্ট; কেননা, যাহা পান, তাহাই থাকে, তাহাতেই আবার নিজ বাটীর দুর্গোৎসবের, শালগ্রামের নিত্য-সেবার, কথঞ্চিৎ সাহায্য হয়। যত্ন-সন্ধান করিয়া বামুনঠাকুর এক বৎসর হইল ক্ষুদি-রামের এই আড্ডার আবিষ্কার করেন। ক্ষুদিরাম তখনও বি, এ, পাস্ দেন নাই। রামরেণুর ঘর ভাড়া লাগিবে না, আবশ্যক মত পড়া বলিয়া লইবার সাহায্য হইবে, ইহাতেই বামুনঠাকুর মাসিক দেড় টাকা বেতন এবং খোরাক-পোষাক পাইবার সর্ত্তে, এই বাসায় বামুনঠাকুর হইলেন।

ঘোরতর অসভ্য হইলেও, এমন সুবিধার বামুনঠাকুর সর্ব্বদা মিলে না। বুঝিলে কমলিনি! কেন এ বামুনঠাকুরকে রাখিতে হয়? কেন এ পাপ বিদায় করায় লাভ নাই?

আচ্ছা, কমলিনি! তুমি ত বামুনঠাকুরকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে; এখন এত কৈফিয়তের পর-একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি কি এইবার জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি পাইতে পারি যে, কিজন্য বামুনঠাকুরের বিরাগ-বর্দ্ধিনী সেই ঝী-সুন্দরীকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় না?

ঝী যখন এ বাসায় প্রথম পায়ের-ধুলা দেন, বামুনঠাকুর ত তৎক্ষণাৎ তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

"তোরা কুন্ জাত বটিস?"

বামুনঠাকুরের বাঁকা কথা শুনিয়া, ঝী হাসি রাখিতে পারিল না। এক ঝলক হাসিয়া, ঝী বলিল—"কেন? কায়েস্ত।"

"তোর বাপের ঘর কুথা বটে।"

"মেদনীপুর।" (আর সেই হাসি।)

"তোর শ্বশুরঘর কুন্ গাঁ বটে?"

ঝী এবার উত্তর দিতে পারিল না; আঁচলের আধখানা মুখের ভিতর পুরিয়া, ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়া-দুলিয়া খল্ খল্ হাসিতে লাগিল, আর যেন এলাইয়া "কে মরে" "কে মরে" গোছ হইল।

বামুনঠাকুর পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন—"তু কারসাথে হেতা আইছিস? কোন্ বাড়াকে আইছিস্ কবে?"

ঝীর দম্ আটকাইবার আয়োজন হইল।

"ও মাঃ। গেলুম। যাই কোতা মা ? পেটে ব্যথা, ধোরে গেল যে ? ও মা—

এমন সময় উপরের বারান্দা হইতে ক্ষুদিরাম যেন উঁকি মারিলেন। ঝীর কিছু উর্দ্ধ নজর, অমনি তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন মুখের কাপড় খুলিয়া, পরণের কাপড় একটু সারিয়া সুরিয়া পরিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—

"হ্যাগা বাবু, আমায় রাখবে না আমি যাব ?" সঙ্গে সঙ্গে একটু মুচকি মোহন-হাসিও হাসিল।

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"যাবে কেন ? একটু তামাক সেজে নিয়ে এস, দেখি।"

ঝী তামাক সাজিতে উদ্যত হইল। বামুনঠাকুর তাহাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না ; কেবল আপন মনে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "মাগীত ছিনেরপারা দেখ্‌ছি বটে।"

এ আজ কিছু উপ[illegible] তিন মাসের কথা।

ঝী রহিয়া গেল, কিন্তু সে যে "কায়েস্ত" বামুনঠাকুর তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বামুনঠাকুর বর্ব্বর কি না ? তাঁহার অবিশ্বাসের [illegible], ক্ষতি হইতে [illegible] ক্ষতি হইল, গৃহস্থের কোন ক্ষতি হইল না। ঝীর ত বরং লাভই হইল।

বামুনঠাকুর রন্ধনে, পানে, ঝীর জল গ্রহণ করেন না, ঝীকে বাটনা [illegible] তে দেন না, নিজে উনন ধরান, হাট-বাজারও প্রায় করেন ; ঝীর ধোয়া বাসন পর্য্যন্ত আবার জল দিয়া লন—ইহাতে ঝীর লোকসান কি ? ঝী বাসন মাজে, তামাক সাজে, সময়ে বাজার করে—এই মাত্র। বামুনঠাকুরই ত বোকা, ঝী সেয়ানা।

ঝীকে তাড়াইতেই যদি বামুনঠাকুরের ইচ্ছা, তাহা হইলে তামাক সাজা, আর বাসন মাজা—এই দুইটা কাজ স্বহস্তে লইলেই ত হয় ? তাহাতে বামুনঠাকুর অসম্মত ; উচ্ছিষ্টপাত্রস্পর্শের ত কথাই নাই। বামুনঠাকুর কাহারও হুঁকা ছোন না, কাহাকেও তামাক সাজিয়া দেন না এবং জুতা পায়ে দিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে কাহাকেও দেন না। কাজে কাজেই ঝী নাহিলেও চলে না।

তবে এ ঝী, না হয় অন্য ঝী। তা, এ ঝী নাকি খোদ ক্ষুদিরামের আনা ; আর পাঁচ জনের বাসা হইলেও, ক্ষুদিরামই এক-প্রকার বাসার কর্ত্তা, তখন এ ঝীকে বিদায় করাই বা কি প্রকারে হইতে পারে ? বুঝিলাম।

বুঝিলাম যে, কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোথাকার ক্ষুদিরাম, কোথাকার ঝী, কোথাকার বামুনঠাকুর, কোথাকার রামরেণু, [illegible]ন করিয়া, পরস্পরে আবদ্ধ হইয়া, একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, এতক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম।

কিন্তু ক্ষুদিরাম কেমন করিয়া, কি সূত্রে, কোথায় এ ঝীকে পাইল, তাহা ত এখনও জানা গেল না।

কি উৎপাত। সকল কথাই কি একেবারে এক নিমিষেই জানিতে হইবে?

কি জানা যায়? না, জানিলেই বলা যায়? একটু ধৈর্য্য ধর না।

এ দিকে, ঝী পান চিবাইতে চিবাইতে নামিয়া আসিলে পর, তাঁহাকে দেখিয়া

বামুনঠাকুর যে চটিয়া লাল হইয়াছেন, তাহা মনে আছে কি? সেই কথাটাই আজ

হউক না?

৬। বিবাদের পর বনপর্ব্ব।

ঝীকে দেখিয়া বামুনঠাকুর বলিলেন—“উপরেই আছিলিস্ তু?”

প্রথম প্রথম, বামুনঠাকুরের কথা কাণে পড়িবামাত্র ঝীর কাণে যে সুড় সুড়ি

লাগিত,—অর্থাৎ বামুনঠাকুরের বাগ্যন্ত্র-প্রতিহত কণ্ঠধ্বনি বায়বিক তরঙ্গ হইতে

ঝীর কর্ণপটহে আঘাত মাত্র, শ্রাবণিক স্নায়ুসহযোগে মস্তিষ্কে নীত হইয়া, তথা হইতে

মেরুদণ্ডের মজ্জা অবলম্বন করিয়া, কৈশিকী ধমনীজালের সাহায্যে ফুস্ফুসের আক্ষেপ

ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনপূর্ব্বক, ঝীর হৃদ্‌যন্ত্রাদির পেশীসমূহে আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনাদি

দ্বারা কণ্ঠনালীতে যে বিকার উপস্থিত করিত,—

একবর্ণও বুঝিতে পারিলে না,—বটে? আচ্ছা, সে কি আমার দোষ, না তোমার

দোষ? বই পড়িতে ইচ্ছা হয়, লেখাপড়া শিখিতে ইচ্ছা হয় না কেন?

বাস্তবিক কিন্তু তুমি বুঝিয়াছ, কেবল আমাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য ...

করিতেছ মাত্র। তুমি বেদের মন্ত্র উদ্ঘাটন কর; দর্শনের সমালোচন কর; পুরা-

ণের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রতিপাদন কর; তুমি আবার এই কথা কয়টা বুঝিতে

নাই, ইহাও কি সম্ভব? দেখ, দশ বিশ পাতা অন্তরে এক-আধবার আমার নিকট

চাগাড় দিয়া উঠে, তাহাতেও যদি তুমি তামাসা কর, তবে আমি দাঁড়াই কোথা?

সুড়সুড়িটা কিরকম সামগ্রী, তাহাতে শরীরের মধ্যে কোন খান দিয়া কোন্

কেমন করিয়া হয়, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, তোমার ভাল লাগিল না, ...

আমিও ক্ষান্ত হইলাম।

ব্যাপার এই যে, প্রথম প্রথম বামুনঠাকুরের কথা শুনিয়া ঝীর বড় হাসি পাইত,

ক্রমে কাণ ভোঁতা হইয়া গেল; বামুনঠাকুরের কথাগুলা যে বাঁকা-বাঁকা ঝীর

তাহা মনেই হয় না। অভ্যাসের গুণই এই।

অতএব, “উপরেই আছিলিস্ তু?”—বামুনঠাকুরের এই প্রশ্নে ঝী ত হাসিলই না,

বরং উত্তর দিল—

“উপরে ছিলুম না ত গেলুম কোথা? তুমি বুঝি, ঠাউরে রেখেছ যে আমি

নিমতলার ঘাটে?”

জগতে যাহার, এমন মেয়েমানুষ অর্থাৎ কি না যাহাকে দেখিলে আপনা আপনি—স্বতঃবস্তঃ—বিনা হেতুতেই—দয়া হয়, দাক্ষিণ্য হয়, দর-বিগলিতধারা নয়নে বায়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বুক ফেটে যায়, চিত্ত চঞ্চল হয়, মন ব্যাকুল হয়,—এমনই যাহা, যাহা হইবার কিম্বা না হইবার আছে, সে সমস্তই হয়—(আমি ত সব জানি না যে, বলিব ; ভ্রাতা ভুসীভোজনকেই জিজ্ঞাসা করিও না কেন ? তাঁহার সাধ্য-বিদ্যা, তিনি এখনই বলিয়া দিবেন।) এই রকম মেয়েমানুষ দেখিলেই আকর্ণ-দন্ত বিকাশ এবং একঘেয়ে কুশল জিজ্ঞাসা,—এই দুটি কাজ ভুসী বাবু করিবেনই করিবেন। ঝীকে অন্যায় দোষ দিলে চলিবে কেন ? ঝী ত তেমন লোক নয়। (জনান্তিকে,—বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিতে ঝী ঝাঁটা হাতে করিয়াছে,—অবশ্য ঘর ঝাঁট দিবার জন্যই বটে, তথাপি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা ভাল।)

ঝী উপর হইতে উত্তর দেয় নাই, তাহার তৃতীয় কারণ—(গণনায় তৃতীয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রথম)—ক্ষুদিরাম তখন খাটের উপর—নিদ্রিত ; জাগিয়া ছিলেন না, নিদ্রিত ;—আমিও ত তাহাই বলিতেছি, নিদ্রিত। কাজ কর্ম্ম না থাকিলে, অথবা কাজের অধিক চাপাচাপি হইলে, মধ্যাহ্ন ভোজের পর, বালিশে মাথা দিয়া, হাত-পা ছড়াইয়া বিছানার উপর যদি চিন্তামগ্ন হওয়া যায়—হাতে বই থাকুক আর না থাকুক—ঘুম যেন আসিবেই আসিবে। অতএব প্রমাণ হইল যে, ক্ষুদিরাম নিদ্রিত। ঝী যদি তখন কথা কয়, ক্ষুদিরামের ঘুমখানি তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়। কেমন, কাঁচা ঘুমে কথা কহিলে, ঘুম ভাঙ্গে, কি না ? তুমিই বল কমলিনি ! তুমিই বল। বিচারের ভার তোমারই উপর।—আর, তখন ঘুম ভাঙ্গিলে কত কষ্টই হয়।

তখন নামিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল না কেন ?—ঝী সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বামুনঠাকুর কেন দুয়ার খুলিয়া দেন নাই, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। বামুনঠাকুর তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন, উঠিলে আর আহার হয় না—ঝী এ সংবাদ জানিত না, কিম্বা ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সরল প্রশ্নের সমুচিত উত্তর পাইয়া ঝীও বামুনঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিল—"আমিও এই মাত্তর দুটি ভাত মুখে দিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, উপরে গিয়ে, সুপুরি-টুপুরি কেটে এই একটা পান সাজছিলুম—"

বামুনঠাকুর এই উত্তরেই সন্তুষ্ট হইবেন, অন্ততঃ ঝীর সঙ্গে বকাবকিতে প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, এমন সময়ে ঝী আবার বলিয়া ফেলিল—

"ও ঘরে পান না রাখলে বাবু যে রাগ করে,—পান-টান ছড়িয়ে কে কখন কি সব নষ্ট কোরে—"

ইত্যাদি, ঝী বোধ হয় দীর্ঘ বক্তৃতাই করিত, কাজেই বামুনঠাকুরকে আবার কথা কহিতে হইল। কিন্তু সেই কর্কশ-কণ্ঠের কাটখোট্টা কথা শুনাইয়া আর তোমার

[illegible] [illegible] করিব না,' কেবল এইমাত্র বলিব যে, বিবাদের [illegible] ক্ষুদিরামকেও বারান্দার বাহির হইয়া দাঁড়াইতে হইল।

ঝীতে আর বামুনঠাকুরে বিবাদ; হাতাহাতি মারামারি না হইলেও, [illegible] এবং কথান্তর বটে। সেও ত বিবাদ! বামুনঠাকুরকে যদি ভালমানুষ [illegible] পুরুষ; ঝী হাজার প্রবলা হউক না কেন, তবু অবলা। সমানে সমানে বিবাদ [illegible] মতেই বলা যায় না; তবেই বলিতে হয়—বিষম বিবাদ! এমন অবস্থায় [illegible] যাহা করি, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সভ্যতামোদিত নর-নারী মাত্রেই যাহা করেন, [illegible] তাহাই করিলেন। ঝীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন। তাহা করুন, কিন্তু এমন বিবাদের ক্ষেত্রেও ক্ষুদিরামের ভাবটি কত মনোহর। কড়া কথা নাই, চড়া আওয়াজ [illegible] আস্তে আস্তে বামুনঠাকুরকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি—ক্ষুদিরাম নয়, [illegible] ঠাকুর—অতি অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন গণ্ডমূর্খ, কাহার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার [illegible] হয়, সে বোধ নাই, পাচক-ব্রাহ্মণ বার্বুর্চির জাত—স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা বুঝে [illegible] ইংলণ্ডে, আমেরিকাতে,—এমন কি জাপানে এই কাণ্ড হইলে বামুনঠাকুরকে [illegible] চাবুক খাইতে হইত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বামুনঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"উ বিটী কি মেয়ালোক? উ ত মেয়ালোকের বাপ বটে।"

ঝী আর তখন সম্বরণ করিতে পারিল না। "ঝী-সংস্করণে"র অভিধান হইতে গুটিকতক বাছাই বাছাই পুরাতন শব্দ এবং বাক্য বাহির করিয়া, বামুনঠাকুরের প্রতি প্রয়োগ করিল।

এমন সময়ে, বাটীর সম্মুখস্থ সুন্দরি-কাঠের দোকানদার রঙ্গভূমিতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ঝীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এ বেটী আবার কায়স্থ কবলায় রে! [illegible] চোদ্দপুরুষেও কেউ কায়স্থ নয়,—তা না হোলে এমন মেছুনির মুখ হয়? মুখ [illegible] যেন হাড়ির কোদাল।"

আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব, কাঠওয়ালার কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম রণে ভঙ্গ দিলেন। "কাজ নাই ছোটলোকের সঙ্গে কোন্দল কোরে,—ঝী, তুমি তামাক সেজে [illegible] উপরে এস"—বলিতে বলিতে ক্ষুদিরাম পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে অন্তর্ধান হইলেন। [illegible] বেগতিক বুঝিয়া তামাকের তল্লাসে তৎপর হইল। আর সেই দোকানদার—"[illegible] ঠাকুরমশাই, এ বেটীর পর্ব্বে আমাদের 'বনপর্ব্ব' পড়া বন্ধ থাকে কেন?"—এই [illegible] বামুনঠাকুরকে লইয়া বাহিরে গেল! আমিও বাঁচিলাম।

জন্ত অনুরোধ—আসিলে, থাকিতে হইবে না, পড়ার ক্ষতি করিতে হইবে না—[illegible] দেখিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্ত ভগ্ন স্বরে সেই অনুরোধ ; ভবিষ্যতে প্রাণাধিক [illegible] মঙ্গলের আশা, সংপ্রতি প্রবাস-বাসে অদর্শন জন্ত মর্ম্মযাতনা, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে [illegible] সেই ব্যাকুলতা ; একমাত্র পুত্রমুখ নিরখিয়া পদ্ম প্রাণধারণ করিতেছে— আর [illegible] কেহই নাই ;—পড়িতে গিয়া পদ্ম বুঝি ভাল কাল কাজ করে নাই, কাঙ্গালীর [illegible] কাঙ্গাল হইয়া তবু ত কাছে থাকিত ?—ক্ষুদিরামের যাত্রাকালে পদ্মের সেই কাতর [illegible] আজিও আমার বুকের মধ্যে আঁকা আছে ! অশিক্ষিতা রমণী কি না, অল্পেই [illegible] হইয়া পড়ে।

ভ্রান্তির অশেষ দোষ। পদ্ম-জেলেনী, সেই যাত্রার সময়ে দেবতাকে এবং [illegible] স্থানে, এবং দেবতা স্মরণ করিয়া, ক্ষুদিরামকে প্রণাম করিতে বলিল ; পদ্ম নিজে [illegible] দেবতার নাম করিতে লাগিল, করযোড় করিয়া কত দেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল, কত স্থানে ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া, মনে মনে দেবতার চরণ-ছায়ায় পুত্রকে সঁপিয়া দিল। পদ্মের কাছে ইহা ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করা যাইবে ?—একে শিক্ষা নাই, তাহে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ !

কিন্তু ক্ষুদিরাম তখন কি করিলেন ? অবশ্য দেবতাকে প্রণাম করিলেন না,—ক্ষুদিরাম ত ক্ষেপেন নাই ! মিথ্যা-কথাও কহিলেন না,—বিবেকশূন্য বোকা-ছেলের মত—"তা আসুল বৈ কি, মা"—বলিয়া প্রবঞ্চনা-পূর্ণ প্রবোধ দিয়া, মাকে সান্ত্বনা করিতে ক্ষুদিরাম কেন সম্মত হইবেন ? বরং ঈষৎ হাসিয়া—"পদ্ম ! কাজের কোষে কি আসা যায় ?—আর, এসেই বা কি দরকার ?"—এই কথা বলিয়া প্রাজ্ঞের ন্যায়, বীরের ন্যায়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, একবারও মুখ না ফিরাইয়া হট্-হট্ শব্দে চলিয়া গেলেন। পদ্ম-জেলেনী বার-হাত কাঁকুড়,—ক্ষুদ্রে কাটিয়া গেল ; ক্ষুদিরাম তেরো-হাত বিচি,—ধরা দিলেন না, পিছলিয়া পলাইলেন। জ্ঞানে আর অজ্ঞানে এই প্রভেদ।

ক্ষুদিরাম চলিয়া গেলেন. পদ্ম সেই পথেই দাঁড়াইয়া রহিল। পদ্ম চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া রহিল, ক্ষুদিরাম চলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পদ্মের চোখ ঠিকরিয়া গেল, [illegible] তখনও পদ্ম দেখিতে লাগিল। আর দেখা যায় না, তখনও পদ্মের দৃষ্টি সেই পথে। তাহার পর পদ্ম নিশ্বাস ফেলিল,—সে নিশ্বাস গুরু, গভীর এবং তপ্ত, কেননা পদ্মের প্রাণ পুড়িতেছিল। ক্রমে পদ্ম বাড়ীর দিকে ফিরিল ; পদ্ম ফিরিল, কিন্তু পদ্মের [illegible] ফিরিল না,—এক-পা করিয়া যায়, আবার পদ্ম ফিরিয়া চায়। পদ্ম একবার মনে [illegible] যে ক্ষুদিরাম এখনও দৃষ্টির বাহির হয় নাই, কেবল চোখের জলে বুঝি দেখিতে দিতেছে না ; আঁচলে চক্ষু মুছিল, কিন্তু জল শুখাইল না—বাঁধ ভাঙ্গিল। [illegible] [illegible]

পদ্ম সে দিন কিছু খাইতে পারিল না,—ক্ষুদিরামের সঙ্গে খুবাক্তৰ্কাও [illegible] বিদেশে গিয়াছিল। দুই দিন পদ্ম মাছ বেচিতে গেল না।

এ যে কি ইহাতেই শান্ত? ডাক-হরকরা যখনই গ্রামে আইসে, পদ্ম তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া ছাড়ে না। পত্রের প্রত্যাশা পদ্মের ছিল না; পদ্ম জানিত যে বড়-লোকের এবং ভদ্রলোকেরই পত্র আইসে। তা, নাই বা আসিল পত্র, পত্রবাহক ত আইসে,—সেত ক্ষুদিরামকে দেখিতে পায়, তাহার কুশল ত বলিতে পারিবে। তাই পদ্ম সেই পত্রবাহকের সঙ্গে দেখা করে, পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কখনও বা তিরস্কৃত হয়, কখন পত্রবাহক [illegible] পরিত্রাণের জন্য বলে, "ভাল আছে"—তাহাতেই পদ্ম স্বর্গ পায়।

এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—[illegible] কমলিনি,—আমার চোখে বুঝি কি পড়িল।

যেমন কথা; তেমনি কাজ। সেই যে ক্ষুদিরাম গিয়াছিলেন, তাহার পর তত্ত্ব নাই, বার্তা নাই, চিঠি নাই, পত্র নাই, একেবারে কি-এ-পার করিয়া বিদায় হইয়া ক্ষুদিরাম বাড়ী আসিলেন। কিন্তু বাড়ী এ সময়, তাঁহার বাড়ী [illegible] না, শুধু এক উপগ্রহের [illegible] এখনও বলি নাই। এইবার বলি না কেন?

বাড়ী আসিবার সময়ে এক বিষম-সমস্যা ক্ষুদিরামের হৃদয়ে উদয় হয়। সমস্যা এই যে "মাকে প্রণাম করি কি না?"

ক্ষুদিরাম বিতর্ক করিতেছেন, প্রণাম, পদার্থটা মন্দ বলি নাই, তা, উপযুক্ত-পাত্র হইলে প্রণাম করাই বরং উচিত। কিন্তু আমাদের প্রণাম করিবার প্রণালীটা বড়ই বিশ্রী,—ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কোনমতেই তেমন করিয়া প্রণাম করা যায় না। পাজা টিপ করিয়া, ঘাড় নীচু করিয়া, দুই পায়ের ফাঁকে মাথাটা গলাইয়া, পায়ের ভিতর দিয়া পিছন দিকে দৃষ্টি না করিলে ত প্রণাম করা যায় না;—একবার সেই সময়ের একখান মূর্ত্তিখান মনে কর দেখি। যথার্থ বল দেখি, লজ্জা করে কি না? ভাবো, সেই সময়ে এক জন সাহেব সেইখানে উপস্থিত। উঃ! কি ভয়ানক! মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অমনতর প্রণাম করা যায় না। সাহেবেরাও ত প্রণাম করে।—কেমন [illegible] করিয়া, হাসি হাসি মুখে, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর সহিত মাথা নামাইয়া, মুখে "হাড়ু-ড়ুডু"* বলিয়া পরস্পরের যে করমর্দ্দন করে, সেও ত প্রণাম। প্রণাম, একপ্রকার প্রেম বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমরাও সেইরূপ না করিব কেন? না হয়, আমাদের ভিন্ন ভাষা বলিয়া "হাডুডুডু"'র বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করিলেই হয়। কোন প্রকারে অন্তরের আত্মীয়তা প্রকাশ হইলেই হইল।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে [illegible];—আমাদের সমাজে কতকগুলা বদখদ নিয়ম

---

* [illegible] (Shake hands) How d'yo do,

আছে, তাহা জানি। সে নিয়ম অনুসারে সমানে সমানে যেমন [illegible] সম্ভাষণ তাহা হইতে অন্তরূপ। কিন্তু এই যে গুরু-লঘুর ভেদ, ইহা [illegible] কৃত্রিম;—ছেলেবেলা মায়ের মাথায় চড়িলেও দোষ নাই, অথচ বড় হইলে [illegible] পায়ে পা ঠেকিলেও পাপ হইল, ইহা কি প্রাকৃতিক নিয়ম? কখনই না। [illegible] হউক, মাকে ভালবাসা উচিত, মান্য করা উচিত, এ-কথা কে না [illegible] কবি কাউপর্ মাতার চিত্র উদ্দেশে কেমন কাব্যই লিখিয়াছেন। এমন [illegible] কত-শত আছে, যাহা পাঠ করিতেও রোমাঞ্চ হয়। আমরাই কি মাতাকে [illegible] করিতে চাহি না? তাহা নহে। তবে (Abstract) মাতাকে—অর্থাৎ যে [illegible] গুণের সমবায় লইয়াই মাতৃত্ব, সেই গুণসমষ্টির মূর্তিরূপা মাতাকে—[illegible] করা এক পদার্থ আর (Concrete) মাতাকে—অর্থাৎ অস্থি-মাংস-মেদ-[illegible] শোণিতবিশিষ্ট মানুষী-মাতাকে—শরীর বিকৃত করিয়া প্রণাম করা আর এক পদার্থ। এমন স্থলে, তেমন প্রণাম না-ই বা করিলাম।

ক্ষুদিরাম যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং মাতাকে দর্শন দিলেন, তখন পর্যন্ত তাঁহার বিতর্কের শেষ হয় নাই। সেই জন্যই প্রণাম করা হইল না। মাকে প্রণাম করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা তিনি করেন নাই; প্রণাম করা অবৈধ, তাহাও অবধারণ করেন নাই। তবে তখন পর্যন্ত প্রণামের প্রণালী সম্বন্ধে না-কি কোন মীমাংসাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। যুক্তির দ্বারা মীমাংসা না করিয়া হঠাৎ একটা কর্ম করিয়া ফেলিলে বিবেকশক্তির [illegible] অবমাননা করিতে হইবে?

চুলোয় যাক্। ক্ষুদিরাম প্রণাম করিলেন না। মা তাহা লক্ষ্যই করিল না। অনেক দিন পরে ছেলে কোলে পাইয়া, মা, ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দিল না, রাত্রিতে আপন নিকটেই রাখিল। ক্ষুদিরামকে খাইতে যাহা দিল, ক্ষুদিরাম তাহা খাইতে পারিল না; শুইতে বলায় ক্ষুদিরাম শুইল, কিন্তু সমস্ত রাত্রিতে তাহার নিদ্রা আসিল না। একখানি নূতন মাদুর যত্নের সহিত তাঁবের উপর তোলা ছিল; সে মাদুরেও ক্ষুদিরামের নিদ্রা আসিল না।

ক্ষুদিরাম! এক ডেলা আফিম্ খাইতে পার নাই? তাহা হইলে তোমারও যন্ত্রণা হইত না, আমারও যন্ত্রণা হইত না।

পর-দিন প্রত্যূষে ক্ষুদিরাম ভদ্র-লোকদের পাড়ায় বেড়াইতে গেলেন,—ভয়, পাছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়।

পাড়াগাঁয়ে আবার ভদ্রপল্লী। ভদ্রলোকই নাই, ভদ্র-পল্লী হইবে কোথা [illegible] যাহার যাহার বাড়ী ক্ষুদিরাম গেলেন, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া [illegible]

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"তোমার কি সে বোধ আছে না কি ? তা [illegible]
বাচ বাচো কেন ?"

পদ্ম। "না বাবা, অমন কথা মুখে আনতে নেই, আছেই আমাদের [illegible]
না হোলে তোমায় মানুষ কত্তাম কি দিয়ে, চাঁদ ?"

ক্ষুদিরাম দেখিলেন, বৃথা বিতণ্ডায় লাভ নাই। একে মেয়ে-মানুষ, [illegible]
মাকে বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহার হইয়া উঠিবে না। তখন, একেবারে [illegible]
যাইবার প্রস্তাব করিলেন। না, প্রস্তাব নয়, প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। [illegible]
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"সে-কি-রে বাবা, কাল্ যাবি কি-রে ? তা কি বোলতে আছে ? [illegible]
আনতে নেই। কত-কাল পরে তোমার চাঁদমুখ দেখলাম, দেখা দিতে না-দিতে [illegible]
চোলে যাবি ?"

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"তুমি মিছে জেদ্ কোচ্চো। আমার মোটেই থাকবার [illegible]
নেই, সেখানে কত কাজ নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে।"

পদ্ম। "তোমার, বাবা, কত কাজ। তা হোক কাজ নষ্ট, আমি এখন [illegible]
যেতে দেবো না। আমার কি কাজ নেই, ক্ষুদিরাম ? একটী কোনে দেখে রেখেছি,
তারা দেখতে আসবে; পরশুই বোলে পেটিয়েছি যে, ক্ষুদিরাম ত বেশি দিন [illegible]
থাকতে পারবে না, বিয়ে দিতে হয় ত এই বেলা দেখে যেতে বোলো। তারা [illegible]
আজ মঙ্গলবার আজ ত হবে না, কাল বুধ, পরশু লক্ষ্মীবার, তার পর দিন [illegible]
তারা আসবে, তাই বোলেচে। দিব্বি বউটি হবে, আমি দেখে এয়িচি কি-না ? [illegible]
ডাগর-ডোগরটি হয়েচে, বউ না হলে কি সাজে ? আমি বা আর একা পারবো [illegible]
তাই মনে করেচি, বাল সাড়ে ন-গণ্ডা টাকা আছে, ক্ষুদিরামের বিয়ে দিয়ে, [illegible]
এনে, সেই টাকা কড়া নিয়ে—আরো দু-পাঁচ টাকা হবে—তাই নিয়ে [illegible]
শ্রীক্ষেত্তর কোরে আসবো। কোন্ কালেই বা কি হবে ?"

যদি বা ক্ষুদিরাম কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়া দুই এক দিন থাকিতেন, বিবাহের
কথা শুনিয়া তাঁহার হাড়ের ভিতরের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মা এক মৎস্য[illegible]
তাহাতেই অস্থির ; আবার মৎস্যগন্ধা পত্নী লইয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে ; [illegible]
জাতির জন্য [illegible] আইসে যায় না, কিন্তু মৎস্য ব্যবসায়ের সম্পর্কে [illegible]
ক্ষুদিরাম কোন মতেই প্রস্তুত নহেন। অতএব মায়ের কথায় বাধা দিয়া ক্ষুদি-
রাম বলিলেন—"আমায় দ্বিতীয় পরীক্ষা দিতে হবে, [illegible] কি [illegible]
পারি ?"

[illegible]

কিপুলী জোতে পার্‌বা নাকি? তত লেখা-পড়া শিকেচ নাকি?—" পদ্মর মুখে আর কথা সরিল না, চক্ষে কেবল জল আসিল।

তাহার পর পদ্ম সমস্ত রাত্রিই কথা কহিল। ক্ষুদিরামকে কত বুঝাইল, কত সাধ্য-সাধনা করিল, কত কাঁদিল। কিন্তু ক্ষুদিরাম কিছুতেই মানিলেন না। রাত্রিতে দুই জনেরই নিদ্রা হইল না, যেহেতু পদ্ম কেবল কাঁদিতে লাগিল, আর সেই কোঁশ কোঁশানিতে ক্ষুদিরামেরও নিদ্রা আসিতে পারিল না। আর, শয্যা ত সেই মাদুর।

পরদিন প্রত্যূষে, ক্ষুদিরাম কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

৮। রহস্য—অন্নের ভিতর অধিক রস।

ক্ষুদিরাম কি সূত্রে কলিকাতায়, পাঠক বুঝিলে? কিন্তু কলিকাতায় কেন? কলিকাতায় করেন কি? কলিকাতায় চলে কিসে?

কাম-কলানিধি আমার এক কমলিনী। কিসেই বা কৌতূহল নাই? এ যে দেখিতেছি, মশাটি পর্যন্ত পাশ কাটাইয়া পলাইতে পায় না।

পর-চর্চা কি ভাল? পড়শীর হাঁড়িতলায় দিন রাত্রি আড়িপাতিয়া থাকা কি উচিত? যাহার যেমন পর্দা, তাহার তেমন পসার; পর্দার পাশ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিলে, কয় জনের ইজ্জত থাকে বল দেখি? "শাস্ত্রে পরে কা কথা," তোমার আমারই থাকে কি?

ভরমে চলে চৌদ্দ আনা। খোঁজিয়া দেখ, কত কপিধ্বজই গজভুক্ত। খোঁচাইয়া দেখ, কত গহনাই গিল্টি হইবে। বিনয় করিয়া বলিতেছি, সকল হাঁড়ি হাটের মাঝে ভাঙ্গিব না। ক্ষুদিরামের সকল খবর জিজ্ঞাসা করিও না।

এমন কথা বলিতেছি না যে, ক্ষুদিরামের কোন খুঁত আছে। খুঁত থাকুক আর না থাকুক, তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি? আমারই বা প্রয়োজন কি?

তুমি ত জান যে, ক্ষুদিরাম ছেলে ভাল। এল-এ তেও জলপানি পাইয়াছিল, কলিকাতেই তাহার দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর এখন?

এখন কি, তাহা আমি জানি না; জানিলেও বলিব না। ক্ষুদিরামের চেহারা ভাল, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি; একথা বলাই অনাবশ্যক। ক্ষুদিরামের ডেপুটী হইবার গল্প, গল্পও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। কত জোচ্চোরের বড়-মুখার জায় পর্যন্ত পাইতেছে; ক্ষুদিরাম—ডিপুটী হওয়া কোন্ বিচিত্র? কত দিগ্‌গজ বিধান পদে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতেছে; ডিপুটী না হইলেও ত ক্ষুদিরামের অপমান নাই।

যাহাই হউক, ক্ষুদিরাম এখন কলিকাতাতেই আছেন। সকাল সন্ধ্যা বেড়াইতে যান, পাঁচ সাত ঘণ্টা বাহিরে থাকেন, বাকি সময় প্রায় বাসাতেই কাটে। মনেরও উদ্বেগ দেখি না, টাকা-কড়িরও টানাটানি দেখি না। স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, ইহাই দেখিতে পাই।

সকালে বিকালে কোথায় বেড়াইতে যান, তাহা তুমিই কেন বুঝিয়া লও না?

ইসারায় যদি বলিতে দাও, তাহা হইলে আমি বলি—ক্ষুদিরাম বোধ হয়, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে যান না।

২। দুর্ব্বোধ না নির্ব্বোধ।

ক্ষুদিরাম এবং ভূসীভোজন উপরের ঘরে বসিয়া আছেন। চল একবার তাঁহাদের কাছে যাই।

উপন্যাসে, কথা পাড়িবার প্রণালী এই প্রকার; কিন্তু ইহাতে দুটী গোল আছে।

প্রথম গোল,—আমার এই গ্রন্থ উপন্যাস নহে, গাল-গল্প। শর্ম্মার সঙ্গে সম্বন্ধিনীর অর্থাৎ কমলিনীর বৈঠকে আলাপ। উপন্যাসের রীতি অবলম্বন করিলে আমার চলিবে কেন?

দ্বিতীয় গোলই গণ্ডগোল। কমলিনী একে লজ্জাবতী, তায় যুবতী; ক্ষুদিরাম এবং ভূসী-বাবু উভয়েই পুরুষ মানুষ, বয়সেও কেহ বুড়া নহে। আমি যেন বলিলাম—কমলিনী, চল। কমলিনী যান কেমন করিয়া? আর যদি কমলিনীই যাইতে সম্মত হন, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে একযোড়া যোয়ান মানুষের সম্মুখে হাজির করিয়া দিই? যাহা পারিব না তাহা স্পষ্ট বলাই ভাল।

স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমার আপত্তি নাই; বরং প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্ত্রীটী যদি পরের হয়, তবেই [illegible] নয়। অন্যের ভাটাও পাই, অন্যের মাংস পাই, তাহা হইলে মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া আমিও খাইতে পারি। একা আমিই বা কেন? আমার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদেরও ঐ মত।

পরের বেলা স্বাধীনতার পক্ষ, নিজের বেলা বিপক্ষ—ইহা বলিলে উদারতার পরিচয় দেওয়া হয় না, সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার বড় বিষম এক উপসর্গ আছে, তাহার কি? গিন্নীটীর হাতে স্বাধীনতা গেলে, কর্ত্তাটির স্বাধীনতায় যে বাধা পড়িবে। আবার উভয়েই যদি অপ্রতিহত-গতি হয়, তাহা হইলে লোকের মধ্যে উভয়কেই উভয়ের পশ্চাতে কেউ-কেউ করিয়া ফিরিতে হইবে।

স্বাধীনতাই হউক, আর অন্য কিছুই হউক, সকল বিষয়েই [illegible]

[illegible]

[illegible] ছেলে মানুষের হাতে ডেলের ভাঁড় [illegible] ছেলেরও [illegible]
[illegible] ফেলে।
[illegible]দেরও গড়াগড়ি।

কমলিনী আমাকে কহিলেন,—হে দধানন! তুমি যে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ
করিলে? আগা নাই; গোড়া নাই; স্থান নাই, অস্থান নাই—ক্রমাগতই কেবল
বথামি করিতেছ। পার যদি ত গল্প পাড়, না পার ত ক্ষান্ত হও। বেধড়ক বথামি
ভাল লাগিবে কেন?

আমি কহিলাম—কমলিনি! কোপ করিও না, আমার কো[illegible] আছে। ভাল
লাগুক, এই মনে করিয়া আমি সর্ব্বদা আমার লৌহ-লেখনী চালাই না। ভাল লাগে,
ভালই; মন্দ লাগে, তাহাও ভাল। লাগে ত? লাগিলেই আমার শ্রম সফল হয়,
আজিও ইহা বুঝিতে পার নাই? তুমি যাহা বথাম মনে করিতেছ, তাহাও বথামি
নয়,—কাজের কথা। গল্পের সঙ্গে লাগ্‌তা নাই, তাহাও মনে করিও না;—ক্ষুদিরামের
সঙ্গে ভুলীবাবুর ঐ কথাই হইতেছিল, ঐ স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়াই আলাপ হইতেছিল।
ভুলী-বাবু এই কথা বলিলেন, তাহাতে ক্ষুদিরাম এই উত্তর দিলেন, আবার ভুলী বাবু
এই প্রত্যুত্তর করিলেন—ইত্যাদি রূপে নাটকের মত কথাগুলি না সাজাইয়া, তাঁহাদের
বিচারের সার মর্ম্মই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। বেধড়ক বথামি কি প্রশ্নেরই
গাঁথুনি, আগে বুঝিয়া বলিলে কি ভাল হয় না?

রঙ্গোময়ি! চাঞ্চল্যে রসভঙ্গ করিও না। ভিক্ষা করিতেছি, কমলিনি! একটু ধৈর্য্য
শিক্ষা কর। সবুরেই মেওয়া ফলে, ধৈর্য্যে তোমারও সুখ, আমারও সুখ।

দুইজনে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, হেনকালে ঝী তামাক লইয়া উপস্থিত। ঝীর
বাঁ-হাতে কলিকা, তাহার ভিতরে তামাক, তামাকের উপর আগুন, আগুনের [illegible] হাত
খানেক ঊর্দ্ধে ঝীর ফুঁ-ফুলান মুখ,—হুঁকোটি ঝীর ডান-হাতে [illegible]লিতেছে। আচ্ছা,—
হুঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?

হুঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?—সে কথায় তোমার কাজ কি? তুমিত [illegible] হুঁকোয়
তামাক খাইবে না। বলে,—

"যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই।"

তবে ক্ষুদিরাম যদি জিজ্ঞাসা করিত যে—"হাঁ ঝী, হুঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?"—
ঝীও তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তর দিত—"খাসাড়ে হুঁকোয়
অমন হয়।" জবাব গাঁজা না খাইলে কি হুঁকোয় ধুঁয়া আসে?

ফুঁ-দেওয়া সমাপ্ত করিয়া কলিকাটি ধরিয়া, হুঁকোর উপর বসাইয়া, ডান-হাতে
করিয়া হুঁকোটি ধরিয়া বাঁ-হাতে হুঁকোর মুখ মুছাইয়া—সদা না কি [illegible]—ক্ষিরো[illegible]
[illegible] ঝী [illegible] হুঁকোটী [illegible]

চুরি করে না, অথচ দেড়-টাকা মাহিয়ানা, এমন বামুনঠাকুর এ রাজ্যে [illegible] দিলে না, ক্ষুদিরাম একথা বলা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ভুসী।—"দয়া করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আমাদের বিবেক বোল্‌চে যে, দয়ার পাত্র কে, দয়ার অপাত্রই বা কে, তা বিবেচনা করা উচিত। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না কোর্‌লে, পাপের প্রশ্রয় হয়, আলস্যের প্রশ্রয় হয়।—"

ঝী তখন সামলাইয়াছে। বলিল—"তোমাদের যা কোর্‌তে হয়, কোরো এখন, আমায় বাবু বিদেয় দাও, আমি থাক্‌ব না।" ঝী তখন দুই হস্তে অঞ্চলের প্রান্ত ধরিয়া গুঁতাগুলি ফাঁক করিতেছিল।

ভুসী।—"ঝী, তুমি রন্ধন কোর্‌তে পারো?"

এবারে ঝী সামলাইতে পারিল না। ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। চুপি চুপি বলিল—"মিন্‌সের এত রঙ্গও এসে?"

ক্ষুদিরাম।—পাক করা বড় পরিশ্রমের কাজ। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকে পাক করে বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, এটা বড়ই কুপ্রথা।

ভুসী।—"ঝী, তুমি কাজ করোগে যাও। ক্ষুদিরাম বাবুকে ত্যাগ করো না; এমন সুৎসংসর্গ তুমি আর কোথাও পাবে না; জগদীশ!"

ক্ষুদিরাম।—"ঝী, দু-আনার জলখাবার নিয়ে এস দেখি, বেশ গরম কচুরি, আর আলুর দম-টম যা পাও—বেশ ভাল জলখাবার নিয়ে এস।" এই বলিয়া টেবিলের দেরাজ থেকে একটী দু-আনী বাহির করিয়া ঝীর হাতে দিলেন। ঝীও রাগ রোষ রাখিয়া দিয়া, জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের কিপ্রকার ব্যবহার করা উচিত, ক্ষুদিরামে আর ভুসী-ভোজনে তখন সেই কথাই চলিতে লাগিল।

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"স্ত্রীলোক যেন এ দেশে ক্রীতদাস!"

ভুসীভোজন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কেবল বলিলেন "জগদীশ।"

ক্ষুদি।—"এই দেখুন না, এক অবরোধ প্রণালীই কি ভয়ঙ্কর। স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাইরে যেতে পায় না; পাঁচীরের ঘেরার ভিতরে থেকে মানুষ ক-দিন বাঁচে? ব্যায়ামের ত কথাই নাই, বিশুদ্ধ-বায়ু একটু, তাও শরীরে লাগাতে পায় না। অথচ বাতাস আর ব্যায়ামই হোলো গিয়ে মানুষের জীবন বোল্‌তে হয়।"

এখন যদি আমি বলি যে, ক্ষুদিরামের মা পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে হাটে-বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়; তাহা হইলে, ঐ ভুসী বাবু—অত যে ধার্ম্মিক, অমন সত্যভক্ত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, দেশহিতৈষী ভুসী বাবু—উনিই ক্ষুদিরামকে ক্ষেপাইয়া উকীল বৈ [illegible] খাড়া করিয়া, ক্ষুদিরামকে দিয়া আমার নামে পুলীশ-আদালতে মানহানির নালিশ করাইয়া দিবেন। ক্ষুদিরামের মা মাছ বেচে, তাহাকে

ভুসী। "জগদীশ। ক্ষুদিরাম বাবু, ঈশ্বরের অভিপ্রায়—হি হি—জানা সহজ নয়—হি হি—জানা সহজও নয়। বিবেক আছে কেন?—হি হি!"

ক্ষুদি। "পরিষ্কার হোলো না!"

ভুসী। "তা হবে না। আত্মায় মলিনতা থাক্‌লে অনুতাপের দ্বারা আর উপাসনার দ্বারা—হি হি—যখন চিত্তের আত্মপ্রসাদ হয়, এবং পবিত্র ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়, হি হি—তা আপনি একটু অনাস্থা করেন কি না সেই জন্যই জগদীশ!"

ক্ষুদি। পরিষ্কার ধারণা না হোলে কি আস্থা হয়? এই ধরুন্ না স্ত্রীলোকেরই—

ভুসী। "ধরুন, তাই ধরুন! বালিকার বিবাহ—কে না স্বীকার করে যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়? যুবতীর বৈধব্য—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কখনই হোতে পারে না।

ক্ষুদি। "তাই ত বুঝতে চাই!"

ভুসী। "বুঝুন। কুৎসিত সমাজের কুৎসিত আচরণ একবার তুলে যান। তাতে কি হলো? না, পাশব প্রকৃতির চরিতার্থ সাধন করা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু সমাজ কি করেছে? প্রচ্ছন্ন-পাপের স্রোতে ভারতবর্ষ কি ভেসে যাচ্ছে না? পনের বছরের বালিকা সন্তান প্রসব কোরে, বুড়ীর মত অকর্ম্মণ্য হয়ে যাচ্ছে না? বাইশ বছরের যুবতী বিধবা হোচ্ছে না? মরুভূমে কমল ফুটেছে, তার পরিমল কোথায় দিয়ে চোলে যাচ্ছে না? এ দৃশ্য কি সহ্য হয়? ক্ষুদিরাম বাবু, আপনিই বলুন, সমাজের এই সব পাশব-প্রকৃতির ঘোরতর পাশবপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত, কি উচিত নয়?"

ক্ষুদি।—"বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটু গোল আছে, তা আপনাকে অনেক বার বোলেছি। আমার কেমন মনে হয় যে, যুবতী বিধবাদের বিবাহ হবার আগে, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কেমন সন্দেহ হয়। মাফ্ কোর্‌বেন, কিন্তু যা মনে হয়, তা আগেও বোলেছি, এখনও বল্‌ছি।"

ভুসী।—"কখনও কখনও পবিত্র প্রণয় হয়, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আত্মা ছাড়াদের চরিত্র বিষয়ে, জগদীশ! অধিক কি বোল্‌বো ক্ষুদিরাম বাবু, আমি নিজে দায়ী হোতে প্রস্তুত আছি। বিবেচনা কোরে দেখুন, পাপ আর পুণ্য কেবল প্রবৃত্তি নিয়ে বৈ ত নয়। পবিত্র প্রণয় হোলো ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাতে আত্মার তৃপ্তি হয়, সেই জন্যে বিবেকের বিদ্রোহ হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি পশুভাবে আক্রান্ত হয়, যাতে আত্মার সম্বন্ধ নাই, দেখুন তা হোলে কি ভয়ানক অবস্থাই ঘটে। নরক ত আর কিছু নয়, ঐ নরক।—এই দেখুন, সে দিন যে, ভগ্নীর কথা বোলছিলেন—"

জলখাবার লইয়া আসিয়া, নীচে একখানি থালা, একটী গেলাস হাতে করিয়া স্ত্রী যখন সিঁড়িতে উঠিতেছে, তখন এই প্রকার কথা হইতেছিল। স্ত্রী সেই জন্য সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করা উচিত বোধ করিল না। বারান্দা পর্য্যন্ত উঠিয়া, উঁহারই মধ্যে

একপাশে বসিয়া, একটু অন্তরাল হইয়া, ঝী সেই থালায় জলখাবার [illegible] লাগিল ; আর—আর—"বিধবা ভগ্নীর" কথার কিছুকিছু শুনিতে পাইল যে কি ?

আড়িপাতিয়া কথা শুনা বড়ই মন্দ। আমার সে দোষ নাই, তা তুমি [illegible] তোমারও নাই, তাহা আমি জানি। আমাদের পরিচিত লোকের মধ্যে [illegible] বোধ হয় এ দোষ নাই। তবে এত বড় গর্হিত কার্য্য ঝী করে কেন ?

ঝীও বাস্তবিক আড়িপাতে নাই। ঘরে কথা হইতেছে, ঝী কাজে [illegible] কাণদুটি ত পথে ফেলিয়া আসিতে পারে না ?

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"হাঁ, হ্যাঁ, সে দিন বোল্‌ছিলেন বটে. তিনি কি এসেছেন [illegible] খুব নাকি সুন্দরী তিনি ?„

ভুসী।—"ক্ষুদিরাম বাবু, আপনি রাগ কোর্‌বেন করুন, কিন্তু আমি না বোলে [illegible] পারি না ; আপনার কুসংস্কার দূর করা উচিত। একেবারে আপনাকে বিবাহে [illegible] হোতে বোল্‌ছি না, আপনি দেখুন, আলাপ পরিচয় করুন,—'

কথা শেষ না হইতেই জলখাবারের থালা লইয়া ঝী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। থালাখানি বিছানার উপর রাখিয়া দিয়া, সেই ঘরের এক কোণে, ঝী গিয়া পান সাজিতে বসিয়া গেল.

খাবার আনিতে ঝীকে পাঠান হইয়াছে, ভুসী বাবু কি ক্ষুদিরাম কাহারই এ কথা মনে ছিল না। সুতরাং সহসা ঝী প্রবেশ করাতে উভয়েই যেন চমকিয়া উঠিলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিলেন, তাহার পর দুইজনেই ঝীকে চকিতের ন্যায় দেখিয়া লইলেন, বোধ হইল যেন ঝীর মুখ লাল হইয়াছে.

জলখাবার আনিবার জন্য রৌদ্রে যাইতে আসিতে হইয়াছে, মুখ ত লাল হইতেও পারে।

ক্ষুদিরাম এবং ভুসীভোজনের কথার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরে খাইতে খাইতে, ভুসীভোজন বলিলেন—"নিকেতনে আপনি অনেক দিন যান নাই।"

আদখানা আলু তখন ক্ষুদিরামের গালে। কাজে কাজেই ক্ষুদিরাম কিছু বলিলেন না।

ঝীর কি সর্দ্দি হইয়াছে ? পান তৈয়ার করিতে করিতে ঝী কাসিল কেন ?

১২। দুশ্চিন্তা ও নিবারণ।

উভয়ের জলযোগ সমাপ্ত হইল,

পাক করা জিনিস্, দোকান হইতে আনিয়াছে ঝী, বিছানায় বসিয়া, এক পাতে খাইই দুই জনে ভক্ষণ করিলেন। গেলাসে জল খাইয়া, সেই গেলাসের মধ্যে হাত

[illegible] হাত ধুইলেন, সেই হাত একবার মুখে বুলাইয়া মুখ ধুইলেন। কোথায় [illegible] হাত মুছিয়া যথারীতি শুদ্ধ হইলেন। ভালই ত, কিন্তু বামুনঠাকুরের এই সব [illegible] শুনিয়া বড় বিরক্ত হয়।

বামুনঠাকুর বলেন যে, বিছানা হইতে উঠিয়া, পৃথক আসনে বসিয়া, শুদ্ধাচার ব্যক্তির প্রস্তুত এবং অজ্ঞাত-অপরিচিত লোকের স্পৃষ্ট নহে, এইরূপ অন্নই ভোজন করা বিহিত; ভোজনান্তে গৃহের বহির্ভাগে গিয়া, দন্ত-মলাদি শোধন করিয়া মুখ এবং [illegible] প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

বলিহারি বামুনঠাকুর! এত বিদ্যা না হইলে বামুনঠাকুর কি বামুনঠাকুর হয়! এমন বেয়াদব, বেয়াড়া লোকের কি করা উচিত, বল দেখি?

বামুনঠাকুর যদি অশিক্ষিত এবং অসভ্য না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ব্বরের সঙ্গে বিচার ত চলে না। ভুসী বাবু এবং ক্ষুদিরাম, দুই জনেই, দেখ, রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সভা-সমিতিতে সর্ব্বদাই গতি-বিধি করেন, কথাটি পড়িলেই যুক্তির দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া তথ্য নিরূপণ করেন; তা ছাড়া কষ্টি-পাথরের মত বিবেক ত আছেই,—ইঁহারা ভাল মন্দ বুঝেন না, ভাল-মন্দ চিনলেন বামুনঠাকুর। ইহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের কপালে এত বিড়ম্বনা কেন?

না চলুক বিচার বামুনঠাকুরের সঙ্গে; তবু, কি জানি কোন্ দিক দিয়া কাহার মনে কখন্ কুসংস্কার প্রবেশ করে, দুই-একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। কি বল, কমলিনি?

গোড়াতেই ধর, ক্ষুদিরাম এবং ভুসী বাবুর ব্যবহার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। বিজ্ঞানে যাহা কিছু আছে, কিম্বা থাকা উচিত, কিম্বা ভবিষ্যতে থাকিবে, তাহার সমস্তই ত তোমারও জানা আছে, আমারও জানা আছে। কৈ, দেখাও দেখি, কোন্ বিজ্ঞানে বারণ আছে? চালাকি করিলে চলিবে না, বিজ্ঞান চাই।

আরও দেখ, আহারেই আত্মীয়তা। ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র যাঁহারা আহারাদি করিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাদের কতই আত্মীয়; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের আহার-ব্যবহার নাই, ঈশ্বর কি তাঁহাদের পর নহেন? পাড়াগাঁয়ে মাতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে, ভাই-ভগিনীতে এক সঙ্গে আহার করে না, আত্মীয়তাও একবারেই নাই। দেখা দূরের কথা, শুনিতেও পাইবে না যে, পাড়াগাঁয়ে কোন মা আপন ছেলেকে ভালবাসে, কি পতি-পত্নীতে কিছুমাত্র সদ্ভাব আছে, কিম্বা ভাই কোথাও ভগিনীকে স্নেহ করে। যাহা অসম্ভব, তাহা হইবে কেন?

আবার, আহারে বিচার করা অস্বাভাবিক; প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের কথা ছাড়িয়া দাও, চতুষ্পদ গো-গর্দ্দভাদির কথাও ছাড়িয়া দাও, মনুষ্যের সঙ্গে যাহার বিশেষ সাদৃশ্য, সেই বানর-জাতির ব্যবহার দেখ না কেন?

গাছে বসিয়া আছে, গাছেই খাইতেছে; প্রাচীরে, প্রাচীরেই। এক[illegible] পরস্পরের উচ্ছিষ্টও খায়, যাহার পায়, তাহারই খায়। এইরূপ না করাই ত [illegible] রিক। এই যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা কেন হয়? কেবল, দেশের [illegible] এক সঙ্গে বসিয়া এক পাতে খায় না বলিয়া। সত্য-নিষ্ঠা, পরোপকার, ইন্দ্রিয়-[illegible] এ সকল সদ্গুণের বিকাশ কোথায় হয়? কেবল যেখানে পাতাপাতি, আর মাখামাখি। কথায় বলে, "এক সানকীর ইয়ার",—শাস্ত্রেও বলে, "অন্নগত প্রাণ"।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, বামুনঠাকুরের বিধান মানিতে হইলে, সময় কত [illegible] হয়! আমাদের বহুমূল্য সময়, বাজে-কাজে কি নষ্ট করিতে পারি?

"ঝী, একবার তামাক দাও ত?"

ঝী কখন চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। দুই তিন বার ডাক[illegible] হইল, ঝীর সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া গেল না। একটু পরে, ক্ষুদিরামের কানে কানে কি বলিয়া ভুসী ঝাঁ চলিয়া গেলেন।

খাটের উপর ক্ষুদিরাম একা। [illegible] হাতের উপর হাত, তাহার উপর মাথা রাখিয়া, মাথার গোল-[illegible] [illegible] বালিশে স্থাপন করিয়া, পা দুখানি সটান লম্বা করিয়া, চিৎ হইয়া, ক্ষুদিরাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি কখন[illegible] চিন্তাশীল হইতে ইচ্ছা হয়, এ রকম করিয়া শুইও। সাবধান! চোখ যেন কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে থাকে। নহিলে, চিন্তা হইবে না, ঘুম আসিবে।

ক্ষুদিরাম কি চিন্তা করিতেছিলেন?

অন্যের সঙ্গে এক-পাতে খাওয়ার দোষ-গুণ চিন্তা করিতেছিলেন, ইহা আর বুঝিতে পার নাই? নহিলে, আমার কি মাথা-ব্যথা পড়িয়াছিল যে, উপরে অত কথা বলিব? এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ছত্র হইতে আহার-ঘটিত যত বিচার আছে, তাহার এক বর্ণও আমার নহে: এমন পরের চিন্তা, নিজের বলিয়া চালাইবার রীতি চির-দিনই সভ্য-সমাজে প্রচলিত আছে। হয় ত, কবুল করিলাম বলিয়া কমলিনীর কাছে দোষী হইব, কিন্তু—থাক্, কাজ নাই কিন্তুতে। দোষী হইলে, পুস্তকে যে শা[illegible] লেখে, আমি তাহা লইতে সম্মত আছি।

কিন্তু—এটা সাবেক "কিন্তু" নয়, আর এক "কিন্তু"—চিন্তা এক নহে, চি[illegible] অনেক। প্রথমে এক থাকিলেও ক্রমে বহুতর হইয়া পড়ে। গঙ্গা যখন গোমু[illegible] হইতে বাহির হন, তখন গঙ্গাও এক। তাহার পর, কত নদ-নদী আসিয়া মি[illegible] যায়, কত বিল-খালের জল পরিত্রাণ পায়। সাগরসঙ্গম যত সমীপ হয়, গঙ্গাও [illegible] শতমুখী হইতে থাকেন। চিন্তাও সেইরূপ।

ক্ষুদিরামের হৃদয়ের কোন গুপ্ত প্রস্রবণ হইতে প্রথমে ঐ খাবার-ভাবনা[illegible] হইয়া পড়িল। তাহার পর কত দিক্ দিয়া কত [illegible] উদয় হইল। [illegible]

পরিচয় দিব না. পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। যাহা রসনাকে দিতে বিশ্বাস হয় না, এমন কত চিন্তা, কত আশা, কত আশঙ্কা, কত কামনা হৃদয়ের মধ্যে লুকান থাকে, হৃদয় খুলিয়া কি দেখাইতে আছে? নিরন্তর অবারিত রাখা যায়, এমন হৃদয় কয়-জনের আছে? অতি অদ্ভুত, অতি নিভৃত স্থান এই হৃদয়। যে গিরি-গুহায় তপস্বী তপস্যা করেন, সেই গিরি-গুহাতেই ব্যাঘ্রের আবাস;—যে হৃদয়ে দয়া, শৌচ, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি বিরাজ করে, সেই হৃদয়েই হিংসা, দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদিরও আস্ফালন। আমার হৃদয় দেখাইতে যখন সঙ্কোচ হয়, তখন ক্ষুদিরামের হৃদয়ই বা খুলিয়া দেখাইলে চলিবে কেন? সকলেই যাহার সর্ব্বাবয়ব জানে, সেই শরীরকেই যখন আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়, তখন হৃদয় দেখাইলে কি রক্ষা থাকে? বি, এ, পাশ থাকিলেও ক্ষুদিরাম অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আপাততঃ আমার আয়ত্ত বলিয়া অত্যাচার করিব কেন?

"ঝী গেল কোথা?"—এ কথা সে-কথা পাঁচ কথার পর, ক্ষুদিরাম এ ভাবনাও ভাবিয়া ফেলিলেন। "তাই ত, ঝী গেল কোথা?"

ঝী, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে যায়—তার কত কাজ। এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে তার চলে না। ক্ষুদিরাম ইহা বিলক্ষণরূপেই জানেন, সেই জন্য ঝী কোথাও গেলে তিনি ভাবেন না, সে কথা মনেই করেন না। আজি কেন তবে এত চিন্তা? বিষয় না থাকিলে বাসনা থাকে না, কামনা না থাকিলে কষ্ট থাকে না, কষ্ট না থাকিলে ধ্যান থাকে না—এ সব যেমন সত্য, চিন্তার কারণ না থাকিলে ক্ষুদিরাম আজি চিন্তিত হইতেন না, ইহাও সেইরূপ সত্য। চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি কারণ অনুসন্ধান করিতে পার উত্তম; আমার কষ্টের লাঘব হইবে। নিতান্ত না পার, আমি ত, আছিই—যথাকালে অবশ্যই প্রকাশ করিব। কিন্তু এখন ভাঙ্গিব না।

ক্ষুদিরাম চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পদধ্বনি শুনা গেল। বল দেখি সিঁড়িতে কে উঠিতেছে?

কখনও বান দেখিয়াছ? মল্লিকদের ঘাটে দাঁড়াইয়া যে বান দেখা যায়, সে বান নহে, যে বানে গাছ-পালা, ঘর-দুয়ার, গোরু-বাছুর ভাসিয়া যায়, সে বান কখন দেখিয়াছ? মানুষ যদি সেই বানে পড়ে, তাহার কেমন বিপদ হয়, তাহা জান? সে তখন তৃণকেও তরণী মনে করে, তৃণ দেখিয়াও আশ্বাস পায়, বাঁচিবার আশায় তৃণকেও ধরিতে যায়—তাহা জান?

চিন্তাও বান। সুখ-সন্তোষ, আশা-ভরসা সকলই তাহাতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ক্ষুদিরাম এখন সেই বানে ভাসিতেছিলেন। সুতরাং পদধ্বনি শুনিবামাত্র, ব্যস্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া, বাঁ-হাতে মাথা রাখিয়া—আমি এখন যে ভাবে হাতে-মাথা দিয়া লিখিতেছি, ঠিক এই ভাবে—ক্ষুদিরাম সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য যে, অনেকক্ষণ পরে, ক্ষুদিরামও তামাক খাইতে পাইলেন। নিবারণের কাছে হুঁকোটি লইয়া তামাক খাইতে খাইতে—ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবার দেখা হোয়েছিল?"

নিবা।—"দ্যাকা আবার হবে না? সে যে আমাদেরই দোর্-গোড়াতে। মাঝে একটা বাড়ী, তার পরেই। আমাদেরই জ্ঞেয়াৎ কি না?"

ক্ষুদি।—"কথাবার্ত্তা কিছু হোলো?"

নিবা।—কথাবার্ত্তা আগেও যা, এবারেও তাই। দিতেটিতে বেশী পার্ব্বে না, কোষ্টেমোষ্টে হাজার টাকা। আর ত কেউ নেই, এক মা আর সেই মেয়েটি, একখানা বাগান আছে তাও শেষে আপনিই পাবেন।"

ক্ষুদি।—"তার জন্যে কিছু এসে যায় না। মেয়েটি দেখ্‌তে ভাল হোলেই হোলো।"

নিবা।—"মেয়ে দেক্তে চমৎকার—পরীবিশেষ। তা দেক্তিই ত পারেন।—হ্যাঁ, একটা কথা মনে পোড়্‌লো,—সেতায় জিগ্‌গেস কোচ্ছিলো, আপনি কয়ের পোর্য্যে?"

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা হয়, ক্ষুদিরাম তাহাই শিখিয়াছেন। "পর্য্যায়" শব্দের অর্থ, শ্রেণী, ক্রম;—কিন্তু নিবারণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সে অর্থে কুলায় না—নিমেষ-মধ্যে ক্ষুদিরামের ওষ্ঠাধর রসহীন, রক্তহীন হইল, চক্ষু সর্ষপকুসুম দেখিবার আয়োজন করিতে লাগিল, অভ্যাস থাকিলে বোধ হয় ক্ষুদিরাম দুর্গানাম জপিতেন।

সংসারের কেমন বন্দোবস্ত, যেখানে মুস্কিল, সেইখানে আসান। নিবারণই তাঁহার বিপন্নিবারণ হইল।

আপনা-আপনি নিবারণ বলিল—"আমি আন্দাজি বোলে দিলুম, চব্বিশের পোর্য্যে—"

ক্ষুদিরাম, অর্থবোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সুবোধ-বালকের ন্যায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, ঠিক বোলেচ, চব্বিশই বটে।"

নিবা।—"শনিবারে যাচ্ছেন ত?"

ক্ষুদিরাম।—"এ শনিবারে বোধ হোচ্ছে যেতে পার্‌বি নে। তা' দেশে ত একটু বিশেষ দরকার আছে, তাই ভাব্‌চি।"

ক্ষুদিরামের বিবাহের কথা, বড়ই আনন্দের কথা। "মিষ্টান্ন-মিতরে জনাঃ"—লুচি-মোণ্ডার যোগাড় হইলেই আমার আনন্দ। কিন্তু একটু যে খট্‌কা লাগিতেছে। ক্ষুদিরাম হইতেছেন, জেলে কৈবর্ত্ত, মেস্তেরী, শুনিতেছি নিবারণের জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া—কায়স্থ। অভাগীর-বেটা কোন কাঙ্গালের জাতি-মারিবার ফিকির আছে না কি—দেখাই যাউক।

কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় ঝীও ফিরিয়া আসিল, প্রদীপ জ্বালিল।

ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় গিয়েছিলে, ঝী?"

ঝী, মুখ-ঝাপটা দেওয়ার মত বলিল "কোথায় আবার যাবো?"

ক্ষুদিরামের বুক যেন বসিয়া গেল।

১১। শ্রীপুরে কেন যাওয়া হইল না।

কমলিনি! কখন গাজিপুরে গিয়াছিলে? গাজিপুরে গোলাপ-ফুলের মাঠ আছে।

তোমার গামলার গোলাপ আমি দেখিয়াছি; তাহার পরিমলে পৃথিবী মুগ্ধ হয়, রূপে জগৎ আলো করে, সুষমায় স্বর্গ পরাজিত হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। তোমার গোলাপ মখমল্ হইতেও মোলায়েম, শরতের পূর্ণশশী হইতেও স্নিগ্ধকর, শিশুর হাসি হইতেও মনোহর, তাহাও মানি। যে গোলাপ গামলা-ভরিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার কাছে অলি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, প্রাণ জুড়ায় যে ঘরে রাখে, ইহাও জানি। তোমার গোলাপে, আঁধারে জোৎস্না ফুটে, মরুতে মলয়-মারুত ছুটে, কালানলের জ্বালা টুটে, ইহাও সম্ভব। সে ফুলে কোকিল কুহরে, শরীর শিহরে, প্রাণ করে হরে; সমস্তই সত্য, কিন্তু সে ত একটি মাত্র। বাগানেও গোলাপ দেখি, তাহাও ত বেড়ায় ঘেরা। গোলাপের মাঠ দেখিয়াছ? গাজিপুরে গোলাপ-ফুলের মাঠ আছে।

যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই গোলাপ ফুল; স্বর্গ আর মর্ত্ত যেখানে মিশিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত কেবলই গোলাপ-ফুল। সেখানে ঝরিয়া পড়ে, গোলাপ-ফুল; গাছে ফুটে গোলাপ-ফুল; বাতাসে দুলে, গোলাপ-ফুল। স্তরে স্তরে, স্তবকে-স্তবকে, গুচ্ছ-গুচ্ছ কেবলই গোলাপ-ফুল। দেখিয়া মনে হয়, এই বুঝি হইবে শচীর ফুলশয্যা। শুধু গোলাপফুলে, দিগন্ত ব্যাপিয়া দিবারাত্রি আলো করিয়া আছে। বর্ণনায় সে আসে না; গাজিপুরে গিয়া দেখিতে হয়, ফুল দেখিলে চক্ষু সফল হয়।

এ কি এ! কোথায় গাজিপুর, আর কোথায় কলিকাতা? এখানে, এ কি এ! যায় যে চক্ষু ঝলসিয়া! ওড়নী যে খসিয়া পড়ে। রও আগে কটির বসন কসিয়া পড়ি। এ ত ফুল নহে, ইহারা যে সুন্দরী;—জীবন্ত, চঞ্চল, কটাক্ষ সুন্দরী! গাজিপুরের মাঠে ফুল ফুটে—সে ত গাছের ফুল। সুন্দরীর সঙ্গে তাহার তুলনা। ছি ছি! গাছের ফুলের আবার গৌরব। ইহাদের কাছে, তাহার সৌরভ!—গোল্লায় যাউক, গাজিপুর।

থাম কমলিনি! আমার শ্বাস আসুক। তাহার পর, সোজা করিয়া কথা কহিব।

গলির ভিতর এই ছোট বাড়ীতে ব্যাপারখানা কি? এখন গলি চেনা থাকুক, বাড়ী চেনা থাকুক; চাহিয়া দেখ, চাঁদের মেলা। রূপ, আর যৌবন, আর বিলাস, আর কি?— এবার কলমের কর্ম্ম নয়।

কমলিনি, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি চরিয়া খাইব। এমন [illegible] করিব না।

সুন্দরীর সমাবেশ দেখিয়া অঙ্ক ভুলিয়াছি ;—কয়টি, তাহা কেমন [illegible] চপলাদের চাহনিতেই চক্ষু স্থির,—কেমন করিয়া রূপ বর্ণিব ?

ঐ যে, ইহার ভিতর চেনা লোকও আছে। ঐ যে শ্রীমান্ ভুসী বাবু, ঐ যে [illegible] নিস্তার। আর ঐ যে—আরে রাম! রাম।—আমাদের ক্ষুদিরাম যে।

এই বা প্রেম-নিকেতন ?

প্রত্যেক রমণীর উভয় পার্শ্বে পুরুষ, প্রত্যেক পুরুষের উভয় পার্শ্বে রমণী। [illegible] টেবিল। বেশ্ ত সাজাইয়াছে। টেবিলের উপর প্রত্যেকের সম্মুখে ফুলদানের [illegible] ফুলের তোড়া।

চুপ! কথা কহিও না। স্বর্গীয়-স্বরলহরী শ্রবণ কর। মিলিত কামিনী-কণ্ঠে [illegible] তরঙ্গ উঠিল, মনোযোগ কর।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(ওহে দীননাথ সুর)

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন, হয় সুধাময় ;
জীবে হয় কত, প্রেম সমাগত,
দূরে যায় যত, দুঃখ আর ভয়।
(দেখি), দিবাকরে-সুধাকরে সুধাকরে,
সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে ;
সরিৎ বহে সুধা মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
(আমি) তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুত আনন্দ পাই না হৃদয়ে
সময় সর্ব্বারি যে যাতনা সয়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
(করি), এই ভিক্ষা নাথ, যেন [illegible]
তোমাতেই যেন মজে থাকে মন ;
ধন-মান-সুখে [illegible]
তোমা [illegible]

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র ভ্রাতা শ্রীমান ছুঁচোভোজন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—

"ভগিনীগণ, ভ্রাতাগণ,—আমি যে প্রস্তাব করিবার জন্য দণ্ডাইয়াছি, তাহা আপনাদের অনুমোদনীয় করিবার জন্য অধিক বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। ("শুন," "শুন," এবং করতালি) আমি জানি যে, অধিক কথার আবশ্যক হইবে না। (দ্বিগুণ করতালি) কারণ সে প্রস্তাব সকলের মনোমত হইবে। আমি এ সময়ে আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না ("না" "না" এবং করতালি) তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমার প্রস্তাব অ-বিসম্বাদে গৃহীত হইবে এমন ভরসা করিবার হেতু আছে। ("আছে" এবং করতালি) আমি প্রস্তাব করি যে,—অদ্যকার সভায় আমাদের প্রিয়-ভগিনী এবং প্রজাভাজনী শ্রীমতী নিস্তারকে সভা-পত্নী মনোনীত করা হউক।" (ঘোর-রবে করতালি।)

শ্রীমতী নিস্তার চেয়ার হইতে উঠিবামাত্র আবার করতালি বাজিয়া উঠিল। করতালি ক্ষান্ত হইলে, শ্রীমতী নিস্তার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর একখানা সোনার চশমা একবার নাকে দিলেন। ভাগ্যক্রমে, অথবা কর্মদোষে মতে, চশমায় কাচ ছিল না, নহিলে বোধ হয় দৃষ্টির ব্যাঘাত হইত। সেই চশমার কাঠাম নাকে দিয়া শ্রীমতী নিস্তার শঙ্খচিল্লী-বিনিন্দিত চাঁ-চাঁ রবে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন,—

"হৃদয়রঞ্জনগণ! এবং হৃদয়রঞ্জিনীগণী! আমি এ সভার পত্নী হইয়া, ভয় পাইতেছি। আমার চেয়ে যোগ্যতরা বীরাঙ্গনা এ সভায় বিরাজমানা। (পুরুষ কণ্ঠে "না" "না") কিন্তু যখন আমাকে সম্মান করাই সভা-সভ্যাদের অভিপ্রায়, তখন আমার পশ্চাৎপদী হওয়া আবশ্যক করে না। (করতালি) যেমন সাধ্য আমি, ততদূর পর্যন্তই [illegible] থাকিব। ("খুব পারেন" "খুব পারেন" শব্দ)।

আজিকার সভার উদ্দেশ্য আপনারা অবগত এবং অবগতা আছেন। আমি অধিক বলিয়া, ভাল ভাল বক্তাদের রসময়ী-বাক্য-সুধাপানে হৃদয়রঙ্গিণী এবং হৃদয়-রঞ্জন মহিলা এবং মহলগণকে বিরক্ত করিতে হইলে ক্লেশ বিবেচনা করি। (করতালি) আমাদের নবাগমনা হৃদয়রঙ্গিনী শ্রীমতী নিরঝিণী ঘোষালের (ঘন ঘন করতালি)—শ্রীমতী নিরঝিণী ঘোষালের উৎসবে যোগদান করিয়া যুগপৎ হর্ষবিষাদের জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে। শ্রীমতী নিরঝিণীর ইতিহাস জানিতেছেন আপনারা সকলেই, আমি সে বিষয়ে কোন গৌরব চাই না ("এক শ বার" "এক শ বার")—আপনারা বলুন—দয়া কোরে অধীনারে বলুন—কিন্তু আমি চাই না। প্রেমময়ের প্রেমদৃষ্টি আমার এই নিকেতনের কুটীরে অবদৃষ্টি থাকলেই আমি চির-চরিতার্থিনী, শ্রীমতী

নিরঞ্জিণী কেমন পতিসোহাগিনী, কেমন পতিপরায়ণা তার পর যে প্রকারে [illegible] করালকবলে কবলিনী হইয়া বিরহিণী জনম-দুখিনী হইলেন, এবং আবার [illegible] কুল-কিনারা ঘোর দরিয়া পার করিয়া (উচ্চ হাস্য এবং করতালি) তরী [illegible] ধীরে-ধীরে অকূলে পাইলেন, তাহা দ্বিরুক্তি করা আমার মুখে অস্বাভাবিকী। [illegible] আমি প্রথম-বক্তা হৃদয়রঞ্জন ভ্রাতা শ্রীমান নরকেশচন্দ্রকে প্রেম আহুতি করি।"

ঘন-ঘন করতালি হইতে হইতে শ্রীমতী নিস্তার বসিয়া পড়িলেন, এবং [illegible] কাছে হাত-পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীমান্ নরকেশ বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দশসহস্র শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করাই শ্রীমান নরকেশের অভ্যাস; তিনি এমনি গলা ছাড়িয়া আরম্ভ করিলেন যে, মধ্যে মধ্যে চিপ্-চিপ্ শব্দে স্বীয় বক্ষে করাঘাত "হা ভারতবর্ষ! হা মাতঃ বিধবা বিধবা!" এইরূপ দুটি-একটি অসম্বদ্ধ কথা ভিন্ন, আর কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তবে রমণী এবং রঙ্গিনীরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন; নহিলে করতালি দিয়া বক্তাকে আরও উৎসাহিত করিতেন না। শ্রীমান্ নরকেশ বক্তৃতা [illegible] করিয়া প্রথম এক দফা কাঁদিলেন, তাহার পর এক দফা থামিলেন, তাহার পর বিবাহ বাটীর কর্ত্তার মত কেবল খাউ-খাউ করিতে আরম্ভ করিলেন, ফুটধ্বনি একবারে ছাড়িয়া দিলেন। যাহারা হিসাব বুঝে, তাহারা কিছুকিছু বুঝিল, আমি কেবল অবাক্ হইয়া রহিলাম।

আরও দুই একজন "পুরুষ" "মহিলা" বক্তৃতা করিলে পর, সকলে মিলিয়া ক্ষুদিরামকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতার জন্য ক্ষুদিরাম প্রস্তুত ছিলেন; না, তাহাকেই অনেক ওজর-আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিতান্তই যখন ওজর নামঞ্জুর হইয়া গেল, তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—

"আপনাদের এ কাজে আমি এই নূতন ব্রতী; এমন সাধারণী-সভায় কখন কথা বলাবলিই আমার অভ্যাস নাই; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষ-গুণ মার্জ্জনা করিবেন, (হাস্য) আপনাদের সভায় স্থান পেয়ে আমি বড়ই সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছি, বিশেষতঃ সভাপত্নীর সৌজন্য দেখে। (হাস্য এবং করতালি) এক কথা বলিতে আমি সাহস করিতে চাই,—আপনাদের এই সভা বোধ হয় চিরস্থায়ী সভা; [illegible] হয়, তবে বড় বড় সভায় যেমন "চেয়ারম্যানের" সঙ্গে একজন একজন "বাইস" থাকেন, আপনাদেরও সেইরূপ সভাপতি এবং সভাপত্নীর উপর নির্ভর না করিয়া একটি [illegible] "উপ" রাখিলেও ভাল হয়; কেননা, দরকারের সময়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে। (হাস্য এবং করতালি) শ্রীমতী নিরঞ্জিণীর সঙ্গে আমার আলাপ নাই ("[illegible]" [illegible] —লজ্জার কথা তাহা স্বীকার করি—কিন্তু তবু আমি তাঁর সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আজিকার সভা তাঁহার কর্ণবিধাতের সভাই ঠিক বটে; [illegible]

জন্ত বিষাদ, এবং উক্তার জন্ত আহ্লাদ। ("শুন" "শুন" ও করতালি) তাঁর পতি-
ভক্তির যে প্রকার সুখ্যাতি শোনা গেল,—তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—
তেমন পতিভক্তি সচরাচর দেখা যায় না। আমি ভরসা করি যে, ভক্তিটুকু থাকিতে
থাকিতেই আপনারা যত্ন করিবেন যেন তাহাকে পতিহারা হইয়া কষ্ট পাইতে না হয়।
(ঘন ঘন করতালি) পতির অভাবে যদি এমন পতিভক্তি পৃথিবী হইতে লোপ পায়,
তাহা হইলে আপনাদেরও লজ্জার সীমা থাকিবে না পৃথিবীরও দুঃখের সীমা থাকিবে
না। (করতালি) আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি ("কিছু না" "কিছু না") নিজগুণে
সকলে ক্ষমা করিবেন।"

ক্ষুদিরামের বক্তৃতার এই ফুল-শয্যা। সকলেই তাঁহার বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতে
লাগিল। কেবল সেই নরকেশ কিছু বলিলেন না। "মাথা ধরিয়াছে" বলিয়া তিনি
সরিয়া পড়িলেন।

রঙ্গ-রঙ্গিনীরা সকলেই ক্ষুদিরামকে প্রায় পাগল বলিলেন। তিনি যথাসাধ্য নিজের
পসার বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সভাপত্নী শ্রীমতী নিস্তার, ক্ষুদিরামের বিশেষ সম্মান করিয়া, হাত ধরিয়া শ্রীমতী
নিরঙ্গিনীর কাছে লইয়া গেলেন, এবং উভয়কে একটা কোচের উপর বসাইয়া আপনি
পাশ কাটিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী নিরঙ্গিণী সবে এই বিলাত আসিয়াছেন; কাজে কাজেই একটু জড়-সড়
ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে, সভাভঙ্গ হইল, যে যাহার আড্ডায় প্রস্থান
করিলেন।

ক্ষুদিরামও বড় প্রফুল্ল মনে বাসায় আসিলেন।

১১। সংবাদপত্রের নূতন সংবাদ।

বামুনঠাকুর খবরের কাগজ পড়েন না। না হয়, নাই পড়িবেন, অন্ততঃ লজ্জিত
হওয়া ত উচিত। তাহাও না।

নিবারন খবরের কাগজ পড়ে। নিবারন ভাল ছেলে কি না, খবরের কাগজ না
পড়িবে কেন? শুধু পড়া বলিয়া পড়া নয়, নিবারণের কাগজ পড়া, সে এক রকম
মৌতাত-পড়া। আফিংখোর লোক যথাকালে যদি মাত্রা-সহি আফিং না পায়, তাহা
হইলে তাহার হাই উঠে, গাত্র-বাথা হয়, সর্বাঙ্গ-শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। মৌতাতের
এই লক্ষণ। খবরের কাগজে নিবারনের সেই মৌতাত। ঠিক সময়ে [illegible]
[illegible] নিবারন [illegible] মন দিতে পারে না, [illegible]

পারে না, মিনিটে মিনিটে তামাক খাইতে বাধা হয়, দশ মিনিট অন্তর পিঁড়ি [illegible] উঁচু করে, ক্ষণে ঝাকে ডাকে, ক্ষণে বামুনঠাকুরকে বকে ;—কলি কথা, নিবারণ [illegible] বিচিকিৎস্য ব্যাপার করিয়া তুলে।

একদিন এই কথা লইয়া বামুনঠাকুরের সঙ্গে নিবারণের ঘোর তর্ক। তুমুল আন্দোলন। সে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড বলিলেই হয়।

বামুনঠাকুরের বিবেচনায় পড়া তত আবশ্যক নয়, বরং কর্ম্ম করাই আবশ্যক। পড়িলে জ্ঞান হয় না, অভিমান জন্মে; কর্ম্ম করিলে অভিমান খর্ব্ব হয়, কালে জ্ঞান লাভের পন্থা হয়। গুরু-উপদেশ ভিন্ন পড়ায় সংশয়ের সম্ভাবনা, অতএব পড়া অপেক্ষা গুরুর সেবা-শুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ। তবে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া অবসর কাটাইলে অবশ্য লাভ আছে। খবরের কাগজ পড়িয়া কি হইবে?

সুতরাং বামুনঠাকুরের বুদ্ধিবিবেচনা দেখিয়া নিবারণের রাগও হইল, দুঃখও হইল, এবং সেই রাগে ও দুঃখে মিশ্রিত হইয়া ঘৃণাও বাড়িল। কেননা, ঘৃণা পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

টিপপুট হইতে পাটিয়ালি পর্য্যন্ত রেলের গাড়ী চলিতেছে কি না, সিংপোর নাগরিকেরা কলপুরের সর্দ্দারের কি প্রকার সংবর্দ্ধনা করিয়াছে, নরবের সম্রাট নববর্ষারম্ভে রাজ-মন্ত্রীদিগকে কি কি কথা বলিলেন, রুশাবেন সঙ্গে বাশিবাজুকের সম্মুখযুদ্ধ হইলে কোন্ পক্ষের পরাজয় হইবার কথা,—ইত্যাদি যে সকল ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের নিজ জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহার উপর ইহকাল এবং পরকাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, খবরের কাগজ পড়া ভিন্ন ইহা জানিবার অন্য উপায় কি আছে? পরিষ্কার ভাষায় নিবারণ এই সমস্ত কথা এবং আরও কত কথা বামুনঠাকুরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বামুনঠাকুর এক বর্ণও বুঝিল না। অগত্যা নিবারণের দুঃখ, নিবারণের রাগ এবং নিবারণের দুঃখ ও রাগ—নিবারণের ঘৃণা। বামুনঠাকুর গতিক বুঝিলেন, পরাজয় মানিলেন, পলায়ন করিলেন। তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাত শ উনিশ প্রকার কুসংস্কার বামুনঠাকুরের অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা কাহারই অবিদিত নাই। তাহার মধ্যে একটা কুসংস্কার এই যে, ইংরেজীপড়া লোকের মাথা খারাপ হইয়া যায়, অধিক বিরক্ত করিলে ইংরেজীপড়া লোকে মানুষকে কামড়াইতে আইসে। এমন অবস্থায় পলায়ন করাই সুবোধের কাজ। সেই জন্যই বামুনঠাকুর আর নিবারণের কাছে দাঁড়াইলেন না, পলাইলেন।

যত দিন বামুনঠাকুর আছেন, ততদিন পলিত গলিত, পরপর-লম্বিত [illegible] আশা-ভরসা কিছুই নাই; আশা যাহা আছে, তাহা নিবারণকে লইয়া। [illegible]

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ইংরেজী শিখিতে পারে নাই, সকল লোকেরই একটি একটি বড় চাকরি নাই, সকলে সভা করিতে পারে না, বক্তৃতা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লিখিতে পারে না, আজিও অনেকে ধুতি চাদর ব্যবহার করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে, হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ দেখে, গুরু-লঘু জ্ঞান করে। নিবারণ ইহাও জানে যে, ইংরেজের অধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের এই দুর্গতি। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা নিবারণ জানে যে, উত্তম চোখা-চোখা গুটিকতক প্রবন্ধ যদি সংবাদ-পত্রে বাহির হয়, তাহা হইলেই ইংরেজ যে সাত হাজার ক্রোশ অন্তর হইতে আসিয়া এদেশে আধিপত্য করিতেছে, সেই দিনই সেই সাতহাজার ক্রোশ অন্তরে ইংরেজকে পলাইতে হয়। এমন প্রবন্ধ বাহির হইবে নিবারণের সে আশা আছে;—আরও আশা আছে যে, "প্রাণদায়িনী" সে আশা পূরণ করিবে।

নিবারণের প্রিয় সংবাদপত্রের নাম—"প্রাণদায়িনী।" বলা বাহুল্য যে "প্রাণদায়িনী"র অনন্ত গুণ, তাহার মধ্যে প্রধান গুণ তিনটি। প্রথম, "প্রাণদায়িনী" নিজের বাপান্ত না করিয়া জলগ্রহণ করেন না; ইহাতে জানা যায়, 'সৎসাহস।' দ্বিতীয় কুলকামিনীর কলঙ্ক কাহিনী "প্রাণদায়িনী" যেমন বিনাইয়া বলেন, তেমনটি আর কেহই পারে না; ইহাতে বুঝায়, সুরুচি। "প্রাণদায়িনী"র তৃতীয় গুণ, সত্যনিষ্ঠা; তাহাতে চুল তফাৎ হইবার যো নাই।

সোমবার সকাল বেলা এ হেন "প্রাণদায়িনী" পাঠ করিতে করিতে নিবারণের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। নিবারণ পড়িতেছে—

"জগদীশ্বর আবার বঙ্গদেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আবার একটি প্রেমের পবিত্র উৎস উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আবার একবার হতাশ-প্রাণে প্রণয়ের হিল্লোল ছুটিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতী নিস্তার যে, পরমব্রতে দেহ-মন-প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে জন্য আমাদের ভক্তিভাজন ভ্রাত ভুসীভোজন ভারতে কঠোর বিচরণে আত্মসমর্পন করিয়াছেন, তাহার ফল আবার ফুটিয়াছে; আর একটি পবিত্র ফলে ভাগ সুশোভিত হইয়াছে। কুসংস্কারের কুয়াসা-জাল ভেদ করিয়া, ঘোর কালিমাময় কুটিল কূলে পদাঘাত করিয়া সুন্দরী, যুবতী, পতিপরায়ণা সতী, পাপময় সমাজকে কি প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমাদের পবিত্রহৃদয়া পাঠিকাগণ, এবং নির্ম্মল পাঠকগণ শ্রীমতী নিরয়িণীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যাহার বিশেষ বিবরণ আমাদের সুবিখ্যাত পত্রপ্রেরকের পত্রে অন্য স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে গত শনিবার রজনীযোগে মহাসমারোহে শ্রীমতী নিরয়িণী পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম বিশ্বাস বি-এ মহাশয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছেন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত দস্যু, যাহারা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, শুভকার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু জগদীশ্বর [illegible]

বাবুর সাহস, সত্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয় নাই। নিষ্ঠুর পিতা-মাতা—"

নিবারণ পাঠ শেষ করিতে পারিল না, কাগজ হাতে করিয়া ক্ষুদিরামের ঘরে বেগে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ক্ষুদিরাম বাবু, এ কি ?"

ক্ষুদিরাম সহসা চমকিত হইয়া বলিলেন—"কি ?"

নিবারণ বলিল—"পড়িয়া দেখুন, কি ?"

পুনশ্চ।

ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র কথা, কিন্তু আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাহাতে আমার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে—ক্ষমা কর ত বলি,—স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও আছে। অতএব আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। যদি রাত্রি প্রভাত হয়, তাহার পরেও কমলিনীর কুতূহল থাকে, আবার কলম চলিবে। রাত হইয়াছে, পাত পড়িয়াছে, পেট পুড়িতেছে, এখন এক প্রশ্ন করা যাউক। কেমন কমলিনি! এই কি সুব্যবস্থা?

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃদ্ধ বয়সে।

পাঁচু-ঠাকুর।

[পাঁচ কাণ্ডে সম্পূর্ণ]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

৩, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

পাঁচু-ঠাকুর।

প্রথম কাণ্ড।

তামাসা নয়।

এই ত ভবের হাটে প্রেমের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল। এই ত ভব-সাগরে বাঙ্গলা পানসী ভাসান গেল। এই ত ভবের গাড়িতে অশ্ব-যোজন করা গেল! এই ত ভবের আসরে নামা গেল। এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

পঞ্চানন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোক-সামান্যই বলিলাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কতদিন ভারত উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সন্ধ্যায় আলোক থাকে না, তাঁর "অস্তাচলপতন।" চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্ম-বিকাশ করেন; তদ্ভিন্ন পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—

"সুবর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে"—

মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ-ছায়া উপস্থিত হয়, তবে এ আলোক কেমন?

এ আলোক কেমন? গভীরভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অঙ্কবিহারিণী সৌদামিনী-সদৃশ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গকালীন হাসির মত। ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে; ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। না পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে, তাহা হইবে; অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিধান, বিসর্জ্জন কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

নন্দী উবাচ।

হরিতে হর, হরে হরি,
দুই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।
দুই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু নয়।

অতএব হরি হর রূপে এক, একে দুই; পঞ্চানন্দ তদ্বৎ।

তথাপি রূপভেদে উপাসনাভেদ; অবতারভেদে লীলাভেদ; সেইজন্য—অন্যান্য ভূমিকাভেদ আছে। এ ভেদে যিনি দুঃখ পাইবেন, তিনি চৈত্র মাসের কেহ নন, চৈত্র মাস তাঁহার কেহ নয়; সাধের জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চনক-চূর্ণ, চাল-কলাই ভাজায় তাঁহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন বৃদ্ধ, চর্বণরসে বঞ্চিত। যখন দুর্ভিক্ষ জন্য আর্তনাদ-পুরঃসর আমরা অশ্রুপাত করিব, তখন চক্ষের সেই জলের দু-ফোঁটা তাঁহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা করিলে—যাও, কুছ নেহি মিলে গা।

শুকদেব গোস্বামী নায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিষ্ঠ হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন; আমরা দুয়ের বা'র। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপার্জিত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাহিত হইবে।

পঞ্চানন্দ লিখিবেন কি সম্পাদিবেন, সুতরাং অগত্যা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোজ্জ্বলোজ্জ্বলা সমুদায় পত্র-পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেখক লিখিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাটুর্য্যে, সেক্ষপিয়ার, গেটে, এমার্সন, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকে লেখকশ্রেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ দুঃখিত হইবেন না। সত্বরেই যাহাতে লেখকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; "শকুন্তলাপুকুরে" (১) বাহিরে যে [illegible] ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; সেখানকার [illegible]

---

(১) সেকালে কলিকাতার বিরেণীর পাড়ার [illegible]
[illegible]

স্ব স্ব কাপি পঞ্চানন্দের সেই ফর্দ্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা তাঁহাদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা নাচাইব।

পঞ্চানন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে দুই টাকা দেওয়া যাইবে; যাহাদের লেখা পছন্দ হইবে, তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে না; যাহারা বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, তাঁহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চানন্দ কখনও দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, তাহা পাঠ-সাপেক্ষ; সুতরাং তৎসমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চানন্দ জঘন্য আত্ম-তৃপ্তি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ। এতদ্ভিন্ন পঞ্চানন্দ অতিশয় লাজুক, সেই জন্য প্রথম মজলিসে গলা ছাড়িয়া গান করিতে চাহেন না। এবারে নিদাঘের নব-জলদ-সঞ্চার, করকা-নির্ঘোষ, অশনিসম্পাত, বিদ্যুদ্দাম, এবং কদাচ শিলাবর্ষণে পর্য্যবসান। কিন্তু আগামী বারে প্রাবৃটের মুষলধার, ধরিত্রী কর্দ্দম-চর্চ্চিতবপু, দর্দ্দুরের স্বরসাধন ও গ্যাঙনার মনোহারিত্বের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান দেখা যাইবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ওজোময়ী 'সীতার বনবাসে'র ছন্দে "মনসার ভাসান," রামমোহন রায় "কুলবালার বিষম জ্বালা," বঙ্কিম চাটুয্যে "স্ত্রী-পুরুষের জাতিভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মূলনের উপায় কি?" প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রুত করিয়া-ছেন। অপর শুভ; কিমধিকমিতি।

পঞ্চানন্দের আত্ম-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

অনেকগুলি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে [illegible] প্রকাশ করিতে হইয়াছে; জীবনীতে প্রবেশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি [illegible] করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ,আমার অনিচ্ছা। আমার বিশ্বাস যে, ছাপার অক্ষরে পুস্তকের আকারে [illegible] দোকানদারের মাচায়, ফেরিওলার বোচকায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের [illegible] ঘরে, আমার এই আত্মচরিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাস যে, উই [illegible] ইন্দুর যদি শত্রুতা না করে, [illegible] যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্ত্তি যুগে যুগে বর্ত্তমান রহিয়া কালের লোল-করাল রসনাকে [illegible] করিতে থাকিবে, অথচ কখন তাহার খোরাক হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে [illegible] পায়, ক্রমে লয় পায়; প্রথমে মলাট যায়, তার পর সেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণশীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। কোন কোন গ্রন্থকার এই শোকজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজ কীর্ত্তি বিধ্বস্ত এবং কালের করাল কবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু অনেকেরই তাহা অসহ্য; আমার সাধ থাকিলেও শক্তি নাই। সেই জন্য আমার অনিচ্ছা, এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বলবতী বলিয়াই এই আত্মচরিতের প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বইখানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার বন্ধুগণ [illegible] ছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব [illegible] কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবনবৃত্তান্ত সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীর ভরণপোষণ জন্য সংসারে অগ্রসর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহাত্মবর্গের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে, এই উদ্দেশে, কাগজওয়ালা ছাপাওয়ালা প্রভৃতি কত কত [illegible] তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছে,—যখন এই কথা [illegible] হয়, তখন চক্ষে জল আইসে; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, সুতরাং নালিশ [illegible] এই আশ্বাসে কত কত নিরাশ্রয় উকীল মোক্তার, দালাল, দাগাবাজ, [illegible] আদালতে নিয়ত পরিভ্রাম্যমাণ হইতেছে—এ চিত্র যখন আমার অন্তরে [illegible] তখন আমি নিজ মহত্ব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করি; তাহার পর ইহারা [illegible]

[illegible] ধরিতে আসিবে—এই কল্পনায় যখন আমার মস্তিষ্ক আন্দোলিত এবং [illegible] হইয়া উঠে, তখন আমি ভাবী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচ্ছা, এবং সেই অনিচ্ছা হেতু এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভায়া (১)। জনষ্টুয়ার্ট মিল্ নামক একব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল্—আমার মত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সেই আত্ম-চরিতের অনুবাদ করিয়াছেন; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই [illegible] মিল্ এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান্ অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে [illegible] দিগকে জ্বালাতন করিতেছেন; দাঁতখিঁচোন, আঁচড়ান, কামড়ান,—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? আফ্রিকার মরুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে; আল্‌পসের উত্তুঙ্গ শিখরে, সুয়েজের সঙ্কীর্ণ খালে; চীনে তাতারে; ফ্রান্সে, জর্ম্মাণিতে, মাড্রিডে, সেণ্টপিটার্সবর্গে (২),—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটীও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব? তবে, বল দেখি, আমি যদি না লিখিয়া রাখি, তবে সে বিদ্যাভূষণটির দশা কি হইবে? অগত্যা আমাকে আত্মচরিত লিখিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারণ, সাফ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরী নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই দুঃখে কল্পনা দেবীর উদরে, বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তকের ঔরসে, কতকগুলি মাধুরী এবং সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের (৩) উপর সেইগুলির লালন-পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরীর অবতার, সৌন্দর্য্যের [illegible]। এই আত্মচরিত লিখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরক ঘাঁটা [illegible] বাঁচিবে। বিলাতের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশে ব্যবচ্ছেদ জন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ জন্য আমি এই আত্মচরিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্ম্য অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে; কিন্তু আমার বিচারে সেগুলির কথা তুলিবার দরকার নাই।

---

(১) ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

(২) রুষিয়ার রাজধানী, বর্ত্তমান নাম—লেনিনগ্রাড।

(৩) ৺পূর্ণচন্দ্র বসু, যাঁহার "কাব্য-সুন্দরী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলির স্ত্রীচরিত্রের বিস্তারিত [illegible] আছে।

গুলি বালক পড়িতে যাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে বড়ই প্রতাপ বৃদ্ধি হইল। পড়ো অ-পড়ো, সব ছেলেকেই তিনি লালচক্ষু দেখাইতেন। আমি একাধিপত্যের বিরোধী, সুতরাং পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রতাপ টুটিল, বালকেরা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিল।

ইন্‌স্পেক্টার একদিন সংবাদ পাঠাইলেন যে, পর দিবস তিনি পরিদর্শনে আসিবেন। পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত. আসিয়া আমার খোষামোদ ধরিলেন। সেই রাত্রিতে আমার যাত্রার দলের গান হইবে; আমি দূতী সাজিবার জন্য গোঁফ্ কামাইয়া প্রস্তুত; ছেলেরা বালক সাজিবে, গান মুখস্থ করিতেছে। শেষ, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে রফা হইল, তিনি ছেলেদের কিছু বলিবেন না, আমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে; আর ইন্‌স্পেক্টার আসিলে আর কেহ যাউক না যাউক, আমি গিয়া স্কুল এবং স্কুলের ইজ্জত বজায় করিয়া দিয়া আসিব।

পরদিন আমার মনোমত চারি পাঁচটী বালক সঙ্গে, আমি গিয়া উপস্থিত; গোঁফ্ ছিল না, আমিও বালক, তবে প্রধান বালক। ইন্‌স্পেক্টার আসিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর,—বালকসংখ্যা এত অল্প দেখিতেছি কেন?

পণ্ডিত,—হুজুর, ম্যালেরিয়া।

ইন্‌স্পেক্টার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান চেহারা দেখিয়া আমাকেই প্রথম ধরিলেন।

ইঃ। তোমার বয়স কত?

আমি। আজ আঁকের দিন নয়, স্লেটই আনি নাই।

ইঃ। স্লেট কেন?

আমি। বয়সের হিসাব করিতে।

ইন্‌স্পেক্টর,—পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সোৎসাহ দৃষ্টিপাত করিলেন; পুনরপি পরীক্ষা আরম্ভ—

ইঃ। তোমরা ভূগোল পড়?

আমি। (মৃদুস্বরে) ভূঁও গোল করি।

ইঃ। পৃথিবীর আকার কেমন?

আমি। দাড়িম্বের (?) মত।

ইঃ। না, ঠিক দাড়িম্বের মত নয়; তাহা অপেক্ষাও গোল।

আমি। সবই গোল।

ইঃ। তবে দাড়িম্বের মত বলিলে কেন?

আমি। কেতাবে ত বলি নি?

ইঃ। তবে বল, পৃথিবী কিসের মত?

আমি। আপনার মাথার মত।

ইনস্পেক্টর চলিয়া গেলেন। সকলে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে [illegible]

কতক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ, পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ন বন্ধ। [illegible]

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

মনুষ্যাবর্ণ।

পুরাকালে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন; সুতরাং ভারতবর্ষ একরূপ আদিম পার্লিয়ামেন্ট। কোন্ [illegible] কোন্ দেশ হইতে আসেন ও তাহার কি কি প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। বাল্মীকি—বাহ্লীকের প্রতিনিধি। ইনি মোগল বংশের আদিপুরুষ। রামচন্দ্র ইঁহারই বংশ-সম্ভূত। উদয়পুরের বর্ত্তমান রাণা এই মোগলবংশ-উদ্ভূত। প্রমাণ—টডের রাজস্থান।

২। কশ্যপ—কাস্পীয় জাতির প্রতিনিধি। কাস্পীয়ান হ্রদ তাঁহারই নামে পরিচিত। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে।

৩। গার্গী—জর্জিয়ানা (Georgiana) দেশ হইতে আসেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করেন। প্রমাণ মাণ্ডুক্য উপনিষদের গার্গী-উপাখ্যান এবং হিরডটসের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—আলেক্জাণ্ডারের আক্রমণ-বার্ত্তা। [illegible] গার্গী হন—বিকল্পে।

৪। ভরদ্বাজ—হিস্পানিওলার বারদোয়াজা (Vardwazza) হইতে [illegible] করেন। ভরদ্বাজবংশে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান অতি মান্য। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর [illegible] আধুনিক ব্যক্তি নহেন; অর্থলোভী শঠ ঘটকগণ প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্বের [illegible] পারিয়া কতকগুলি কাল্পনিক কথা রচনা করিয়াছে মাত্র; কিন্তু এখন বিদ্যা[illegible] যুক্তি-সংস্কারে পুরাকালের বিঘোর কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইতেছে। বিষ্ণুঠাকুর [illegible]

---

* প্রকৃত পক্ষে এ "আত্ম-চরিত" আমাদের নহে; [illegible] একখানা নহে। [illegible] আমাদের জীবনের সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। [illegible] এই [illegible] প্রেরিত বলি। [illegible] বশবর্ত্তী হইয়া ইহা [illegible] [illegible] সকলেই লেখক, তথাপি [illegible]

[illegible]

ভিন্ন দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্যার্থে গমন করিত, তখনকার ভারতের লোকাই [illegible] কিন্তু ভবভূতি এই বাণিজ্যের হ্রাস দেখিয়া যখন দুঃখ করিলেন ;—"[illegible] দিবসা গতাঃ", তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের গৌরব লুপ্তপ্রায়। তখনকার [illegible] সওদাগর আত্রবণিক চন্দ্রমণ্ডের নাম মাত্র অবশিষ্ট।

ফলতঃ আর আমাদের দুঃখের নিশা থাকিবে না। "[illegible] তিতিক্ষ শর্ব্বরী।"

এখন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গ আমাদের শোকশেল উৎপাটনে ব্রতী হইয়াছেন ; বরাহের ন্যায় ইঁহারা বেদোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, [illegible] অনেকটা চাপাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রস্তাববাহুল্য না করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল সংগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পণ্ডিতবর্গ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ;—

১। ভারতের বাণিজ্য কাল্ডিয়া (Chaldea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [illegible] আজিও আমরা চাল্তা ফল (সংস্কৃত চালিদহ) খাইতে পাই।

২। যবদ্বীপে যবের ছাতু।

৩। বাটাবীয়াতে—বাতাবী লেবু (সংস্কৃত বাতাপীর।)

৪। মর্ট্যামানে—মর্ত্তমান রম্ভা।

৫। ফ্রান্সে—ধুচুনি (ফরাসী D.jenner শব্দ হইতে)।

৬। স্কটলণ্ডে—কুমড়া (Cameronদের বাগান হইতে Job Charmock আনয়ন করেন)। হাইলাণ্ডারেরা খুব কুমড়া খাইতে ভাল বাসে। প্লিনীর (Pliny) এই মত। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলেন, কুষ্মাণ্ড—কামস্কট্কা (Kamatschatka) হইতে আনীত।

৭। গার্নসীতে (Guernsey)—গাঁজা।

৮। সোগদানা (Sogdiana) প্রাচীন পারস্য—সজ্‌না গাছ।

৯। লুচুদ্বীপে—লিচু-ফল।

১০। জামেকা (Jamaica)—জাম। ইত্যাদি।

শ্রীহনুমান্ বীর।

বঙ্গীয় ভারত-হিতৈষীর প্রতিজ্ঞা-পত্র।

১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বঙ্গদেশবাসী।

২ দফা। প্রাণ দেহ এবং সুখ্যাতি অপেক্ষা অত্যল্প কম মাত্রায় ভারতবর্ষকে এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম পরিমাণে বঙ্গদেশকে আমি ভালবাসি।

৩ দফা। আমি ভারতবর্ষের উপকারার্থে মন এবং মুখ উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

৪ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বাঙ্গালা লিখিব না ও বাঙ্গালা পড়িব না।

৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজীতে নাই এমন কথাই নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না; মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬ দফা। ইংরেজী প্রণালীতে সভা করা, সভার কার্য্যবিবরণ রীতিমত ইংরেজীতে লিখিয়া রাখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা এবং ইংরেজীতে আবেদনপত্র লেখা—এই কয়েক বস্তুর অভাব প্রযুক্তই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হীনাবস্থা, অন্য কারণ বশতঃ নহে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের ভারতবাসী নাই।

৮ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক নাই, চাসা প্রজা নাই, পল্লীগ্রাম নাই, গোঁড়া হিন্দু নাই এবং বুদ্ধিমান লোক নাই।

৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে খড় জ্বলে, সেই হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে জলও জ্বলিবে।

১০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কথা কহিবার সময়ে নাড়িবার জন্য এবং আহার করিবার সময়ে সহায়তা করিবার জন্যই হস্তের সৃষ্টি, ইহা ভিন্ন হস্তের অন্য প্রয়োজন নাই।

১১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনার ভার আপনি বহন করিবার চেষ্টা করা মহাপাপ, এবং সে চেষ্টার নাম স্বাধীনতা নহে।

১২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বোম্বাইবাসী অপেক্ষা ভাল ইংরেজী লিখিতে পারাই চরম গৌরব, এবং তাহাতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

১৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, গায়ে মশা বসিলে রাজার উচিত যে, মশা তাড়াইয়া দেন, না দিলে রাজা অধার্ম্মিক। নিজে মশা তাড়ান মহাপাপ। রাজা যদি আমার প্রার্থনা মতে মশা তাড়াইবার লোক নিযুক্ত করেন, করিয়া তাহার ব্যয় আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, তবে রাজার অন্যায়; এবং দিবারাত্রি সেই জন্য আমার চীৎকার করা উচিত।

১৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কাগজ, কলম, কালী আর ছাপার [illegible]
অপব্যয় নহে। (১)

১৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, রাজনীতি ভারতবাসীর একমাত্র আলোচনার
পদার্থ; যে ব্যক্তি অন্য কথায় লিপ্ত থাকে, অন্য কথা তোলে, সে আত্মদ্রোহী।

১৬ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, রাজনীতির অর্থ—রাজাকে গালাগালি দেওয়া।

১৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, সভ্যতা, ভব্যতা, কর্ম্মনিষ্ঠা, কার্য্যদক্ষতা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, এ সমস্তই পোষাকের গুণে; জর্ম্মাণীর লোককে সাঁওতালের বেশ দিলে
তাহারা ঠিক সাঁওতাল, এবং বানরকে ইংরেজের সাজ পরাইলে বানর ঠিক ইংরেজ
হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

১৮ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার দর কত, সে অনুসন্ধান কখনও
করিব না; জাহাজের মাস্তুল পর্য্যন্ত রীতিমত চড়িব।

১৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, দৈহিক পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল।

২০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, [illegible] কিছুই নাই, সিপাহীবাগে সকলই
আছে।

২১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে রাত্রিকালে সূর্য্যালোক থাকে না। অতএব
প্রদীপ জ্বালা উচিত।

২২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি আমার মতের পোষকতা করে না,
সে মূর্খ; যে প্রতিবাদ করে, সে কুতর্কী; যে বিরুদ্ধাচরণ করে, সে আত্মদ্রোহী।

২৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ নাই, মতভেদ নাই,
ভাষাভেদ নাই এবং বর্ণভেদ নাই।

২৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রয়োজনীয়, আর
অবশিষ্টাংশ অকর্ম্মণ্য ভারমাত্র।

২৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বনমানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, এবং আমার পর-
পত্নীর বিবাহ হইয়াছে।

আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত [illegible]
হিতৈষী সম্প্রদায়ের সূচনাপত্র এবং নিয়মাবলীর একখণ্ড পাইয়া [illegible]
হইয়াছি। যাঁহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, [illegible]
প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশ্য সভায় স্বাক্ষর করিতে হয়। [illegible]

---

(১) নহিলে পঞ্চানন্দ বাঁচিবে কি খাইয়া?

করিতে হয়; আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর স্বরূপ একটা বক্তৃতাও [illegible] হয়। বক্তৃতাই সমাজের জীবনী-শক্তি।

বক্তৃতা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কয়জন লোক কাজ করিতে প্রস্তুত হয়? আমি দেখাইব যে, বক্তৃতা যেমন [illegible] কর্ম্ম, তেমনি লাভজনকও বটে

মনের কথা যে খুলিয়া বলে, সে যে পাগল, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। পক্ষান্তরে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি, ইহাও পণ্ডিতের কথা। অতএব ঘুরিয়া কথা কহিতে পারিলে অর্থাৎ যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানে সত্য কথাটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেই, দুই দিক্ রক্ষা করা হয়,—সাপ মরে, অথচ লাঠিখানি ভাঙ্গে না—নাম হয়, অথচ মিথ্যাবাদী বলিয়া বদনাম হয় না। কে বলিবে বক্তৃতা লাভজনক নয়? যে বাঙ্গালী, ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা করে, অথচ "দেশের হিতের জন্য আমার জীবন প্রাণ," কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সেই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি;—অনন্ত মানব জন্মে, তাহার ন্যায় মানব [illegible] সুদুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; যাহার হইয়া বলিতেছি, সে আমার কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না—বক্তৃতায় ইহা অপেক্ষা বেশী বুজরুকী আর কি হইতে পারে বলো? এ প্রকার বক্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মজ্ঞ লোক কোথায় পাইবে বলো?

অতএব হে মহিলাকুল এবং ভদ্রগণ! আমি বক্তৃতা করিতেছি। ইংরেজী ভাষা আর গোমাংস, দুই আমার উদরে আছেন; কিন্তু হিন্দুর ছেলে, হিন্দু সমাজে চলাফেরা করি; দুই চাপিয়া রাখিতে হইবে। সেই জন্য ইংরেজিতে না হইয়া বাঙ্গালায় আমার বক্তৃতা। দোষ গ্রহণ করিবেন না, মার্জ্জনী ধরিবেন না, মার্জ্জনা করিবেন।

২।—ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন?

ইহা অতি অন্যায় প্রশ্ন। হণ্টার সাহেব পছন্দ করিয়া প্রশ্নের এরূপ [illegible] করায় তাঁহার রাজভক্তির অভাব অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি যদি [illegible] হইতেন, উপরন্তু যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিমক না খাইয়া থাকিতেন, [illegible] নিমকের প্রত্যাশা না রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাথা [illegible] অপরাধ হইত না, তাঁহার [illegible] কাটাইয়া দিলেও বিধিমতে কেহ [illegible] কারণ, এরূপ প্রশ্নের ভঙ্গীতে ইংলণ্ড যেন ভারতের কিছু করিতে বাকী রাখিয়াছেন, এমন সংশয় স্বভাবতই হইতে পারে। [illegible] প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লুণের গুণ কোন হণ্টার সাহেবের উচিত ছিল। [illegible] তাঁহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, [illegible]

নের জিম্মায় রাখিয়া জাল, মিথ্যা কথা, [illegible] মানুষের জন্য কয়জন এতদূর আত্মবিসর্জন দেখাইতে পারে?

ইংলণ্ড জানেন যে, জালসাজী বড় পাপের কর্ম্ম, ইংলণ্ড জানেন যে, পাপীর দণ্ড বিধান না করিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ইংলণ্ড জানেন যে, ভারতের উপকার করিতে হইলে ভারতের ভ্রান্ত সন্তানকে সৎপথ দেখাইতে হইবে। জানেন বলিয়া ভারতবর্ষকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্লানি স্বীকার করিতে হইলেও, নন্দকুমারকে ইংলণ্ড ফাঁসি দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। দুর্বৃত্ত নন্দকুমারের দুর্গতিতে পাপীর হৃদয় [illegible] হইল, ধর্ম্মান্ধ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কৃপায় শিখিয়া লইল। এত ত্যাগ স্বীকার, এত ধর্ম্মোপদেশ দিতে আগ্রহ যাঁহার আছে, কোন্ লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকো যে, এ হেন ইংলণ্ড ভারতের জন্য কি করিয়াছেন?

তুমি বলিতে পারো,—এ সকল গৌরবের কথা বটে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বড় প্রাচীন কথা; এ কথার বলে সম্প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবী করা চলে না, ভাবিতে তাহাতে দোষ ঘটিয়াছে। মঞ্জুর! আর পুরাতন কথা বলিব না, হালের ব্যবস্থা, হালের ব্যবস্থা, দেখাইয়াই তোমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারি কি না, তাহা দেখো! ভক্তি তোমার অন্তরে আছে, তাহা জানি। আমি বক্তৃতা করিলে, সত্যের আবৃত্তি করিলে, তোমার প্রেমাশ্রু পড়িবেই পড়িবে।—

“বাহিরায় নদী যবে পর্ব্বত উদ্দেশে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি?”—

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে মুসলমানকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরাজী শিক্ষিত [illegible] নহে। ইংলণ্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়। এমন প্রত্যক্ষ কথার বিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক হইলেও আমাকে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ড কি করিয়াছেন।

এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝাঁ ঝাঁ-কাঁঠাল-পাকানে গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাকো, সে কাহার প্রসাদাৎ? এই যে কোট, কেদারা, কাঁচের বাসন, আর্শী ফ্রেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকো, এ শিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ? এই যে তোমার ভাষা তোমার দেশের চাষায় বুঝিতে পারে না, তুমি যে গুণে দেশের সাড়ে পোনের আনা লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারো না, তাহাদের সংসর্গ ঘৃণাজনক মনে করো, এ গুণ কোথায় পাইলে? এই যে, পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়াও তুমি বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছ, মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দিয়া পশু-শালায় চাঁদা দিতে অভ্যাস করিয়াছ, এই যে কোলাকুলি তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে শিখিয়াছ—এ বিদ্যা কে তোমাকে

দান করিয়াছেন ? [illegible] জন্য কি করিয়াছেন ?

ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড ধনশালী করিয়াছেন ! আফগানিস্তানে যুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয় ; পারস্যের রাজা চীন দেশে বেড়াইতে যান, ভারতবর্ষ টাকা দেয় ; বিলাতের লোক বিলাতে বসিয়া চাকুরী করে, ভারতবর্ষ তাঁহাদের মাহিনার টাকা দেয় ; ইংলণ্ড ভারতের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না,—সেই কৃতজ্ঞতায় খৃষ্টধর্ম্মের পাদরীদিগকে ভারতবর্ষ টাকা দেয় ; ভারতরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে সৈন্য থাকে, ভারতবর্ষ টাকা দেয় ; ল্যাঙ্কাশায়ারে দুর্ভিক্ষ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয় ; অধিক কি, এই যে প্রায় বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহার প্রতীকারের জন্যও ভারতবর্ষ অগ্রিম টাকা দিয়া রাখে ; ভারতবর্ষের মত কোন্ দেশ ধনশালী ? টাকা অনেকেই দিতে পারে, অথচ তাহারা কষ্ট পাইয়া দেয় ; তাহা হইলে তাহাদিগকে ধনবন্ত বলা যায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে কথাও বলিবার যো নাই। সোভানাৎ গাঁথনি হইতেছে, আঁচের তলা ক্যাটিড্রক আরম্ভ করিল, এতই টাকা যে, ভারতের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইঞ্জিনিয়র বলিল নূতন অট্টালিকা চাই, ঘর বড় সোঁতা ; আচ্ছা ভাঙ্গিয়া ফেলো ; ভারতের টাকার অভাব নাই ; ঘর বড় গরম ; উত্তম কথা, নূতন ঘর করো, টাকার কমি নাই। কলিকাতায় অনেক বড় লোকের বাস, অনেক গোলযোগ, রাজকার্য্য এখানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কষ্টকর, বেশ, সকলে বাহরে সিমলা যাও, পথখরচ, খাইখরচ, খোসখরচ কিছুরই অভাব নাই, টাকা দিতে ভারতের মুখ ম্লান হয় না ; এমন ধনবান্ করিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয় ; তোমরা কি বলো, ইংলণ্ড এ কীর্ত্তি করেন নাই ?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল ; ভারত রাজা জানিত না, রাজ্য জানিত না ; ভারতবাসী জন্মিত, খাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন সে দুর্দ্দশা নাই ; ভারতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্ম্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলণ্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া সেটা করিয়া লন ; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান্ এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্ম্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ-বাচ্য করো উত্তম, না করো, নাই। এ সুখের কর্ত্তা—ইংলণ্ড।

অশান্ত অসভ্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, কেবল উপদ্রব ছিল ; সেই জন্য বাণিজ্য ছিল না, সেই জন্য বাদসা স্বয়ং তাজমহল গাঁথিতেন, আর বেগম রেজার কাজ করিতেন। এখন দুর্ভিক্ষ কালে বেড়াইতে যাও, জীবন না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পাইবে না। বাণিজ্যের এমনই লাভ হোক যে, তাঁতিকুল একেবারে ভাসিয়া গেছে, শিল্পের এমনই উন্নতি যে, ঘুঘুও ঘরের মধ্যে আছে কেহ শঙ্কা ক্রমে প্রবেশ না করে,

আইন-স্তোত্র।

হে ৯ নং আইন! তুমি বাঙ্গালা লেখার জন্য মহাশয়, বেত্র হস্তে পাঠশালার সকল ছাত্রকে শিক্ষা [illegible] তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের পৃষ্ঠদেশের ছিলকা ছাড়াইতে পারো, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমাদের পাততাড়ি গুটাইতে হয়। অতএব তোমাকে গড় করি।

হে [illegible] পাঁচ আইন! তুমি আমাদের জুবানী রাজা, কারণ তোমার এলাকায় বাস করি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরাইতে পারো, আমাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে পারো। আমাদের পদস্খলনও হইতে পারে, বিচিত্র নহে; পা-টলা দেখিলে তোমার [illegible]ওয়ালাদের বড় প্রলাপ বৃদ্ধি হয়,—সেই জন্য তোমাকে এত ভয়। [illegible] তোমাকে গড় করি।

হে ৯ + [illegible] চৌদ্দ আইন! আমরা তোমার ধার ধারি না— কেহই নহি, সত্য; কিন্তু আমাদের অনেক মুরুব্বীর মুরুব্বীর তুমি মুরুব্বী। তুমি ইষ্ট করিতে [illegible] সুতরাং অনিষ্টও করিতে পারো। অতএব তোমাকেও গড় করি।

হে ৯ × ৫ নয়-পাঁচ পঁয়তাল্লিশ আইন! তোমার অপার মহিমা; অপারমেয়শক্তি! যে কথা কহে, হাসে, হাঁচে, নিশ্বাস ফেলে বিচরণ করে, চাঁদা বেড়ায়, সেই তোমার আয়ত্ত এবং অধীন। তোমার গুণগান করিতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। তুমি নিত্য, তুমি সৎ, তোমার কথা কি বলিব? তোমাকে গড় ত করিই; তোমার পায়ে পড়ি; তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তোমরা যৌথরূপে এবং পৃথক্ ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিও। হরি হরি ওঁ।

গ্রাণ্ট-ঘোমটা সংবাদ।

[illegible]পাদ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ

ঠাকুরেষু—

বিবিধ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন,—

হুগলীর জজ গ্রাণ্ট সাহেবের কাছে দাওয়ার একটি মোকদ্দমা হইবার সময়ে এক বৃদ্ধাবৃদ্ধা সাক্ষ্য দিতেছিলেন। যে-কোন কারণেই হউক, সাহেব নাকি তাঁহার ঘোমটা ([illegible]) দিবার জন্য আদেশ করেন, এবং একজন মুসলমান প্যাদা সেই আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করে।

সাবারণীর (১) চরিত্র আপনার অবিদিত নাই ; সাবারণী নাকি এই কথা [illegible] পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে, রটনা করিয়া বেড়ায় ; তাহাতে সাবারণীর সঙ্গে [illegible] আলাপ আছে, এমন আর দশজনেও এই কথা লইয়া ঘোঁট করিতে থাকে। [illegible] নাকি শুনিতেছি যে, কথা আমাদের ছোট লাটের কর্ণকুহরে উঠিয়াছে, আর তিনি ইহাকে অত্যাচারের কথা মনে করিয়া তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তদন্ত যদি সত্য সত্যই হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। গ্রাণ্ট সাহেবের অনেক শত্রু ; আমি বিশেষ জানি, অনেক বাঙ্গালী, গ্রাণ্ট সাহেবের চাকরীটি [illegible] দুরাশায় সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক দুর্নাম রটনা করে, এবং অনিষ্ট-চেষ্টা [illegible] সেবার সেই বাঁকুড়ায় এমনি এক সাক্ষীকে চড়-মারা না কি একটা কথা তুলিয়া [illegible] অমায়িক স্বভাবের সাহেবটীকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল। যাহাই হউক, যদি তদন্ত হয়, সাহেবকে একটা কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। আমি আইন-আদালত লইয়া চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছিলাম ; সম্প্রতি মোক্তারদের আইন হইয়া আমার অন্ন [illegible] যাইবার আশঙ্কা হইয়াছে ; সুতরাং এ সময়ে গ্রাণ্ট সাহেবের একটু উপকার করিতে পারিলে, হয় ত আমারও উপকার হইতে পারে। এই জন্য তাঁহার কৈফিয়তের একটা মুসাবিদা আমি পাঠাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সাহেবের কাছে আপনি পাঠাইয়া দিবেন।

কৈফিয়ৎ।

লিখিতং শ্রীগ্রাণ্ট সাহেব, সাহেব জজ, জেলা হুগলী, কস্য কৈফিয়ৎ-পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আলীর পরওয়ানা অত্র আদালতে আগত হইলে অধীন সেরেস্তাদার ও সেশিয়ান মোহররকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিবার আদেশ করিবাতে তাহারা যে [illegible] রোয়দাদ দাখিল করিয়াছে, তাহার একখণ্ড নকল পৃথক্ রোবকারী সহকারী [illegible] পাঠান এবং এ পক্ষ স্বয়ং তৎকালে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, বিশেষ হাল অবগত না থাকা গতিকে তন্মর্ম্ম মতে যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে এ পক্ষের দোষ প্রকাশ পায় না।

আমার হাল এই যে, বিচার কার্য্যে পক্ষপাত [illegible] আইনে [illegible] নিষেধ থাকায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হয়। বাঙ্গালী পুরুষগণ [illegible] কোঁচা দেয় না এবং স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা দেয়, [illegible] সভ্য হইলেও [illegible]

কিন্তু আদালতে তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নহে। সেই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ঘোমটার খাতির করা যাইতে পারে না এবং বিচার কার্য্যের সময় সহজে ঘোমটা না খোলায়, তাহাকে আদালতের অবজ্ঞা করা যাইতে পারে, এ পক্ষের উকীলগণের দ্বারাও ইহা সাব্যস্ত হইবেক অধিকন্তু সাক্ষীদের মুখভঙ্গী দেখিয়া বিচার করিবার কথা আইনে স্পষ্ট প্রকাশ, তাহাতে মুখ দেখা আবশ্যক হইলে, কি প্রকারে ঘোমটা থাকিতে পারে?

আরও প্রকাশ পাইতেছে যে, ঘোমটা খুলিবার হুকুম দেওয়া সত্য হইলেও, যে পেয়াদা ঘোমটা খুলিয়া দিল, সে ব্যক্তি পর পুরুষ বটে, কিন্তু তাহা এ পক্ষের দোষ বলা যাইতে পারে না, পেয়াদার নিজের দোষ বলিতে হইবে এবং সে মুসলমান, ইহাও তাহারই দোষ; এমতাবস্থায় যদি কাহারও জরী মারিতে হয়, তাহা হইলে পেয়াদার জরী মারাই আইন এবং বিচারসঙ্গত হয়; এ পক্ষেরও সেই অভিপ্রায়, তাহাতে হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।

[illegible] পঞ্চানন্দ কেবল বানান দোরস্ত করিয়া দিলেন, অন্য সংশোধনে তিনি অশক্ত। সাহেবের নিকট পাঠাইবার সুযোগ না থাকায়, ইহা [illegible] করিয়া দেওয়া গেল।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (১)। *

শ্রীচরণকমলেষু —

ভূমিষ্ঠ হইয়া অশেষ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। পূর্ব্ব পত্রে যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে চাহিয়াছি; সুতরাং আপনিও সেজন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া আমার এই পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কৌতূহলের পায়ে আর ভড়ুপ ঠুকিয়া রাখা উচিত নয় বিবেচনায় আমিও সত্বর হইতেছি।

যুদ্ধের নাম শুনিলে সকলের মনে একটা ধারণা হয় যে, অনেক লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গোলা-গুলি ছুড়িতে থাকে ও তরওয়াল চালাইতে থাকে এবং সেইরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান আর একদলকে আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে একদল সংখ্যাতে দুর্ব্বল হইয়া পলায়ন করে, অপর দল তাহাদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যায়; যাহাকে পায় মারে, কাটে অথবা ধরিয়া আনে। আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি সে রকমের হইত, তাহা হইলে তাহার বিবরণ লিখিয়া আমি কষ্ট পাইতাম না। এখানকার যুদ্ধ অতি আশ্চর্য্য এবং কৌশলময়। কাবুলবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে জানে না। এক-এক মজার কারখানা বলিয়া আমার বোধ হইল।

কাবুলে যাহার বাস, সেই আমাদের শত্রু; যে পুরুষ কাবুলের ভিতর পদচারণা

---

* সেই সময় আফগানিস্থানে [illegible] একটা যুদ্ধ চলিতেছিল।

করে, সে-ই মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হয়—রবার্ট সাহেব এ কথা আপনাকে আগে হইতে [illegible] ইহা রাখিয়াছিলেন। প্রেস কমিশনর মহোদয়ের [illegible] দেখিলাম যে, তাহা যথার্থ। তাহাতেই যুদ্ধের প্রক্রিয়াটা ভালমতে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

লড়াই এইভাবে হইতেছিল;—মনে করুন, একজন কাবুলী আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে, এবং তাহার দুই হাত দুই পাশে দুলিতেছে বা দুলাইতেছে। ইংরেজীভাষায় বাহু এবং অস্ত্রের একই নাম—আর্ম্‌স; সুতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সশস্ত্র শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর। অতএব যোদ্ধা পক্ষে বধ্য। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ইংরেজের পক্ষে, এই মীমাংসা হইবামাত্র তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় স্থির করা আবশ্যক; অমনি পাঁচ সাত জন সৈনিক সেই কাবুলীটার দিকে দৌড়িল, দুই চারিজনে দুই একটা ঘুসা খাইল, তাহার পর কাবুলী ধরা পড়িল। রবার্ট সাহেব সেনাপতি, তথাপি অবিচারক নহেন; তাঁহার সম্মুখে সেই কাবুলী আনীত হইবামাত্র, তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি কাভানিয়ারি (১) সাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। আমিও দেখিতে পাইলাম, তাহার বিস্ময়াবিষ্ট মুখে হত্যার চিহ্ন স্পষ্ট দেদীপ্যমান; তখন আমার চশমা আর রবার্ট সাহেবের চশমা একমত হওয়াতে, তিনি আমাকে বলিলেন—খুন করিলে ফাঁসি হয়, ইহা যথার্থ কি না?

আমি উত্তর দিলাম একশ বার। তিনি বলিলেন—দয়ার সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; একশ বার ফাঁসি দেওয়া বিচারসঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে একবারের বেশী ফাঁসি দিব না। তদনুসারে কাবুলীর একবার মাত্র ফাঁসি হইয়া গেল।

আমি রবার্ট সাহেবের বিবেচিত এই দয়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার উপর দুইটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, কাভানিয়ারি সাহেবের দেহ যতই কেন প্রকাণ্ড হউক না, তাঁহার হত্যাকারী প্রমাণে যত লোকের ফাঁসি হইতেছে, তত লোকে তাঁহাকে আঘাত করিতে হইলে, একটা আঘাতের উপর এক-শত দেড়-শত আঘাত করিতে হইয়াছিল; নহিলে তাঁহার শরীরে কুলায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাবুলীরা এমনই অল্পপ্রাণ এবং দুর্ব্বল যে, তাহাদের মধ্যে একজনও রবার্ট সাহেবের দয়ার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না,—যেমন কেন কাবুলী হউক না, একবার মাত্র ফাঁসি দিলেই তাহার প্রাণান্ত হইতেছে। আমার বিবেচনায় যে জাতির এইটুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেজের সঙ্গে [illegible] যুদ্ধ করা [illegible]। বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্‌, এই জন্য এই ইংরেজরাজের এত ভক্ত [illegible]

---

(১) Cavagnari.

অধিকন্তু দুঃখ এই যে, ফাঁসির আগে যত কাবুলীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আমাকে বলিল যে,—দুইদিন অগ্রপশ্চাৎ মরিতেই হইবে, সুতরাং মরিতে কোন দুঃখ নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু কষ্ট হয়, অস্ত্রহস্তে মরিতে পাইলে এ কষ্ট হয় না। আমার বিবেচনাতে এ কথা কতকটা সত্য; কারণ, ফাঁসিতে মরিতে হইলে দম বন্ধ হয়, তাহাতে অধিক কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন কাবুলীকে আমি একদিন পরামর্শ দিলাম যে, এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে সে অসভ্য মূর্খ আমাকে কতকগুলা কট-কাটব্য বলিয়া শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল,—কাবুল পয়মাল হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাবুলী কখনও হটিবে না; যেমন মূর্খ তেমনি শাস্তি; পাষণ্ডের ফাঁসি হইল।

এইরূপে ফাঁসি দেখিতেছিলাম, আমোদ করিতেছিলাম এবং বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা একদিন রবর্ট সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আমাদিগকে ঘেরাও করিয়াছে, চলো আমরা এখান হইতে পলাইয়া যাই। "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি আগে আগে দৌড়িলাম; তাহার পর শেরপুরে আসিয়া আবার আমরা অবরোধবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। বাহিরের খবর কিছুমাত্র জানি না। রবর্ট সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দিনযাপন করিতেছি, সেই কথাবার্ত্তার সারমর্ম্ম লিখিয়া এ পত্রের উপসংহার করিতেছি। যদি ফিরিয়া না যাই, কিম্বা আর পত্র লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক পুষ্করিণীর পাড়ের পাথর খাড়ু আপনি খুলিয়া দিবেন, এবং আমার শালগ্রামের সেবার ভার লর্ড লিটনের (১) উপর দিবেন, এই আমার অনুরোধ।

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, দুঃখ প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রবর্ট সাহেব আমাকে বলিলেন,—দেখো, তুমি যেমন উপযুক্ত লোক, অন্য কাগজের সংবাদ-লেখকেরা যদি তেমনি হইত, তবে আমার ভাবনা কি? তাহারা যুদ্ধের কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। অথচ আমাকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমাকে যুদ্ধ ছাড়িয়াও ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না থাকিলে, এই যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি বলিলেই হয়, ভারতবর্ষে অদ্যই সংবাদ যাইত যে, সমস্ত কাবুলীকে নাশ করিয়া আমরা জয় লাভ করিয়াছি। এই জন্য সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে এমন নিয়ম করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতে পারে। আমি দেখিলাম, কথা যথার্থ।

আর একদিন রবর্ট সাহেব বলিলেন,—দেখো, কাবুলের যুদ্ধ আদর্শযুদ্ধ, বলিয়া

অনেকে অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা বড় অন্যায়। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম [illegible], সুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যক, এ দিকে ধর্ম্মের প্রতি সহজে কাহারও [illegible] না। এমত স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপদ্রবে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম কিরূপে এখানে আনা [illegible] পারে? আমি বলিলাম—তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যীশু মনুষ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; এখন তাহার জন্য মনুষ্যের প্রাণ লওয়াতে কোনও দোষ হইতে পারে না; অধিকন্তু অর্থনীতির নিয়মানুসারে সুদ লওয়া পাপ নহে, সুতরাং প্রাণের বদলে প্রাণ, তাহার উপর সুদ, ইহাতে দোষের ত কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে খৃষ্টধর্ম্মের অনুরোধে যুদ্ধ করা আবশ্যক; মুসলমানেরা এক হাতে কোরাণ, অন্য হাতে তরওয়াল লইয়া যায়; যাহার বেলা যেমন, সেই মত না করিলে চলিবে কেন? অন্যথায় অপরের ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। আমার কিছু উন্নতি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু আমি মনে মনে ভাবিলাম উন্নতি-স্পৃহা একবারেই লোপ পাইয়াছে। সাহেবকে বলিলাম, আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন নাই। তবে কপালে থাকিলে আমি লক্ষ করিতে পারিব না; আপনাকেও এত আগ্রহ করিতে হইবে না।

সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? সাহেব বলিলেন—লর্ড লিটন দেশে কাব্য লিখিয়া কাব্যের বিষয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখানি বীররসাশ্রিত মহাকাব্য তাঁহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধেই যুদ্ধ। কবির কল্পনা এবং রাজনীতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্বিত দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটী স্বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে [illegible] করা অন্যায় বলিয়া যে, সকলে এত গোলযোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার [illegible] কি? আমি বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে, তাহারা বোকা। ইংরেজের [illegible] স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি জগতে আর নাই; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, [illegible] হউক, [illegible] হউক, কৌশলে হউক, তাহা আত্মসাৎ করিবার যত্ন করিবে, [illegible] দোষ কি? বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে [illegible]।

অদ্যকার মত শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—।

[illegible]	স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের মায়ায় যে প্রাণপণ করে।
সন্ধি	বন্দী।
দেশাধিকার	দাঁড়াইবার যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, মৃত্যু-পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ স্থান পদতলস্থ রাখা।
সেনাপতিত্ব	এরূপ ভাবে সৈন্য সংস্থাপন করা যাহাতে বিপৎকালে এক দল অন্য দলের সাহায্য করিতে না পারে।
অসভ্য জাতি	যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার নিয়ম এবং ধর্ম্মের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের শিল্প-মহিমার অপূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ করিলে কলঙ্ক নাই।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (৩)।

শ্রীচরণকমলেষু,—

দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব পত্রে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আজ্ঞাপত্র বা জবাব কিছুই না পাইয়া মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কাবুলীরা যে রকম অধার্ম্মিক এবং দুষ্টপ্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা ডাক মারিয়াছে এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আপনার মত দয়াশীল লোকে কখনও [illegible] ভাত ব্যঞ্জন খাইবার সাধে বাধা দিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ফলে, স্পষ্ট কথা বলাই ভালো, আপনি নিষেধ করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতাম না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ, কাবুলীদের মত মূর্খ লোক পৃথিবীতে আর নাই। মূর্খ লোকে নিজের ভুল বোঝে না, কাবুলীরাও বোঝে না; সেই জন্য ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দেখুন, বলি রাজা মূর্খেরই ভয়ে স্বর্গের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অতি সুসভ্য সুপণ্ডিত এবং সদাচারী জাতি, বাঙ্গালায় আসিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া, ইহারা যে যে উপকার করিয়াছেন—ইংরেজের উপকারের কথা বলিতেছি না, আমাদের উপকার যাহা করিয়াছেন—তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ ভুলিবে না। কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল দেয় না; কেবলই বলে যে, ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেও আমরা লইতে চাহি না, [illegible] অপকার করিতেও দিব না। দিবে না—তবে মজা। কেমন দুর্ব্বুদ্ধি [illegible] হইয়াছে।

আর, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী—এসব কথার মানেই ত আমি বুঝিতে পারি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি; ইহার আবার ভিন্ন জাতি কি? কাবুলীরা এমনই মূর্খ যে চারুপাঠ পর্য্যন্ত ইহাদের পড়া নাই; চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বার লেখা আছে। তদ্ভিন্ন পৃথিবী সকলই এক; এক মাটী, এক জল, এক সকলই। তবে আবার ভিন্ন দেশ কি? হায়! ইহাদের ইহকাল ত গেলই, পরকালে পরিণামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার হৃদয় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাসিগণ! এখনও তোমরা অনুতাপ কর, এখনও পাপচিন্তা হইতে বিরত হও, এখনও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে। যে হেতু অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তই স্বর্গের দ্বার। বাস্তবিক, আর আমি কাবুলে আসিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি যীশুর ছোট ভাই, শিকারের হাড়িকেলা-জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়া—সেনজা মহাশয়, কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলী-দিগকে স্বার্থপরতা, বিধর্ম্মীর ভাব, এবং ভ্রান্ত স্বদেশ আদির বোধ ভুলাইতে পারেন, আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে টলিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন একঘেয়ে গোছ হইয়া পড়িয়াছে, রকম-ওয়ারি না থাকিলে মজা নাই, বিবরণ লিখিয়াও সুখ নাই। ঐ কয়িয়া এল,—ঐ আমীর তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিল,—ঐ যুদ্ধের আয়োজন করিল—ঐ আজ মারা-মারি—ঐ ওখানে কাটাকাটি—ইহা ছাড়া নূতন কথা কিছুই নাই। তা একটা কথা জাঙ্গচুর করিয়া বাড়ী বসিয়াই লেখা যায়; তবে আর বাসা-খরচ করিয়া, রাম রাবণ ভৈরবের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজনটা কি? তাহার উপর আগাগোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পত্র লেখা খুব সহজ ব্যাপার মনে করবেন না; কারণ, নানা মুনির নানা মত। কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ-বিসম্বাদ হইতেছে, তাহাতে 'না হাঁ' যাহাই বলিব, তাহাতেই সর্ব্বনাশ। দোহাই ধর্ম্মের, আমি ইহার কিছুই জানি না, সাতাশী জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে বলিলেও আমার স্বস্তি, সাত-শ ফাঁসি হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে হয় নাই, তাও স্বস্তি। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনও পক্ষের ঝাকযোকের কথা লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিয়া এই ফাঁসির সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলিতে পারি; যাঁহাদের ফাঁসি হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে আগমন না করিতেন, তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাঁসি হইত। [illegible] ফাঁসি না হইলেও তাহারা গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যাহা কপালে লেখা আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাগী। সমস্ত নিয়তি, আর কিছুই নয়, নিয়তি। তবে আর অত্যাচারের কথা ওঠে কিসে, তাই ত বুঝিতে পারি না। [illegible] হইতেছে, সে নিয়তির [illegible]

লোক মরিয়াছিল? নিয়তের লেখা; ইহা যে না মানে, সে লোক অজ্ঞান—সে খ্রিষ্টান।

তৃতীয়তঃ, শর্করকন্দ—(রাঙ্গা আলুকেও শর্করকন্দ বলে, এ তাহা নয় জায়গার নাম)—রণজয়ে প্রস্তুত; সুতরাং এখন আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকাটা যুক্তিসিদ্ধও নয়। প্রয়োজন নাই, কেন না, আপনার যখন ইচ্ছা হইবে তখনই এই রেল্‌ওয়ের কল্যাণে লোকগাড়ীতে হউক, মালগাড়ীতে হউক, ডাকগাড়ীতে হউক, আমাকে দস্তাবজী বলিয়া আবার চালান দিতে পারিবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেরং গাড়ীতে খবর পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ লিটন বাহাদুর পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন যে, রুষিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তিনি রুষিয়ার নাম করেন নাই বটে; কিন্তু বলিয়াছেন,—"That despotic and aggressive military Power which has for years been steadily advancing to her (i.e. that of the Indian Empire) gates"—"বহু বৎসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং আক্রমণরত সৈনিকশক্তি ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।" আমি ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী, বলুন দেখি, আমার কি পশ্চাৎসর হওয়া উচিত নহে? আর লিটন বাহাদুরের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিলেও হয়ত কাণ্ডকারখানা অনেক দেখা যাইবে। না, তখন না আবার কি "চক্ চক্ উডেন চক্" (১) শিখিয়া টাকা রোজগার করিতে হইবে?

চতুর্থতঃ, আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি যে, কেহ কেহ আমার পত্রে যে সকল কথা লেখা থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি কেহ কেহ আমার কাবুলে আসা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না। এ দুঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে ইচ্ছা করে? তবে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা কি কাবুলে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদপত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি এ সকল বোঝো না, অথচ গোল কর কেন?

বিদেশে অনেকেই যায়, আবার দেশেও ফিরিয়া আইসে; কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বাচৌড়া একখানা পত্র লেখা ভালো দেখায় না। অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা দেখিয়াছি কি

---

(১) ইংরাজের প্রথম আমলে মায়াকৃষ্ণ [illegible] চারি কথা ইংরেজি শিখিয়াই বাঙ্গালী সাহেবদের সহিত কথা কহিতে চাহিত এবং দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; যথা,—রথের দিন বাবুকে সঙ্গে করিয়া সাহেব রথ দেখিতে বাহির হইয়াছেন; রথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি? বাবুটির বিদ্যায় কুলাইল না [illegible] কথা; তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, ইহা "চক্ চক্ উডেন চক্ ম্যান"। [illegible]—পাঁচুঠাকুরের টীকা।

শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এই জায়গার বৃত্তান্ত একটির কেবল পাইতেছে। [illegible]
নাম বৈদ্যনাথ ওরফে দেওঘর।

বেলা ৯টার সময়ে বৈদ্যনাথের ষ্টেশনে ভ্রমণ ভঙ্গ (১) করিলাম, অর্থাৎ [illegible] গাড়ী থেকে নামিলাম। মাটীতে পা দিতে না-দিতে একজন আসিয়া [illegible] বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু আপনি কি বৈদ্যনাথ [illegible] করিতে যাবেন?" আমি বলিলাম হাঁ; তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি আসিয়া আবার ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও বলিলাম হাঁ; আরও লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল; সেই এক উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র। তখন আমার মনে হইল যে, আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত আদর-যত্ন কেন? আবার মনে করিলাম, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে আমি যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাহা নাকি আমার চেহারা দেখিলেই জানা যায় (আমি অনেকবার আর্শীতে আমার মুখ দেখিয়া এটা টের পাইয়াছি), তাই ইহারা বুঝিতে পারিয়া এ প্রকার করিতেছে। তখন একটু চিত্ত প্রসাদ আপনা আপনি হইল, মনে হইল যে, ধরাতলে আমার জন্মগ্রহণ সার্থক, দুর্লভ মানব জন্ম, আমার মত ব্যক্তি আরও দুর্লভ। আহ্লাদের সঙ্গে অহঙ্কার, সেই সঙ্গে একটু অভিমান মিশিয়া আমার হৃদয়জলধি ওতপ্রোত হইতেছে; চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া [illegible] নির্গত হইতেছে, গ্রীবা একটু [illegible], একটু বঙ্কিম, হইয়াছে—[illegible] সময়ে [illegible] একবারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি—ও মা! গাড়ী হইতে যে [illegible] তাহারই এক সম্মান, এইরূপ অভ্যর্থনা—কাহারই আদর কম নয়! কি [illegible]! কি দর্পহরণ! দুঃখ ত হইলই, লজ্জা হইল, একটু রাগও হইল। আর [illegible] দেওঘর যাত্রা [illegible] লইলাম না। [illegible] গাড়ী পাওয়া যায়, লজ্জায় [illegible] পারিলাম না। মনের দুঃখে একায় চড়িয়া, শরীরের সব দুঃখখানি বাড়ি কেন এক[illegible] হবে না, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম।

[illegible] গ্রহের দুর্গতি আরম্ভ হইলে পদে পদে অপমান ঘটে। আমার অহঙ্কার, তাহার [illegible] হইয়াছে, এটা বোধ হয় সকলেই টের পাইয়াছিল; নতুবা একটা লোক [illegible] পাছে পাছে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দৌড়িবে কেন। তামাসা করিতেছি [illegible] সানাই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন দৌড়িতেছিল। এই দুঃখের [illegible] একার গাড়োয়ান আমার কোলে বসিয়া রামপ্রসাদের [illegible] বলিয়া দিল। [illegible] রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

---

(১) যাহাকে বাবুরা ব্রেক-জার্ণি বলেন।

অথচ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছিল না। তখন এমনই ঘৃণা হইল যে, সেখানে যদি দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে এক্কা হইতে নামিয়া পৃথিবীকে দ্বিধা বিদীর্ণ হইতে বলিতাম, এবং বিদীর্ণ হইলে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতাম। যাহা হউক, নিরুপায় হইয়া সেই বিটুলে চাবীকে কিঞ্চিৎ ঘুস্ দিয়া ক্ষান্ত করিলাম এবং ফিরাইয়া দিলাম। অহঙ্কার যে অন্যায়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এত লঘু পাপে এরূপ গুরুদণ্ড অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে, আমার চতুর্দ্দিকেই পাহাড়গুলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি করিতেছে। পরে বুঝিয়াছি, যে সেটা পাহাড়ের স্বভাব, আমার জন্য বিশেষ করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, দুঃখের দশায় মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে হয় যে, সকলেই বুঝি তাহাকে টিটকারী করিবার জন্য চলা-ফেরা করিতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মও তাহার নাই।

দেওঘরে পৌঁছিলে তবে আমার দুঃখের অবসান হইল; আবার সুখ হইল। রবার্ট সাহেবই হউন, প্রেস্‌কমিশনারই হউন, আর লাট সাহেবই হউন, বোধ হয় কেহ আমার জন্য তারে খবর পাঠাইয়া থাকিবেন; কারণ দেওঘরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী—ডেপুটী মাজিষ্টর, ডাক্তার, ইস্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি—এবং যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ভ্রমণ বা আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, সকলেই খুব ধুমধামের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন বিষয়ে তৎপর হইলেন। বাস্তবিক সাহিত্যিকের উপযুক্ত সমাদর করা সকলেরই কর্ত্তব্য, ও না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমি এই সকল ব্যক্তির ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছি; যদিও ইঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি ইঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হইতেছে না।

দেওঘর অতি ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দেখিলাম, এই ক্ষুদ্রের বাটীতেই এক তুফান (১) হইতেছে। তাহার বিবরণটা লিখি।

দেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবমূর্ত্তি আছে; কিঞ্চিৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিবটি বড়জোর আট আঙ্গুলের বেশী উঁচু নহে। কিন্তু এই আট অঙ্গুল শিবের পসার হাই-কোর্টের বড় বড় কৌসুলী হইতে বেশী। শিবের মক্কেলদের কর্ম্মাধী এবং যাত্রী বলে। এখন গত শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে বিস্তর যাত্রী আসিয়াছিল; চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসিয়াছিল। তবে অন্যান্য বৎসর থাকিবার স্থানের ভাবনা থাকে না, এবারে থাকিবার স্থান পায় নাই। সরকার বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে কাহার

(১) Storm in a tea-pot. এখুব হইলে তিনি বোধ হয় দুধের বাটীতে না লিখিয়া, চায়ের বাটীতেই লিখিতেন।

বাড়ীতে কত যাত্রী থাকিতে পাইবে, সরকার হইতে তাহার নিয়ম [illegible]
হইবে। আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই নিয়ম করিতে হইবে বলিয়া বাড়ী[illegible]
কাছে কিছু কিছু দক্ষিণা পাইবেন বা লইবেন।

এইরূপ নিয়ম করা অতি সঙ্গতই বলিতে হইবে; কারণ আইনবিরুদ্ধ [illegible]
নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাত্রীদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সুতরাং তাহাদের
সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন কি রাজবিপ্লব পর্য্যন্ত হওয়া [illegible]
নয়। কয়জন লোক একত্রে থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম করিয়া দিলে এ [illegible]
অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। মনে করুন, যেন একটা স্থানে ৬ জন লোক থাকি-
বার অনুমতি আছে, একদল যাত্রীর মধ্যে একজন পিতামহী, একজন মাতামহী, দুই
মাসী, এক পিসতুতো ভগিনী, আর এক বৌ, আর সেই বৌয়ের কোলে আড়াই
বৎসরের এক মেয়ে। এখন এই মেয়েটী নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে তাহাকে
স্থানান্তরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই, এ দলের দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটিবার
সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ তাহারা শিশুর চিন্তায় অন্যমনস্ক থাকিলেই রাজ্যের
অনিষ্ট চেষ্টা করিবার অবকাশ পাইবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্যনাথের রাজদ্রোহী লোকগুলা এ নিয়মের বশীভূত হইতে
স্বীকার করে নাই; এবং অনুমতি লইয়া বাসা দেওয়া দূরে থাকুক, অনুমতিও লয় নাই,
বাসাও দেয় নাই। এখানে শ্রীপঞ্চমীর সময়ে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শীতও কিছু ভয়ানক
গোছের হইয়াছিল। দুষ্টপ্রকৃতি লোক সকল এই সুযোগ পাইয়া সরকার বাহাদুরের
আইনের জন্য এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এই বার্ত্তা তারে খবর, দরখাস্ত ইত্যাদি
নানারকমে এক হুলস্থূল আরম্ভ করিয়া দিল। ইহারা রটনা করিয়া দিল যে [illegible]
লোক শীত-বৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাদুর আইন করাতে এবং আশ্রয় না
দেওয়াতে এইটী হইল। সরকারের পক্ষ হইতে ডেপুটী বাবু বলেন যে, যাত্রীদের
আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং কেহই মরে নাই। এখন এই মরা না [illegible]
তদন্ত হইতেছে; এ দিকে আইনকে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া
সরকার বাহাদুর আইনকে আপাততঃ সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া [illegible]
যাইতেছে।

তদন্তের ফল যাহাই হউক, আমার বিবেচনায় যাত্রী মরা না মরা সম্বন্ধে [illegible]
পক্ষের কথাই প্রকৃত। একজন লোকও ষোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে [illegible]
কিন্তু মনে করুন, পাঁচশ লোক যদি আদমরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আড়াইশ [illegible]
মরিয়াছে বলিলে দোষ কি? তবে আইনের দোষ কিছুতেই দেওয়া যাইতে [illegible]
কারণ শীত-বৃষ্টি দৈবাধীন কার্য্য, আইনের [illegible]
[illegible]

[illegible]ই হউক, আমার [illegible] দেওয়া আইন জারী থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে, তাহাতে কলিকাতায় একজন পাদ্রি বাড়াইয়া দিলেও হইবে। কিম্বা ফিরিঙ্গীদের জন্য একটা লেখাপড়া শিখিবার স্কুল করিয়া দিলেও চলিবে।

আপনি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেই আমি সুখী হইব; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (৪)।

শ্রীচরণকমলেষু—

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ প্রভুর শ্রীচরণাশীর্বাদে এ ভৃত্যের ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিশেষ। পরে শ্রীচরণসমীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিলাম।

দরজায় অনেক ধাক্কা-ধাক্কির পর তাঁহার খাঁ আসিয়া খুলিয়া দিল; আমি তখন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিলম্বে শ্রীযুক্তের হুজুরে হাজির হইলাম। খাঁ আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে গেল। আপনি না কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথাই লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এত বিস্তার।

হাইড্রোফোবিয়ার রোগী জল দেখিলে যেমন আঁৎকিয়া উঠে, শ্রীযুক্ত আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সেইরূপ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমি না বসা পর্যন্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে রহিলেন। তাহার পর আমাকে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হেতু আগমন?

তখন ত্বদীয় উপহার জন্য যে মর্ত্তমানছড়াটী লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা দিয়া বলিলাম, হে জনবুলের গৌরব, আমি কাবুলে যাইব। আমার অভিসন্ধি বুঝিবার জন্য শ্রীযুক্ত বলিলেন, এই যে কাবুলে এত কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম,—চূড়ান্ত!

শ্রীযুক্ত। পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মত কি?—সেও চূড়ান্ত!

শ্রীযুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি?—চূড়ান্ত!

ভাঙ্গিয়া বলিতে আদেশ করিলে আমি নিবেদন করিলাম,—কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে, গবর্ণমেণ্ট অন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই; আমার মতে তাহা

নহে। ভারতবাসী নেমক-হারাম; কেবল টাকার কথাই বোঝে, আরে বাপু, আগে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আগে, চোর-ডাকাইতে সর্ব্বস্ব লইত, তখন ত খবরের কাগজে হাঙ্গামা কর নাই। টাকা কার? টাকা ত গবর্ণমেণ্টের। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দুর্ভিক্ষনিবারণের কার্য্যেই ব্যয় হইতেছে। কথো হইতে মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া লওয়ার মত, একটা চৌহদ্দীর যদি পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণও বন্ধ নাই, কারণ এই দুরন্ত শীতে যে সকল বেহারা ও কুলী, ও দেশীয় সৈন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে—যুদ্ধে কেহ মরে নাই, মরিবে না, মরিলেও সে মরা, মরাই নয়—তাহাদের অভাব হেতু (কারণ যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেট এবং মুখ নিশ্চিত মরে; এবং সে আনিয়া টানিয়া যে বাচ্ছাটাচ্ছাদের আহার যোগাইত তাহারাও মরে) চাউল এবং গোধূম অবশ্য সস্তা হইবে। তাহা হইলে বিলাতে রপ্তানি করিবার সুযোগ হইল। এ দিকে দুর্ভিক্ষও হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে নিয়মগুলির ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ, তাহা আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদ ডাকে ইউরোপে যায়; সেখানে রুসিয়ার চক্ষে পড়িলে রুসিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা হইতে পারে; সেই তর্জ্জমা আসিয়ার মধ্যস্থলবর্ত্তী রুসিয়ার কর্ম্মচারীরা কাবুলের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অনায়াসে কাবুলীদিগকে জানাইতে পারে। তাহা হইলেই বিভ্রাট। বিশেষতঃ সত্য কথা কোনও সময়েই ভাল বস্তু নহে। আমি ত প্রাণান্তেও বলি না।

তৃতীয়তঃ, এই সমুদয় কার্য্য বা অন্য কোন কার্য্য সম্বন্ধেই লর্ড লিটনের দোষ নাই এবং হইতে পারে না; কারণ লর্ড লিটন এ সকলের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কেনই বা তিনি এসকল জঞ্জালে মাথা ঘামাইতে যাইবেন। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। এ সকলের কিছুই লিটন বাহাদুরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও তাহা করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে বোঝে না, তাহার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট। লিটন বাহাদুর কবি, বড় লোকের ছেলে, সৌখীন, তাই অভাগাদের দেখা দিয়া ভারতভূমি পবিত্র করিবার জন্য কষ্টকে কষ্ট, দূরদেশকে দূরদেশ না মনে করিয়া, কালাপানি পার হইয়া, লালপানি গণ্ডূষবৎ করিয়া ত্রিপান্তর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কি আমি জানি না?

আমি আরও বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত [illegible] যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত সারগ্রাহী লোক ভারতবর্ষে [illegible]

তাহার পর আমি বলিলাম যে, তবে অনুমতি দেন ত বিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহ্নিক করিতে হইবে।

সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত আমাকে একখানি ছাড় চিঠি, একখানি গলায় ঝুলাইবার তক্তি; এক যোড়া বুলু রঙের চসমা দিয়া বলিলেন, ইহা কদাচ ভুলিও না, কদাচ ফেলিও না। আমি বলিলাম, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ধ্যানে, ভোজনে, পানে, ইত্যাদিতে এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল।

তথা হইতে শীতকল্য কাবুলে পৌছিয়াছি। এখানে অতিশয় শীত, নীলবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং লোকগুলা নীল বাঁদরের মত দেখাইতেছে। রবার্ট সাহেব আমাকে খুব ভালবাসেন। অদ্য সকালে কাহনটাক ফাঁসিকাঠ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এইগুলি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি; গলা পাই, উত্তম; না পাই, তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে না।

এই বলিয়া আমার হাতে ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখি, সাহেবদের খোরাক ফুরাইয়াছে। অন্য খোরাক না আসা পর্য্যন্ত ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সাহেবদের কষ্ট হইতেছে। বাজে অর্থাৎ দেশী লোকদের নিমিত্ত ছোলায় কুলায় না বলিয়া অন্য প্রকার (১) ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাদের এক প্রকার বর্দ্দাস্ত আছে বলিয়া কেহই দ্বিরুক্তি করিতেছে না।

এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার হইতেছে; কল্য তাহা সবিশেষ লিখিব।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

উকীল-মোক্তারের আইন।

এবার ওকার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে। যাহারা আইনের দোহাই দিয়া, আইন বেচিয়া—খান, পরেন, এবার তাঁহাদের সম্বন্ধে এক আইন জারি হওয়াতে তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

প্রধান ভাবনা মোক্তারদের ভাগের কথা লইয়া। উকীল মনে করিতেছেন, ভাগ না দিলে, কাজ জুটিবে না; মোক্তার ভাবিতেছেন, ভাগ না পাইলে উকীলদিগকে এত টাকা দেওয়া কেন? যেখানে টাকা বেশী আছে, সেখানে না-হয় বিলাতী সাহেবকেই দেওয়া যাইবে।

মোক্তারেরা যদি এ পরামর্শ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য সরকার হইতে একটা উপাধি ও খেলাত পাওয়া উচিত। এক্ষ

(১) ফাকোয়া।

দুর্গোৎসবেও ব্রাহ্মণ ফেলিয়া সাহেবনিমন্ত্রণের প্রথা হইয়াছে, তবে ওকালতীতে না হইবে কেন? উপরে নীচে চাপ না পড়িলে, ভারতবাসীর জ্ঞানযোগ হইবে না। উকীলদের জ্ঞানযোগের এই অবসর,—উপরে সাহেব, নীচে মোক্তার। বাঘা বাঘা টিপে ধর্‌বে, ছাড়বে না।

কিন্তু উকীলদেরও তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই। পঞ্চানন্দের এক বন্ধু বলিয়াছেন, উকীল তিন জাতীয়।

প্রথম, ময়ূর,—ইহারা পুচ্ছবলে অর্থাৎ প্যাকাম দেখাইয়া খান; ইতর লোকে ইহাকে বলে—পসার, ক্ষমতা, সময়, অথবা কপাল। ইহাঁদের ভাবনার কারণ নাই, যতদিন প্যাকাম আছে, ততদিন চিড়িয়াখানায় ইহাঁদের মান যাইবার নহে।

দ্বিতীয়, কাক—ইহারা ছেলে-পুলের টোকা হইতে মুড়িটা, নাড়ুটা অথবা আস্তাকুড়ে এটোটা কাঁটাটা খুঁটিয়া খায়; ইহাঁদের কেহই যত্ন করিতে নাই, কাহারও প্রত্যাশাও নাই, তথাপি এক রকমে পেট্‌টা ভরে, জীবনটা কাটে। ইহাদেরও ভাবনা নাই।

তৃতীয়, কোকিল,—ইহারা পরের বাসায় প্রতিপালন হয়, পরের আধার খাইয়া প্রাণ বাঁচায়, সময় পাইলে কুহু কুহু করে, আর বসন্ত এবং বিরহীর কাছে নামে একটু খাতির পায়, কাজে পায়না, বরং গালি খায়। ভাবনা ইহাদেরই জন্য।

নেটিব্ সিবিল সার্ব্বিস।

অর্থাৎ

কাল আদমিদের গৌরাঙ্গপ্রাপ্তির ঘোষণাপত্র।

তদীয় উৎকৃষ্টতা শ্রী রাজ প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ বড়লাট সাহেব (১) সন্তুষ্ট হইতেছেন ঘোষণা করিতে, তাঁহার ভালবাসার ধন ভারতবর্ষের প্রজাগণের প্রতি যে, তাহাদের দুঃখনিশার অবসান হইল। কোন্ কালে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী, অধুনা ভারতেশ্বরী দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় এবং চক্রীদের চক্রান্তে কুহকিত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ কিছু মাত্র থাকিবেক না, এবং ভগবতীসেবক ও গোখাদক একাকার হইয়া যাইবেক এবং গুণ থাকিলেই কোলে, গুণ না থাকিলে পিঠে;—সেই সকল কথা লইয়া ফেরেববাজ ও জালবাজ ভারতবর্ষের প্রিয়তম প্রজাগণ মহা এক গণ্ডগোল করিতেছিল, তাহাতে জন্মাগত কয়েকজন লাট-রাজের

(১) His Excellency the Viceroy and Governor General in Council.

প্রাণে প্রাণে লাটগিরি নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান লাট কিছু খোষমেজাজী ও হাঙ্গামাপ্রিয় না হওয়াতে, তদীয় উৎকৃষ্টতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। সে বিবেচনায়, উক্ত তদীয় উৎকৃষ্টতা প্রাণতুল্য শ্রীমান্ প্রজাগণকে তোপে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক, এবং উড়াইয়া দিলে পঙ্গপালের মত স্থানান্তরে পড়িয়া, ইহারা শস্য নষ্ট করিতে পারে। তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, যে জন্য সর্ব্বদা তদীয় উৎকৃষ্টতা চঞ্চল আছেন, এবং যাহার উত্তম বন্দোবস্ত করণে তিনি ক্ষমবান্ আছেন। অতএব চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বড়লাট সাহেব সৃষ্টি করিতেছেন, এবং এতদ্দ্বারা সৃষ্ট হইল, এক নূতন জাতীয় জীব, যাহা না হিন্দু না মুসলমান, নাস্তি শ্বেত, নাস্তি কৃষ্ণ, কিছুই নহে অথচ সকলই বটে, নির্গুণ অথচ গুণাত্মন। আর লাট সাহেব এতদ্দ্বারা ডাকিতেছেন, তাহাদিগকে "নেটিব সিবিল সার্ব্বিস্" অর্থাৎ "কালা আদমিদের গৌরাঙ্গ-প্রাপ্তি।

ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, পিতৃপুরুষের পাপগণ সন্তানকুলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভুক্ত হইবেক। সেই অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় উৎকৃষ্টতা এই বিধান করিতেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির বাপ দাদা কোনও প্রকারে সম্ভ্রম ও সম্পদ হাসিল করিয়া থাকে, এবং যদিস্যাৎ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইতর সাধারণের সহিত বিদ্যাশিক্ষারূপ ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাঁপাইয়া গিয়া থাকে, অথবা চক্র কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে, অথবা মোটেই বড়মানুষীরূপ আস্তাবলের বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উক্ত কালোগৌরাঙ্গপ্রাপ্তির আশা রহিবে। ইহার প্রতি কারণ হইতেছে যে, হাটে বাজারে যে জহরৎ বিক্রী হয়, তাহার দাম দিলেই পাওয়া যাইতেছে, এবং শস্তাও বটে, কেবে যে রত্ন খনির তিমিরাবৃত গর্ভে গোপনে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, শাস্ত্রানুসারে—"মৃগ্যতে হি তৎ"। আর বিশেষতঃ সকলেই অবগত আছে যে, কোম্পানী বাহাদুরের আমলে ছাতা ধরিয়া কত জন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বড়-মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং সে প্রথা বন্ধ হইয়া কেবল বর্ণমালার অক্ষর সকল নানা রকমে সাজাইয়া, কাহাকেও দুই, কাহাকেও তিন অক্ষর দেওয়া যাইতেছিল, কিন্তু এত বায়ভূষণ করিয়া অক্ষর কিনিতে অনেকে প্রকাশতঃ না হউক, মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, তদীয় উৎকৃষ্টতা ইহা টের পাইয়াছেন। তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি একটা কিছু করা উক্ত উৎকৃষ্টতা যুক্তিসিদ্ধ এবং যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

ইহাও নিয়ম করা হইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তি কালা হইয়া গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেক, তাহারা "নেটিব" রহিল, অতএব দরবারে কিম্বা এজলাসে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেক না। যাহাদের নিতান্ত সাধ হইবেক, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে পারিবেক, তাহাতে আপত্তি করা

যাইবেক না; ইহা সওয়ায় ইহারা বিলাতী কোট গায়ে দিবেক না। [illegible] তাহারা "সিবিল" হইল, অতএব পেনটুলান্ পরিধান করিবেক, এবং হাট [illegible] ধুচনিতে থানকাড়া জড়াইয়া মাথায় দিবেক; ইহাতে অন্যথা না হয়। [illegible] ইহারা চাপকান্ বা চীনা কোট কিম্বা অন্য প্রকার নেটিবচালিত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে পাইবেক না। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তি "সার্বিস্" ভুক্ত হইল [illegible] ইহারা সর্ব্বদা ঘড়ির চেইন কিম্বা অন্য কোন প্রকারের চেইন দিন রাত্রি গলায় পরিবেক।

ইহাও নিয়ম হইতেছে যে, সামাজিক ব্যবহারে ইহারা কদাচ সাহেবদের সহিত না মিশ্রিত হয় বা হইবার উপক্রম বা চেষ্টা না করে। ফলতঃ যদি ইহারা কালা আদমি-দের সহিত সামাজিকতা করে, তাহা হইলে "সিবিল সার্ব্বিস" হইতে আকৃছর খারিজ করা হইবেক।

এই ব্যক্তিগণ আসনে বসিয়া থালা পাতিয়া ভাত ডাল চচ্চড়ি কদাচ না খায়। কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, টেবিলে বসিয়া কাঁটা চামচের সংস্রবে ইহারা না আইসে, তাহা হইলে অস্ত্রবিষয়ক আইনে দণ্ডার্হ হইবেক। মাঝামাঝি এই বিধান হইতেছে যে, টেবিলের নীচে, খালি মেঝের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ইহারা গুঁতা-গাঁফি পাইতে, ও ছিটা ফোঁটা খাইতে ও হাড়-গোড়খানা লেহন করিতে স্বত্ববান্ ও অধিকারী হইল।

যাহাদিগকে এই দলভুক্ত করা যাইবেক, তাহারা দুই বৎসর কাল নিয়ত হাঁড়ুভুড়ু বা কপাটী খেলিয়া বেড়াইবে এবং সে জন্য সরকারি তহশীল হইতে ভাতা পাইবেক।

এই দলভুক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলিতে হইলে "নেটিব সাহেব" অথবা "সিবিল বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে। যাহারা ইংরেজী জানে না, নেহাত বাঙ্গালী, তাহারা পাঁচ পাঁচ শ টাকার মুচলেখা লিখিয়া দিলে বলিতে পাইবেক— "কাঁটালের আমসত্ব!"

আদেশক্রমে,
শ্রীস্বর্গীয় সরকারি,
মোহরর।

সিমলা পাহাড় তুঙ্গশৃঙ্গ,
বাহাত্তুরে জানোয়ারী

বেহারে বাঙ্গালী কেন?

কোথাকার রাজা-রাজড়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব-সুবোদের ভোজ দিয়া গিয়াছেন। সুখের কথা বটে।

পাঁজিতে লেখে যে, কলিকালে অন্নগত প্রাণ। বেদে লেখে যে, চারি যুগেই আহার-গত প্রণয়। সেই জন্যেই বলা গেল, এমন ভোজের খবর সুখের কথা বটে।

এই সব ভোজের আগে ইংলিশম্যান্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বেহারে বাঙ্গালী কেন? এই ভোজের পর ইংলিশম্যান্ আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—বেহারে বাঙ্গালী কেন? প্রশ্নের উত্তরে এক জন বাঙ্গালী বলিয়াছেন,—ভোজের ভেজী বা প্রাদিক। উত্তরের সারবত্তা বোঝা যায় নাই।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে দুঃখের বিষয় বৈ কি?—বেহারে বাঙ্গালী কেন? হাকিম বাঙ্গালী, আমলা বাঙ্গালী, ডাকঘরে বাঙ্গালী, রেলে বাঙ্গালী—যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবল বাঙ্গালী দেখি—এ অত্যাচারের কথা বৈ কি? উত্তরে আর এক বাঙ্গালী বলেন—দোষ বিধাতার, বাঙ্গালী জন্মায় বেশী। এ উত্তরও মনোমত হইল না।

বেহারে বাঙ্গালী কেন? এ কথার জবাব না দিয়া, অপর একজন পাল্টা এক সওয়াল করেন,—বাঙ্গালায় বেহারী কেন? দারবান বেহারী, পাখাটানে বেহারী, চাকর বেহারা বেহারী ইত্যাদি। এ উত্তরও প্রচুর হইল না।

আর এক উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ এক দেশ, এক রাজার রাজ্যভুক্ত। চাকরী দিবার অধিকার সেই রাজার, সুতরাং বেহারে বাঙ্গালী কেন, তাহা রাজাই বলিতে পারেন, রাজাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। উত্তর অতি জঘন্য; এমন বাজে কথা গ্রাহ্য নয়।

অতএব মানিতে হইবে যে, বেহারে বাঙ্গালী কেন, ইহা এক বিষম সমস্যা। সদা-নন্দ এ সমস্যা পূরণ করিতেছেন। অবধান করো—

যে জন্য, হে ইংলিশম্যান, তুমি বঙ্গে, সেই জন্য, হে ইংলিশম্যান, বাঙ্গালী বেহারে; ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

পেটের দায় বড় দায়। ঘরে বসিয়া অন্ন জুটিলে বাহিরে কেহই যাইতে চাহে না। ইহার উপর নিশ্চিন্তে আহারের ব্যাপার সারিতে হইলে, নিজের পেটে কুলায় না, আর দশটা পেট আপনা-আপনি আসিয়া যোটে কিংবা যোটাইয়া লইতে হয়। ভাবখানা এই যে, সামাজিকতা—পেটের দায়ে, বিলাস—পেটের দায়ে, বিদ্যা—পেটের দায়ে, শাস্ত্র—পেটের দায়ে, এমন যে পরকালের ব্যাপার ধর্ম্ম—তাহাও পেটের দায়ে। ইংলিশম্যানের পেটের দায় না থাকিলে এমন সার কথা বলিতে, এমন গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও তিনি বাঙ্গালার মাটিতে পা দিতেন না, বাঙ্গালীও এত-আক্কেল

পাইত না, এমন করিয়া বেহারে থাকিত না। কথাটা খুব সামান্য, ইংলিশম্যানের পাঠকের বোধ হয় ইহা টোকা আছে। পঞ্চানন্দের অনুরোধ, তিনি একবার খাতার পাতা কয়টা উল্টাইয়া দেখিবেন।

আরও কথা আছে। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ যুড়িয়া—মূর্খ, পাগল আর শিশু বাদ দিলে—এমন প্রাণী কে আছে যে, ইংরেজের রাজ্য স্থায়ী হউক, এ কামনা না করে? তাহা যদি হইল, এ রাজ্য চালাইবার উপকরণ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। ইংলিশম্যান এই নিমিত্ত স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বাঙ্গালীও নাকি বড় রাজভক্ত জাতি, সেই হেতু বাঙ্গালীও বঙ্গের মায়া কাটাইয়া রাজসেবা দ্বারা রাজাকে তুষ্ট করিবার মানসে বেহারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বেহারে বাঙ্গালী—দুঃখের বিষয় হইলেও শ্লাঘার কথা,—সে শ্লাঘা রাজার।

আর একটু বলিলেই মীমাংসাটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ইংলিশম্যান যেমন পণ্ডিত, ভারতবাসীরা তেমন নহে। পণ্ডিতের দ্বারা যেমন কাজ হয়, মূর্খে তেমন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতের দর কিছু বেশী। এই সকল আলোচনা করিয়া, তাহার উপর যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া কাজ চালাইবার মত গোটাকতক হাতগড়া পণ্ডিত ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালার প্রকৃতি বড় নরম, হাতগড়ার সুবিধাও এইখানে। সেই জন্য কাজে কাজে বরাত হইলেই বাঙ্গালী পাওয়া যায়, ইংলিশম্যান পাওয়া যায় না। কেরাণী চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত; ডেপুটি চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত; ইংলিশম্যানের হুকুম, বাঙ্গালীর হাত পা। বেহারী দিয়া বেহারের কাজ নির্ব্বাহ হয় না, তত উচ্চরকিতে ইংলিশম্যানের খরচা পোষায় না—কাজে কাজেই বেহারে বাঙ্গালী।

দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু যদি রাগ করিয়া দেশত্যাগী হও, বেহারী ঠেঙ্গাইয়া বাঙ্গালীকে দেশত্যাগী অর্থাৎ বেহার ছাড়া করিবে। ইংলিশম্যানের কল্যাণেই বেহারে বাঙ্গালী।

পঞ্চানন্দের উপদেশ-লহরী।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর সাহেব বিলাতের মহাসভার সভ্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে তিনি অনেক কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল দলকেই তিনি সন্তুষ্ট করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং চিরকালই এরূপ চেষ্টার ফল যাহা হইয়া থাকে, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে;—তিনি কোনও পক্ষেরই মন রাখিতে পারেন নাই, কেহই তাঁহার উপর

রাজি নাই। অধিকন্তু বিলাতের রাজনীতি অনুসারে "গোঁড়া" এবং "শান্তি" নামক যে দুই জাতি বা দল আছে, তাহার মধ্যে তিনি গোঁড়াদের দলভুক্ত। সেই জন্য ভারতবাসীর কামনা যে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ না হয়; কারণ, সম্প্রতি ভারত-প্রতিনিধি কলিকাতায় সভা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, "গোঁড়াকে বিশ্বাস করিও না; গোঁড়ার হাতে সদগতির আশা নাই।" বিলাতের বিধাতা-পুরুষেরা বলিতেছেন, বোম্বাইয়ের গবরণরের কামনা নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। অতএব ভারতবর্ষে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ঘোষজ মহাশয়ও বিলাত রওয়ানা হইয়াছেন; তিনি স্বয়ং সভ্য হইতে পারিবেন না, কারণ বিলাতের মহাসভার শাস্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষ অসভ্য। তবে প্রতিনিধির উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি "শান্তি" সম্প্রদায়ের পোষকতা করিয়া যেন প্রকারান্তরে ভারতের উপকার করেন। ভারতবর্ষের প্রত্যাশা আছে যে, তাঁহার কথায় কাজ হইবে; সেই জন্য সকলেই তাঁহার জয় প্রার্থনা, এবং সিদ্ধি কামনা করিতেছে। পঞ্চানন্দের আশঙ্কা এই যে, কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন ত্রেতাযুগে সম্ভব এবং সত্য হইলেও কলিকালে বুঝি তাহা ঘটে না। এ আশঙ্কা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবনার কথা বটে।

কিন্তু শুধু আশঙ্কার কথা বলিয়া ভয় দেখান ভালো নয়; একটা প্রতীকারের পন্থাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। পঞ্চানন্দের উপদেশ মত কাজ করিলে ভারতের প্রতিনিধি মান বাঁচাইয়া মান লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন।

সভ্য ভব্য হইবার চেষ্টা করা বৃথা; আর পরকে সভ্য করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টাও তদ্রূপ। অতএব সে সব উৎপাত ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিলাতের একটা নূতন সম্বন্ধ পত্তন হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। নূতন সম্বন্ধ নানা রকমের হইতে পারে।

প্রথমতঃ।—প্রতিনিধি চেষ্টা করুন, যাহাতে ভারতবর্ষের পত্তনি কি তদ্রূপ অন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া সকল গোলযোগ জন্মের মত চুকিয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী স্বহস্তে রাখিয়া ইংলণ্ড যে স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায় করেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ছাকা ভারতের উপকার করাই ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক স্বরূপ ইংলণ্ড অল্পস্বল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। ইহা যদি অবিসম্বাদিত সত্য হইল, তাহা হইলে একটা পাকা লেখা-পড়া করিয়া বৎসর বৎসর ইংলণ্ডকে মালিকানার টাকা কড়া পাঠাইয়া দিবার নিয়ম করিতে পারিলে, প্রতিনিধি সকল জ্বালা চুকাইয়া আসিতে পারেন। ইংলণ্ডের ইহাতে আপত্তি না করিবারই সম্ভাবনা; এ দিকে

প্রতিনিধিকে এই বন্দোবস্তের পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব পদ এবং যাবজ্জীবন "খুব বাহাদুর" উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা যাইতে পারে।

এক আফগান-যুদ্ধের ব্যাপারটা ইহার ভিতর আসিতেছে না বলিয়া, গোঁড়ারা পঞ্চানন্দের প্রস্তাবে বাধা দিতে পারেন। ফলতঃ, আফগান-যুদ্ধের বাধাটা যদি এমনই প্রবল হয়, তাহা হইলে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দখলে থাকিবার একটা সর্ত্ত লেখাপড়ার ভিতর রাখিয়া দিয়া, সে বাধার অপসার করিলেই হইতে পারিবে; এবং শেষ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেও, ভারতবর্ষের এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণের ও স্থলাভিষিক্তগণের তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবেক না; আপত্তি করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে, এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকার রাখিয়া দিলেই চলিবে। নিতান্তই যদি এরূপ বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে—

দ্বিতীয়তঃ।—ভারতবর্ষকে উন্নত করা, সুনীতিপরায়ণ করা, সভ্য করা, জ্ঞানী করা এবং ধার্ম্মিক করাই ইংলণ্ডের অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প। এমত অবস্থায় খাস-দখল ছাড়িয়া দিলে ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতার প্রতি ব্যাঘাত পড়িতে পারে। এ কথাই যদি প্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের খাস-দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। সভ্য হইতে বা উন্নত হইতে ভারতবর্ষের কোনও আপত্তি নাই; বরং সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যাহা কিছু আপত্তি, দক্ষিণা দিতে। ইহাই যদি হইল, আদায়-তহশীলের ভার, ব্যয়-বিধানের ভার এবং জমা-খরচ রাখিবার ভার প্রতিনিধি স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন, এবং অন্য যাবতীয় ভার ইংলণ্ডকে প্রদান করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এরূপ করিলে, উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া, ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এদিকে নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি পরিচালনের ক্ষেত্র দেওয়া হইবে জানিয়া, ভারতপ্রতিনিধিও ইহা স্বীকার করিতে পারিবেন। ফলে, ঘরের কড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়াইতে ইংলণ্ড যদি কেহ পঞ্চাশয়ের ন্যায় আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে—

তৃতীয়তঃ।—আয়-ব্যয় প্রভৃতি রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় ক্ষমতা ইংলণ্ডকে প্রদান করিয়া ভারতপ্রতিনিধি সমস্ত আইন-ব্যবস্থার অধিকারটা স্বহস্তে রাখিবেন; এবং ইংলণ্ড আইন-বিরুদ্ধ কোনও কর্ম্ম করিলে বা করিবার উদ্যোগ বা উপক্রম করিলে ভারতপ্রতিনিধির নিকট প্রত্যেক উদ্যোগ বা উপক্রমের নিমিত্ত খেসারৎ ও খরচার দায়ী হইবেন, এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের হস্তগত থাকিলে কোনও পক্ষই কাহারও অনিষ্টজনক কার্য্যাদি দেখাইতে পারিবেন না, অথচ উভয়েরই কাজ হইতে থাকিবে। তবে কোনও কোনও বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সাক্ষ

ভাবের মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই কাজের বেলায় একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কাও কেহ কেহ করিতে পারেন। এমত ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে, মধ্য-এসিয়াতে রুষিয়ার যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকেই মধ্যস্থ মানিবার নিয়ম করিয়া রাখিলেই এ-আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। রুষিয়া মধ্যস্থতা করিলে, তাহাকে কিঞ্চিৎ বেতন সময়ে সময়ে দেওয়া হইবে অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তির নিয়ম করিয়া রাখিলেও সুবিধা হইতে পারিবে। রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যে শত্রুভাবের আশঙ্কা আছে, এরূপ নিয়ম করিলে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবার কথা এবং চিরমৈত্রী বন্ধনেরও উপায় হইতে পারিবে। ফলে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহার সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব নাই, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া মধ্যস্থ করা যাইতে পারে না। এ প্রকার আপত্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে—

চতুর্থতঃ।—এই নিয়ম করা পরামর্শসিদ্ধ যে সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিয়া ইংলণ্ড বিবাদ করিয়াই হউক বা আপোস বন্দোবস্ত করিয়াই হউক, রুষিয়ার সঙ্গে একটা এধার-ওধার করিয়া ফেলুন; এবং যত দিন তাহা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নিতান্ত অরাজক থাকুক, এমন কি বিদেশবাসী বা বিধর্ম্মাবলম্বী এক প্রাণীও ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ না করিতে পারে, এমন নিয়ম থাকুক। পশ্চাৎ বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেলে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত মত আচরণ হইবে, অথবা ভারতবর্ষ উচ্ছন্নে গেলেও ইংলণ্ড কস্মিনকালে এক কপর্দ্দকের কাজও ভারতের জন্য করিবেন না। এই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে। তবে এ যুক্তি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে—

পঞ্চমতঃ।—এখন যে ভাবে চলিতেছে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এই ভাব চিরদিন চলুক, তাহার পর—যা থাকে কপালে। প্রতিনিধি মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক অনুচেষ্টা করিতে থাকুন, এবং ভারতবর্ষের একটা সাধের গলগ্রহ ঘুচিয়া যাউক। তবে ভারতবর্ষের নাম করিয়া বক্তৃতা করান যদি নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে একটা দৈনিক বেতন বন্দোবস্ত করিয়া এক জন বিলাতী কৌন্সুলীকে ওকালত-নামা দিয়া রাখিলেই বোধ হয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

যে সকল প্রস্তাব করা গেল, তাহাতে প্রতিনিধি স্বাধীনভাবে স্বীয় বিবেচনা-শক্তি পরিচালনপূর্ব্বক সকলগুলা অথবা যেটা ইচ্ছা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিবেন; এবং ইহার মধ্যে একটা-না-একটা প্রস্তাব যে বিলাতে গ্রাহ্য হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যদি এই কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিনিধি মহাশয়ের মন না উঠে, তাহা হইলে তিনি অকুতোভয়ে ইংলণ্ডের "গোরা" এবং "পাতি" উভয় দলকেই বলিতে পারিবেন যে,

মহাসভায় (১) ভগ্নদশায়, গুরুতর আহার ধৌতকরণ (২) কালে এবং বিষয়াভাবে হইলে সংবাদপত্রের কলেবরে তাঁহারা ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিলে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইবে না, বরং সাধুবাদ দিতে শশব্যস্ত থাকিবে; এবং ঐ দুই দলের মধ্যে যাহার যখন প্রাধান্য এবং প্রবলতা থাকিবে, তাহাকে গালাগালি দিবার জন্য অপর দল ভারতবর্ষের নাম করিয়া ভারতের বন্ধুত্ব করিবেন, তাহাতেও তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রে লেখে—"শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" অর্থাৎ ভারতবর্ষের অগ্নিসংস্কারকার্য্যে অর্থাৎ ভারতকে পোড়াইতে যিনি যত সহায়তা করেন, তিনিই তত উৎকৃষ্ট বন্ধু।

প্রাচীনদিগের মঙ্গল হউক, ম্যাঞ্চেষ্টরের বাণিজ্য অপ্রতিহত হউক, আর ভারতবাসী গোল্লায় যাউক পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইহাতে কেহ অরসিক বলে, সেও ভালো।

পঞ্চানন্দের পত্র।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ জারজ ফ্রেডরিক স্যামুয়েল রবিনসন মার্কিস্, রিপন, রেস্তের আরলগ্রে, রিপনের আরল, নিউবের বৈকুণ্ঠ গোদারিক, গ্রেন্থামের বারণ গ্রন্থাম, বারনেট (৩)

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু।

বৎস,

ভারতবর্ষ দুরন্ত দেশ, তুমি শান্ত সুশীল। এখানে যে কেমন করিয়া কি করিবে ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে।

ভারতবাসী লঙ্কার প্রতিবেশী, কত মায়া জানে, কত কুহক জানে। ভয় দেখাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া, অহরহ তোমাকে ভুলাইয়া, ইহারা স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে। তুমি নূতন লোক, পাছে ভয় পাও, পাছে চক্ষুলজ্জা করো, সেইজন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ

---

(১) পার্লামেন্টের।

(২) মদ দিয়া।

(৩) বাঙ্গালী হইলেই যে বাঙ্গালা বুঝিতে পারিবে, এমন কোনও শাস্ত্রে নাই, বরং বুঝিবে না এমন ব্যবস্থা পাওয়া যায়। অতএব এই প্রকার অবোধ বাঙ্গালীর উপকারার্থ এই কয়েক পংক্তির সরল ইংরাজি অনুবাদ দেওয়া হইতেছে।—George Frederick Samuel Robinson Marquess of Ripon, Earl de Grey of Wrest, Earl of Ripon, Viscount Goderich of Newby, Baron Grantham of Grantham and Baronet.

রাজনীতি শিখাইতে ইচ্ছা কর। উপদেশ অবহেলা করিও না; করিলে মারা যাইবে।

ভারতবর্ষে এক হিন্দুর মধ্যেই ছত্রিশ জাতি মনুষ্য আছে। ফিরিঙ্গী আছে, আরও কত আছে। সকলেরই মন যোগাইতে পারিবে না, কারণ তাহা অসম্ভব। অতএব কাহারও মন যোগাইও না। সকলকে বরং অসন্তুষ্ট করিও। তাহাতে অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে, পক্ষপাতরূপ মহাপাতকে তোমাকে পতিত হইতে হইবে না।

বৎস, এখানে যোজনান্তরে ভাষা, ইহা জানিয়াও যখন অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে না পাঠাইয়া উদারনীতি মহাপুরুষগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানকার কোনও ভাষার সঙ্গে সংস্রব রাখিলেই তোমার মহাপাপ। এমন অবস্থায় তোমার উচিত, যাহাতে এই ভাষাবাহুল্যের লোপ হয়, তৎপক্ষে যত্নপর হও। কথার শাসন করিতে নিতান্ত যদি না পারো, ছাপার শাসন অবশ্য করিবে।

হাতে পয়সা হইলে পুত্র পিতাকে মানে না, উচ্ছৃঙ্খল হয়, উচ্ছন্নে যায়। অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কসিয়া টেক্স বসাইবে। ছেলে কাঁদুক, কিন্তু আখেরে তাহারই মঙ্গল।

রাজনীতিঘটিত বিষয়ে ভারতবাসী এখনও শিশু। শিশুগণ প্রায়শঃ অবাধ্য হইয়া থাকে। অতএব যথেষ্ট পরিমাণে শাসন করিবে। ব্যবস্থাপক সভা যাহাতে নিত্য নিত্য নূতন আইন প্রসব করিতে পারেন, তাহার উপায় করিবে। ছেলের শাসন চাই, কারণ শিক্ষার মূল শাসন।

ভারতবাসী জানে, ছত্রদণ্ডই রাজচিহ্ন। যে দিকে দেখিবে, অসন্তোষের রৌদ্র চিন চিন করিয়া উঠিতেছে, কিংবা নয়নজলের বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই দিকে বিলাতী বিক্রমের ছত্র ধরিবে। আর, দণ্ড ঘুরোবে, সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহাকেই বসাইবে। ভারতবাসী জানে, বসাইলে শাসন হয়, সম্মানও হয়।

রাজার দয়া চাই। দুই বেলা কিন্তু দয়ার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে যাহাতে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। দয়া দেখান হইবে, রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যতৎপরতার পরীক্ষা হইবে, দরিদ্রের সংখ্যা কমিলে দারিদ্র্যের হ্রাস হইবে— এক গুলিতে হাজার কাক মরিবে।

চারিদিকে নজর রাখিবে, যেন দৃষ্টিবিভ্রম না হয়, শ্বেত কৃষ্ণ একাকার হইয়া না যায়।

কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অতি অন্যায় কথা। সেখানকার দুর্ভিক্ষে এক প্রকার বন্দোবস্ত, এখানকার দুর্ভিক্ষে অন্য প্রকার; ইহাতে লোকের মনে দুঃখ হয়। কাশ্মীরকে [illegible] করিয়া লইবে, সকল জ্বালা চুকিয়া যাইবে। যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ,

সেখানে উপায়ের জন্য মনে কোরকাপ করিবে না ; অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে না ভুলাইও না, বাগানটা হাতছাড়া না হয়।

তোমার পূর্ব্বপুরুষ লিটন বাহাদুর তোমাকে ধান্যে ডুবাইয়া গেছেন। তুমি পাতাল না দেখিয়া ছাড়িও না ; তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, তুমি মুক্তা পাইবে।

বৎস, বদান্যতা দেখাইতে ত্রুটি করিও না। দুই হাতে নক্ষত্র বৃষ্টি করিবে, লোকে যদি সরিষার ফুল দেখে, দরবারে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিবে। ভারতবর্ষ জাতিভেদের দেশ, এখানে উপাধির বড় সম্মান, কারণ, ইহাতে বিধাতার ভুল সংশোধিত হইবে! যাহারা বিধাতা মানে না, তাহারা ধাত্রীর ভুল মানে। কথা সমান। (১)

বৎস, তুমি গুণবান্, ধনবান্ শ্রীমান্ ; আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আমি নিতান্ত ভরসা করি যে, তুমি মনে রাখিবে, ভারতবর্ষ তোমার বিলাসভূমি। তুমি পেটের দায়ে এখানে আইস নাই, তোমার গুণের পুরস্কার জন্য এ পদ তুমি পাইয়াছ ; তোমারই দোষে যেন তোমার শ্রীর লীলায় বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত না হয়, সখের রাজ্যে রং তামাসা ছাড়িবে না। ভারতের রাজত্ব প্রকাণ্ড তামাসা, ইহা যেন অনুক্ষণ তোমার মনে জাগরূক থাকে।

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আমার উপদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হও ; তোমার সোণার দোয়াত-কলম হউক ; ধনে-পুত্রে লক্ষেশ্বর হইয়া সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপরকে সখ মিটাইতে পাঠাইয়া দেও, আপনি সুখী হও। ইতি—

পুনশ্চ।—মাঝে মাঝে যদি এরূপ উপদেশের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পত্র-পাঠ পত্র লিখিবে, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পাঠাইবে, তোমাকে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব।

---

(১) "ধাইমাগী কি ভুল করেছে,
নাড়ী কাটতে লেজ কেটেছে"
তাই নাকি ?
—[illegible]

পুলিশ-আদালত।

শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত।

গত কল্য উপাস্থ শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসন অবলম্বন করিবামাত্র শ্রীযুক্ত কৌশলী স্থতার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন, যে—

"বিচারক হোয়াইট সাহেবের বিরুদ্ধে শমন প্রেরণের আজ্ঞা হয়! উক্ত বিচারক হোয়াইটের উপর আমি দুই অভিযোগ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি; প্রথমতঃ নেয়ারণ নামক এক জাহাজী গোরার ফাঁসির হুকুম দিয়া উক্ত বিচারক হোয়াইট্ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারিণী সভার নিয়মবহির্ভূত অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ স্বাদশটী দয়াশীল সাহেবের তিনি অপবাদ করিয়াছেন।

হুজুরের অবিদিত নাই যে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর ডারিন সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা বানর-কুল-সম্ভূত। আমি ভরসা করি যে, এ বিষয়ে কেহ সংশয় করিবেন না।

এখন প্রশ্ন এই যে, যাহারা দ্বিপদ এবং কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মানুষ কি না? আমি বলি, তাহা কখনই নহে। বানরগণ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া মনুষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। আমি মনুষ্য, হুজুর মনুষ্য, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই; কারণ আমরা গাছে উঠি না, গাছের ডাল কাটিয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করি। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি বলা যাইবে—হাঁ, তাহার সম্বন্ধে—যে গাছের অভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ জাহাজের মাস্তলে অবলীলাক্রমে, নির্ভয়ে সদা সর্ব্বদা উঠিয়া থাকে—তাহাকে কি মনে করিতে হইবে, যে অতি সামান্য মানুষ, নিতান্ত ছোট লোক কালো পাহারাওয়ালার কথা-বার্ত্তা, এমন কি ইঙ্গিত ইসারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না? সে দ্বিপদ হইতে পারে, সে সোজা হাটিয়া—(যখন সজ্ঞানে থাকে)—যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সে মানুষ হইবে ইহা কদাচই নহে। সে বানর, অবশ্যই বানর, দশ হাজারবার বানর।

মনে রাখিতে হইবে—যে হেতু ইহা আমার তর্কসোপানের এক প্রধান ধাপ—মনে রাখিতে হইবে যে, বানর শব্দের অর্থই কখনও নর, কখনও বা নর নহে। আমি বলি,—আর এ বিষয়ে আমি হুজুরের সবিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে ভিক্ষা করি,—আমি বলি যে, নেয়ারণ যখন সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত, মদ্যপান করিত, তখন সে নর; নেয়ারণ যখন আমোদনিরত একতম সঙ্গীকে ফাঁকরে

ঝোলিয়া চলিয়া গেল, তখনও সে বানর। [illegible] নেয়ারণ যখন [illegible] পরিবর্ত্তন করিল, যখন এক জনের নিকট ছুরী চাহিয়া লইল, তখন সে [illegible] আবার যখন একটা কালো কদাকার মনুষ্য পাহারাওয়ালা দেখিয়া তাহার [illegible] করিল, তাহার গলদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিল, তখন সে কখনই নর নহে, [illegible] বানর।

বানর, বিকল্পে নর। যখন ইচ্ছা তখন নর। স্বদেশীয় বা স্বজাতীয়ের সহিত নেয়ারণের কেমন সদ্ভাব! কত উত্তম কত প্রশংসনীয় ব্যবহার! কি উদার চরিত্র! তখন নেয়ারণ ইচ্ছা করিয়াছিল, অতএব নর। কিন্তু যখন তাহার নরত্ব দেখিতে ইচ্ছা নাই, তখনও কি তাহাকে নর হইতেই হইবে? মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এরূপ অভিমতির কুফলটা চিন্তা করিয়া দেখুন; তাহার পর বলুন, তখনও কি সে নর? কখনই না। তখন সে অবশ্যই বানর। যাহার যাহাতে ইচ্ছা নাই, তাহাকে তাহা বলপূর্ব্বক করাইলেও সে কার্য্যের জন্য সে দায়ী হইতে পারে না। সে হিসাবেও সে বানর। নতুবা কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট, কি ঘোরতর অত্যাচারই হইয়া উঠিবে?

ইহা ভাবিতেও আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, আমার লোমগণ প্রাস্তোপরি দণ্ডায়মান হইতেছে। অতএব আমি বিনয় সহকারে, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলি যে, নেয়ারণ বানর; মনুষ্য কদাচই নহে। আমি ভরসা করি, এ পক্ষে হুজুরকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তবে এখন দেখিতে হইবে যে, বানর পশু কি না? আমার বোধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তর্ক করা বাহুল্য মাত্র। বানর যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমি নাচার, নেহাত মারা যাই। বানর অবশ্যই পশু। সুতরাং নেয়ারণ যে পশু, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হউক স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি ইহার প্রমাণ আছে। দ্বাদশটী ভদ্রলোক অকাতরে অকপটে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ঐ বিচারক হোয়াইটের মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে, নেয়ারণ বুঝিয়া সুঝিয়া, মতলব আঁটিয়া, দোষ ভাবিয়া পাহারাওয়ালাকে মারে নাই। তবে আর চাই কি? যে জীব এ প্রকারে কাজ করে, সে কি পশু নহে? এই আমি দণ্ডায়মান হইলাম; কে বলিবে বলুক যে, পশু নয়, অন্য কোনও জীব? হুজুর! বারম্বার কি বলিব, নেয়ারণ যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই পশু।

এ হেন নেয়ারণের ফাঁসির হুকুম! গলদেশে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক লম্বিত করিবার আদেশ! যতক্ষণ প্রাণান্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঝোলাইয়া রাখিবার হুকুম! ইহা যদি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা না হয়, তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, আমি জানি না। নিষ্ঠুরতা? এ ত নিষ্ঠুরতার বাপান্ত! হৃদয়, বিদীর্ণ হও। শিরা, ছিন্ন হও। ধমনী, কাটিয়া যাও। অনর্গল রক্ত পড়ুক, আমার মনের জ্বালা যাউক! নেয়ারণের ফাঁসি! পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা! ডার্বিন আমাদের কুলাচার্য্য, ডার্বিনকে আমরা মান্য করি,

[illegible]ভারতবাসীর পৃথক্ কুলাচার্য্য আছে, তাঁহাদের কথা আমরা [illegible] না। তবে কি এই ভারতবাসীর চক্ষের উপর আমাদের কুলাচার্য্যের কথা আমরাই মিথ্যা বলিয়া রটনা করিব? আপনি কি ইহাতে সায় দিবেন? কখনই না! যদি স্বজাতির প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাসনা থাকে, যদি দয়া, সরলতা, সত্যনিষ্ঠার মানবর্দ্ধনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐ উচ্চাসন হইতে হুজুর ঘোষণা করুন যে, বিচারক হোয়াইট্ কুলাঙ্গার, বিচারক হোয়াইট নিজ নামে কলঙ্ক দিয়াছে, সে হোয়াইট্ নহে, ব্ল্যাকস্য ব্ল্যাক্। শমন ভিন্ন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অতঃপর সংক্ষেপে আমার দ্বিতীয় অভিযোগের উল্লেখ করা আবশ্যক। একটী দুইটি নয়, দ্বাদশটি ভদ্রলোক; দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ, সাধু! এই দ্বাদশটী সমবেত স্বরে বলিলেন যে, নেয়ারণ নিষ্ঠুরতার পাত্র নহে, দয়ার পাত্র; বিচারক হোয়াইট সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিলেন যে, নেয়ারণ পশু হউক আর না হউক, এই দ্বাদশটী ভদ্রলোক স্বজাতিপক্ষপাতী হইয়া দয়ার জন্য উপরোধ করিয়াছেন!

এখন, হুজুর বিচার করুন, হোয়াইট্ ইহাদের অপবাদ করিলেন কি না? যদি তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, নেয়ারণ মনুষ্য অতএব দয়ার পাত্র নহে, তাহা হইলে দ্বাদশটী ভদ্রলোককে মিথ্যাবাদী বলা হয়। মিথ্যাবাদী বলা ভয়ানক অপবাদ! আর। যদি বলেন, নেয়ারণ পশু হইলেও দয়ার পাত্র নহে, দ্বাদশের স্বজাতিপক্ষপাতের জন্য দয়ার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইলে এ দ্বাদশটীকে পশু বলা হইয়াছে। সে দিকেও অপবাদ।

এই আমার দুই শিং (১); যেটা ইচ্ছা হোয়াইট্ অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু অপবাদের দায় এড়াইতে পারিতেছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, হোয়াইট্ স্পষ্ট বলুন, এই দ্বাদশটী মিথ্যাবাদী, না, পশু? উত্তরের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। (২)

উপসংহারে আমার প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়া, হোয়াইটের উপর শমন প্রেরণের আদেশ ভিক্ষা করিয়া আমার কাষ্ঠাসন আশ্রয় করিতেছি। আশা আছে, ভরসা আছে, সাহস আছে যে, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া ও স্বীয় ক্রোড়কুক্কুরের সহিত বিস্তর পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, বিবেচনাপূর্ব্বক আগামী এজলাসে উচিত আদেশ করিবেন।

---

(১) Horns of a dilemma.

(২) I pause for a reply.

আদালতে এ প্রকার জনতা হইয়াছিল যে, তিল-ধারণের স্থান তো [illegible] ঠেলাঠেলিতে তিনটা কালা-আলমির শীশা ফাটিয়া স্থানটা নিতান্ত অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিসিপেল-সীমানার ভিতর এরূপ ময়লা করার নিমিত্ত দ্বীপান্তরিতের আত্মীয়গণের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবার হুকুম হইবার পর, আদালত অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

বৈঠকী আলাপ।

(পঞ্চানন্দের বৈঠকখানায় বাবুদের প্রবেশ।)

পঞ্চানন্দ। আসুন, আসুন! বড় সৌভাগ্য, ভালো করে' বসুন না?

বাবু। আজ্ঞে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা বেশ বসেছি।

পঞ্চা। কি মনে করে, আজ্ঞা হয়েছে?

বাবু। কিছু ভিক্ষা করতে আসিনি, এমনি দেখা সাক্ষাৎ করতে আসা।

পঞ্চা। ভালো ভালো। আপনার নাম?

১ম বা। কার্ড তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চা। সে কেমন? বুঝতে পারিলাম না যে?

১ম বা। বুঝতে পারলেন না? দোঃ দোঃ দোঃ দোঃ—

পঞ্চা। ভয় কি বাবু, এখানে কোনও বেটা আসতে পারবে না, আপনি নির্ভয়ে নাম বলুন।

১ম বা। ভারি মুস্কিলে পড়লুম এসে, দেখছি। আমার নাম সুদর্শন ঘোষাল এম্-এ।

পঞ্চা। ঠিশান করলেন যে? থাক্, আপনার পিতার নাম?

১ম বা। মাফ করবেন, ভদ্রলোক মনে করে' দেখা করতে এসেছি, কুলজী আওড়াতে আসিনি।

[বিজাতীয় ভাষায় বাবুদের কিঞ্চিৎ কথোপকথন।]

১ম বা। গ্লাডষ্টোন এবার খুব আচ্ছে হাতে লেগেছে. বোধ হয় মিনিষ্ট্রী বদল না হ'য়ে যায় না। আপনি কি বিবেচনা করেন?

পঞ্চা। সে আবার কি?

১ম বা। চমৎকার! সে আবার কি বললেন? সেই ত সর্ব্বস্ব;—আমাদের রাজাকে জানেন?

পঞ্চা। কেন, ইংরেজ।

১ম বা। তবু ভালো! আচ্ছা, কেমন করে' ইংলণ্ডে রাজ্য চলে' তা' জানেন?

পঞ্চা। দরকার?

১ম বা। আশ্চর্য্য! এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এই সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজে থেকে, এ কথা জানেন না, আর জেনে কি দরকার তাও জানেন না। শুনুন তবে; মিনিষ্ট্রী যদি বদল হয়, আমাদের অনেক দুঃখের লাঘব হবে।

পঞ্চা। সে কি? ইংরেজদের রাজ্য থাকবে না?

১ম বা। আমোদ মন্দ নয়।—তা' থাকবে বৈ কি? কেবল মন্ত্রী আর কর্ম্মচারী —এই সব নূতন হবে।

পঞ্চা। নূতন যা'রা হবে, তারা বুঝি ইংরেজ নয়?

১ম বা। হোপ্‌লেস্‌।

[পুনশ্চ বাবুদের অবোধ্য কথোপকথন।]

পঞ্চা। আপনারা দেখ্‌ছি অনেক খবর রাখেন, বিস্তর জানেন শোনেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বাঙ্গালায় কত লোকের বাস?

১ম বা। ৬৬ মিলিয়ন, কি এই রকম কত হবে।

পঞ্চা। সে কত? (বাবুর ওষ্ঠাধর কম্পিত)। আচ্ছা, এদের মধ্যে ইংরেজী লেখা-পড়া জানে কত লোক? বাঙ্গালা লেখা পড়াই বা কত লোকে জানে? (বাবু নীরব)। আমাদের একটু বড় গোছের চাষ করবার ইচ্ছা আছে, খুব বেশী পরিমাণে পতিত জমি কোন জেলায় পাওয়া যেতে পারে, বলতে পারেন? (বাবু নীরব)। ধানী জমীর আবাদ বাড়ছে, না কমছে, না সমান আছে? (বাবু নীরব)। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনবার কত ধান জন্মেছে, ব'লতে পারেন?

১ম বা। এ সব সামান্য কথা, বোধ হয় রিপোর্ট দেখ্‌লেই জানতে পারবেন।

পঞ্চা। বাঙ্গালায় পাওয়া যায়?

১ম বা। ঠিক ত' বলতে পারি নে; বোধ হয় বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। পড়বে কে?

পঞ্চা। বাঙ্গালায় হ'লে সকলেই পড়তে পারে, আপনারা পারেন, আমরা পারি—

১ম বা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাঙ্গালা কি ভদ্র লোকে পড়ে?

পঞ্চা। অপরাধ?

১ম বা। সময় নষ্ট; বাঙ্গালায় আছে কি, যে পড়বে?

পঞ্চা। তবে লেখেন না কেন?

১ম বা। (ঘাড় বুলিয়া) আজকে একটু বরাত আছে। আবার দেখা হবে।

পক্ষা। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে' সুখী হ'লাম। অনুগ্রহ ক'রে মাঝে মধ্যে রেস্তাতে আসবেন। [নিষ্ক্রান্ত।

বিচারসংক্রান্ত কথা।

ভারতবর্ষে বিচারের দোকান আছে ; এই সকল দোকানের প্রচলিত নাম আদালত। যে যেমন খরিদদার অর্থাৎ যে যেমন দর দেয়, সে তেমনি আদালত পায়। সেই জন্য আদালতের শ্রেণীবিভাগ আছে।

যাহার যৎসামান্য পুঁজি, অল্প গেলেই যাহার সর্ব্বনাশ হয়, সে-ই অতি অল্প বিচার পায়। যাহা পায়, তাহারও এত দাম পড়ে যে, আসল গণ্ডা কিছুতেই পোষায় না।

বিচারের মহাজন রাজা। যাহাদের জিম্মায় বিচারের দোকান আছে, তাহাদের সম্বন্ধে রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যেখানে বিচারের কাটতি বেশী, সেইখানেই দোকানদারের যোগ্যতা অল্প, মজুরী অল্প ; ঝোঁক অধিক। তাহাদের সুখের মধ্যে মাল বিক্রয় দেখাইতে পারিলেই, আর কোন বিঘ্ন নাই। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্যদক্ষ, তাহারা একধার হইতে বিচার মাপিয়া যায়, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যত পড়ুক! বিচার মাপিয়া দেওয়ার নাম ফয়সল্ করা।

বিচারে পক্ষপাতের নিষেধ আছে। সেই জন্য যাহার যেমন পয়সা খরচ এবং যোগাড়, তাহার তেমনি সুবিধা। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে ওরূপ সুবিধা হইতে পারে, সেই সকল উপায় বাদ দিবার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থার নাম প্রমাণবিষয়ক আইন।

যাঁহারা খুব বড় বিচারপতি, তাঁহারা ছোট বিচারের কেহ নহেন, ছোট অবিচারেরও কেহ নহেন।

ক্ষুদ্র বিচারক নানা রকম আছে ; কিন্তু অধিকাংশই অপদার্থ ; ইহারা ভাবিয়াই আকুল। কার্য্যকুশল বিচারক দুই চারিজন আছে ; ইহাদের একটীর নমুনা অঙ্কিত করা যাইতেছে—

"আমাদের বিচক্ষণ মুন্সেফ বাবু,"

বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করিবার পর এবং মুন্সেফি পদ পাইবার আগে, আমাদের বিচক্ষণ বাবু ওকালতীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছয় মাসে নগদ সাত সিকা তাঁহার উপার্জ্জন হইয়াছিল অথচ সেই ছয় মাসের মধ্যেই অন্য উকীলে মাসে মাসে হাজার টাকা পাইতেছে, বিচক্ষণ বাবু স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই অবধি উকীল জাতির উপর বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ ঘৃণা, উকীল দেখিলেই তাঁহার কর্ণমূলের [illegible]

অনুভব করিতে হয়। এখন যে ইনি পাকা হাকিম, ষোল আনা হুজুর, তবু উকীল আসিলে বিচারাসন টলমল করিতে থাকে।

বিচক্ষণ বাবু কয়সলে মূর্ত্তিমান্। যে মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত, তাহার দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দেন; ফিরাইয়া ফিরাইয়া যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিতি, অভাব বা ত্রুটি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বিচার প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। সে অবস্থা ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারের সরু ধারে দাঁড়ি কাটিয়া, বিচক্ষণ বাবু কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

বিচক্ষণ বাবুর বিশ্বাস যে, বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির অগ্রজ, দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার ভূষণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকে ইহা না বুঝিয়া, তাঁহার এই গুণকে শুয়ারের গোঁ বলিয়া থাকে।

বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ [illegible], কারণ [illegible]।

রাজস্বসভার বিশেষ অধিবেশন।

উপস্থিত;—গ্রহাধিপতি মার্ত্তণ্ড—সভাপতি।

অষ্টগ্রহ গলগ্রহ—সভাসদ।

অতিরিক্ত মান্যবর পঞ্চানন্দ [illegible]

অনন্তর মান্যবর পঞ্চানন্দ, [illegible] এক বাদানুবাদ পাণ্ডুলেখ্য উপস্থাপিত করিবার অনুমতি পাইবার জন্য গা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণশাসিত দেশ, এখন যে দল হোটেল হইয়াছে, এত না কোম্পানী একগায় (১) একসা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি একথা বলা যায় না যে, মূল হিন্দুয়ানির কোনও রকম ব্যাঘাত হইয়াছে। মূল কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ইস্পাতের মত,—চাপো, পেটো, যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, আসল জিনিস বজায় থাকিবেই থাকিবে। অনেকের মুখে মান্যবর সভ্যগণ শুনিয়া থাকিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সংঘর্ষণ হইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তুমুল কাণ্ড হইয়াছে, তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বিমুখ নহেন যে, এক বিকট সংঘর্ষণ হইয়াছে। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে সংঘর্ষণের ফল কি? হিন্দুর ধর্ম্ম তিনি ইস্পাতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এখানেও সে উপমা খাটিতেছে—ঘর্ষণে ইস্পাতের চাকচিক্য

---

(১) [illegible] যাদের নাম।

বাড়িয়াছে, ধার বাড়িয়াছে, অতএব যিনিই যত্ন করুন, হিন্দুর মনে হিন্দুর [illegible] এক অপূর্ব্ব দ্রাঢ়িমা আছে, তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।

যদি তাহা হইল, তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের একটী [illegible] প্রতি, মান্যবর সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে যাচ্ঞা করেন। [illegible] ফল এই যে, কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই কুঁড়েমির টানটা স্বভাবতই বেশী বেশী হইয়া উঠে। কুঁড়েমি হইলেই বিনাশ্রমে বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তিটাও আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই প্রবৃত্তির বলে ব্রাহ্মণদিগের এত ব্রহ্মোত্তর জমী। মান্যবর সভ্যগণ অবগত থাকিতে পারেন যে, ব্রহ্মোত্তর জমীর জন্য কাহাকেও সিকি পয়সা কর দিতে হয় না, এবং এই কুদৃষ্টান্তের ফলে, যাহাদের ব্রহ্মোত্তর নাই, তাঁহারাও কোন-না-কোনও প্রকারে, নিষ্কর ভূমির মালিক হইবার চেষ্টা করে, বা উপায় বিধান করে।

তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) যে কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা এই ;—নিষ্করের দিকে ভারতবাসীর অতিশয় টান। জ্বর-বিকারের রোগীর জলটানের মত ইহা অস্বাভাবিক এবং দুষ্ট হইলেও ইহার দমন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক এ প্রকার অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন? কেন, তিনি, পিপাসা শান্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রতিকারও হয়, এইরূপ শীতল সেব্য, শীতলগুণ-বিশিষ্ট ঔষধই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অতএব ভারতবাসী যখন কর দিতে কাতর, অথচ পক্ষান্তরে কর না পাইলে রাজত্ব করা না-করা তুল্য, তখন কর-সংগ্রহ বিষয়ে উপরিউক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের পন্থা অবলম্বন করাই যে শ্রেয়ঃকল্প, ইহা কোন মান্যবর সভ্য অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ করের প্রবর্ত্তনা না করিয়া, পরোক্ষে, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই করা যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কে না একমত হইবেন?

এই তত্ত্বকথার প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করা গতিকেই, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত কর বসান বা চালান হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই এবং সকলগুলিতেই অসন্তোষ, এবং ফুঁফিয়ে ক্রন্দন করা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) একজন নম্র স্বভাবের পরামর্শদাতা, সামান্য উপগ্রহ হইলেও অদ্য কর-সংগ্রহের এক সদুপায় উপন্যস্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভরসা আছে যে, তিনি এত কাল মনে মনে তোলা-পাড়া করিয়া যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মান্যবর সভ্যগণ তাহার প্রতি অবহেলা করিবেন না, সম্যক্ বিচার না করিয়া তাহা তাকে তুলিয়া রাখিবেন না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, "রাজনৈতিক আন্দোলন-কর" নামে এক কর-সংগ্রহ বিষয়ে তিনি যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নির্ব্বাচিত সমিতিতে বিবেচিত এবং [illegible]

যাঁহারা রাজনৈতিক বিষয়-আশয়ের জন্য সভা করেন, বক্তৃতা করেন, সময় নাই অসময় নাই, বৃহৎ বৃহৎ আবেদন করেন এবং স্থানাস্থানের বিচার না করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাঁহাদেরই জন্য এই করের সৃষ্টি। ইহার সুবিধা এই যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের এ কর দিতে হইবে না—সভা সকল এই কর দিবে। যে সামান্য ব্যক্তি নিজ যৎসামান্য অথচ যথাসর্ব্বস্ব দুষ্টের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হয় সে কর দিয়া থাকে;—দেশের উপকারের জন্য দশটা বড় বড় লোক হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত একত্র হইয়া কিছু ভিক্ষা করিলে, বা অপ্রাপ্য আদায় করিতে ইচ্ছা করিলে কর দিতে কুণ্ঠিত হইবে, একথা অগ্রাহ্য। বরং এই সকল সভা-আবেদনকারীর নিকট কর না লওয়াতেই পক্ষপাত জাজ্বল্যমান; তাহার উপর মান্যবর সভ্যগণ যদি ভাবিয়া দেখেন যে, যাহার নিকট ইহারা প্রার্থী, সে শঠ নয় বঞ্চক নয়—রাজেশ্বর রাজা,—তাহা হইলে এই পক্ষপাতের আয়তন কিরূপ বিভীষণ হইয়া উঠে।

সামান্য বিচারপ্রার্থীর নিকট যে কর লওয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অমূলক অভিযোগ দ্বারা সমাজ উপপ্লুত না হয়। প্রসঙ্গাধীন প্রস্তাবে, যাহার উপলক্ষে সমাজ ওতপ্রোত হইয়া যাইতেছে—সেই উদ্দেশ্য কি দশগুণ বলের সহিত কার্য্য করিতেছে না?

সর্ব্বোপরি এই প্রকার কর সংস্থাপিত হইলে, যুব বাগাড়ম্বর দ্বারা কল্পিত অভাব প্রদর্শন করিয়া যে অসন্তোষের সূত্রপাত এবং আন্দোলন হইতেছে, তাহাও নিবারিত হইবে। যদি বাঙ্গালা মুদ্রণের শাসন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে—এবং মান্যবর সভ্যগণ অবগত আছেন যে, তাহা হইয়াছে—তাহা হইলে ইহার যে কেবল শাসন আবশ্যক, তাহা নহে, প্রত্যুত [illegible] মূল্যও আদায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) ইচ্ছা করেন যে, এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে, মুদ্রণশাসনের ব্যবস্থার এক অংশস্বরূপ পঠিত হউক।

কাহাকে কি অবস্থায় কি নিয়মে কত পরিমাণে কর দিতে হইবে, পাণ্ডুলেখ্যে তাহার সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) আশা করেন যে, এই কর সংস্থাপিত হইলে, অস্ত্র লাইসেন, এমন কি, আবকারি-লাইসেন পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া চলিবে, অথচ তাহাতে রাজকোষের সঙ্কোচ হইবে না।

শ্রীমান্ ভক্তবৃন্দ কল্যাণবরেষু।

বৎসগণ, তোমরা নরলোক, অল্পেই ব্যাবুল হইয়া উঠো। দেবচরিত্র বুঝিতে পার না, দেবতার লীলা তোমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, সেই জন্য 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই স্বর্গীয় বাক্যের সম্মান ইহলোকে তোমরা রক্ষা করিতে পারো না। তবে আমার দুর্ম্মতি; নহিলে এখানে সাধে সাধে আবির্ভূত হইলাম কেন?—সেই দুর্ম্মতির [illegible] স্বরূপ তোমাদের কাছে আমিও কৈফিয়ত দিতেছি।

আমি কিছুদিন অবধি তোমাদিগকে দেখা দিতে যে এত শৈথিল্য করিতেছি তাহার অনেক কারণ আছে। যখন আমি প্রথম অবতীর্ণ হই, তখন আমার স্বর্গীয় বুদ্ধিতে এই ধারণা ছিল যে, নরলোকেও বুঝি প্রকৃতি দেবলোকেরই মত। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে, দেবচিত্তেও দ্বন্দের স্থান হইয়া থাকে। অতএব নরলোক ভালো মত চিনিবার জন্য এতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাই এত বিলম্ব। দুঃখিত হইও না, বিলম্বে তোমাদের ক্ষতি নাই, লাভই আছে। এতদিন কি দেখিলাম, এত বিলম্বে তোমাদের কি লাভ, সবিশেষ জানাইতেছি, অবধান করো।

সাধারণত একটা কথা জানা গিয়াছে যে, এ পাপ পৃথিবীতে অনেক পাষণ্ডের দোষে অনেক ভক্ত মারা পড়ে। তুমি আমার পরম ভক্ত, সেবক; যথা সময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে আমার পূজা দিয়া, হা দেব, হা দেব, করিয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ। এ দিকে তখন আমি এক পাষণ্ডের ছলনায়, স্তোক-স্তবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই পাষণ্ডের আড্ডায় অবিরতানন্দের আশ্বাসে বসিয়া আছি। তাহার দোষে তুমি ফাঁকি পড়িলে; শিরে করাঘাত করিয়া আমাকে ভোলানাথ ভাবিয়া, মনে মনে গালি দিতে লাগিলে। বৎস, দোষ আমার নহে, দোষ তোমাদের কপালের, আর দোষ এই দুষ্টসংসর্গের। সকলে যদি ন্যায্য সময়ে ন্যায্য গণ্ডা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না, আমাকেও কথা সহিতে হয় না। আমি যত্ন করিবই, তোমরাও পাষণ্ড-দলনের চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হও।

আর একটা সাধারণ কথা টের পাইয়াছি। নরলোক যে বানর লোকের সাক্ষাৎ বংশধর, এটা অনেকেরই এখন বিশ্বাস হওয়াতে, ব্যবহারটা তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যিনি কথক, তিনি উচ্চ কাষ্ঠাসনে তোমাদের অবোধগম্য কিচিমিচিরে তোমাদিগকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন, তোমরাও দাঁত দেখিয়াই পরিতুষ্ট। লাভে হইতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের ভাষার অনেকটা তোমাদের বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছে; প্রমাণ, তোমাদের সাধারণী, তোমাদের সঞ্জীবনী (১)। আর সাধারণীর কথা, আজি কাল তোমাদের বেদ; বৎসগণ

(১) 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'।

ভ্রান্তি পরিহার করো, ধৈর্য্য শিক্ষা করো, ব্যস্ত হইও না। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা সাত শ বৎসর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিতেছেন, তোমরা আর মাসেক দুমাস পারিবে না? ধিক্ তোমাদিগকে।

সাধারণ কথা আর একটা বলিয়াই বিশেষ কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা ভাবুক, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালা কথার ইজ্জত নাই, বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান নাই, বঙ্গে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, এই সকল তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়াই পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য। তাহা সফল হইয়াছে। পঞ্চানন্দ সকলে আদর করিয়া পড়িতে চাহে না, পঞ্চ পড়ে, চারিইয়ারি পড়ে, বাঁদরামি করে,—কিন্তু বাঙ্গালা কথার ত্রিভুবনে কেহ নাই, পঞ্চানন্দের আদর নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান নাই। ইংলিসম্যানের দাম অগ্রিম সকলেই দেয়, কিন্তু বঙ্গদর্শন, বান্ধবের (১) কথা কাহারও মনে থাকে না। কাজে কাজেই আষাঢ়ের দর্শন ভাদ্র মাসেও তাহা পড়িতে পারেন না। আর প্রতিজ্ঞায় যে দৃঢ়তা নাই, তাহা বলিতে হইবে কেন? যে দিন স্বয়ং পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিয়মিতরূপে তিনি দেখা দিবেন, সেই দিনই লোকের দিব্য জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বৎসগণ, অন্য হাম্বা রবে রোদন করিলে কি হইবে?

যাহা হউক, বিশেষ কথা এখন বলা যাউক; আমি এতদিন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, একে একে সে সব বলা যাউক। তোমরা কলম ধরিয়া উপবিষ্ট হও।

বিশেষ কথা।

১। রাজদর্শন।

যখন সংসার দেখিতে আমার বাসনা হইল, তখন উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। নরলোকে রাজা এবং রাজপদই সর্ব্বোচ্চ জানিয়া আগে রাজদর্শনটাই উচিত বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধিল;—ভারতে রাজা কে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, সে-ই এত মহারাজ, রাজা, রাজন্যের খবর দেয় যে, ভাবনায় দেব-প্রাণও চমকিয়া উঠে। ভূমিশূন্য মহারাজ, হিন্দু বিধবা অপেক্ষা হীনতর; কারণ, জীবনের কিয়ৎকালের নিমিত্ত বেতনভোগী রাজা। এ সব এত অধিক যে, আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মনে হইল, তবে বুঝি ভূ-ভারতে সত্য রাজা নাই, সত্যই অরাজক।

(১) ঢাকার স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত তখনকার মাসিকপত্র।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, আমার ধারণাটা নিতান্ত অমূলক নয়; এ মুলুকে আসল রাজা নাই, রাজপ্রতিনিধি মাত্র আছে। তথাপি আমি সেই প্রতিনিধি হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রতিনিধি দেখিতে কলিকাতায় গেলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ততোধিক প্রকাণ্ড ফটক, যেন হাঁ করিয়া জগৎ সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত; আর সেই ফটকে অস্ত্র-সজ্জিত যমদূত-স্বরূপ প্রহরী! দেখিয়া একটু ভয় হইল, ভাবনাও হইল। এ প্রহরী কেন? তবে কি রাজায়-প্রজায় মৈত্রভাব নাই?

সাহস করিয়া প্রহরী পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, সেই প্রান্তর-প্রতিম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম। প্রহরী বোধ হয় কোন আত্মীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমাকে তদবস্থ দেখিয়া শ্বশুর-কুল-সম্ভূত কুটুম্ব বিশ্বাসে সম্বোধন করিল। আমি অবাক্! প্রহরী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার গলদেশে সুবিন্যস্ত করিয়া ভদ্রভাবে 'যাও' বলিয়া আমাকে বহির্দেশের পথ দেখাইয়া দিল। আমি ভাবগতিক না বুঝিতে পারিয়া, তাহার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া প্রবেশ বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, প্রতিনিধি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রহরীর চিত্তটা খুব ভক্তিশীল বটে; কিন্তু নীচ প্রবৃত্তি অবলম্বন করাতে তাহার ভক্তি কিঞ্চিৎ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল।

যাহা হউক, একবার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে দেখা গেল যে, আলয়ের বাস-যোগ্যতা যত হউক, না হউক, বংশগুলা কিঞ্চিৎ ভীতিজনক। সরল, সকঞ্চি, স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বাঁশ প্রতিনিধিকে নিয়ত যেন—"মনে কর, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রতিনিধিত্ব বড় সুখের চাকরি বলিয়া আমার বোধ হইল না।

বুঝিয়া সুঝিয়া স্থির করিলাম যে, এমন অসুখী প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। কিন্তু সংবাদে টের পাইয়াছি যে, প্রতিনিধির ভাবনা চিন্তা ত আছেই, তাহার উপর তিনি দশচক্রে নিপতিত পুতুল, নিজে হাত-পা নাড়িয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নিরেট অজ্ঞতানিবন্ধন মুখফোঁড় হইয়া কিছু করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিও হয় না। যাহার পরমায়ু পাঁচ বৎসর মাত্র, সে বেচারা করিবে কি? দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ের তরঙ্গ উঠিতে-না-উঠিতে, তাঁহার হিন্দু-রমণীর-বাল-বৈধব্য উপস্থিত হয়।

অতএব এখন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ করাই হইল না।

পাঁচুঠাকুর।

ADDRESS TO THE JURY.

অর্থাৎ

জুরি সম্বোধন।

জুরিমহাশয়গণ,

একটা লোক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কি না, এই কথার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আপনারা এখানে আসিয়াছেন। আপনাদের বিদ্যার জোরে কিম্বা বুদ্ধির জোরে যে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহা নয়; জজ সাহেব আইন বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষীরা ঘটনার কথা বলিবে, উকীলেরা সাক্ষীদের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিবেন, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা প্রাণপণ করিয়া দেখাইয়া দিবেন। তারপর আপনারা বলিবেন, হাঁ, এ লোকটা দোষী বটে, কিম্বা বলিবেন, না, এ দোষী নয়।

কাজটা সহজ, কিন্তু যত সহজ মনে করিয়া, জুরিপতি মহাশয়! এই আদালতের কড়ি-বরগাগুলি বারংবার গণনা করিতে আপনার গোটা মনটা সংলগ্ন করিয়াছেন, তত সহজ নহে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়টী শুনুন, একবার আমা পানে চাহিয়া দেখুন।

আইনকর্ত্তারা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে আপনাদিগকে ডাকিয়া, আপনাদের অভিপ্রায় জানিয়া তবে জজ সাহেব এক ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দ্দোষ ঠিক করিবেন। আইনে লেখা আছে বলিয়াই জজ সাহেব আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন। আর, আপনারা না কি দেশের অবস্থা জানেন, লোকের ব্যবহার জানেন, কেন লোকে মিথ্যা বলে, কি হইলেই বা সত্য বলে, এ সকল জানেন; সেই জন্যই আইনকর্ত্তারা বলিয়াছেন, অপরাধের বিচার করিতে আপনাদের থাকা চাই।

তা, জুরিমহাশয়! টানা পাখার বাতাস ঠাণ্ডা লাগে কি না, মিষ্ট লাগে কি না, এ বাতাস গায়ে লাগাইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ঘুম আসে কি না, ইহা দেখিবার জন্য ত আপনাকে এখানে আনা হয় নাই; তবে কোন্ বিবেচনায়, ও জুরিমহাশয়!— জুরিমহাশয়! বলুন দেখি, তবে কোন্ বিবেচনায় চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া আপনি নাসিকাধ্বনি করিতেছেন?

সাক্ষীরা বলিয়াছে যে, আসামী-ফরিয়াদীর গাঁয়ে দলাদলি আছে। এদেশে, দলাদলি থাকিলে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে জব্দ করিবার জন্য হুঁকা বারণ, নাপিত বন্ধ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মারামারি—কত কি যে করে, তা আপনারা জানেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের কথা শুনিয়া, সেই দলাদলির ব্যাপারটা মনে করিয়া, আপনাদিগকে স্থির করিতে হইবে যে, আসামী সত্য সত্যই দোষ করিয়াছে

না কি সেই দলাদলির দরুণ, মিছামিছি ইহার নাম করিয়া দিয়া সাক্ষীরা আপন দলের বাহাদুরী বজায় রাখিতে আসিয়াছে ?

না, জুরিমহাশয়। আপনি যদি দাদার বোলে মোর বোল, জুরীপতির যে অভিপ্রায় হইবে, আমি তাহাতেই সায় দিব, কিম্বা জজ সাহেব যে দিকে চলাইয়া দিবেন, আমি সেই দিকে চলিব, এইরূপ মনে করিয়া ঘরকন্নার কথা ভাবেন, আমার কথায় মন না দেন, তাহা হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রত্যেককে নিজের মত স্থির করিতে হইবে। সঙের মতন বসিয়া থাকিবার জন্য আপনি এখানে আইসেন নাই, আদালতে তামাসা দেখিবার জন্যও আইসেন নাই। কোথায় কে হাচিল, ঐ লোকটা কেন হাসিয়া উঠিল, বাহিরে ঠক ঠক করিয়া কিসের শব্দ হইতেছে—এ সব কথা মনে করিলে চলিবে না। এ মোকদ্দমাটি [illegible], [illegible] পর দশ দিন উপরি উপরি আদালতে আসিয়া আপনি মজা দেখিয়া যাইবেন, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না। কিন্তু আজি অমন তা করিয়া [illegible] [illegible] মরা যাই। একটা লোকের ধন, প্রাণ, মানের কথায় অমন করিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ত জানেন ?

প্রথমতঃ, যখন আসামীকে মেজেষ্টরের কাছে ধরিয়া আনা হয়, তখন সে কবুল করিয়াছিল, এখন বলিতেছে যে, পুলিশের মারের চোটে সে কবুল করিয়াছিল, কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, সে এ পাপে ছিল না। একবার কবুল করিয়াছিল বলিয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে কাজে আপনাদিগকে এখানে না আনিলেও ক্ষতি হইত না ; তবু যে আপনাদিগকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, একরার করিলেই সব গোল চুকিয়া যায় না।

একটা ঘটনা হইলে তাহার কিনারা করিতে না পারিলে পুলিশের বদনাম হয়, তাহা আপনারা জানেন। কাজে কাজেই এক প্রকার দায়গ্রস্ত হইয়া কখনও কখনও পুলিশ যে হাড়িকাঠে যেটা-সেটা একটাকে টানিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, ইহা অসম্ভব নয়। আর সে রকমে টানিয়া ফেলিতে হইলেই, হয় জুটো ফাঁকি ফুঁকি দিয়া ভুলাইতে হইবে, নয় যেখানে মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোটায় কাজ না হইল, সেখানে গুঁতো গাঁতাটা বসাইতে হইবে। এখন আপনাদিগকে বলিতে হইবে যে, [illegible] লোকটার একরার কি গুঁতোর দরুণ, না কি, লোকটা বড় ধার্ম্মিক, পাপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারে নাই, সব বলিয়া ফেলিয়াছে, সেই দরুণ ?

বেলা যাইতেছে, তাহা আমি জানি। এই তিন দিন আপনার দোকান [illegible], আর আপনার তাঁত কামাই, তাহাও আমি জানি। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, [illegible] করিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, তখন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন ? [illegible] আপনি জানেন না ; লেখাপড়ার মধ্যে আপনি কেবল সই করিয়া [illegible] [illegible]

লিখিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমি জানিলেই বা কি হইবে? এখন যে আপ-
নারা বিচারক। যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে বিচার করিতেই হইবে। আমি
ব্রাহ্মণ, লেখা-পড়া জানি, বড় লোক,—যথার্থ। আমি আপনাকে 'আপনি', 'আপনি'
বলিলে আপনার মন ধড় ফড় করে, প্রাণে বড় হয়, তাহাও জানি। কিন্তু আপনি
এখানে দোনা ময়রা নহেন, আপনিও রূপে দূলী নহেন। এখন আপনাদের আসনকে
আমিও সম্মান করিতে পারি, তাহাতে দোষ হয় না। আপনারা বোকা, মূর্খ,
কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইলেও, এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। অতএব যথাসাধ্য আমার কথা
কয়টা শুনিয়া, মন দিয়া বুঝিয়া, আপনারা সকলে বলুন, এ ব্যক্তি দোষী, কি নির্দ্দোষ?
ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেই আপনারা ধর্ম্মে খালাশ, তাহাতে যদি অবিচার হয়, সে
পাপের ফল ভুগিবেন—যিনি আপনাদের ডাকেন, তিনি।

[illegible] না। আপনাদের কাছে বকাবকি করা, কেবল ঝকমারি। আপনাদের কর্ম্ম-
ভোগ, তাই এখানে আসিতে হয়; আর আমারও পোড়া কপাল তাই কথা কহিতে
হয়। আমি ক্ষান্ত [illegible], আপনা[illegible] [illegible]।

শিবপুরের ব্যাপার।

"দোষ কারু নয় গো মা;
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"!

[illegible]। ওকালতিতে আর সুখ নাই, [illegible] [illegible] অন্ন মোটা ভার হইয়াছে।
চাকরির উমেদার এত বেশী যে, একটা কর্ম্মের শুধু প্রত্যাশাতেই তিন পুরুষ কাটাইতে
দেখা যায়। ঘরে ঘরে ব্যারাম হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসক পায়ে পায়ে। এই
সকল দেখিয়া শুনিয়া, পেটের দায়ে মাথায় হাত দিয়া কতকগুলি ভদ্রসন্তান শিবপুরের কালেজ
কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ শিখিতে গিয়াছে। চাকরি যোটে, উত্তম, না যোটে, গতর
খাটাইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, ভদ্রসন্তানদের এই আশ্বাস! কিন্তু কপাল
এমনি যে, কাজ শিখিতে গিয়া বেচারাদের দুর্গতির আর বাকী রহিল না। জেলের
কয়েদীও খাইতে শুইতে স্থান পায়, কুলী মজুরও উহারই মধ্যে একটু স্বাধীনভাবে
আপনার শরীরের ভাব, মনের গতি বুঝিয়া চলিতে পায়। কিন্তু এই ভালমানুষের
ছেলেদের কষ্টের আর পরিসীমা ছিল না। বাস করিতে হইবে, তা এমনি ঘর যে,
"ডিঃ গুপ্ত" সঙ্গে না লইলে প্রবেশ করিবার যো নাই; রাঁধিয়া বাড়িয়া পোড়া পেটে
চারিটি দিতে হইবে, তা উনন পাতিবার স্থান নাই; কোদাল ধরিয়া অঙ্গার যোগাইয়া

একটু খেলা-ধুলার জায়গা করিবে, তা সেই দিকেই, তার উপর দিগই [illegible] যাইবার হুকুম হইবে; স্নান-পানের জল লইবে, তা ফিরিঙ্গি ছেলেরা ঘাটে [illegible] দিবে না।

বড় কষ্টের সময়ও লোকে অন্যমনস্ক হইয়া একটু আমোদের কাজ [illegible] শোকবিহ্বলা রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে একটা তৃণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে, সে এক প্রকার আমোদ বৈ কি? শ্রীশচন্দ্র ভদ্রসন্তান—এ দুঃখের সময়ে অন্যমনে একটু আমোদ করিতে গেল; কারখানার একখানা ছেনির কল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। একে অন্যমনস্ক, তায় কপাল মন্দ, শ্রীশচন্দ্রের হাতে সেই ছেনিটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফল কি হইল, সকলেই জানে, কারখানার ছোট কর্ত্তা ফোরেকর্স সাহেব ভদ্রলোকের ছেলের ঘাড়ে ধরিয়া ধাকাধাকি, বক্ষের উপর যষ্টিতাড়না, এক মহা ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন। মানুষে কত সব বলো? সমস্ত ভদ্রসন্তান যুটিয়া একপরামর্শ হইয়া শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা সাহেব বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করিল, কাঁদিয়া জানাইল যে, এ অপমান, এত অত্যাচার ভদ্রলোকের প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না। ফোরেকর্স সাহেবকে না তাড়াইলে ভদ্রসন্তান আর মান লইয়া, আত্ম লজ্জা রাখিয়া তিষ্ঠিতে পারে না।

বাস্তবিক, এত দুঃখ সংসারে কাহারও হয় নাই; ভদ্রসন্তানের উপর এত অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই। দরখাস্ত করা অতি চমৎকার কাজ হইয়াছিল।

*   *   *

২। ছেলে বিদ্যা পড়িতে আইসে, শিখিতে আইসে। তাহারা যদি বাবু হয়, উদ্ধত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, [illegible] হইলে তাহাদেরই পরকাল নষ্ট। শিক্ষার স্থানে পদগৌরব-অভিমানে [illegible] মান মর্য্যাদার বালাই লইয়া বাস্ত [illegible] গেলে, শিক্ষা ত হয়ই না, শিক্ষকের পক্ষে আপন মান বাঁচাইয়া চলা ভার হয়।

শিবপুরে যাহারা শিখিতে গিয়াছিল, তাহারা সবেই অধীর—আমরা ভদ্রসন্তান। আপনি ভদ্র কি না সেদিকে দৃষ্টি নাই, কেবল ভদ্রসন্তান। তা ভদ্রসন্তান হইলেই কি রান্নাঘরে আঁস্তাকুড় করিতে হয়? সাহেব শিক্ষকের ছেলেরা কি খায়, কেমন শোয়, দিবা রাত্রি তাই ভাবিতে হয়? আর, লেখা গেল, পড়া গেল, কেবল তাদের হিংসাই করিতে হয়? তাহার উপর ভদ্রসন্তান হইলেই কি আপন কাজ ফেলিয়া, যেখানে সেখানে গিয়া, কল ভাঙ্গিয়া, জিনিস-পত্র নষ্ট করিয়া অশিষ্টতা, অবাধ্যতা দেখাইতে হয়? শিক্ষার মূল গুরুভক্তি, তা গেল চুলোয়। কেবল বাবুয়ানা হইল না, শিক্ষক কেন রুক্ষ কথা বলিল, কিম্বা গায়ে হাত তুলিল, কেবল এই জপ তপ ধ্যান জ্ঞান। এমন ছেলেদের কি বিদ্যা হয়? অত বড়মানুষ আর ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া [illegible] করিতে গেলে এখানে চলে না। এমন অশান্ত দুর্দ্দান্ত ছেলেদের ঘাড়ে ধরিয়া বাহির

করিয়া দেওয়াই উচিত। ক্রোফ্ট সাহেব রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়মতির প্রশংসা করা উচিত।

* * *

৩। এই কাণ্ডে যদি কাহারও কষ্ট হইয়া থাকে, কি অপমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, একা শ্রীশচন্দ্রেরই হইয়াছিল। কিন্তু সব ছেলে যোট পাট করিয়া—এ শিক্ষক থাকিলে শিখিব না, এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কারখানায় থাকিব না—এ সব কোন্‌ দেশী কথা? বিদ্যালয় ত শুরুমারা বিদ্যার জন্য হয় নাই। কিসে মান, কিসে অপমান, কি ভাল, কি মন্দ, এই সমস্ত শিখাইবার জন্যই হইয়াছে। ছেলেরা যদি এত লায়েকই হইয়া থাকে, কর্ত্তার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কি কলম চালাই-বার অধিকারই যদি তাহাদের জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিদ্যালয়ে কেন? অবশ্য মুনিরও ভ্রম হয়, গুরুরও দোষ হয়। কিন্তু যার কাছে, সে-ই কেন বিনয় করিয়া দুঃখ প্রকাশ করুক না? সব কজনে জমায়েতবস্ত হইয়া বর্গীর দলের মত হাঙ্গামা করা কেন? এ যে বড় কুশিক্ষা, ভয়ানক কুদৃষ্টান্ত। এখন থেকে ষড়যন্ত্র করা অভ্যাস করিলে কালে এ সকল ছেলে যে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিবে, তাহা বলিবার কথা নয়, অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহামনা ক্রফট সাহেব যেমন সদ্বিবেচক, তেমনি দয়ালু; যেমন দৃঢ় শাসক, তেমনি সুনীতির পোষক। ছেলেদের একবারে দূর করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইলেও তাহাদিগকে নিজ দোষ দেখিবার সময় দিলেন। আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া যৎসামান্য অর্থদণ্ড দিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার সদয় ইচ্ছা। ইহাতেও কুমতিদের চৈতন্য হইল না। না হইল, ত বয়ে! শিখিলে নিজের উপকার, না শিখিলে নিজেরই অপকার। শিক্ষার ফলে বড়মানুষ হইয়া কেহ ত অধ্যক্ষ-প্রবরকে সম্পত্তির অংশ দিবে না। সুতরাং ক্রফট সাহেবের বিবেচনার গুণবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার দয়াগুণের কথা সহস্র মুখে বর্ণিতব্য।

* * *

৪। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের গবরমেণ্টের মত রাজ্যপ্রণালী, এত প্রজানুরাগ, এরূপ সমদর্শিতা বড় একটা সুলভ পদার্থ নহে। রাজ্য-বিপ্লব নয়, শাসন সম্বন্ধীয় কোনও প্রকাণ্ড সমস্যা নয়,—এই বিশাল রাজ্যমধ্যে কোথায় এক গুরুমহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ হইয়াছে, বিভাগের কর্ত্তা তাহার একটা যেমন হউক নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এই সামান্য উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের ছোট লাট ইডেন (১) সাহেব মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের একটা সামান্য মধ্যাও স্থান-

(১) Sir Ashley Eden.

ভ্রষ্ট হয় নাই, অথচ রাজ্যেশ্বর স্বীয় সর্ব্বতোদর্শিতা দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কোনও কথা নাই যে, সকল বিষয়েই লাট সাহেবকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, লাট বাহাদুর অমুক প্রসঙ্গে নিজ মত প্রকাশ করিলেন না বলিয়া কেহ তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি এই সামান্য বিষয়েও লাট সাহেবের মাথাব্যথা। তাই যে যা হউক একটা করিয়া দেওয়া, তাহা নয়। প্রকাশ্য গেজেটে, প্রকাশ্য ভাবে উভয় পক্ষের দোষ-গুণের সমালোচনা করিয়া লাট সাহেব যেন সাধারণ প্রজাবর্গসমীপে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে, সাফাই করিতে বসিয়াছেন। কি সাহস! কি সদাশয়তা! কি লোকানুরাগ! কি সার্ব্বজনীনতা! যিনি ইঙ্গিত করিলে মাথার পর মাথা গড়াগড়ি যায়, যিনি নিশ্বাস ফেলিলে ফাঁসীর আসামী খালাস পায়,—তাঁহার এই সৌজন্য। এমন সুখের কথা, এত আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাম-রাজ্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে এই সেই রাম-রাজ্য; রাজপদে বসিয়া কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে ইডেন সাহেবের গৌরব অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

* * *

৫। পঞ্চানন্দ দেখাইলেন যে, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিহিতরূপে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এত হুলস্থুল হইয়া গেল, অথচ কাহারই তিল মাত্র দোষ নাই। তবু যে এত গোলযোগ, এত মনোভঙ্গ, এত দীর্ঘ নিশ্বাস, এত দন্তনিষ্পীড়ন এই এক ব্যাপার লইয়া হইল, সেইজন্য মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দ পঞ্চানন্দ বলিতেছেন,—

"দোষ কারু নয় গো মা,
কেবল স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * *

দুষ্টের-দমন বিধি।

[ফৌজদারি কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে পর্য্যাপ্ত প্রতীকার হইবে না বিবেচনায় পঞ্চানন্দের পাণ্ডুলিপি]

আইন হইবার কথা।

যেহেতু নানা রকম চেষ্টা করিয়াও ইংরেজ বাহাদুর দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর দমন ও শাসন করিয়া উঠিতে অক্ষম হওয়ায়, আদালতের বিচারপ্রণালী সংশোধন না করিলে, রাজত্ব অচল এবং প্রজাত্ব প্রবল হইতেছে, এই মতে নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

পাঁচুঠাকুর।

অনুষ্ঠান, রদ, ব্যাপ্তি এবং পারিভাষার কথা।

১ দফা। সংক্ষেপ নামের কথা।

এই আইন রফা-রফার আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তির কথা।

এ আইন যেখানে চলিবে না, সেখানে নিতান্ত অরাজক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আরম্ভের কথা।

এবং এ আইন জারি হইবার পূর্ব্বেই চলিতে থাকিবে।

২ দফা। রদের কথা।

যে সকল আইন এবং বিধান হাকিমানের মনোমত নহে বা হইবে না, তাহা এতদ্দ্বারা রদ করা গেল।

৩ দফা। দায়ের মোকদ্দমার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে, তাহার নিষ্পত্তি এই আইন মতে হইবে।

৪ দফা। পরিভাষার কথা।

এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ এবং তাহার নিম্নলিখিত মত অর্থ হইবে, অন্যথা হইবে না।

তদারকের কথা।

লোককে ধরিয়া চালান দিবার জন্য পুলীশ যে কোনও কার্য্য করিবে, তাহার নাম তদারক। তদারক শব্দে হাতকড়ি দেওয়াও বুঝাইবে।

বিচারের কথা।

লোককে সাজা দিবার জন্য আদালতে যে সকল অনুষ্ঠান হইবে, তাহার নাম বিচার। বিচার শব্দে খালাস বুঝাইবে না।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

জজ, মেজেষ্টর প্রভৃতি যে কেহ সাজা দিবে, আদালত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

হাইকোর্টের কথা।

যে আদালতে আসামীর উকীল, কৌঁসিলি—চড়টা, চাপড়টা অভাবে চুপ করিয়া থাইবে, হাইকোর্ট শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

৫ দফা। আদালতের রকমারির কথা।

হাইকোর্ট ছাড়া, আরও দুই প্রকার আদালত থাকিবে, যথা;—

(ক) মেজেষ্টরি।

৬ দফা। যে আদালতে বিচার হইবে, তাহার কথা।

মেজেষ্টর ইচ্ছা করিলে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন ... অপ্রবৃত্তি বা আলস্য হইলে, কোনও কোনও মোকদ্দমার বিচার ... পারিবে।

গোরাঙ্গের মোকদ্দমার কথা।

৭ দফা। গোরাঙ্গের কথা।

গোরাঙ্গ শব্দে যেটিত মতে, এরূপ কোট-পেণ্টুলান-পরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এরূপ ব্যক্তির উপরের সাত পুরুষ এবং নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও সমুদ্র না দেখিয়া থাকিলেও তাহারা সকলেই গোরাঙ্গ হইবে।

৮ দফা। গোরাঙ্গের মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা।

স্বয়ং গোরাঙ্গ না হইলে কেহ গোরাঙ্গের মোকদ্দমা করিতে পারিবে না।

৯ দফা। গোরাঙ্গ তলব করিবার কথা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ করিলে গোরাঙ্গের নামে ভদ্রোচিত নিমন্ত্রণপত্র বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মরা কিংবা অক্ষম হওয়া কি অন্য কোনও ওজর করিয়া কোনও ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে গোরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং তদ্রূপ অভিযোগ গ্রাহ্য বা তন্মূলে নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইবে না।

১০ দফা। গোরাঙ্গের বিচারের কথা।

গোরাঙ্গের অনভিপ্রায়ে কেহ তাহাকে সাজা দিতে পারিবে না।

পুলীশের কথা।

১১ দফা। পুলীশকে সাহায্য করিবার কথা।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ, লোকবল এবং বাহুবল দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলীশের সাহায্য করিতে বাধ্য; যথা,—

(ক) শান্তিভঙ্গ করণ বিষয়ে।

(খ) একরার এবং চোরামাল বাহির করা বিষয়ে।

(গ) সুবিচারপক্ষে ভাণ্ডারক বিষয়ে।

১২ দফা। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

পুলীশ যেথানে খুশি, যাকে খুশি, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

১৩ দফা। গৃহপ্রবেশের কথা।

"আসামী থাকা জানিতে পারিলে, কিম্বা ... কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিম্বা ...

[illegible] [illegible] অন্দরে থাকিয়া যায়, এরূপ বোধ হইলে, ঘর ভাঙ্গিতে, দুয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা ভাঙ্গিতে, আসবাব ভাঙ্গিতে, মান ভাঙ্গিতে, সম্ভ্রম ভাঙ্গিতে, বৈঠকখানায়, গোশালায়, ঠাকুরঘরে কিম্বা অন্দরে অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিতে পুলীশ ইচ্ছামত পারিবে।

১৪ দফা। অন্দরের বিশেষ কথা।

অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীর এবং পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবর্গকে হাতকড়ি দিয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে বন্ধন করিয়া পাহারায় পুলীশ রাখিতে পারিবে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে জোরপূর্ব্বক কুলকামিনীকে বাহির করিতে পারিবে।

১৫ দফা। তদারকের কথা।

তদারক করিবার সময়ে পুলীশ জমাদারদের সাহায্যে আসামীকে একরার কবুলাইতে এবং চোরা মালের কিনারা করিতে পারিবে।

১৬ দফা। পুলীশের তদারকি কাগজের কথা।

তদারকের প্রণালী সম্বন্ধে পুলীশ কোনও কথা লিখিয়া রাখিতে পারিবে না, এবং লিখিয়া রাখিলেও তাহা পুলীশের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানের কথা।

১৭ দফা। উকীল মোক্তারের কথা।

আদালতের অনুমতি ব্যতীত আসামী উকীল-মোক্তার দিতে বা দিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিবে না। তদ্রূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাহা অপরাধস্বীকারের তুল্য গণ্য হইবে।

১৮ দফা। উকীল-মোক্তারের অধিকারের কথা।

কোনও উকীল-মোক্তার আসামীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জেরা কিম্বা সওয়াল জবাব করিতে পারিবে না। হাকিমানের অনুমতি লইয়া সাক্ষিগোপালের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে।

মেজেষ্টরের বিচারের কথা।

১৯ দফা। ধরাধরি বিচারের কথা।

মেজেষ্টরের ইচ্ছা হইলে ধরে সুদ্ধে, লাথিত পতিতপূর্ব্বক ধরাধরি বিচার হইতে পারিবে।

২০ দফা। সরাসরি বিচারের কথা।

ঘোড়দৌড় করিতে করিতে কিম্বা পথে হাটে বেড়াইতে বেড়াইতে তাড়াতাড়ি করিয়া বিনা জেরা জবানবন্দীতে মেজেষ্টর স্বেচ্ছাক্রমে আসামীর সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

[illegible] কাণ্ড।

সেশনে বিচারের কথা।

২১ দফা। জুরি ও আসেসরের কথা।

সেশনে প্রত্যেক মোকদ্দমায় জুরি অথবা আসেসরের সাহায্যে [illegible] হইবে।

জুরি হইলে, অন্যূন তিনজন এবং আসেসর অন্যূন একজন নির্বাচিত হইবে।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, বাহিরের মুটে মজুর, ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান কিম্বা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে জুরি অথবা আসেসর মনোনীত হইতে পারিবে। তাহাতেও পরিমিত সংখ্যা পূর্ণ না হইলে, বলদ ধরিয়া বসান চলিবে।

২২ দফা। আসেসর ও জুরির সাহায্যে বিচারের কথা।

জুরি অথবা আসেসরের সহিত একমত হইয়া সেশনের হাকিম আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন। জুরি অথবা আসেসর বা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, আসামীকে নির্দ্দোষ প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেশনের হাকিম একাএক আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন।

আপীলের কথা।

২৩ দফা। আসামীর আপীলের কথা।

সরাসরি ভিন্ন ধরাধরি এবং সেশনের বিচারের অসম্মতিতে আসামী আপীল করিতে পারিবে।

২৪ দফা। আসামীর আপীলের ফলের কথা।

আসামী আপীল করিলে জরিমানার স্থলে মেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসি এবং সকল স্থলেই সাজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২৫ দফা। সরকারের আপীলের কথা।

আসামীর প্রতি অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে সরকার হইতে আসামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সময়ে হউক আপীল হইতে পারিবে।

২৬ দফা। সরকারের আপীলের ফলের কথা।

সরকারের আপীলে আসামীর সাজা হইতে পারিবে এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারিবে, এবং আসামীর আপীলের যে ফল, তাহাও ফলিতে পারিবে।

হাইকোর্টের কথা।

২৭ দফা। পুনরালোচনার কথা।

অবিচার অর্থাৎ অসামী খালাস হইলে হাইকোর্ট [illegible] [illegible] অথবা [illegible] কথায় সমস্ত মোকদ্দমার নথি তলব দিয়া দেখিতে পারি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অরাজক হইতে পারে বলিয়া সুবিচার করিতে পারিবেন।

যাত্র, মজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন, গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট ফারম্ অনুসারে [illegible] সাহেব ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন এবং হুকুম দিলেন যে, উচিত [illegible] জন্য ডিপুটী বাবুর সদনে রুবকারি ওয়াপোশ পাঠান যায়।

কি জন্য বেমালুমী রুবকারী দ্বারা গালাবাতির ইণ্টেণ্ড পাঠান হইয়াছিল এবং কেনই বা ফারম্ মোতাবেক পাঠান হয় নাই, ডিপুটী বাবু তাহার তদন্তে লিপ্ত হইলেন। জানা গেল যে, ফারমের অভাব হওয়াতে রুবকারী পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং ফারমের জন্য ইণ্ডেণ্ট গেল।

ক্রমে ফারম্ আসিয়া পৌঁছিলে ফারম্ পূরণ করিয়া পুনর্ব্বার মেজেষ্টরের [illegible] প্রেরণ করা হইল। মেজেষ্টর তাহা কমিশ্যনরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কমিশনর সাহেব মঞ্জুর করিয়া কাগজ-কলমের সরবরাহকারী আফিসে চালান দিলেন। বজেটের অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য একোণ্টেণ্ট-জেনেরেলের অভিপ্রায় লইয়া সরবরাহকার সাহেব যথাক্রমে, যথানিয়মে, যথাসময়ে পরীক্ষা করিয়া বাকী ডাকে আধখানা গালাবাতি কমিশ্যনরের জরিয়তে, মেজেষ্টরের মারফতে মহকুমার ডিপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

ডিপুটী বাবু দস্তুর মত রসিদ পাঠাইয়া দিয়া আপন সেরেস্তায় গালাবাতি জমা করাইয়া লোফাফা বন্ধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। ৭ মাস ঊনিশ দিন পরে লেফাফা যথাস্থানে যথাপথে চলিয়া গেল। লেফাফার ভিতরে বাজার-দরের রিপোর্ট ছিল। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে প্রচলিত বাজারদর ছাপা হইল।

দপ্তরি একদিন নাজির বাবুর তামাক সাজিয়া দেয় নাই। লেফাফা বন্ধ করিবার সময়ে গালাবাতি গালয়া তিন ফোঁটা মাটিতে পড়িয়াছিল; নাজির সেই দোষ ধরিয়া দপ্তরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দিলেন। রিপোর্ট ক্রমে ক্রমে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের গোচর হওয়াতে এক সারকুলার বাহির হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, দপ্তরিরা গাফিলী করিয়া সরকারের যেরূপ লোকসান করে, তাহাতে দপ্তরির পদ উঠাইয়া দেওয়া উচিত, না কি, দপ্তরিদিগের কার্য্য পরীক্ষার জন্য ষ্টেশনারি আফিসে একটা নূতন সেরেস্তা খুলিয়া সরবরাহকার সাহেবের মাসিক দুই শত টাকা বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক মহকুমায় হাকিমান, এ সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় সভায় কমিটি বসিয়া [illegible] সাহেবের [illegible] ব্যয়সংক্ষেপের জন্য বিলাতের মহাসভায় একটা দরখাস্ত [illegible] প্রস্তাব হইতেছে।

এখনও লেখালেখি ফুরায় নাই। সুতরাং কোনও [illegible] মীমাংসাও হয় নাই। সেই এক পয়লার গালাবাতির গোল মিটিলে [illegible] আফিস হইতে [illegible]

অবশ্যই সংবাদ পাইবেন, এই আশ্বাসে সম্প্রতি পাঠকবর্গকে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেওয়া গেল।

লেজ! লেজ!! লেজ!!!

অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন, বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারীকরের তৈয়ারী এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে, সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত-পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা-আপনি তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ,—এমন সময়ে মোক্তার আপন কাদানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন ভিন করিয়া তোমার স্রোতে ভঙ্গ বাধিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে; থামাও তাহাকে লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকীলের বিশেষ দরকারী। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর-পূর্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথামুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি যোড়াতাড়া ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না; প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তোমার আত্মগরিমায় আঘাত লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি অপদস্থ হও। একটি লেজ থাকিলে কোন ভয় থাকিবে না, সময় মিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপণার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও! লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি মফস্বলের কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন

যোগানো, আর পাড়াপড়সিকে জোগান তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি। কত সভা-সমিতিতে, কত দরবারে, তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক যায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর বাজে লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মিপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটী লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র। তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভারত এতদিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজ বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধারবার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই, তাহা জানি। তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কত দিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজমালা দিবানিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক্ লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই বলিতেছি, গুণধাম একটী লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ষোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটী লেজ লও।

নগদ মূল্যে লইলে এক একটী ব্রুশ দস্তরি দেওয়া যাইবে।

পেসাদার এণ্ড কোম্পানি।

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

প্রকাশক।

পুনশ্চ নিবেদন।—পঞ্চানন্দের ছাপাওয়ালা বোধ হয়, অত্যন্ত অলস এবং অমনো-যোগী, আর বোধ হয়, সে পঞ্চানন্দের চক্ষের উপর কাজ করে না। এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে প্রচারিত হইতেছে, সেই কৃতজ্ঞতায় ছাপাওয়ালাকে একটি লেজ বিনা মূল্যে দিতেছি; ইহাতে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে। পঞ্চানন্দের একটা অবলম্বন হইবে, আর ছাপাওয়ালারও লেজের মমতায় একটুকু ভয় থাকিবে।

পেশাদার এণ্ড কোং।

লাট-মন্দিরের খবর।

(হাড়াগিলের পাঠানো।)

জানেন ত, আমি কুড়ের বেহদ্দ, আমার আবার খবরাখবরের ভার দেওয়া কেন? আমি এই গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ দুটো পা কখনও এক সঙ্গে বার করিনে। দিন রাত জেগে থাকি, তবু দুটো চোক মেলে কখনও পুরো নজরে চাইনে। লোকে মনে করে—কত জন বলেও—হাড়গিলের মত উদ্যোগী অথচ নিরীহ লোক সংসারে আর নাই। আসল কথা আমিই জানি,—আমার মত আলসে 'ত্রিভুবনে আর নাই'।

যাই হোক, আপনি যে আমার মত নাছোড়বন্দা, তাতে দুটো খবর না দিলেও, দেখচি আর চলে না। কলে আমি বাইরের কিছু বলতে পারবো না, এই লাটমন্দিরের ভেতর যা দেখতে শুনতে পাই, তাই নিয়ে দু'কথা যা যোগায় বলচি;—

১। ব্যক্তি; লাটের দল ও মলাটের দল।

প্রথম ত দেখি খোদ লাট, নাম রিপণ। লোকটা কিছুতেই নাই, খায় দায় মাইনে ন্যায়, এই পর্য্যন্ত। রিপণ চাচা পষ্ট কবুল জবাব দিতে খুব মজবুৎ, মনের ভেতর নয় একখানা কোরকাপ নেই। দলের লোক যেমন যেমন বোলে কোয়ে দ্যায়, তেমনি কাজ কর্ম্ম করে। একবার একটা টিকে দেবার আইন হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল যে, যে টিকে না দেবে, তার ম্যাদ হবে। রিপণ চাচা আইন দেখে চম্‌কে গেল, বল্লে তোমরা দশ জনে যা ভাল বোঝো তাই করো, তায় আমি আপত্তি করি নে; কিন্তু আইনের ব্যবস্থা শুনে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্চে—এতে ম্যাদ কেন? সেই হাত-পা-সেঁদোনই সার, আইনটা কিন্তু জারি হোয়ে গেল।

যেমনি সেদিন আবার ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন হবার বেলা যতীন্দ্র ঠাকুর বল্লেন যে, খালাসের পর আপীল ক'রে লোককে নাস্তানাবুদ করাটা ভালো নয়, কোন

রাজ্যেই এমন বেবন্দো কথা চলে না, তবে এখন চলবে কেন ? চাচা—এই রিপণ চাচা, সাদা সিদে লোক, বোলে ফেল্লে—আমি ওসব কিছু বুঝি সুঝি নে, উনোর লোক যা করে করুক। আগেকার লাট যা কোরে গ্যাছে, তার উল্টো করতে গেলে এখুনি এরা আমায় খেয়ে ফেল্বে ; হচ্ছে, হোক। চাচার এ আক্কেলটুকু হলো না যে, আগেকার লাটের আমলে আপীলে সাজা বাড়াবার নিয়ম ছিল, অথচ আজকেই এই মজলিসেই সেটা উল্টে দেওয়া হচ্ছে। চাচা কিন্তু পষ্ট বোলে দিলে যে কথাগুলো শক্ত, আমি অতো ভেবে উঠতে পারি নি।

চাচার দোষই বা দি কি বোলে ? ভাল মানুষের ছেলে, এসেছে ত একে মগের মুল্লুকে। না জানে এ দেশের লোককে, না জানে এদের ভাষা, না জানে এদের চাল চলন, না জানে কিছু। এ হরি ঘোষের গোয়ালে—অর্থাৎ কি না এই ভারতবর্ষে—হঠাৎ যে একটা কিছু ঠাউরে ওঠা, যার তার কাজ নয়। তাই বোলছি যে রিপণ চাচা খায় দায় মাইনে পায়, কোনও গোলের ভিতর থাকতে চায় না। তবু ভালো, "ভালো কর্তে পার্‌ব না, মন্দ কর্‌ব, কি দিবি তা দে"—ডেকে হেঁকে যে সেইটে করে না, এই ঢের।

লাটের দলে অনেকগুলো উপসর্গ আছে। তার একটা লড়াইয়ের লাট। নেহাত গুণবান লোক না হোলে কেউ কাঁচা প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াইয়ের চাকরি স্বীকার করে না। তা এ লোকটা কাজে যেমন গুণ্ডামার্ক, বুদ্ধিতে ততোধিক। আসামে কুলি পাঠাবার আইন নিয়ে যখন টক্কাটিক্কি হচ্ছিল, হাঁদারাম উঠে বল্লেন কি না, আসামের চা-বাগানের কুলির মত সুখী জীব ভূভারতে আর নাই। আমি মনে মনে ভাবলুম যে, হাঁদারামের তাই যদি মনে হয়েছে ত, এ কর্ম্মভোগ কোরে মরে কেন, আপনি গিয়ে কুলি হলেই ত হয়। হাঁদারাম যদি কুলি হয়, তা হলে দেশের লোকের প্রাণ জুড়োয়, চা বাগানেরও নাম খাটে, তার কাজ বেশী হয়, আর হাঁদারামের খেদটুকুও যায়। গুণ্ডামার্কের কিন্তু সে বুদ্ধিটুক হোলো না।

আর একটা মহিষাসুর আছে, সেটার নাম বিট্‌লে ষ্টোক।* দরকার মত আইনের মুসাবিদা করাই তার কাজ, কিন্তু বিট্‌লে এমনি কুচক্রী, লাগুক না লাগুক, সময় অসময় না বুঝে আইন কোর্চ্ছেই, কোর্চ্ছেই। বিট্‌লে মনে করে যে, লাটমজলিসটে কুমোরের চাক, আর তার মগজটা কাদার তাল। সেই চাকে চাপিয়ে কেবলই পাক দিচ্ছে, আর আইন বার কোর্‌চে। আইন যা করে, তাতে বিদ্যে প্রকাশও নেই গোছের ; না বেরুতে বেরুতেই তালি দিয়ে রিফু কোরতে হয়। তার পর আবার সেই রিফুর রিফু, তস্য রিফু, এমনতে চোলেচে। বিট্‌লে যে মাইনের টাকাগুলো মারে

* Whitely stoke.

কোর্‌চে, তা করুক; এই যে এত কাগজ, কলম, কালি নষ্ট করে, তাতেই বড় কষ্ট হয়। আমার কেবলই মনে হয় যে, পঞ্চানন্দ ঠাকুর এত কাগজ কলম পেলে না-জানি কি একটা কারখানাই কোরে ফেল্‌ত। শুনতে পাচ্ছি বিটুলে এই বার যাবে। না টেঁক্‌লেই ভালো। যে দিন যাবে, আমি সেদিন পালক ফেলে একবার হাওয়া খাবো।

এই রকম গ্রহ উপগ্রহ লাটমন্দিরে অনেক আছে, সব কটার কথা বল্‌তে গেলে বিস্তর সময় নষ্ট হবে।

যতীন্দ্র ঠাকুর টাকুর আর আর যারা আছে, তাদের আমি গ্রহ উপগ্রহ বোলে ধরি না। তারা লাটমন্দিরে মলাট মাত্র—সোনার জলে [illegible] বেশ বাঁধানো; ওপরে [illegible]টুকু আছে, কিন্তু ভেতরে সব ফাঁক; তাই তাদের মলাট বল্‌চি। শুভ যোগে তাদের নিয়ে গিয়ে লাটমন্দিরে সাজিয়ে রেখে দ্যায়। দরকার হোলে কর্তারা নেড়েচেড়েও দ্যাখেন। কিন্তু ভেতরে কখনও কিছু খুঁজে পান না। সেই জন্য বোলচি যে, এদের ভেতরে সব ফাঁক। নইলে তিন কোটি লোকের হোয়ে বোসে, অমন বড় জোরে তুলে নিয়ে গিয়ে কাজের বেলায় অমন তুচ্ছ [illegible] ফাঁকা কোর্‌বে কেন? এই দিনও দেখলুম না যে এদের কথা বিটুলের [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]—কিছুই করলে না। আমার মনে হয় যে এরা বড় বেহায়া লোক। নইলে পয়সা নেই, কড়ি নেই, [illegible] নেই, সামর্থ্য নেই,—এমন দেশে [illegible] রোজ পরের আমোদ বাড়াবার জন্য সঙ্‌ সাজতে যাবে কেন? আমি তো [illegible] কিছুতেই যেতেম না। যেখানে আমার কথা চলে না, সে দিকে আমার পা চলে না, এই আমার মত।

শিবপ্রসাদ নামে একটী খেঁদুরা রাজা [illegible] এই মলাটের দলে আছে। এ একটী মানুষের মত মানুষ; সে দিন বোলে ফেলেছে যে, সিবিল সাহেবের দল খুব বেশি লোক না থাকলে দেশ চোলবে না, দেশের অমঙ্গল হবে। কথা খুব পাকা। আপন মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল, সিবিল সাহেব না হোলে হাতুড়েদের সেলাম দেবে কে? কথা ঠিক, সিবিল সাহেব যখন নেই, তখন শিবপ্রসাদ [illegible] হুজুর",—

২। পদার্থ; ঘটনা ও রটনা।

বিদ্যাসাগর ছেলেদের শেখান যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পাও, তাহাই পদার্থ। সে কথা যদি ঠিক হোতো, তা হোলে বিপিন চাচা এবং হাতুমারা মেছুয়া পর্যন্ত সকল পদার্থ হোতো। কিন্তু আমি নাকি এ সব—"জলবিম্ব তরঙ্গ প্রায়" বিবেচনা করি, কখন আছে কখন নেই; তাই—এ সকলকে পদার্থও মনে করি না। আমার মতে এ সমস্তই অপদার্থ।

আসল পদার্থ হোচ্চে লাটমন্দিরে যা ঘটে, আর যা রটে; তারই কথা এখন কিছু বোলবো।

এক ঘটনা, ন-আইন উঠে গ্যাছে। কেন যে উঠে গেল, কিছুই বুঝতে [illegible] না; লাটমন্দিরের এক পাশে ভাল মানুষের মত বোসে থাকত, মুখে কথাটি [illegible] কোন উৎপাত ছিল না, অথচ দশ জনে পেছনে লেগে, বেচারিকে বোকা [illegible] উঠিয়ে দিলে। কাজটা ভাল হয় নি। আপনি কি বলেন? আমোদের মধ্যে [illegible] হোয়েচে যে ন-আইনের কথা নিয়ে লোকে যতীন্দ্র ঠাকুরকে [illegible] ঠাকুর [illegible] দিয়েচে—কেননা, গর্ভাধান, জাতকর্ম ইস্তক তার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াতেই [illegible] উপস্থিত থেকে মন্ত্র বোলে যজিয়েছিলেন—কেউ কেউ বলে মজিয়েছিলেন।

আর এক ঘটনা, আসামের চা-বাগানে কুলি পাঠাবার আইন। এই আইন নিয়ে তুমুল কাণ্ড হোয়েছিল—দলাদলি পর্য্যন্ত হোয়েছিল, একটা কুলির দল, আর একটা চা-করের দল। দেশী লোক সমস্ত কুলির দলে, আর বিদেশী সব চা-করের দলে। চা-করেরা জিতেচে, কুলিরা হেরেচে। এখন কুলির দল বোলচে এতো আইন নয়, এ মানুষধরা কল। আমি কুলিও না, চা-করও না, কাজেই আমি এর কিছু-তেই নেই!

আরও একটা ঘটনা, ফৌজদারি কার্য্যবিধি। এ সেই বিটলে গুণনিধিরই বিধি। কাজে কাজেই নামে বিধি হোলেও এতে অনেক অবিধি আছে, তা বলাই বাহুল্য। এই আইন জারি হবার সময়ে লাটমন্দিরে অনেকগুলো পদার্থের [illegible] হোয়েচে;—

(ক) লাট সাহেব আইন কানুনের কথা ভাববেন বলেন, কিন্তু [illegible] পারেন না।

(খ) আগে আপীল করলে সাজা বাড়তো, এখন আর বাড়বে না। [illegible] লোকের অভিপ্রায় হোলে হালের লাট সাহেব সাবেক লাট সাহেবের ব্যবস্থা [illegible] করেন।

৩। উপকার,—কিন্তু কার?

এই যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য কেবল লাভ লোকসানের উপরেই নির্ভর করে, তা অন্য বাজে লোকে জানে না বটে, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই। দোকান [illegible] করবারই জন্যে এখানে ইংরেজদের আসা। এখনও সেই ব্যবসার জন্যতেই [illegible] এত কষ্ট স্বীকার কোরে রাজ্যপরিচালন। তবে দোকানদারির দায়ে জমীদারি [illegible] পর যেমন সেরেস্তা আলাদা রাখতে হয়, ইংরেজেরাও সম্প্রতি সেই ভাবে [illegible] চালাচ্ছেন। কতকগুলি ইংরেজ খাঁটি দোকান নিয়ে থাকে, আর কতকগুলি [illegible] গোমস্তা—জজ মেজেষ্টর সেজে জমীদারি সেরেস্তার কাজ [illegible] আসলে যে বেণে, সেই বেণে; জমীদারী [illegible]

শোকশেল।

হায়। কি সর্ব্বনাশ হইল। এত ভরসা এত আশা সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আর, আমরা কি লইয়া জীবনধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? দুঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, দুস্তর সাগরে একমাত্র ভেলা, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র গৃহলক্ষ্মী—কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী-ব্যবস্থা, ওরে আদরের ধন, 'ন-আইন্' কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কিছুই নাই! (১। দীর্ঘ নিশ্বাস।)

আমরা, দেশী লোক, দেশী ভাষায় দেশী কথা লিখিয়া আর কি করিব? আমরা লিখি, বাবুরা পড়েন না; আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন না; আমরা উত্তেজন করি, বাবুরা জল ঢালিয়া দেন; আমরা কত মিষ্ট কথা বলি, বাবুরা তুষ্ট হন না; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ভ্রূক্ষেপ করেন না; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। আমাদের আদর নাই, মর্য্যাদা নাই, সম্ভ্রম নাই, ভয় নাই, মান নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, কিছুই নাই, কে আমাদের আদর করিবে? বাবুত করিতেন না, করিবেনও না। যাহা কিছু করিত, আমাদের সাধের 'ন-আইন'। দশদিক্ অন্ধকার করিয়া অতল সাগরের মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া, গহন বনের মাঝে ফেলিয়া ন-আইন কোথায় গেল? হায়! কি পরিতাপ! এ বাদ কে সাধিল! পদ্মপলাশলোচন ন-আইন! তুমি কোথায় গেলে? শিশু আমরা, এ বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? (২। বক্ষে করাঘাত।)

রণরঙ্গিণী দিগম্বরী মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ভূতপতি, আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগকে লোক মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন; লাট লিটন আমাদের জন্য ন-আইন করিয়া আমাদিগকে পদস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন ত্রিভুবনে আমাদের বিজয়-দুন্দুভি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভয়কম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন। আমাদের সে গৌরব কে বিলুপ্ত করিল? আমাদের সে দিনের কে অন্ত করিয়া দিল? এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব? ও হো! কি হইল? (৩। অশ্রুবর্ষণ।)

ন-আইনের বলে আমরা সাহেবের বজ্রহৃদয় কাঁপাইয়া দিয়াছিলাম। ন-আইনের কৃপায় আমরা জগৎজয়ী ইংরেজের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্ব্বান্ধব যে আমরা —আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশত্রু বাবুগণেরও মাথা মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত গুণের ন-আইন আমাদেরকে হরিয়া নিল! (৪। দন্ত ঘর্ষণ।)

যে দিন হইতে আমাদের ন-আইনের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমরা কত উন্নত হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল। মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুকুরদষ্ট ব্যক্তির জলস্বরূপ আতঙ্ক উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া বাগ্মীর যশোলাভ করিয়াছিলেন; যাহারা বাঙ্গলার ব জানে না, এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বসে বসে কত বিজ্ঞাপনীই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহামহোপাধ্যায়-সম্প্রদায় গভীর রজনীতে গুপ্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত মন্ত্রণাই করিতেছিলেন। কিন্তু হায় অদ্য! অদ্য আমরা কোথায়? কাল যাহারা বীর ছিলাম, সিংহের সমকক্ষ ছিলাম, আজ সেই আমরা কাপুরুষ শৃগালেরও অধম! এখন কি আবার ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে! এখন কি আবার বাবুদের উত্তোলিত নাসার তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে? হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল? ন-আইন! তুমি কি ছলিবার জন্য, আমাদিগকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আসিয়াছিলে? আদরের উৎস ন-আইন! কে তোমার চাঁদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল? হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! অহো, কি অধঃপাত! (৫। বক্ষে যষ্টীর আঘাত, পতন ও মূর্চ্ছা।)

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা।

ইতিমধ্যে বাখরগঞ্জের জজ কম্পবেল সাহেবের বাসার সম্বন্ধে অনেক ব্রাহ্মণ কনষ্টেবল পাইখানাকৃত্য সমাধা করাতে, জজ কম্পবেল উক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লন। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট উক্তজজ জজ সাহেবের শাস্তির জন্ত তাঁহাকে অপদস্থ অর্থাৎ জজ হইতে জাইণ্ট্‌ মেজেষ্টর করিয়া দিয়াছেন।

অপর, জঙ্গীপুরের মহকুমাতে গোরু ছিনাইয়া লইবার মোকদ্দমায় ডিপুটী মেজেষ্টর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর উপযুক্ত সাজা না দেওয়াতে অর্থাৎ আসামীকে কয়েদ না করিয়া জরিমানা করাতে মুর্শিদাবাদের খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব ডিপুটী মেজেষ্টর বাহাদুরের ভ্রম দেখাইয়া এক খণ্ড হাফ সরকারি পত্র তাঁহার বরাবর লেখেন। পুনশ্চ, ক্ষতিগ্রস্ত নীলকর সাহেব পুনর্ব্বার গোরু ছিনাইয়া লওয়ার অপরাধে সাবেক বকেয়া আসামী এক্কার মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার নালিশ করায় ডিপুটী বাবু নিজ রায়ে খোদ মেজেষ্টরের সেই চিটির উল্লেখ করিয়া এক্কার মণ্ডল আসামীকে বিলক্ষণ মেয়াদ ঠুকিয়া দেন; তাদৃশ কঠিন সাজা দিলে আইন মতে ডিপুটী বাবুর এক্কার না থাকায় আসামী উক্ত এক্কার মণ্ডল জেলার জজ-আদালতে আপীল দায়ের করে। খোদ মেজেষ্টর কায়িক দণ্ড দিবার উপদেশ দিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা ডিপুটী রায়-বাহাদুরের রায়ে প্রকাশ থাকাতে জেলার জজ ঐ খোদ মেজেষ্টর সাহেবকে বলেন যে, এ প্রকার পত্র লিখিলে ভবিষ্যতে মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের খারাবি হইতে পারে। খোদ মেজেষ্টর ইহাতে রাগত হইয়া জঙ্গীপুরে শুভাগমন ও ডিপুটী বাবুকে তলব করিয়া সর্ব্বসমক্ষে মুখের উপর বলিয়া দেন যে, তাঁহার পত্রের কথা রায়ের ভিতর প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে ডিপুটীর বোকামি অথবা সাফ বজ্জাতি জানা যাইতেছে। তাহাতে ডিপুটী রায়বাহাদুর অপমান জ্ঞান করিয়া কমিশনর সাহেবের হুজুরে মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করাতে কমিশনর সাহেব উক্তজন্ত ডিপুটীর বেতন কমাইয়া দিয়া অপদস্থ করণ জন্য বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট সাহেবের সদনে সুপারিশ করেন। ক্ষুদ্র লাট ডিপুটী বাহাদুরকে মহকুমায় থাকিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দিয়াছেন; এবং বজ্জাতি শব্দের অর্থ বজ্জাতি মাত্র তদতিরিক্ত কিছু নহে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মৌশলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, অতুল বাবুকে সেই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয়।

বাঙ্গালার লাট সাহেবের এই দুই বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্ত পঞ্চানন্দসমীপে পেশ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কম্পবেল্ সাহেবের অধোগতি দর্শনে পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইয়াছেন। সাহেব হইতেছেন রাজকুল, সে কুলে কালি দেওয়াতে লাট সাহেবেরই অবিবেচনা

অতুল বাবুর সৌভাগ্য মনে করা উচিত। যে অতুল বাবু বাঙ্গালী হইয়াও এ কথা বুঝেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলাদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দিভাষী পূর্ণিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দেওয়া সৎপরামর্শের কাজ হইয়াছে।

প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে লাট সাহেবকে এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াই পঞ্চানন্দ অদ্য পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন।

বিদেশের সংবাদ।

(১)

বেঞ্জামিন ডিজ্রেলি ওরফে আর্ল বিকন্সফিল্ড নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ইহুদি, ব্যবসায়ে পুস্তকলেখক ছিলেন। আর মধ্যে মধ্যে দুইবার তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ও দেশে মন্ত্রী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সকলেরই মন্ত্রী হইবার অধিকার আছে। এই লোকটীর মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া অনেকে বিস্তর কাগজ কালি নষ্ট করিয়াছে, আর যাহার মনে যে কথার উদয় হইয়াছে, তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে, বেঞ্জামিনের জন্য বঙ্গবাসীর মাথা-ব্যথা, অন্যায় কথা। এ দেশে অনেক গ্রন্থকার আছেন; কিন্তু বঙ্গবাসী সারগ্রাহী, সুবিবেচক এবং গুণগ্রাহী হইবার পাত্র নহে, সেই জন্য সে সকল গ্রন্থ বড় একটা বিকায় না; ইংরেজের লেখা হয় বোধ, তাই ডিজ্রেলির পুস্তকের এত পসার।

আর, এতদিন হইতে ডিজরেলি যাহার পাইয়াছিলেন বলিয়া যে, গৌরব করিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। ডিজরেলি ধর্ম্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছিল; ও এ দেশেও অনেকে জাতি দিয়া মেমের সঙ্গে নাচিতে পাইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।

বেটা পাইতেন, ডিজরেলি যদি এদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন। পুঁথির পশরা বগলে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার রোজ জোটা ভার হইত। তবে সুপারিশের জোর থাকিলে বেঞ্জামিন বড়-জোর একটা ডিপুটীগিরি পাইতেন। (মনে থাকে যেন, তাঁহার বি-এল্ পাশ ছিল না, মফঃস্বলে তিন বৎসর মোক্তারের খোসামোদও করেন নাই, সুতরাং মুনসেফি পাইবার কোন আশাই ছিল না।)

তাহার উপর গোলামের কেতা দোরস্ত থাকিলে, আর সাহেবদের বাড়ী বাড়ী [illegible] করিয়া সত্য মিথ্যা দশটা বলিবার ক্ষমতা থাকিলে, বেঞ্জু চাচা হদ্দ খাঁ-বাহাদুর

হইতে পারিতেন। বাস্তবিক এদেশে কাহারও চালাকি খাটে না, ইংলণ্ড বোকার জায়গা, সেখানে সবই হইতে পারে। তবে পি ডিজরেলির কথা লইয়া বাড়াবাড়ি কাড়াকাড়ি করা এদেশে ভাল দেখায় ?”

(২)

আরও একটা লোক ইউরোপে মারা গিয়াছে,—রুষিয়ার জার। এ মৃত্যুর বিচার কঠিন সমস্যা। রুষিয়ার-সন্তানগণের ভয়ানক আক্রোশ, তাহারা জার রাখিবে না। প্রজার মনোরঞ্জন করে, এমন ভূস্বামী তাহারা চায়। এভাবে দেখিতে গেলে উহাদের দোষ মনে হয় না। বাস্তবিক, চক্ষের উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন? আর লোকের যদি অসহ্য হয়, তবে জারই বা কতক্ষণ থাকিতে পারে?

আর এক পক্ষে মনে হয় প্রজারা মিলিয়া মিশিয়া, সহিয়া বহিয়া থাকে না কেন? বঙ্গদেশের প্রজা কেমন ভাল মানুষ। ক্ষুদ্র জমীদারকেও ভূস্বামী নাম দিয়া কত আদর, কত ভক্তি, কত যত্ন, কত সম্মান করে। অথচ সকলেই জানে যে, ইহারা জারেরও অধম। অন্ন স্বহস্তে আবাহন, কন্যাকার স্বহস্তে বিসর্জন। তবে কি জানো, এখানে ধরণী সর্বংসহা।

ভালো হউক, মন্দ হউক, এ কথা কেও বঙ্গবাসীর, ভারতবাসীর না ভাবাই উচিত, এ দেশেরও ভাবনা ভাবিবারও কোনও হেতু নাই; যেহেতু আমাদের মালিক—মহারাণী ভারতেশ্বরী!

রয়টার প্রেরিত তারের খবর।

বিলাত,

আষাঢ় মাস, অপরাহ্ণ।

মেস্তর লালমোহন ঘোষ ভারতবর্ষে যাইবার উদ্দেশে জাহাজের তক্তার উপর পা দিয়াছেন।

তাঁহার সহিত লাট রিপণের বরাবর এই মর্ম্মের এক চিঠি গ্লাডষ্টোন সাহেব পাঠাইয়াছেন,—

“বাবাজীবনের প্রমুখাৎ সকল সমাচার অবগত হইবা। তেঁহ বোম্বাই মোকামে পদার্পণ করিবার অগ্রেই পত্রপাঠ মাত্র, ছাপার আইন, অস্ত্রের আইন, দণ্ডের আইন এবং যাবদীয় টেক্স উঠাইয়া দিবা। ভারতবর্ষে আমাদের তরফ যে সকল আমলা ও নগদী পাইক ইত্যাদি থাকিবে, তাহাদের বাসাখরচ ও অন্ন অন্ন খরচ বরদাস্তির টাকা এথা হইতে পাঠান যাইবেক। নহিলে লিবারেল অর্থাৎ বদান্য নামে কলঙ্ক হইবেক।

"তোমাকে চাকরি দেওয়াতে ভারি বিভ্রাট উপস্থিত। বাবাজীবন যদি সম্মত হয়েন, ইঁহার হস্তে আদায়-তহশীলের কাগজ-পত্র এবং তহবিল সমঝাইয়া দিয়া তুমি ফেরত জাহাজে বাটী রওয়ানা হইবা। নিতান্তই যদি বাবাজীবনের অমত হয়, তাহা হইলে নবাব আবদুল মিয়াকে ভার দিতে পারিবা। উঁহ বড় লায়েক আদমি এবং আমাদের নিতান্ত অনুগত।

"আসিবার কালীন এখাকার মিউজিয়মে রাখিবার জন্য মহারাজা, রাজা, নবাব, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর প্রভৃতি আমাদের সৃষ্টির এক এক নমুনা, এবং বিটীশ ইণ্ডিয়ান, ও ইণ্ডিয়ান সভার এক এক সভ্য সঙ্গে আনিবা। জীয়ন্ত না পাওয়া যায়, মরা আনিলেও চলিতে পারিবে।

"নাস্তিক [illegible] পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করায়, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হইতেছে— এ কথা [illegible] দিয়া [illegible] সান্ত্বনা দিবা এবং [illegible] বলিবা ও আপনকে গোবরের শিবপূজা করিতে উপদেশ দিবা।"

[illegible]

করিয়াছেন। বাঙ্গালা [illegible] পুরাতন-গ্রন্থ-[illegible] ইংরেজ এ [illegible] হইয়াছেন। [illegible] নাই।

চীনের সহিত রুশিয়ার যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে [illegible] যুদ্ধের [illegible] পাইতেছে। [illegible] ইহাতে আপনি [illegible]।

দেশহিতৈষিতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত পত্র।)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীপদপল্লবাশ্রয়েষু

সগুরুবৎ প্রণাম নিবেদনঞ্চৈতৎ—

আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি, উচিত আদেশ করিয়া এ দাসকে এ মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। আমি একজন পল্লীগ্রামবাসী ক্ষুদ্র জমীদার। আগে আগে খাইয়া পরিয়া দুদশ টাকা আমার উদ্বৃত্ত থাকিত; সেই জন্য সামান্য লোককে কর্জ্জটা আসটা কখনও কখনও দেওয়া হইত। সরকার বাহাদুরকে যথাসময়ে রাজস্ব দিই; আর পরে পাকীযোগে এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম যাই বলিয়া পথকর দিই; কি জন্য বলিতে পারি না কিন্তু আরও একটা

কর দিই, লাইসেন দিই, বেয়ারিং চিঠির মাশুল আর নগদ টিকিটের দাম ছাড়া ডাক-কও দিই; আর সরকার হইতে যখন যে কাগজপত্র তলব হয়, তাহাও দিই। এই সকল বিষয়ে আমি কখনও ত্রুটি গাফিলি কিম্বা আপত্তি করি নাই।

বিষয়রক্ষা করিতে হইলে কালেভদ্রে মামলাটা মোকদ্দমাটা করিতে হয়। যে মোকদ্দমায় আমার পরাজয় হয়, তাহাতে ঘর হইতে কিছু যাইবারই কথা। কিন্তু যে মোকদ্দমায় জয়লাভ করি, তাহাতেও আসল পড়তা কখনই পোষাইল না। উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আমলা সকলেই যথাশাস্ত্র আপন আপন অংশ লইতে লইতে, আমারি ভাগ্যে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

সরকার বাহাদুরের খাজনা যথাসময়ে দাখিল করিতে পাই বলিয়া সে অনুগ্রহের দক্ষিণা দিয়া থাকি। পুলীশের এলাকায় বাস করি বলিয়া নিত্য পূজার উপরি সময়ে সময়ে মানসিক দিয়া থাকি।

হাকিম হুকুম সাহেব সুবা গোদস্বারিতে এ অঞ্চলে আসিলে খাসীটা মুর্গীটা শাকটা কলাটা ভক্তিপূর্ব্বক যোগাইয়া থাকি। হুজুরী কোনও সর্দ্দার লোকের প্রয়োজন হইলে, ধার করিয়া হাতী ঘোড়া পর্য্যন্ত সরবরাহ করি।

আমার সৌভাগ্যফলেই যে এ সকল করিতে পাই, তাহা আমি জানি এবং শত-সহস্র বার স্বীকার করি। স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, খোদ জজ মেজেষ্টর পর্য্যন্ত দায়ে অদায়ে আমাকে স্মরণ করিয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আমার ন্যায় দীনহীন অকিঞ্চনকে স্মরণ করেন, সেইজন্য হাসপাতালের চৈন্দা, ইস্কুলের চৈন্দা, [illegible] কলিজের কাঙ্গালীবিদায়ের চৈন্দা, ভোজ-সমারোহের চৈন্দা—যখন যাহা তলব হয়, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর গহনাপত্র বাঁধা দিয়াও হুকুম তামিল করিয়া থাকি। অধিক কি বলিব, এই খয়েরখাঁহীতে আমার ঘরে কিঞ্চিৎ দেনা প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য কমদম করিয়া দিয়া এক প্রকার চালাইয়া আসিতেছিলাম।

এখন উপস্থিত বিপদ্ এই যে, অদ্য এক ইংরেজী পরোয়ানা হুজুর লোক হইতে আগত হইয়াছে। গ্রামের মাষ্টের মহাশয় তাহা পড়িয়া বলিতেছেন যে, দেশহিতৈ-ষিতার তহবিলে টাকা জমা দিবার হুকুম আমার প্রতি হইয়াছে। মাষ্টের মহাশয় বলিতেছেন যে, এইবার আমি হুজুর হইতে বাহাদুরি পাইলেও পাইতে পারি।

এখন উপায় কি? দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা আমার কোনও কর্ম্মচারী কিম্বা গ্রামবাসী লোক, কিম্বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে কোনও লোক, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে, লড়াই করিতে মানুষ কাটা পড়িয়াছে, সেই-জন্য টাকা দিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মারামারি করিতে গেলেই দুই জখম হইয়া থাকে। সেজন্য আমাকে কেন টাকা দিতে হইবে? সুতরাং এ কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, দেশহিতৈষিতার [illegible]

একটা তহবিল থাকে, তবে আমাকে সে তহবিলে জমা দিতে হইবে কেন? যাহার তহবিল, সে বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার জমাখরচ নিকাশ নিষ্পত্তি করিবে; আমি তাহাতে জমা দিতে যাইব কেন? আর সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, আমার মোটে টাকা নাই, তাহার জমা দিব কি? ধার করিয়া জমা দেওয়াতে ক্ষতি বৈ লাভ নাই। সুতরাং সরকার বাহাদুরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সেইজন্য মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা যে, ইহার আসল ব্যাওরাটা আমাকে জানাইবেন, আমি শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া থাকিব।

মাষ্টার মহাশয় যে বাহাদুরির কথা বলেন, তাহারই বা ভাবখানা কি? ঘরে না থাকিলেও দিতে পারাতে বাহাদুরি হইতে পারে, কিন্তু সে বাহাদুরি লইয়া কাজ কি? সরকার বাহাদুর এমন বাহাদুরি দিবেন কেন? তবে যদি হুকুম এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আপনি তাহাও জানাইলে আমার পরম উপকার হয়। তাহা হইলে নাকি, গাই না থাকিলেও বলদ দুইয়া দুধ দেওয়া এবং বাহাদুরি লওয়া আবশ্যক।

আমি ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। যদি টাকা জমা দিতেই হয়, তবে ফেরত পাওয়া যাইবে কিনা, এবং কত দিনে কি নিয়মে ফেরত পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা। ফেরত পাওয়া যদি না যায়, তাহা হইলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দেওয়া চলে কি না, অথবা বেবাক টাকার তমঃসুক লিখিয়া দিলে সদা নিস্তার পাওয়া যাইবেক কি না, তাহাও জানিতে চাহি।

আপনি নাকি সদর জায়গায় থাকেন, আর সকল মুলুকের আসল খবর রাখেন, এইরূপ শুনা আছে, সেই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীএককড়ি রায় দাসস্য।

পুঃ নিবেদন,

এই সকল কথার উত্তর পাইলে, আপনি যদি আমার জেলার মোক্তারিপদ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মাসিয়ানা আড়াই টাকা বেতনে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি, ইতি।

[পাঁচ টাকা হউক ভালো, না হউক ভালো, পঞ্চানন্দ এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অসমর্থ। যে স্থলে, "দিলে প্রাণ যায়, না দিলে মান যায়" সে স্থলে বোধ হয় কেহই কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ, রাজা প্রজার কথা, পঞ্চানন্দ ইহাতে একেবারে নীরব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রজার "আশা" বলিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়; আবার রাজা রাজড়ার সেই "আশা"

বলিলেই "সোটা" মনে পড়িয়া রক্ত শুখাইয়া যায়। বাঁহারা রাজা প্রজার অধিকার উত্তমরূপ জানেন, তাঁহারাই বায়জীর সমস্যা পূরণ করিবেন।

পঞ্চানন্দ।]

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

(জীর্ণোদ্ধার)

দোতলার উপর সবে একটি ঘর, আর সেইটিই ঘরের মতন। নীচেকার ঘর বড় স্যাঁৎ সেঁতে, হাওয়া নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সেকেলে হাড়ে সব সয় বলিয়া বাঞ্ছারামের বুড়ী মা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেপুলেগুলি লইয়া দরমার উপর মাদুর পাতিয়া সেই ঘরে শোন, বসেন। উপরে থাকেন বৌমা—বাঞ্ছারামের সাত রাজার ধন, পাড়ার চক্ষুশূল, শাশুড়ীর বিড়ম্বনা, উত্তোলিনী সভার গৌরব।

বাঞ্ছারাম শাল্‌কের পাটের কলে—চাকরি করেন। কি চাকরি কেহই জানে না; —তবে কলের সাহেব বাঞ্ছারামকে "বাবু" বলিয়া ডাকে, আর দুই হাত দুই পায়ে মানুষ যা করিতে পারে, বাঞ্ছারাম সেই কর্ম্ম করে। বাঞ্ছারামের মাইনে কুড়ি টাকা। তবু সেই দোতলার ঘরে একখানি কেদারা, একটা ছোট মেজ, একখানি শার্সি আড়ার আর্শী, দোয়াত, কলম কাগজ। সেই কেদারার উপর দিন রাত্রি বিরাজ করেন—বৌ মা!

আজি সকালে-সকালে বাঞ্ছারামের কলে যাইবার বরাত, সাহেব কড়াকড় করিয়া বলিয়া দিয়াছে। ভোরে উঠিয়া গামছা-হাতে বাঞ্ছারাম বাজার করিয়া আনিয়াছে, বুড়ীও তাড়াতাড়ি ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিয়া প্রস্তুত। ছেলেগুলা টাঁটাঁ করিতেছে। বৌমা নামিয়া আসিয়া আহার করিয়া গেলেই ছেলেরা খাইতে পায়, বাঞ্ছারামের কলে যাওয়া হয়।

বৌমার বিলম্ব দেখিয়া বুড়ী সাহসে ভর করিয়া, তাহাকে খবর দিতে গেল। বৌমার চক্ষু পৃথিবীতে নাই, শূন্যে—বৌমার সম্মুখে মেজের উপর কাগজ। বৌমার ডানি হাতে কলম। বৌমার বাঁহাত ঝাঁপটার এক গোছা আল্‌গা চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বুড়ী ডাকিল—"বৌ মা!" বৌ-মা সংসারে নাই, সাড়া দিলেন না।

বুড়ী আবার ডাকিল—"বৌ-মা!"

বৌমার চটকা ভাঙ্গিল। বৌমা মৃদু-মন্দ স্বরে শান্তভাবে, বুড়ীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আহা! মূর্খতা কি ভয়ঙ্কর দোষের আকর। মন্ত্রোচ্চারণে

পুস্তকে আছে আপনি পূজনীয়া। কিন্তু আপনি আমার যে উচ্চভাবে ব্যাঘাত দিলেন, যে কবিত্বর্ণিত কল্পনার ধ্বংস করিলেন, তাহাতে আপনি আমার সহিষ্ণুতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন এমত নহে, প্রত্যুত সে সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।"

বুড়ী ভয়ে কাঁপিতেছিল; থতমত খাইয়া বলিল—"তা নয় মা, বাছা, সকালে-সকালে যাবে, সেই জন্য—"

বৌমা আর সহিতে পারিলেন না;—"তবে দেখিতেছি অদৃষ্ট মানিতেই হইল। হায়! বঙ্গভূমে যদি রমণী-কুলরবি হইয়াও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিচালন করিতে না পাইব, তবে অদৃষ্টের আধিপত্য স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর কৈ? শ্বশ্রূঠাকুরাণি! আপনি আপনার মূর্খ পুত্রকে মৎসমীপে একবার প্রেরণ করুন; তাহার আকাঙ্ক্ষিতের সামান্য অর্থোপার্জ্জনে এবং আমার আশ্রয়ীভূতা কবিত্বদেবীর আরাধনায় কি প্রভেদ, একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।"

বুড়ী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন দিনই বৌমার কথা বুঝিতে পারিত না। নীচে গিয়া বাঞ্ছারামকে পাঠাইয়া দিল।

বাঞ্ছারাম আসিল, কিন্তু মুখে কথা নাই। এক দিকে সাহেব—অন্নদাতা, এদিকে পরিবার—ভয়ত্রাতা; দুই পিতৃ-তুল্য, কথাটি না কহিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

বৌমা বক্তৃতা জুড়িলেন। বাঞ্ছারামের নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল। বক্তৃতা শেষ হইলে বাঞ্ছারাম বলিল—"সময়ে না আহার করিলে শরীর থাকিবে কেন? শেষে কি সব নিষ্ক্রিয় করিবে?"

স্বাস্থ্যরক্ষা খুলিয়া বৌমা দেখিলেন, বাঞ্ছারামের কথা যথার্থ। বাঞ্ছারামের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বড় বাধিত হইলাম!"

বৌমার আহার হইল, বাঞ্ছারামেরও চাকরি বজায় রহিল।

১। সুরুচির কথা।

নিস্তারিণী বিধবা। কিন্তু লোকে বলাবলি করে যে, তাহার চরিত্রটা বিধবার মতন নয়। নিস্তারিণীর একজন আত্মীয় লোক গ্রামান্তর হইতে তাহার তত্ত্ব করিতে আসিয়া কএক দিন ধরিয়া তাহার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিস্তারিণীর ইহাতে একটু অসুখ হইতেছিল। আত্মীয়কে যাইতেও বলিতে পারে না, অথচ তিনি থাকাতে নিস্তারিণীর বিষম উৎপাত মনে হইতেছিল। এক দিন সেই আত্মীয় ব্যক্তি নিস্তারিণীর নিকট একটু চুণ চাহিয়া পাঠাইলেন। নিস্তারিণীও মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল;—"চুণ! আমার কাছে চুণ? কেন আমি কি পান খাই? তাই আমার কাছে চুণ থাকিবে? আমি বিধবা মানুষ, চুণ

রাখি, পান খাই, তবে আর না করি কি ? আত্মীয় লোকের এই কথা ! আপন হইয়া এই কলঙ্ক রটনা ! অপরে তবে না বলিবে কেন ? চরিত্রেই যদি খোঁটা হইল, তবে বাকী রহিল কি ? হায় ! হায় ! কুনাম রটনা হইতে কুকাজ ঘটনা যে ভালো ! ইত্যাদি।

নিস্তারিণীর আত্মীয় বুঝিলেন ; বুঝিয়া সেই [illegible] করিলেন। গ্রামের দুই চারি জন লোক, যাহারা নিস্তারিণীকে বিশেষ আদর যত্ন করিত, নিস্তারিণীর চরিত্রের গুণবাদ করিত, একসুরে বলিতে লাগিল—"আত্মীয় হইলে কি হয় ; ভদ্রলোক হইলে কি হয়। কথাটা ভদ্র লোকের মতন হয় নাই। যাহাই হউক, আত্মীয়ের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, তবে তাঁহার রুচি এবং শিক্ষার বিলক্ষণ দোষ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিধবা স্ত্রী লোকের নিকট চূণ চাওয়াটা নিতান্ত বিকৃত রুচির কার্য্য।"

পঞ্চানন্দের "শনিবারের পালা" নামক মহাপদ্য পড়িয়া কেহ কেহ সুরুচি সুনীতির কথা তুলিয়াছেন। ইঁহারা নিস্তারিণীর দলের লোক না হইলেও, ইঁহাদের আপত্তিটা যেন নিস্তারিণীর অঙ্গের বলিয়াই মনে হয়। তমালের পাতা কালো, যমুনার জল কালো, মাথার চুল কালো, কোকিল কালো, ভ্রমর কালো, মেঘ কালো—সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালো দেখিলেই,—কালাচাঁদ কৃষ্ণকে মনে করিয়া কাজ কি ? যদি বা মনে পড়িল, সে দোষ মনের বা কালোর ? ফলে যাহারই দোষ হউক, পঞ্চানন্দের দোষ কখনই নহে।

যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইবার পাত্র নহেন ; বক্তা বক্তারা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবহেলা না করিয়া, উহারই মধ্যে বাছাই বাছাই [illegible] পাঠ করেন এবং চুনা চুনা প্রসঙ্গ কণ্ঠস্থ অভ্যাস করিয়া রাখেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করিতে পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠ ! কে বলে বাঙ্গালা ভাষার মা বাপ নাই ? কে বলে বাঙ্গালা সাহিত্যের আশা ভরসা নাই ? লেখার মত লেখা হইলে, আর বাগাইয়া যোগাইয়া লিখিতে পারিলে, সকলই আছে।

ফলতঃ, সুরুচির বিষয়ে যেমনই হউক "শনিবারের পালা"র কাহারও অরুচি দেখা যায় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে ? পঞ্চানন্দ এতদিনে পূজক চিনিতে পারিলেন ; ভক্তের পরিচয় পাইলেন।

২। সুনীতির কথা

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পরিহাসের অতীত, কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা উপহাসের আয়ত্ত হইবার নহে, আর কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা লইয়া রসিকতা চলে না, রসিকতা করিতে চেষ্টা করা অন্যায় এবং চেষ্টা করিলে রসিকতা ফলে না। এ তত্ত্ব সকলেই জানেন, পঞ্চানন্দও মানেন। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা যে ব্যক্তি এ তত্ত্বের বিপর্য্যয় করে, সে সুনীতির বিরোধী, সুতরাং বনবাসের যোগ্য। আইস ভাই, বিশদ করিয়া উদাহরণ দিয়া এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করা যাউক।

মনে করো, একটা লোক অন্য কোনও দিকে সুবিধা না পাইয়া ধর্ম্মানুসরণ দ্বারা বড়লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। উচ্চাভিলাষ গর্হিত বস্তু নহে। সেই উচ্চাভিলাষ সাধনের পন্থা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে ধর্‍্যা বাঁধা প্রশংসার কাজ। ধর্ম্ম ঘরেও হয়, বাহিরেও হয়; অরণ্যেও হয়, লোকালয়েও হয়; চুপি চুপি করাও চলে, সোর হাঙ্গামা করিয়াও চলে। এমত অবস্থায় যদি কোনও ব্যক্তি নিশান তুলিয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া, সঙ সাজিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে; অথচ যৎসামান্য কালের নিমিত্ত লোকের কাজ নষ্ট করা ভিন্ন অন্য অপকার না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে কখনই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। আবার, ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই ধর্ম্মের বিচার করিতে হয়। বিচার করিতে হইলেই, প্রচারের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে হয়; কেবল মুখে যদি নিন্দাবাদ করিয়া কাজে সেইরূপ নিন্দিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? এইরূপ পাঁচটা আয়োজন করিয়া পাঁচ রকমে ইষ্টসিদ্ধি করিবার যত্ন করা অসঙ্গত নহে এবং এরূপ সঙ্গত ব্যবহারকে যে পরিহাস করে, সে সুনীতির বিরোধী। এরূপ ব্যাপার যে কোথাও হইতেছে, তাহা নহে। তবে দৃষ্টান্ত নাকি কল্পিত বস্তু লইয়াও দেওয়া যাইতে পারে, সেই হেতু উপরিলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত হইল।

আবার দেখো, সকলেই কিছু ধনবান্ নহে, সকলেই সুখী নহে। সেইজন্য, "ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা"র একটা প্রবাদ চলিত আছে। মনে করা যাউক, কল্পনার বলে সবই মনে করা চলে—ভারতবর্ষ রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত ম্রিয়মাণ, দরিদ্র, অসঙ্গতিপন্ন এবং কাতর। কিন্তু তাই বলিয়া একটা খুব স্বাধীন, খুব সবল, খুব ধনশালী দেশের অনুকরণে ভারতবাসী যদি রাজনৈতিকসভা করে, রাজনীতির বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করে, অনুমোদন করে, করিয়া একটু সুখে থাকে, সংসারের জ্বালা একটু ভুলিতে পারে, অন্ন চিন্তা হইতে কিয়ৎকাল অব্যাহতি পায়, এবং মরিবার সময়ে হাত-পা ছড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে দোষ কি? এরূপ

ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা, ইহা লইয়া উপহাস করা, অতি অন্যায়, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ। যে তাহা করিতে পারে, সে সুনীতির বিরোধী, তৎপক্ষে কি সংশয় আছে?

বেগার দিই, শুধু বসিয়া থাকি না; কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপাসক। এই দলের লোক অন্য কাজ না পাইলে "খুড়ার গঙ্গাযাত্রা" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মনে করো, একটা ছিন্ন-ভিন্ন জাতীয় তুমি একজন অপদার্থ লোক। মাথা নাই, সহায় নাই, সাহস নাই, সেই জন্য অপদার্থ। এখন, জাতির উন্নতি করিতে হইবে, অনেক কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক, অনেক খড় কাঠের দরকার। বিদ্যা বুদ্ধি সকল লোকের থাকে না, শিল্প বিজ্ঞান লইয়া মাথালো মাথালো দশজন লোকের চলিতে পারে। সুতরাং জাতিবন্ধন করিতে হইলে, ইতরদের সঙ্গে একটা সাধারণ বন্ধনের আবশ্যকতা। ধর্ম্মে এবং ভাষায় এই বন্ধন হইতে পারে। কিন্তু আমার তত সময় নাই, তত ক্ষমতাও নাই যে, গোড়া পত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমি সমুদায় পালাটা শেষ করিয়া উঠি। তাই বলিয়া কি একটা সখের দলও আমার করিতে নাই? সখ করিয়া যদি আমি জাতীয়তার পালা গাইতে আরম্ভ করি, ভুলোর দলের মেথরাণীর গান, মহেশ চক্রবর্ত্তীর ভূতের সঙ, বৌ মাষ্টারের ভিস্তীর নাচ, এই সকল ঘোট পাট করিয়া যদি দুদিন দশদিন আমোদ আহ্লাদ করি, তাহাতে দোষ কি? বস্তুতঃ তাহাতে দোষ নাই, ক্ষতি নাই, কিছুই নাই। সুতরাং এমন আচরণ করিলে যে রসিকতা করিয়া ঠাট্টা তামাসা করে, সে নিতান্তই সুনীতির বিরোধী।

আবার দেখো, কেরাণী বাবু হুজুর বাবু প্রভৃতি জন কতক লোক এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পেটের দায়ে অজস্র খাটুনি খাটিয়া একটু বিকৃতমনা হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই তাহাদের মাথাও গরম হইল। একদিন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আর চলে না, আমাদের মনে হইতেছে যে, মাথা বুঝি নাই, পাগড়ী আছে দেখিতে পাই, কিন্তু মাথা খুঁজিয়া পাই না। যদি অনুমতি করেন, ত মাথাটা খুলিয়া রাখি, নেহাত না হয় কালো টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখি; তবু হাত বুলাইলেও মাথা আছে এমন বুঝিতে পারিব। নচেৎ গরীব-মারা হয়।" অমুকদের সাহেব গরম দেশে আরও গরম; তাহার সর্ব্বাঙ্গ গরম, মাথা আরও। সাহেব গোল শুনিয়া নিজে চীৎকার ধরিলেন—"কে রে তোর কি মাথা? মাথা যা আছে সে আমার কাছে, তোর যদি থাকে, ঢাকিয়া রাখ, আর শুধু ঢাকিলেই বা হইবে কেন? পরামর্শ করিতে হইলে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি না হয়, সে জন্য একটা [illegible] মাথায় পরিয়া রাখ।" নতুবা যদি দেখি শিব নাচে [illegible] ইত্যাদি দৃশ্য দেখিলেও যে রসিকতা করিতে চেষ্টা করে [illegible] তাদৃশ দুর্নীত লোক। এ সকল কথা [illegible]

* ইহার পর [illegible] ভজাপো।

ভদ্র লোকের ছেলে মানুষ করিবার প্রকরণ।

এক দফা শিশুপালন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে ঘোষেদের শ্রীমতী ছোট বৌ ছোট বাবুকে একটী পুত্ররত্ন দিবেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবুও অনেক দিন ধরিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং রত্নলাভের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং গৃহিণীকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ যম যমজোপম এক ধাত্রীপুরুষকে স্বীয় রত্নলাভাভিসন্ধি সাধনে সহায়তা করিবার উদ্দেশে আনয়ন জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাপুরুষ এক বস্তা হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুড়ল, করাত, খন্তা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোষমহিলা এই সন্দেশ শ্রবণমাত্র ভীতচিত্তা হইয়া আর আপদার লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া প্রতিশ্রুত পুত্ররত্ন আপনা হইতে প্রদানপূর্ব্বক নীরবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব জন্য কোলাহল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ এবং প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধাত্রীপুরুষ অভীষ্ট কার্য্যে অকৃতমনোরথ এবং ব্যাহত হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবাবলম্বন পুরঃসর চিন্তা করতঃ পরিশেষে পুত্রবরকে বারেক নয়নগোচর করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে ছোট বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে স্বকীয় সঙ্গে লইয়া গেলেন। ছোট বৌ প্রাণপতিকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন এবং তাদৃশ অনুচরাঙ্গস্ত দেখিয়া মৃদু মন্দ ভাবে বসন সংযমনপূর্ব্বক অতিমাত্র কষ্টে তদীয় দেহলতা যৎকিঞ্চিৎ অপসারিত করিলেন। সূতিকাগারস্থিতা কিঙ্করীর ক্রোড়ে ইঁহারা উভয়ে সেই কুমারলাঞ্ছন নবকুমারে দৃষ্টিগোচর করত ধাত্রীপুরুষ সহসা বিস্ময়-ক্রোধ-ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ছোট বাবু তাঁহার তদ্রূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"অহো, কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই শিশু অনাবৃত গাত্রে মৃত্যুসহচরী এই ভীষণ শীতল বায়ু সঞ্চার ভোগ করিয়া সন্তাবিনী পীড়ার আবির্ভাবাশঙ্কা বর্দ্ধিত করিতেছে। অধিকতর লজ্জার বিষয় এই যে, কিঙ্করী স্ত্রীজাতি-সম্ভূতা হইয়াও এই বালককে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীয় অঙ্কদেশে স্থাপনপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে ভীতা বা স্ত্রীজাতি[illegible] হইতেছেন না। তদুপরি বালকেরও কি ধৃষ্টতা—একেবারে আবরণবিহীন [illegible] পরিধান না হইয়াও এই রমণীজনমণ্ডলে অম্লান বদনে [illegible] এতৎকারণ প্রযুক্তই অস্মদ্দেশের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা [illegible] এবম্ভূত অমনো[illegible] রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুপরিপ্লুত দশা সংঘটিত [illegible] হইয়াছে। ইহার প্রতিকার [illegible] সুখ-সৌভাগ্যের

আশা সুদূরপরাহত, তাহা শ্রেয়ঃসম্পন্ন কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন ?"

ছোট বাবু প্রণিধানপূর্ব্বক ধাত্রী পুরুষের উপদেশলহরী শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করত তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—"অসার কথা।" কিন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরিচারিকার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রীপুরুষ লক্ষার যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ [illegible] বিধি-ব্যবস্থা সম্যক্ত করিয়া কিয়ৎকালান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। নবজাতশিশু [illegible] কেলানেলমণ্ডিত হইয়া ভবযন্ত্রণা সংকীর্ণ করণবিষয়ে যত্নপর হইল।

কালক্রমে বালক কি অভিধায় আখ্যাত হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ প্রস্তাব করিল প্রিয়নাথ, কেহ নলিনীভূষণ, কেহ কামিনীমোহন, কেহ বা দামিনীকণ্ঠ ইত্যাদি বহুধা অভিধা প্রস্তাবিত হইলে, পরিশেষে সকল পক্ষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নর নারী উভয় জাতির মনস্তুষ্টিজনক ননী-গোপাল নামকরণ স্থিরীকৃত করিল। তদবধি নবকিশলয়বিনিন্দিত নবীন শিশু ননী-গোপাল হইল,—আতপতাপে তাহার দেহ বিগলিত হইতে লাগিল, শীতসঞ্চারে তদীয় শরীর জমাট আড়কাট হইতে লাগিল, এবং রমণী-জনসুলভ কোমলহৃদয় তদীয় জনক ছোট বাবু, তথা স্নেহময়ী জননী ছোট বৌ শিশুকে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে নিরাকৃত করিয়া পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষিতিস্পর্শনিবারণ জন্য দাস-দাসী নিয়োজিত হইল; বহুবিচার-পুরঃসর সময়ে সময়ে মীমাংসা করিয়া ননীগোপাল উষ্ণজলে স্নাত হইতে লাগিল, রুদ্ধদ্বারবাতায়ন গৃহে তেজঃ নিবারিত হইতে লাগিল, কার্পাসকৌশিকোর্ণজালে প্রভঞ্জনের প্রকোপ বিফল হইতে লাগিল, এবং দিব্যাশ্বযুগলোদ্যানে আকাশের দুঃশ্বাস হইতে ননীগোপাল রক্ষিত হইতে লাগিল। নবনীত-পুত্তলীনিন্দিত ননীগোপাল এইরূপে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।—ইতি "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি।"

অথ বিদ্যাশিক্ষা।

(এডুকেশন-গেজেট হইতে সংগৃহীত।)

ননীগোপালের যখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" জানিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিলেন। সেখানে কড়ানিয়া, ষট্‌কিয়া, নামতা, কড়িকসা, মণকসা, সুদকসা, কাঠাকালি, বিঘাকালি, দেয়াল-কালি, নৌকাকালি প্রভৃতি শিখিলে, অথবা নামলেখা, পত্রলেখা, খতলেখা, পাট্টালেখা প্রভৃতি শিখিলে, একদিকে সময় নষ্ট অপরদিকে বৃথা কষ্ট জানিয়া ননীগোপালকে তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, দন্ত্য স, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব, হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর, প্লুত স্বর প্রভৃতির

উচ্চারণগত প্রভেদ সম্বন্ধে সাবধানে নিরস্ত করিয়া কণ্ঠস্থ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল, এবং যাবতীয় উচ্চারণ স্থান, ব্রহ্মাণ্ডের শব্দের লিঙ্গজ্ঞান প্রভৃতি বাঙ্গলার অত্যাবশ্যক তত্ত্ব সকল মুখস্থ করিবার আদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। অধিকন্তু পৌণ্ডো, শিলিঙ, পেনসো দিয়া টাকা কড়ির হিসাব, আর ড্রাম, ঔন্স, পৌণ্ড দিয়া ওজনের জ্ঞান শ্লেটে অঙ্ক পাতিয়া ননীগোপাল লিখিতে লাগিল।

এদিকে কলিকালে লোক অল্পায়ু হয়, এ কথাটা সকলে জানে বলিয়া, চিরজীবী ননীগোপালের পরকালের পথ মুক্ত রাখিবার জন্ম বাড়ীতে একজন উপশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কৃপায় পি-এল-ও-ইউ-জি-এচ—প্লাউ, টি-এচ-ও-ইউ-জি-এচ—দো, সি-ও-ইউ-জি-এচ—কফ, আর-ও-ইউ-জি-এচ—র‍্যাফ, টি-এচ-আর-ও-ইউ-জি-এচ—থ্রু, টি-এচ-ও-আর-ও-ইউ-জি-এচ—থরো—ইত্যাদি উচ্চারণ রহস্যে ননীগোপাল নিত্য নিত্য নূতন আনন্দের আস্বাদন গ্রহণ করিতে লাগিল।

ননীগোপাল প্রত্যুষে শয্যা হইতে ওঠে, অমনি স্নেহময়ী জননী একবার তাহাকে মিঠাই মোহনভোগ দিয়া জলযোগ করাইয়া দেন। জলযোগ সম্পন্ন হইবামাত্র হিতৈষী পিতা তাহাকে পাঠগৃহে বসাইয়া দেন। নয়টা না বাজিতেই পাঠ স্থগিত রাখিয়া ননীগোপাল স্নান করে; স্নানান্তেই আহার। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়া ননীগোপাল আবার পড়া দেয়, আবার পড়া লয়। প্রদোষে বাড়ী আসিয়া ননীগোপাল উপশিক্ষকের হস্তে আবার কোমল প্রাণ সমর্পণ করিয়া দেয়। যখন চিকিনে রৌদ্র, সেই একটার সময় একবার ননীগোপাল বাহিরে যাইতে যাইতেই গলদঘর্ম্ম কলেবর হইয়া বিদ্যামন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করে, এবং স্বাধীন ক্রীড়ায় সুখানুভব করে।

এইরূপে দশ বৎসর বয়স না হইতেই ননীগোপাল বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃতবিদ্য, প্রাচীন ও নব্য সমগ্র ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, ভূগোলে নখদর্পণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তৎপর, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ, স্থিতিবিজ্ঞানের যন্ত্র জ্ঞান, গণিতবিজ্ঞানে বেগবান্ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেও উন্নতি করিতে লাগিল। ননীগোপালের সুখ্যাতি লোকের মুখে আর ধরে না। সেই আহ্লাদে ছোট-বাবুর আর মাটীতে পা পড়ে না, আর ছোট বৌ সেই অহঙ্কারে সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারেন না।

আর দশ বৎসরের মধ্যে ননীগোপাল ইংরেজীতেও পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করিল। শেষবার পরীক্ষা দিয়া ননীগোপাল যে পুরস্কার পাইল, অনেকে চাকরি করিয়া তত টাকা উপার্জন করিতে পারে না। বিংশতি বৎসর বয়সেই ননীগোপাল এইরূপে কৃতবিদ্য এবং সিদ্ধার্থ হইয়া সুখের পূর্ণভোগ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না, সেই জন্ম ননীগোপালের সুখেও দুই

চারিটী কণ্টক ফুটিয়া তাহাকে একটু কাতর করিয়াছিল। সে গুলির উল্লেখ আবশ্যক।

(১) পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ননীগোপালের বিবাহ হয়। এখন তিনি বিদ্যাসমুদ্রের পারে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স তিন বৎসর, পুত্র খেলা করিতে শিখিতেছে এবং অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়িনীর উদর-পরিধি বৃদ্ধি করিতেছেন।

(২) প্রত্যেক বার পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্ব্বে ননীগোপালের জ্বর, উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হইত, কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের কুইনীনের প্রয়োগে গবাস্থিচূর্ণ পথ্যে এবং পিতা-মাতার যত্নের বাহুল্যে তিনি পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেন। তাহাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ননীগোপালের শরীর এখন নিয়ত নিস্তেজ এবং অসাড় মনে হয়, অগ্নিমান্দ্য সর্ব্বদাই থাকে, উদরাময় প্রায়ই দেখা দেয়, শিরঃপীড়া যখন তখন ঘটে এবং চক্ষুতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি কম হয়।

(৩) বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবার দুই তিন বৎসর আগে হইতে ননীগোপালের পিতা এক ঘরাও মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। কিছু দিন পরে ছোট বৌ, ননীর মা, প্রাণত্যাগ করিলেন এবং ছোট বাবুও শেষে প্রেয়সীর অনুগমন করিলেন। ফলে, এ সব না ঘটিলেও আর আর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতই।

"তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি"তে ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ননীগোপাল প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

অথ "মিত্রবদাচরেৎ"।

(এটা পঞ্চানন্দের)

ননীগোপাল মানুষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে বড় ভাবনা হইল। এখন করি কি? খাই কোথায়? খাই কি? এই সকল ভাবনায় ননীগোপালের মন তোলপাড় করিতে লাগিল। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ছেলেদের প্রাইজ হইতেছিল; ছোট লাট অনুগ্রহ করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে প্রাইজের বইগুলি বিতরণ করিতেছিলেন। ননীগোপাল ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল। বালকদের উৎসাহ-আগ্রহ-আশা-মাখা মুখ দেখিয়া ননীগোপালের চক্ষের জল অতি-কষ্টেই চক্ষে রহিল; সুবিধা, সময় বা স্থান পাইলে সে জল একবার অনর্গল ছুটিত, তাহার আর ভুল নাই। তাহার পরে সাড়ে ছয় কোটী লোকের রাজা, [illegible] চাকুরে, চিড়িয়াখানার প্রতিবাসী ছোট লাট সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া [illegible] কথার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন—"লেখা পড়া ত সকলেই শিখিতেছে; [illegible] বড় মানুষের ছেলেদের, ভদ্রলোকের ছেলেদের দশা যে কি হইবে, [illegible] ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কথা শুনিয়া ননীগোপাল একটু কাঁদিল, না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিল না; সেই সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপাল একটু হাসিল, হাসি আপনা-আপনি আসিল বলিয়া হাসিল। ননীগোপাল চমৎকার। অন্ন-চিন্তার দায়ে সকলই করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার শরীর তাদৃশ পটু নহে। ওকালতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কাহারও বিদ্যা খাটে না, বিদ্যাতে কুলায়ও না, চাকুরির চেষ্টা করিয়াছিল, যোটে নাই, যাহা যুটিয়াছিল, তাহা না যোটারই মধ্যে, কারণ তাহাতে মান সম্ভ্রম দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। সুতরাং ননীগোপাল লাট সাহেবের কথায় মনের বেগ সামলাইতে পারিল না; এত লেখা পড়া শিখিয়া কিছু হইল না, অতএব দশায় হইবে কি—ইহা সত্য সত্যই ভাবনার কথা বুঝিয়াই ননীগোপাল কাঁদিল। তখনি আবার লাট সাহেবের অট্টালিকা, লাট সাহেবের গাড়ী ঘোড়া, লাট সাহেবের নাচ গান, লাট সাহেবের খানা পিনা এত হাঙ্গামের ভিতর পরের দশার জন্য ভাবনা কেমন করিয়া থাকিতে পারে, বাস্তবিক থাকিবে না, যথার্থ ভাবনা থাকিলে দশাও হয় —এই সব মনে করিয়াই ননীগোপাল হাসিল। সভা ভঙ্গ হইলে ননীগোপাল আবার সেই অন্নের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সংবৎসরেও অন্নসংস্থান হইল না। কিন্তু অন্নের সংস্থান করা যে খুব সহজ ব্যাপার, ধনী হওয়াটা যে সকলেরই ইচ্ছাধীন, ননীগোপাল ইহা বুঝিতে পারিল। কারণ, সংবৎসরই বক্তার বক্তৃতায় এই কথা, সংবাদপত্রের লেখায় এই কথা ঘোষিত হইতেছিল,—India is rich, you are rich, develope the resources of your country, find out the mine of wealth that is in her. Set about your task in right earnest, and you shall want nothing. ইংরেজীতে এই সব, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাণিজ্য করো, কৃষি করো, মাথা করো, যুদ্ধ করো—বাঙ্গালায় এই সব কথা, নিত্যই ননীগোপাল শুনিতেছিল বা পড়িতেছিল। যাহার অন্ন আছে সে বলে, যাহার "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" সেও বলে, যাহার উদরপূর্ণ, তাহার মুখে এই কথা, যে চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার মুখেও তাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এ সকল কথা বুঝিয়াও, ইহার মর্ম্ম জানিয়াও ননীগোপাল এ সমস্ত প্রলাপ মনে করিতে লাগিল।

বৎসর ঘুরিয়া গেল, আবার গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে প্রাইজ বিতরণ; এবার প্রধান বিচারপতি বক্তা, ননীগোপাল উপস্থিত। প্রধান বিচারপতি বলিলেন,—"সকলকেই যে ডাক্তার, উকীল, সঙ্গীতবিশারদ বা [illegible] হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভগবান এক এক জনকে এক এক গুণ দিয়াছেন, মন দিয়া লাগিলে একটা না একটা কাজ যে যুটিবেই, সে কাজে [illegible], ইহা

আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই দেখো কত ব্যবসা আছে, তোমরা অবলম্বন করিলেই হয়—এঞ্জিনিয়ার হইতে পারো, জরীপের কাজ করিতে পারো, উকীল হইতে পারো, চিকিৎসক হইতে পারো" ইত্যাদি।

বিচারপতি সমস্ত বলিলেন, কেবল পন্থাটা বলিয়া দিলেন না। ননীগোপাল বাড়ী আসিল, কর্ম্ম কাজের আশা ছাড়িয়া দিল, স্ত্রী পরিবারকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিল, মদ ধরিল, ইয়ারকিতে মশগুল হইল। "মিত্রবদাচরেৎ" কাহাকে বলে, ননীগোপাল তাহা বুঝিল, ননীগোপাল মানুষ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, সাদৃষ্ট বেশী দিন টেঁকে না; অল্প দিনের মধ্যেই ননীগোপালের স্ত্রী বিধবা হইল, ননীগোপালের ছেলেরা পিতৃহীন হইল। "আমার কথাটী ফুরাইল" ইত্যাদি।

মূলে কুঠারাঘাত।

পৃষ্ঠ সূচনা।

বঙ্গদর্শন ত পড়া আছে? তবে আইস ভাই, একবার দার্শনিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মী বঙ্গপন্থীই বঙ্গের ভরসা, ভারতের ভরসা, জগতের ভরসা। বঙ্গপন্থী বুঝিয়াছেন, বুঝাইতেছেন, বৈষম্য সকল অনর্থের মূল। এই জন্য বঙ্গপন্থী অবতার স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করি যে, মধ্যে মধ্যে একজন বা দশজন অমানুষ শক্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বৈষম্যবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বঙ্গপন্থীর মতে তাঁহারা সকলেই অবতার, সমকার্য্যে সমধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গপন্থী বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ কিছুই মানেন না; গ্রন্থবৈষম্য তাঁহাদের পন্থায় নাই। সেই জন্য বর্ণপরিচয় (১) হইতে বেদান্তদর্শন পর্য্যন্ত সকল পুঁথিই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। তৃতীয়তঃ অর্চ্চনা বন্দনা, পূজা, প্রেমার, তাঁহারা সকলই বৃথা বলেন। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্ এ কথা ঘোর বৈষম্যমূলক ও দ্রোহভাবের প্রশ্রয়দাতা বঙ্গপন্থী নহেন, সুতরাং তিনি অর্চ্চনা বন্দনায় নাই। চতুর্থতঃ বঙ্গপন্থী জানেন, পাপ পুণ্য—মিথ্যা; বঙ্গপন্থীর নবদর্শনিকারে ইহা শ্লাঘার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, এবং বঙ্গপন্থীর কার্য্যকলাপে প্রত্যহই এই সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গপন্থী বিবেচনা করেন, "মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ঘোচাও সেইরূপ কি একটা হইবে।"

---

(১) বঙ্গদর্শনে একবার "বর্ণপরিচয়ের" সমালোচনা হইয়াছিল।

এই ন্যাশানাল জয়ন্তেকের পূর্ব্বে দেশে মহাদেশে, গ্রামে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে,
ভবনে, অঙ্গনে, প্রকোষ্ঠে ঘট্টায় যে নরনারীগণ আকৃতির প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট
হয়, তাহা ঘুচিয়া যাইবে, গিয়া কি একটা হইবে।

যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন বঙ্গপন্থীর মতে, জগতের ভরসা নাই, নর-
সাগরতরণীর সুযোগ নাই।

স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যই সকল অনর্থের মূল—সার্ব্বজনিক, সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক।
হিন্দু-মুসলমানের ভেদ, পৃথিবীর একদেশব্যাপী ; ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ এখন কেবল কলার-
ব্যাপী, ধনী নির্ধনের ভেদ জেলে নাই, মূর্খ পণ্ডিতের ভেদ সাহেবের কাছে নাই,
নবেল রোমান্সে ভেদ বঙ্কিম বাবুর কাছে নাই, নাটক প্রহসনের ভেদ মিত্রজার (১)
কাছে ছিল না ; আধুনিক পুস্তক-পুস্তমধ্যে ওজনগত ভেদ থাকিলেও, পাঠকের
কাছে নাই, যোগেশ (২) বাবুর কাছেও নাই। কিন্তু নর-নারীর ভেদ কোথায়
নাই বল? বিলাতের সাম্য-সভা পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দরিদ্রের পাকশালা পর্য্যন্ত এই
বিজাতীয় জাতিভেদ কোথায় নাই? বঙ্গপন্থী এত চেষ্টা করিলেন, তবু ত ধর্ম্মসভা
হইতে স্ত্রী-পুরুষের স্থানগত বৈষম্যও উঠিল না। ইংরেজ-রাজ সাম্য-অবতার,—
বড়কে ছোট করিয়া, ছোটকে বড় করিয়া অনবরত সাম্য সাধন করিতেছেন ; তথাপি
তাঁহার বিখ্যাত সাম্যশালা শ্রীঘরে স্ত্রী-পুরুষের স্থান-বৈষম্য এখনও ত ঘুচিল না।
অহো কি দুর্ভাগ্য !

তাহার পর, আকৃতির বৈষম্য, প্রকৃতির বৈষম্য, বিকৃতির বৈষম্য, নিষ্কৃতির বৈষম্য
পরিচ্ছদের প্রবৃত্তির নিবৃত্তির—বৈষম্য, আহারের ব্যবহারের প্রহারের অপহারের উপ-
হারের বৈষম্য,—এ সকল কবে যে ঘুচিবে, বঙ্গপন্থী তাহা তাঁহার নব দূরদর্শনেও স্থির
করিতে পারেন না।

এই জাতিভেদ সকল জাতিভেদের শিরোমণি, অথচ মূল। তলদেশে আঘাত না
করিলে আর চলে না। দুঃখভরা ধরার সকল দুঃখের মূলই ঐ। এই বৈষম্য তাড়নেই
লঙ্কাকাণ্ড, ইলিয়ম নাশ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ৺মিত্রের (৩) মুখপেট, কুচবিহারে
কিষ্কিন্ধ্যা, (৪) জয়াপুরে গৃহাভঙ্গ (৫)। এই জাতিভেদ হইতেই কায়স্থের কণ্ঠ

---

(১) ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

(২) ৺ যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার ক্যানিং লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয়ের
স্বত্বাধিকারী।

(৩) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র।

(৪) ৺ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহকালে গোলযোগের প্রতি ইঙ্গিত।

(৫) কলিকাতার মেছুয়াবাজার [illegible] বিবাহ।

দায়, গ্রাণ্টের ঘোমটা দায় (১), পঞ্চানন্দের পৃথিবী-দায়, সাধারণীর অনাদায় (২)। (এ ভাগাদায় কিন্তু লাভ নাই।)

এই বৈষম্য হইতেই ঢেঁকিতে চীপ্ চাপ চুপ্, ব্যাকরণে ঈপ্ আপ্ ঊপ্ ; সতী স্বামীর দুর্ঘটনা, রমণ-রমণীর বিচ্ছেদ-যাতনা ; লেনিতে (৩) father mother, brother sister প্রভৃতি নিতান্ত ঘনিষ্ঠের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সংস্থান। নাটকে— ললিত ললামের, এবং লীলা-লহরীর ভিন্ন পথে, এক দল বাঁহকম্পে, এক দল পদকম্পে, প্রস্থান।

এই জন্যই শকুন্তলা ভবন (৪) দুষ্মন্তগণের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়া যাইতেছে, ন্যাশনাল থিয়েটার বসিয়া যাইতেছে, ফৌজদারী আদালত চলিয়া যাইতেছে, দেওয়ানি আদালত বেনামির বিচারে ব্যস্ত, কালেক্টর নাম খারিজে ব্যস্ত।

এই জন্যই দম্পতী, উপদম্পতী ক্ষণদম্পতী মধ্যে ঈর্ষার উৎপত্তি। তৎকালিক কুলবীর ওথেলো, এই ঈর্ষা হইতেই অকাল-মৃত। বন্ধুতায় বন্ধুত্ব-ভাব ; সভ্যদলে ভ্রাতৃ-ভগিনী ভাব।

এই বৈষম্য হইতেই আলঙ্কারিকের আবিষ্কার। নায়ক নায়িকা ধীর, ললিত, উদাত্ত, শঠ, ধৃষ্টত্বম—কলহান্তরিতা, বিরহান্তরিতা, প্রবাসান্তরিতা, প্রকোষ্ঠান্তরিতা প্রভৃতির প্রভেদ।

এই সাংখ্য দর্শনের মূল, অসংখ্য-দর্শনের ভুল, অসংখ্য যোগের সৃষ্টি, অসংখ্য শোকের বৃষ্টি।

এই জন্য, indecency, obscenity, pruriency, scandalum magnatum, venalum, অশ্লীল, কুৎসিত, কোরুচ, পৌরুষ, জঘন্য, নগণ্য, ধন্য, বদান্য প্রভৃতি কথার সৃষ্টি, ব্যথার দৃষ্টি, সমালোচকের নিকট ভ্রুকুটিবৃষ্টি। দর্পণে (৫) তামাশা ; তর্পণে গোত্রনাম্নী। এই শ্লীলতার দায়েই বঙ্গপন্থী কবির বিদ্যাসুন্দর উদরস্থ রাখেন, সর্বজনে উদ্গার করেন না ; শনিবারের পালা (৬) পড়েন, হাসেন, তথাপি সভ্য ভাবেন। সকলই না স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য জন্য ?

এই বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা এখন উপপন্ন হইল ; যাহাতে উপায় সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কর্ত্তব্য, এমত স্থলে

---

(১) "গ্রাণ্ট-ঘোমটা সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

(২) অক্ষয় চন্দ্রের "সাধারণী"র মূল্য বাকী থাকিলে, তাহার জন্য আদালত করা হইবে না।

(৩) সেকালে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র লেনির ব্যাকরণ (ইংরেজী) পঠিত হইত।

(৪) মদ-মাংসের টাকার অনাদায়ে। বাবুদের প্রকৃতই অনাদায়ে।

(৫) দর্পণ-Idian Mirrer,

(৬) "শনিবারের পালা" কবিতা এই পাঁচুঠাকুরেই পড়ে আছে।

সংস্কার সূচনা।

এই বিষম বৈষম্য একটা মহান্ অনিষ্টকর ব্যভিচার; বঙ্গপন্থী ইহার সংস্কার করিবার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। এই সংস্কারের সংস্কারক নাই। এবারকার কে চৈতন্যদেব? জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর নাই। কোনও পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্‌যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মযাজন নাই, ধর্ম্মপ্রচারক নাই, কোনও গ্রন্থ নাই, (ব্যতীত এই পঞ্চানন্দ) অথচ চারি দিকে ইহার কার্য্য হইতেছে।

কার্য্য নানাবিধ। প্রথম, ঈশ্বর পরিবর্ত্তনে। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী উঠাইয়া দিয়া, শিব দুর্গা তুলিয়া দিয়া, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ ভুলিয়া গিয়া স্ত্রীপুংভাবের বৈষম্য-চ্ছেদ করণার্থ প্রথমেই বঙ্গপন্থী ক্লীব ব্রহ্মের অবতারণা করেন। স্নেহ মায়া থাকিলে স্ত্রীত্ব আইসে, কার্য্যকারিতা থাকিলে পুংত্ব আইসে,কাজেই ঈশ্বর নির্গুণ নিষ্কাম,নিরাকার জড় ভরত।

কিন্তু এখন আর তাহাতেও কুলায় না। বৈষম্যের এমনই অত্যাচার যে, এহেন ঈশ্বরকেও লোকে পিতা, কেহ পিতার পিতা, কেহ খুড়ার দাদা, বলিতে ছাড়িল না। সেন সাম্যী ইহার এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি এখন ঈশ্বরকে জননী, স্বর্গাদপি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অচিরাৎ পিতরৌ, পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ বলিবেন; তাহা হইলেই ঈশ্বরত্বে জাতিগত বৈষম্যের বিনাশ; সাম্য-যোগের জয়জয়কার।

দ্বিতীয়তঃ নাম করণে সেই সাম্য যোগ। কামিনী সেন, নিতম্বিনী মুন্‌সি, যামিনী গুপ্ত, ভামিনী দাস, বলিলে এখন আর কোনওরূপ প্রকৃতিগত বৈষম্য সূচিত হয় না। রজনী গুপ্ত, নর কি নারী, কেহ দূর হইতে নির্ণয় করিতে পারে না।

তাহার পর পরিচ্ছদাদিতে সাম্য সাধন। স্ত্রীলোকের মুখাবরণ উত্তোলিত হইতেছে; পুরুষে দাড়ি রাখিয়া মুখাবরণের সংস্থান করিতেছেন, তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও সাম্য সাধন হয়। ফুল বাবু বুকের তদিকে দুটী বড় ফুল গুঁজিয়া স্ত্রী-অনুকরণে ব্যস্ত, ফুল কুমারী বস্ত্রতাড়নে, অনাহারে, রুচি সংস্কার প্রদর্শন জন্য সন্তানের গর্দ্দভত্ব ব্যবস্থা করিয়া, বিন্ধ্যাচলকে ভূলীন করিয়া রাখিতেছেন, 'উঠ উঠ বিন্ধ্যরাজ,' বৈষম্যবাদী কবির আবাহনে আর কিছুই হয় না।'

অতএব আকৃতি-প্রকৃতিগত বিকৃতি বৈষম্য সকল অনর্থের মূল। সেই বিকৃতির তলে আঘাত করিতে বঙ্গপন্থী নিয়তই বিব্রত। আশা করা যাইতে পারে, এই নদ নদী প্রথম প্রয়াগে মিলিত হইয়া ক্রমে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাসাইয়া নর-মহাসাগরে লীন হইবে। যে কয়দিন না হয়, যেমন পুরুষানুক্রমে চলিতেছে তেমনই থাকুক, পঞ্চানন্দের তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই; বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার আপত্তিও না থাকিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে।

অপামর সাধারণ একমত হইয়া যে কাজ করিতে মনস্থ করেন, তাহার বিরুদ্ধ-ভাব করিবার চেষ্টা করা যে ধৃষ্টতামাত্র, তাহা আমি অবগত আছি। আর, সকলে যাহা ভালো বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা একজন লোকে মন্দ বলিলেই যে মন্দ হইবে, ইহাও আমি বিবেচনা করি না। এমন কথা প্রকাশ করিলে উহাকে বুদ্ধির বিড়ম্বনা মনে করিবার অধিকার সকলেরই আছে। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার জন্যও এইরূপ একটা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিপ্রায় দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করাও যে অসমসাহসিকতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "দশ চক্রে ভগবান্ ভূত" এ প্রবাদও আমি অবগত আছি। কিন্তু রোগই বলুন, কিম্বা মানব প্রকৃতির শূকরত্বই বলুন, এরূপ দিগ্গজ পণ্ডিতগণের মত সত্ত্বেও আমি বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ সাধনে সম্মত হইতে পারিতেছি না। ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পারে, দুর্ভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য মনে যাহা উঠিতেছে, তাহা কেমন করিয়া চাপিয়া যাইব? অধিক কি, যদি ন-আইনে [illegible] আইন যোগ করিয়া স্বয়ং লাট সাহেব আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া না দিলে যে কিছুতেই চলিতেছে না, এরূপ ধারণা করিতে আমি অক্ষম।

কিন্তু যেখানে সকলেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা না উঠাইয়া দিলে বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ, সেখানে অবশ্যই আমার বক্তব্য বিনয়ের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। গুরুতর প্রশ্নে পণ্ডিতগণের প্রতিকূল কথা বলিতে হইলে সম্মানের সহিত বলা আবশ্যক, তাহা আমি জানি। অতএব আমি যে সকল আপত্তি নিবেদন করিতেছি, তাহার সারবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গবাসী বিদ্বান্-মণ্ডলী আমার ব্যবহারের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেন না। এই আমার ভিক্ষা।

ফলতঃ আমাকে এত মূর্খ বা বোকা মনে করিবেন না যে, সত্য সত্যই কেতাবী বাঙ্গালা ভাষার অনুকূলে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। যাহাতে এত [illegible] দার্থের উৎপাত আছে, তাহা লইয়া ভদ্র লোককে বিব্রত করিতে কোন্ পাষণ্ডের ইচ্ছা হইতে পারে? তবে তেলী তামলী, গয়লা, মালী, চাষা ভুষো, হাড়ি ডোম প্রভৃতি গরীব দুঃখী লোক যে ভাষাকে অবলম্বন করিয়া কোনওরূপে পাপ বাঙ্গালী জন্ম কাটাইয়া যাইতেছে, তাহা উঠাইয়া দিতেই আমার আপত্তি, ইহা আমি শতবার স্বীকার করি।

যাহারা বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার পক্ষ, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই যে, বাঙ্গালা ভাষা বজায় রাখিলে অন্ততঃ দুইটা ভাষা শেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

হইলেই প্রথমতঃ অকারণে অনেক বহুমূল্য সময় নষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ভাষার বিরোধ হেতু মনেরও বিচ্ছেদ জন্মে।

এ তর্ক যে নিতান্ত অসার, ইহা বলিতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু এ তর্কের কোনখানেও যে যুক্তি নাই, তাহাও ত বলিতে পারি না। একাধিক ভাষার কথা যে বলা হয়, তাহা ইংরেজীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, ইহা আমি ধরিয়া লইলাম। ইংরেজী রাজভাষা, অতএব অর্চনার বস্তু, তাহা আমি মানি। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়,— ইংরেজ বাঙ্গালী উভয়েই একথা বলেন যে, এমন দিন আসিতে পারে যে, ইংরেজরাজ আমাদিগকে [illegible] মত পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি তাহা ঘটে, অথচ বাঙ্গালা ভাষার [illegible] তখন লোপ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে গরীব বেচারামা দাঁড়ায় কোথায়? মনুষ্যের যে উৎপত্তিতত্ত্ব ডার্বিন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সত্যতার প্রতি সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া হঠাৎ একদিন বাঙ্গালীকে সেই তত্ত্বের প্রমাণ দিতে বসিতে হইলে এবং আমি না কত [illegible] হাটিয়া যাইতে হইলে, বোধ করি নিতান্ত সুখের কথা হইবে না। এই [illegible] সময় নষ্টের আপত্তি কথঞ্চিৎ খণ্ডিত হইতেছে। ফলে তাহা না হইলেও, [illegible] লোককে বাঙ্গালা ভুলাইবার জন্য যে অনেক সময় লাগিবে না, ইহাও নিশ্চিত বলা যায় না। বলিতে আশঙ্কা হয়, কিন্তু বিনীতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে, কালে ভদ্রে পত্র লেখা আবশ্যক হইলে 'Dear Papa, Dear Mamma' না লিখিয়া 'প্রিয় বাপ,' 'প্রিয় মা' সম্বোধন করিয়া কতক সময় বাঁচাইতে পারা যায়, এবং সে সময়টুকু বাঙ্গালা ভাষাকে দেওয়া যাইতে পারে। এটা যে একটা গুরুতর তর্ক, তাহা বলিতেছি না; তবে অন্য দশ কথার সঙ্গে ইহার বিবেচনা করিলে করা যাইতে পারে, এই মাত্র আমার বলিবার উদ্দেশ্য।

ভাষা-বিরোধের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে একেবারেই অসঙ্গত, তাহা বলি না। কিন্তু বড়লোকে-ছোটলোকে, ইতরে-ভদ্রে, সুশিক্ষিত বাবুতে এবং অসভ্য চাষাতে যখন একটা প্রভেদ থাকা অত্যাবশ্যক, বিরোধ না থাকিলে প্রকৃত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না, তখন ভাষা-বিরোধের আপত্তি বা মনো-মালিন্যের শঙ্কা কেমন করিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুমোদনীয় হইতে পারে? যত্ন করিয়া যাহা রাখিতে হয়, চিরদিন যাহা রাখিতে হইবে, তাহার রক্ষণ-প্রণালী লইয়া এত বাক্‌বিতণ্ডার কলহই বা চলিবে কেন? এখন ত বাঙ্গালা ভাষা জীবিত আছে—বিকারের রোগীর মত তাহার অবস্থা বটে, তথাপি জীবিত—এখন যে কারণে বঙ্গবাসীর বিচ্ছেদ কথা হইলে, কোনও একটা দরকারী কথা হইলেই ইংরেজীতে তর্ক, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা, বিচার, কচকচি করা যায়, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিলেও ত সে কারণের বিনাশ হইতেছে না। সাধারণ বাঙ্গালী যাহাতে না বুঝিতে পারে, তাহাই ত উদ্দেশ্য? তা বাঙ্গালা উঠাইয়া

দিলেই যে সকলেই ইংরেজীতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, মাকুন্দ [illegible] এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না। লোকে এখনও বোঝে না, তখনও বুঝিবে [illegible] স্থলে সামান্য ব্যক্তিদের যৎসামান্য ভাব-বিনিময়ের পথে কাঁটা [illegible] সুবিবেচনার কাজ হইবে ?

বাঙ্গালা ভাষার বিরোধিগণ আরও বলেন যে, বাঙ্গালা যখন [illegible] শিক্ষা করিতে এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন ? অথচ লিখিতে বুঝিতে গেলেই [illegible] স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

যে জাতি, গুলি ডাণ্ডা খেলিয়া, গুলি গাঁজা ফুঁকিয়া, শিকার, শিকারভেদ, [illegible] এমন আরও দশ জনের বিষয় হস্তগত করে, তাহার এরূপ তর্ক [illegible] অবশ্যই আছে। কিন্তু জাতিভুক্ত সকল ব্যক্তিই এমন সৌভাগ্যশালী নয়, [illegible] মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দুই প্রান্ত একঠাঁই করিতে হয়। ঈদৃশ [illegible] লোকের জন্য বাঙ্গালাটা রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি ? যাঁহারা ধনবান, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বান, স্বদেশবৎসল, বাক্যস্বচ্ছল, তাঁহারা এখনও বাঙ্গালা শেখেন না, তখনও শিখিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের কোনও কষ্ট নাই। তবে জোর করিয়া ভাষাটা উঠাইয়া [illegible] কাজ কি ? ভাষা উঠাইয়া দিতে ইঁহারা যে পরিশ্রম করিতে উদ্যত, সেই পরিশ্রম অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাঁহাদের সুখ হইতে পারিবে, অভাগারাও কিছু দিনের জন্য রক্ষা পাইবে। ক্রমে বড় দরের লোকের মনোভাব চুঁইয়া চুঁইয়া ক্ষুদ্র জনের ভাবান্তর করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ব্যস্ত হইয়া কাজ কি ? কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালায় শিখিবার কোনও কথা নাই; পড়িবার কোনও পুস্তক নাই, তবে এমন ভাষা থাকিতে দিব কেন ?

একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলে কোনও ভাষাই টেকিতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, ভাষা মাত্রেই উঠিয়া যাউক, এরূপ অভিপ্রায় কাহারও নহে। কারণ সকল ভাষারই শৈশব যৌবন আছে বলিয়াই সাধারণের প্রতীতি। বাঙ্গালার না হয় সেই শৈশব মনে করা যাউক ; যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালাকে গলহস্ত না দিয়া পুস্তকাদি লিখিলে সে ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারে। তবে যদি বলেন যে লিখিয়াই যদি পড়িতে হইল, তাহা হইলে আমার না লেখাই ভালো—যদি এ কথা বলেন, আমি নাচার, নিরুত্তর।

পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ।

বিশেষ ভাবগ্রহ না হইলে রসের উদ্বোধ হয় না। ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকিলে ভাবগ্রহ অসম্ভব। সেই জন্যই পঞ্চানন্দের রস হৃদয়স্থ করিতে অনেকে অসমর্থ। তাঁহাদের উপকারার্থ সচ্চিদানন্দকে (১) নমস্কার করিয়া পঞ্চানন্দী যে এই ব্যাকরণ, তাহা প্রণীত হইতেছে।

সংজ্ঞা-প্রকরণ।

দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান, মত্ততা ও উন্মত্ততা এই ছয় পদার্থে সংজ্ঞার লোপ হয়। পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে এই ছয় বর্জ্জিত। যাহারা বর্জ্জনে অক্ষম, এই ব্যাকরণের কোনও প্রকরণেই তাহাদের অধিকার নাই।

বিভাগনির্ণয়।

ব্যাকরণের পাঁচ অঙ্গ;—বর্ণ-অঙ্গ, ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ, ভাব-অঙ্গ, ছন্দ-অঙ্গ, রস-অঙ্গ। এই পাঁচ অঙ্গে পঞ্চানন্দ সম্পূর্ণ।

১। বর্ণ-অঙ্গ; যে অঙ্গে হ্রস্ব দীর্ঘ, উত্তর পূর্ব্ব, সকার-নকার প্রভৃতির বিড়ম্বনা, তাহারই নাম বর্ণ-অঙ্গ। বিড়ম্বনার কর্ত্তা নন্দী (২) এবং তাঁহার অনুচরবর্গ।

২। ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ; পঞ্চানন্দে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার প্রকৃতি এবং বিকৃতি যে অঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাকে ব্যুৎপত্তি অঙ্গ কহা যায়। ব্যুৎপত্তি সহজে হয় না, কারণ উহা ঈশ্বরদত্ত; সেই জন্য গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা অসম্ভব।

৩। ভাব-অঙ্গ; যাহাতে শব্দবিন্যাসের চাতুরী বোঝা যায়, তাহাকে ভাব বলে ভাব দুই প্রকার; যাহারা বুঝিতে পারে, পঞ্চানন্দের সহিত তাহাদের সদ্ভাব; যাহারা অবোধ, তাহাদের সমস্তই অভাব।

৪। ছন্দ-অঙ্গ; যেখানে মাত্রার তারতম্য দেখা যায়, সেই স্থানকে ছন্দের বিষয়ীভূত বলা যায়। ফকীর চাঁদের মাত্রা, নেহালিনীর মাত্রা, ভুবনমোহিনীর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকম। মাত্রার দোষে বা গুণে ঢলিয়া পড়িলে অথবা ঢলাইলে ছন্দোভঙ্গ হয়। যাহারা ছন্দোভঙ্গ করে, তাহারা স্বতঃ বা পরতঃ পার্লামেণ্ট হইতে লাইসেন লয়।

৫। রস-অঙ্গ। কটুকথা, বিচ্ছেদ, মান, ক্ষমা, মিলন—এই পাঁচ পদার্থ যে অঙ্গে

---

(১) "মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ"ও সচ্চিদানন্দকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহাও পঞ্চাননকারের মত,—

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পত্রাপহৃতয়ে ময়া॥"

(২) নন্দী—দ্বিতীয়।

থাকে, তাহাকে রস-অঙ্গ কহে। পঞ্চানন্দের সর্ব্বাঙ্গেই রস; সেই জন্য [illegible] পঞ্চানন্দের অধিকার সর্ব্ববাদি-সম্মত। কপালে ঘটেও সব।

বর্ণনির্ণয়।

যাহাদিগকে লইয়া শব্দ, তাহাদের প্রত্যেককে বর্ণ বলা যায়।

আদিতে চারি বর্ণ ছিল। অনুলোম প্রতিলোম ক্রমে ছত্রিশ বর্ণ [illegible] ইহার উপরেও কতকগুলি বর্ণচোরা হইল। সুতরাং এখন বর্ণসংখ্যা [illegible] কম নহে।

বর্ণবিভাগ।

বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল।

যে বর্ণ নিরাশ্রয় হইলেও কার্য্যকর, অন্যের অবলম্বন না পাইলেও [illegible] চলিয়া যায়, তাহার নাম স্বর। পঞ্চানন্দ স্বয়ং স্বর বর্ণ।

স্বর (১) দ্বিবিধ, তীক্ষ্ণ ও ভোতা। যাহা খট্ করিয়া মনে লাগে [illegible] জ্ঞানীরও মর্ম্মভেদ করিয়া চিত্তবিকার উৎপাদন করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ স্বর কহে। সেই আক্রোশে অবশিষ্ট অংশকে ভোতা বলা হয়।

স্বরবর্ণ যাহাদিগকে চালায় অর্থাৎ পঞ্চানন্দ পাঠে যাহারা বিচলিত হয়, তাহা-দিগকে হল্‌বর্ণ কহে। হল্ বর্ণ পরমুখপ্রত্যাশী হইলেও, চাষার অস্ত্র হইলেও তাহার উপকারিতা আছে; তাহার গুণে ভাষার অর্থাৎ পঞ্চানন্দের উৎকর্ষণ হয়।

বর্ণের উৎপত্তিস্থান।

১। মনের মধ্যে উদিত হইয়া কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও নাসিকার সাহায্যে [illegible] কাগজ কালি কলমের সাহায্যে স্বরবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই স্থানভেদ বা প্রকরণভেদ অবস্থাভেদেই হইয়া থাকে; যথা নিতান্ত বিরক্ত অবস্থায় স্বর নাকী হয়।

২। গালাগালিতে লোক এবং অঙ্গে [illegible] সংযুক্ত হইলেই হল্‌বর্ণ উৎপন্ন হয়। এরূপ না হইলে চাষার হাতে পড়িবে কেন?

সন্ধিপ্রকরণ।

একাধিক বর্ণ একত্র করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিলেই সন্ধি হয়। সন্ধি হইলে মনের [illegible] যায়। যথা,—শ্রীক্ষেত্রে, হোটেলে।

সন্ধি দুই প্রকার,—স্বরসন্ধি ও হল্‌সন্ধি।

১। যেখানে মনের কোরকাপ মিটিয়া পঞ্চানন্দ এবং তাহার স্বরে সম্পূর্ণ একী-ভাব হইয়া যায়, সেইখানেই স্বরসন্ধি হয়। যথা, নবলক্ষ্মী।

২। হল্‌বর্ণ স্বরবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইয়া মিলিত হইলে স্বরবর্ণে যদি [illegible]

(১) স্বর (শব্দ)।

টাকা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে হল্‌সন্ধি হয়। এবং হলবর্ণের পর হল্‌বর্ণ আসিয়া পঞ্চানন্দের তহবিলে মিলিত হইলেও হল্‌সন্ধি হয়। উদাহরণ বাহুল্য মাত্র।

(টীকা।—গ্রাহকগণ কোনও কারণে চটিয়া গেলেই সন্ধির বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে ভাষার অনিষ্ট, উভয় পক্ষের বলক্ষয়।)

ণত্ব ও ষত্ব বিধান।

ইহার ধার পঞ্চানন্দ ধারেন না, ইচ্ছা থাকিলেও পরের জ্বালায় পারেন না। বাস্তবিক ষত্ব ণত্ব এক প্রকারের গর্দ্দভের সেতু; ষত্ব-ণত্বের ভয়েই অধিকাংশ গর্দ্দভ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ হইতে পারে না। পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে ভদ্রতা হইলে সত্ব, না হইলে তত্ত্ব।

শব্দনির্ণয়।

পঞ্চানন্দ পাঠে যে স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনি পাঠকগণ করিয়া থাকেন, তাহার নাম শব্দ।

বিভক্তিনির্ণয়।

শব্দের পর বিভক্তি হয় অর্থাৎ হয় বিশিষ্টরূপ ভক্তির উদ্রেক হয় নতুবা ভক্তি বিগত হইয়া হাড়ে চটিয়া যাইতে হয়।

পদপ্রকরণ।

বিভক্তি যোগের পরেই পদের প্রয়োগ; যাহাকে যেমন পদ দেওয়া উচিত, তাহাকে সেইরূপ পদ দেওয়া যায়।

পঞ্চানন্দ তিন প্রকার পদ দিয়া থাকেন; সম্পদ, বিপদ, এবং একপ্রকার উপপদ, যাহার নাম অব্যয়।

পঞ্চানন্দের আবরণে যাহার নাম প্রকটিত হয়, তাহাদেরই সম্পদ, যথা, মহারাণী স্বর্ণময়ী।

পঞ্চানন্দ যাহার ঘাড়ে চাপেন, তাহারই বিপদ, যথা, পঞ্চানন্দের সৌখীন সম্পাদক; পঞ্চানন্দের দায়গ্রস্ত পাঠক।

যাহারা গালাগালি খান, গালাগালি দেন, অথচ একটী পয়সা ব্যয় না করিয়াও ভজনার বারবারে পঞ্চানন্দ পাঠ করেন, তাঁহারা অব্যয়। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে অব্যয়ে বিভক্তি যোগ হয় না। উদাহরণ রাণী মুদি গলিতে (১) পাওয়া যায়।

বচন।

পদ প্রয়োগ করিতে হইলেই বচন আবশ্যক, বচন দুই প্রকার সুবচন ও কুবচন।

---

(১) কলিকাতার রাণীমুদিনীর গলিতে মদের দোকানটি ছিল; সেখানে অব্যয়ে মদ খাওয়া চলিত।

এক কথায় যাহার সঙ্গে কাজ হয়, একবার চাহিলা মাত্র যে দেনা পরিশোধ করে, তাহার প্রতি সুবচন।

অধিকাংশ লোকই বেয়াড়া, বহুবচনেও তাহাদের কিছু হয় না। অগত্যা কুবচন।

পুরুষ।

পুরুষ ত্রিবিধ। আমি নিজে উত্তম পুরুষ, তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি মধ্যম পুরুষ। আমি তুমি ছাড়া (চক্ষুলজ্জার ভয় না থাকিলে) সকলেই কাপুরুষ। (নিকটবর্ত্তী হইলে একটু লজ্জা হয়, সুতরাং সেরূপ স্থলে সেই) তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম পুরুষ।

কারক।

যাহা দ্বারা পদপ্রয়োগ কালে সম্পর্ক বুঝা যায়, তাহাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্বন্ধ, অপাদান, অধিকরণ।

যিনি আহার যোগান, সুতরাং যাঁহার মন যোগাইতে হয়, তিনি কর্ত্তা। অবস্থা বিশেষে সকলেই কর্ত্তা হয়।

দায়গ্রস্ত হইয়া যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম্ম, সুতরাং পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে সৎকর্ম্ম কুকর্ম্মের প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

যাহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হয়, সেই করণ। যথা, পঞ্চানন্দের উপলেখক সম্প্রদায়। যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রাহকগণের সহিত পঞ্চানন্দের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তিনি সম্বন্ধকারক, যথা, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪৪ নং রসারোড ভবানী-পুর।

যাহা হইতে পঞ্চানন্দ ভয় পান, যথা—বঙ্গীয় সমালোচক; যাহার কথায় পঞ্চানন্দ চালিত হন, যথা—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাহারা অপাদান কারক।

যেখানে যে দিন কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সেদিনকার অধিকরণ। টেক্স প্রভৃতির যে রকম উৎপীড়ন তাহাতে বোধ হয় যে, কিছুদিন পরে অধিকরন একবারেই উঠিয়া যাইবে।

ধাতু।

যে সকল লোকের সহিত পঞ্চানন্দের আলাপ আপ্যায়িত, দহরম মহরম করিতে হয় তাহাদের স্বভাবকে ধাতু বলে।

প্রত্যয়।

অষ্ট ধাতুর লোকের সঙ্গে যখন পঞ্চানন্দের চলিতে হইতেছে, তখন বিশ্বাস না করিলে উপায় নাই। এই বিশ্বাসের নাম প্রত্যয়।

ধাতু বুঝিয়াই প্রত্যয় করা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, প্রত্যয়ের পর অনেক ধাতুর রূপান্তর হয়।

সমাস।

এক স্থানে দুই চারিটা কথা হইলেই সমাস হয়। সমাস ছয় প্রকার।

১। সমশ্রেণীর কথা একত্র হইলে অর্থাৎ কথার উপর কথা বা যত বড় মুখ তত বড় কথা হইলেই দ্বন্দ্ব বলা যায়।

২। দ্বন্দ্বকারী উভয় পক্ষই যখন অস্ত্রাবা প্রয়োগে হাট করিয়া তোলেন, তখন দ্বিগু বলা যায়।

৩। দোষগুণবর্জ্জিত কেহই নহে, অতএব সকলেই কর্ম্মধারয়।

৪। যখন পদে পদে একাকার হয়, বিভক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, অনুমানের দ্বারা পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া লইতে হয়, তখন তৎপুরুষ।

৫। যাঁহাদের নাম লইয়া সমাস, কাজের সময়ে যদি তাঁহাদের কোনও স্বার্থই সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বহুব্রীহি সমাস বলা যায়। যথা, ভারত-সভা বলিলে ভারতের অনর্থ, সুতরাং সভা বাগ্মী কেবল গলাবাজী ও কলমবাজী বোঝায়।

৬। যাহারা বাপ পিতামহের টিকি দুচাকে বজায় করিয়া শেষে নিজের গ্রাস আচ্ছাদনের ব্যয় কুলাইতে পারে না, সেখানে সংযোগের ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা অব্যয়ী ভাব। [illegible]

বর প্রার্থনা।

১। দয়াময়, তুমি আমার উপর সদয় হইয়া বর দিতে সম্মত হইয়াছ; এখন আমি মনোনীত করিয়া লইলেই হয়। কিন্তু দয়াময়, আমি বাঙ্গালীর ছেলে, নানা রূপে বিব্রত, বড়ই দায়গ্রস্ত; কি বর লইব, ভাবিয়া অস্থির হইতেছি।

২। দয়াময়, এ বিপদ্সাগরে তুমিই তরণী, এ তরণীতে তুমিই কর্ণধার, তুমিই আমার ভার গ্রহণ কর, যাহাতে আমার ভাল হয়, তাহাই কর। সকল কামনা জানাইতেছি; যেটা পূর্ণ করা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহাই কর।

৩। আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, বিপুল ধনের অধিপতি করিয়া দাও। আমি খানা দিব, আপনি খাইব না, খানার সময়ে খানসামাবেশে দণ্ডায়মান থাকিব, বল্ নাচ যাহা আবশ্যক হইবে করিয়া দিব, আপনি দ্বাররক্ষকের ভাবে বাহিরে থাকিব, গাড়ী ঘোড়া রাখিব, তোমার সেবায় তাহা অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিবে, তোমার নিয়োগ অনুসারে দান করিব, চাঁদা দিব, ভূগোলে জ্ঞান বা বিশ্বাস না থাকিলেও তুমি কোনও দেশের নাম করিলেই আমি তাহার উপকারার্থে মুক্তহস্ত হইব। কানাচে হাহাকার উঠিলে শুনিব না, এ কর্ণদ্বয় তোমারই জন্য; সম্মুখে কেহ পড়িলে দেখিব না, এ চক্ষু

ধর্ম্ম তোমারই জন্য; অন্নের গ্রাস মুখে তুলিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিব না, করদ্বয় তোমারই জন্য। দয়াময়, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, নবদ্বার লইয়া যাহা করিতে হয় করো, আমি কথাটী কহিব না। তবে, দয়া করিয়া, আমাকে উপাধিদানে কাতর হইও না, দেবপত্রে (১) ধন্যবাদ দানে বিমুখ হইও না; আমাকে মহারাজ (২) বলিও, আমি লোকের মাথা কামাইয়া দিয়া সকল সাধ মিটাইয়া লইব।

৪। দয়াময়, আমি তোমার বেতনভোগী ভৃত্য, অহরহ পদসেবায় নিযুক্ত আছি। এ দেহ তোমার অন্নে রক্ষা করিতেছি। আমি ভূমিশূন্য, আমাকে রাজা করিয়া দাও। আমি নীচ, আমাকে বাহাদুর করিয়া দাও। আমি তোমাকে অভিনন্দন দিব, তোমার [illegible] দণ্ডায়মান করিয়া পথে পথে তোমার মহিমা সংকীর্ত্তন করিব, ক্ষুদ্র সামর্থ্যে [illegible] তোমার জন্য সকলই করিব। তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার কর্ম্ম, তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার মুক্তি, বাক্যে ইহা বলিব, মনে ইহা মানিব, শরীরের দ্বারা ইহার প্রমাণ দিব। সাত শ টাকার নবাবী তোমার খুদের কণায় হইতে পারে, তোমার তাহাতে লোকসান নাই, আমার প্রভূত লাভ; দয়াময়, আমাকে তাহা দাও।

৫। দয়াময়, আমি পেটের জ্বালায় অস্থির, কাচ্চা বাচ্চা আছে, পরিবার আছে, তুমি আমাকে বড় চাকরি দাও। কলঙ্কের ডালি মাথায় বান্ধিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, দুই হাতে তোমাকে নমস্কার করিব। আমি তোমার একান্ত অধীন, তোমার মন যোগাইতে আমি সকলই করিব। যাহারা আমার অধীনস্থ হইবে, তাহাদের উপর [illegible] করিতে পাইলেই আমার সকল অভাব পরিপূরিত হইবে। তুমি আমাকে চাকরি দাও।

৬। [illegible] যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-গ্রস্ত হইয়াছি, ওকালতীর যোগ্য হইয়াছি। দয়াময়, আমাকে মোক্তারের ভগিনীপতি, জমিদারের ভাগিনেয়, আমলার শালীপতি ভাই কিংবা হাকিমের জামাতা যাহা হউক একটা করিয়া দাও, আমি লোক ভুলাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইব। দয়াময়, এখন যে জনৃথা অপেক্ষা সুখতলার মূল্য বেশি, তাহাতে আমার দোষ কি!

৭। আমাকে দেশহিতৈষী করিয়া দাও; আমি যাহা ইচ্ছা বকিতে থাকিব, মাতৃ-ভাষার শ্রীমুখ কলুষিত করিব না, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, আমাকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া দিও না। আমি অক্ষম, নানা রকমে নাচার, তুমি দয়া করো, আমি বড় হইব।

৮। দয়াময়, আমি জাতি মানি না, কারণ তাহা হইলে তোমার প্রসাদ খাইবার

(১) সরকারী গেজেটে।

(২) বেহার অঞ্চলে কোথাও কোথাও নাপিতকে "মহারাজ" বলে।

ব্যাঘাত হইতে পারে। আমার অভিমান নাই, তোমার পদধূলি গ্রহণ করাই আমার পরমানন্দ। আমার অহঙ্কার নাই, মস্তকে তোমার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করাই আমার জীবনের মহাব্রত। আমার সাহস নাই, তোমার শাসন বাহুল্য মাত্র। আমার লজ্জা নাই; কেবল বচনে আমি অদ্বিতীয়। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বয়সের বিচার।

ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন তখন বলিতেছেন,—"মুহুর্ম্মুহু বয়স কমিয়া যাইতেছে, অতএব অনিত্য সংসারের চিন্তায় সতত নিরত না থাকিয়া হরিচরণে শরণ লও।" জ্ঞানবৃদ্ধ ডাক্তার বলিতেছেন, "প্রতিক্ষণে বয়স বাড়িতেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বাড়িবে। তাহার পর সব ফুরাইবে। অতএব নিয়মপূর্ব্বক এখন খাও দাও, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেহ বজায় রাখিতে পারা যায়।"

এখন সমস্যা-শঙ্কা, প্রকৃতপক্ষে বয়স বাড়ে কি কমে?

পঞ্চানন্দ এতদ্বারা জানাইতেছেন যে, যিনি যাহা বলুন, বাস্তবিক বয়স বাড়েও না, কমেও না। যাহার যখন যত বয়স তখন ঠিক ততই বটে; কমও নয়, বেশীও নয়।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এরূপ বয়সের হ্রাসবৃদ্ধির সমস্যা উঠিল কোথা হইতে? উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বয়সের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু বয়স স্থিতিস্থাপক পদার্থ, টানিলেই বাড়ে আবার ছাড়িয়া দিলেই কমিয়া যায়। এ হিসাবে বয়স তিন প্রকার; যথা,—

(১) যাহা বাড়েও না কমেও না তাহা আসল বা ঠিক বয়স। ইংরেজী নাম Realage.

(২) যাহা বাড়ে, তাহা পেশাদারী বয়স; পেশাদার হইতে হইলে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখান আবশ্যক, সেই জন্য বয়স টানিয়া বয়স বাড়াইতে হয়, ইংরেজীতে ইহাকে বলে Professionalage.

(৩) যাহা কমে, তাহাকে বলে চাকরের বয়স। না কমাইলে অনেককে পেনসন লইতে হয়, সেই জন্য বয়স কমিয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Official age.

(৪) আর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে যে বয়স কমে, তাহাকে বলা যায় গরজের বয়স অথবা Selfish age; অতএব ধর্ত্তব্যই নহে।

দশ অবতার।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা ইতিহাস, দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কথা রূপক অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, সাদা সিধা কথায় প্রায় কিছুই বলেন নাই। মানবসমাজের উন্নতির ক্রম দেখাইবার জন্য দশ অবতারের যে কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই টুকু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দশ অবতার বলিলে সেই একই পদার্থ চিরকাল বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রকর্ত্তারা যুগে যুগে যেমন অবতার কল্পনা করিয়াছেন, পঞ্চানন্দ এই এক যুগেই সেই সমুদয় অবতার দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু এক বঙ্গদেশেই সমস্ত বিরাজমান। সুতরাং বঙ্গের এমন সৌভাগ্যের পরিচয় দেওয়াই পঞ্চানন্দের কর্ত্তব্য।

১।—সত্য যুগের অবতার।

এখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর নহে মনে করিয়া যাহারা বঙ্গদেশে সত্যযুগের অবতার থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক যেখানে ন্যায় রক্ষা, অন্যায়ের শাসন হইতেছে ; যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপের লেশ মাত্র নাই ; যেখানে ষোলো আনা পুণ্য—সেই রাজদ্বারেই সত্যযুগ।

সত্যযুগে চারি অবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ। রাজদ্বারেও এই চারি অবতার আছেন।

প্রথম, মৎস্য ;—ইনি বঙ্গদেশের পুলিশ ; গভীর জলে বাস, ক্রীড়াচ্ছলে যখন পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া নরসমাজে ভাসিয়া ওঠেন তখন দৃষ্টিগোচর ; কোথায়ও চার পড়িলে ঝাঁকে ঝাঁকে উপস্থিত হইয়া ঘাট তোলপাড় করেন। আমিষের দোষে নিয়তই অপবিত্র, অথচ নহিলেও চলে না। কদাচ কখনও জালে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। দুই এক জন নিষ্কর্ম্মা লোক কখনও কখনও ছিপ বঁড়শিতে ধরিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাতে প্রায় ফল দর্শে না, লাভের মধ্যে চিন্‌চিনে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যায় ও কখনও কখনও কাদা মাখা সার হয়। মৎস্যের আদর তেলে, পুলিশেরও তাই।

দ্বিতীয়, কূর্ম্ম ;—আদালতের আমলা। পিঠ বিলক্ষণ মজবুৎ। কৈফিয়তের কামাই নাই, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে অদ্বিতীয়। গালাগালি না দেয় এমন লোক দেখা যায় না, অথচ ভ্রূক্ষেপ নাই। হাত পা মুখ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ ঘুশঘাস পার্ব্বণির বেলায় হাত পা ছেড়ে নখর পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন, আর, কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিতে পারিলে, মেঘগর্জ্জন না হইলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। দেবতার ডাক মানুষের আয়ত্ত নয়, সেই জন্য প্রায়ই রক্ত মাংসের অংশ দিয়া ঘরে যাইতে হয়।

তৃতীয়, বরাহ ;—খোদ মেজিষ্টার। যে দিকে গতি, সেই দিকেই মহাভীতির সঞ্চার, দংষ্ট্রাভয়ে লোক শশব্যস্ত ভয়ানক গোঁ, কাহার সাধ্য ফিরায় ? কোপ হইলে

ফুলের বাগান চষিয়া তাহাতে সরিষা বুনিবার যোগাড় করিয়া দেন। দূর হইতে নমস্কার করিয়া ইহার পথ ছাড়িয়া দেওয়াই সুবোধের কর্ম্ম।

চতুর্থ, নৃসিংহ;—জেলার জজ; দেওয়ানী বিচারের কর্ত্তা, কাজেই নর,—শান্ত, বিবেচনাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত। দাওয়ায় বসিলেই সিংহ, পশু হইলেও পশুর রাজা, তর্জ্জন গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি থর থর কম্পবান্; অথচ ক্ষুদ্র শ্বাপদগণের রাজা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভয়যুক্ত ভক্তির পাত্র।

২।—ত্রেতাযুগের অবতার।

রাজদ্বারের পরেই বিষয়সংসারের কথা বলিতে হয়। যাহার উপলক্ষে রাজদ্বারে গতিবিধি করিতে হয়, এবং শরণ লইতে হয়, সুতরাং যাহাতে পদে পদে অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই বিষয়-সংসারেই ত্রেতাযুগ।

ত্রেতাযুগে তিন অবতার,—বামন, পরশুরাম, রাম। বিষয়সংসারেও এই তিন অবতার।

প্রথম, বামন;—বঙ্গদেশে ইনি উকীল নামে পরিচিত। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা যায়। যিনি উকীল তিনি এখনও হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইহার আছে, সেই জন্য ইনি বামন। ছলনা করাই উকীলের ব্যবসায়, সে জন্যও ইনি বামন। আর, [illegible] ছলে 'দেহি দেহি' বলিয়া মক্কেলের কাছে উকীল যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন, তাহাতে কত বলি রাজাই যে পাতালস্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইনি বামনাবতার, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

দ্বিতীয়, পরশুরাম;—বঙ্গদেশের জমিদার, অতুলপ্রতাপ, সর্ব্বদা কুঠার হস্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন; জননী জন্মভূমির প্রতি দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই, কুঠার প্রহারে তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিতেছেন, অথচ [illegible] একান্ত অনুগত এবং অকৃত্রিম ভক্ত; (উপাধির জন্য) ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃতর্পণ করিতে অসঙ্কোচক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃতীয়, রাম;—ব্রহ্মোত্তরভোগী। কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে দুই একটী প্রজা স্থাপন করিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের নিকট কলাটা মূলাটা লইয়া, তাহাদের মানমর্য্যাদা রক্ষা এবং যত্ন সম্মান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্বত্ব-রক্ষার নিমিত্ত জাতিশত্রু জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমারূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়া থাকে। দেবতা-ব্রাহ্মণের—সরকার বাহাদুর ও বড়লোকের—প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনে অকাতর, আর পেট ভরিয়া খাইতে পায় বলিয়া ভুজবলবিশিষ্ট।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান খয়রাত করিয়া থাকেন; সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন; নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাঁহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিণ্ডলী মরের (১) সপিণ্ডীকরণ করিয়াছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাকমাশুলের চাপ নাই,
ছোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। (২)

বিজ্ঞাপন

২ নং।

সাধুতা! সরলতা!! সত্য কথা!!!

আজি কালি বিজ্ঞাপনের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়; বিজ্ঞাপন দিতে হইলেই অর্থ ব্যয় হয়। অতএব বিজ্ঞাপন দিলেই কিছু যে লভ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফাঁকি দিতে ইচ্ছা নাই, সেই জন্য সাধুর ন্যায় সরল ভাবে, এই সত্য কথার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, আমার বড়মানুষ হইবার অতিশয় ইচ্ছা। যাহার যেমন সঙ্গতি নগদ, নোট, মনিঅর্ডার, ডাকের টিকিট, যাহাতে সুবিধা হয়, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেই আমি অব্যর্থ বড়মানুষ হইতে পারিব। বড়মানুষ না হইতে পারি, সমুদয় ফিরিয়া দিব। টাকা পাইবার অগ্রে, এবং টাকা পাইবার পরে আমার কেমন চেহারা হয়, ডাকমাশুল পাঠাইয়া দিলে, তাহার ছবি দেওয়া যাইবে।

---

(১) লিণ্ডলী মরে—ইনিও একজন ইংরেজী ব্যাকরণপ্রণেতা।

(২) বলা বাহুল্য, এই আড়াই টাকা পঞ্চপুরুষের অক্ষয় মূল্য।

রসিদের টিকিট লওয়া যাইবে না। ডাকের টিকিট অথবা নোট পাঠাইলে টাকায় এক আনা বাটা দিতে হইবে।

পঞ্চানন্দতলা। } অর্থাকাঙ্ক্ষী এণ্ড কোং।

পরকালের উপদেশ।

(পাদ্রি পঞ্চানন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

ভ্রান্ত নর! আর কত কাল এ মোহ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করো, একবার ভাবিয়া দেখো, এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই, তোমার কিছুই নাই। "আমার, আমার" বলিয়া যাহা লইয়া তুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, বাস্তবিক তাহা তোমার নহে।

ঐ যে দিব্য বস্ত্রে তোমার কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে,—ম্যাঞ্চেষ্টারের। উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের কোপ হয় কিম্বা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি ম্যাঞ্চেষ্টার তোমাকে বলে—আর দিব না,—তাহা হইলে তোমার গতি কি হইবে? এমন ক্ষণিক প্রেমে আর মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

তুমি কাচের দোয়াতে বিলাতি কালি রাখিয়া লোহের লেখনীতে বিদেশজাত কাগজে লিখিয়া করকণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিতেছ; তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চির-স্থায়িনী কীর্ত্তি সম্পাদনের প্রলোভনে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছ, জাহাজে পেষ্টবোর্ড আমদানি করাইয়া তদ্দ্বারা তোমার গ্রন্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভান করিতেছ, কলের সূচে কলের সূতা পরাইয়া পত্রের পর পত্র যোজনা করিতেছ—সত্য; কিন্তু ভ্রান্ত নর! এ সমুদায়ই ফক্কিকার! ইহার মধ্যে তোমার কিছুই নহে। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখো,—সকলই অন্ধকার দেখিবে! ও কি করিতেছ? দেশালাই জ্বালিলে কি হইবে? ও আলোকে এ অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশালাই জ্বালিতেছ, তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান! এ কথা এখনও বুঝিতে পারিলে না।

পাপের কুহক অতি ভয়ঙ্কর কুহক! এ ছলনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যত্নশীল হও। যে জুতা প্রকৃত পক্ষে তোমার মস্তকের উপর রহিয়াছে, ইহকালের আশু সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই জুতাকে তোমার শ্রীপাভরণ বা চরণ-রক্ষণের পদার্থ মনে করিতেছ। এ জুতা তোমার নহে। কারণ তাহা তোমার সঙ্গের সঙ্গী নহে।

প্রথম কাণ্ড।

আপনারা সকলেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ; সৌভাগ্যবলে আমার পিতৃভোগ্য অপক্ব-কদলী-সিদ্ধ-সহায়-অন্নরাশিকে পরিবর্জ্জন করিয়া, এখন যে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া কণ্টক-কর্ত্তরীর সাহায্যে পাদুকাসেবক-ভগবত্যংশ স্বচ্ছন্দে উদরগত করিবার যোগ্য হইয়া আর্য্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে সমধিক সম্মান লাভ করিতেছি, তাহা আমি জানি এবং সে সৌভাগ্যের বিধাতা কে, তাহাও আমি জানি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদের অবিদিত নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করি, সাহস সহকারে অকুতোভয়ে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্বজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় বর্ণমালার প্রয়োগ হইলে যদি গৌরজনরঞ্জন হয়, তবে তদ্রূপ প্রয়োগবিধানে আমরা কেন নিরস্ত থাকিব? আমরা কি জন্য যত্নপর হইব না? আমাদের উদ্যম সফল হইবে না, আমরা উপহাসাস্পদ বা নিন্দাভাজন হইব, সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সৎসঙ্গই কাশীবাস—ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাতকে পতিত হইব কেন?

ভদ্রগণ, যেখানে উদ্দেশ্য সাধু, সেখানে তৎপোষক যুক্তির অভাব হয় না। স্বজাতীয় অক্ষর বর্জ্জনের সঙ্কল্প যে অতি মহান, তৎপক্ষে সংশয়ের স্থল নাই। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক্ বর্ণমালা থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিগণের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রযুক্তই যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহাদির প্রশ্রয় হইয়াছে, তাহা কে না বলিবেন? তুমি যবন, তোমাকে কন্যাদান করিব না, তোমার সহিত ভোজনাদি করিব না—এ কথা বলিলে যে দোষ,—তোমার ভাষা স্বতন্ত্র, অতএব তোমার ভাষাকে আমার অক্ষর দিব না, অথবা আমার ভাষায় তোমার অক্ষর লইব না—ইহা বলিলে যে তদপেক্ষা গুরুতর দোষ হইতেছে, তাহা কি চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে?

“জাতিবাৎসল্য” শব্দ অভিধান হইতে, ভাষা হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উচিত। তুমি যদি জাতিবৎসল হও, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যত্বের শত্রু, পরম শত্রু। কারণ, তোমার হৃদয়ে পার্থক্যরূপ মোহাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, আর পার্থক্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল। ভ্রান্তি পরিহার করো, প্রশস্ততা অভ্যাস করো, বদান্যতা শিক্ষা করো,—তবে তুমি নিজের উপকার করিতে পারিবে, সংসারের মঙ্গল করিতে পারিবে। যদি সাধুতা থাকে, তাহা হইলে জাতীয় পার্থক্যের বিনাশ করো, ভাষার পার্থক্যের লোপ করো, এবং যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়াও নিজ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করো। অক্ষরই লিখিত ভাষায় প্রাণ, সাহিত্যের অস্থি মাংস—সেই মূলে কুঠারাঘাত করো।

বিদেশী এই আর্য্য জাতির ভাষা শিখিতে পারে না, সুতরাং যথোচিত সৌভাগ্য

বিদেশীর সহিত জন্মিতে পারে না। কিন্তু শিখিতে যে পারে না, তাহার কারণ কি? শুদ্ধ, বর্ণমালারূপ অন্তরায়ের দোষে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স, কোল্‌ব্রুক, মোক্ষমুলর, কাউয়েল্ প্রভৃতি ব্যক্তির নাম যাহারা করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। পৃথিবীতে মনুষ্য-সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিয়া কি হরিতালের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে না? অথবা ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইবে না? যাহাতে এক ব্যক্তিরও অসুবিধা বা ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহার অপনয়ন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য; বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির নিমিত্তেও যত্ন করা একান্ত উচিত। বর্ণমালা লোপ করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে পৃথিবীতে একটিও স্বতন্ত্র ভাষা থাকিবে না। তখন বিকৃতির বিলোপ হইয়া আবার প্রকৃতির জয় হইবে।

সাধারণতঃ বর্ণমালার দোষ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। একবার দেবনাগর বর্ণ-মালার পৃথক্ বিচার করা যাউক।

ভদ্রগণ! দেবনাগর অক্ষরের সবিশেষ দোষকীর্ত্তন করিতে হইলে শীতকালের রজনীরও প্রভাত হয়। সে পণ্ডশ্রমে আমি লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। দুই চারিটা মুখ্য দোষের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আদৌ, দেবনাগরের নামেই দোষ। যে সভ্য সমাজে নরনাগরের লাঞ্ছনা, সে সমাজে ভাষায় নাগর থাকিবে, ইহা অতি অসঙ্গত। তাহার উপর, দেবনাগর কোনও জীবন্ত ভাষাকেই প্রযুক্ত নহে। তবে, বলুন দেখি, দেবনাগর কোন্ লজ্জায় বাঁচিয়া যাইবে?

আপনারা অবগত আছেন যে, অন্ধকে অন্ধ বলিলে, মুর্খকে মুর্খ বলিলে সে দুঃখিত হয়, রাগ করে। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক লোক বায়ুগ্রস্ত, তাহাও আপনারা জানেন। যে বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা নিয়তই বায়ুসংখ্যা মনে করাইয়া দেয়, তাহার সংরক্ষণ করিতে গিয়া কোন্ মতিমান্ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আত্মক্ষতি সাধন করিতে পারেন? আমার অনুরোধ,—আসুন, আমরা ঊনপঞ্চাশৎ সভাবর্গ সম্মিলিত হইয়া দুরন্ত বর্ণমালার বিনাশ করিয়া সফলমনোরথ এবং নির্ব্বিঘ্ন হই।

দেবনাগর বর্ণমালাই ভগ্নভাবাপন্ন হইয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং তাহার দোষোদ্‌ঘোষণ, বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। এই উভয় বর্ণমালাই দুর্ব্বল; নিজ ভাষার কার্য্য ব্যতীত অন্য ভাষার লিপিকার্য্যে সক্ষম হইবার শক্তি ইহাদের নাই। দুর্ব্বলের মরণই মঙ্গল, অতএব এ বর্ণমালার যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই উত্তম।

এখন দেখা যাউক, উপযোগিতা পক্ষে ইংরেজী বর্ণমালা কত অংশে শ্রেষ্ঠতর। বৈয়াকরণেরা বারম্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, ইংরেজজাতীয় মনুষ্যের ন্যায়, ইংরেজী বর্ণমালাও স্বাধীন। কি মনুষ্যের, কি বর্ণের, কোনও কার্য্যই ইহাদের অকরণীয় নহে, অথচ কোনও কার্য্য ইহাদের নির্দ্দিষ্টও নহে। আমাদের যেমন

ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হইবে, জুতা সেলাইতে পারিবে না, সেইরূপ "ক" ক-ই থাকিবে, 'ছ'র কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইংরেজের শক্তি দেখুন, প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে যেমন উপযুক্ত, হল চালনাতেও সেইরূপ, অথবা ততোধিক উপযুক্ত। ইংরেজী স্বরবর্ণের মধ্যে যাহাকেই লউন, কেহই নিয়মিত কার্য্যের দাস নহে। এখন যিনি "এ" অন্য সময়ে তিনি "আ," কখনও বা "অ" তখনই আবার "অ্যা"—বাস্তবিক ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। "S" ঘরে নাই, "C" তাহার কাজ করিয়া দিবে; "K" অনুপস্থিত, সেখানেও "C" কাজ করিতেছে। কি মাহাত্ম্য! কি উদারতা! কি অমিত পরাক্রম! এমন মানুষ নহিলে কি মানুষ! এমন অক্ষর নহিলে কি অক্ষর!

আবার দেখুন। ঐ এ, বী, সী, ডি, বর্ণমালা কেবল যে ইংরেজের বা ইংরেজী ভাষার ক্রীতদাস, তাহা নহে। নানা ভাষায়, নানা দেশে ইহাদের প্রসার; আর যেখানে যেমন ইচ্ছা, শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। অধিকন্তু অক্ষরগুলির গাম্ভীর্য্য এবং মর্য্যাদা বোধও প্রচুর;—শব্দের মধ্যে, মূলে, বা অন্তে অক্ষর বিরাজ করিতেছে, অথচ নীরব, নিস্পন্দ। এ শক্তি, এ আত্ম-সংযমনের ক্ষমতা অন্য কোনও বর্ণমালারই নাই। ঐ একই অক্ষর দিয়া ফরাসি লিখিতেছে, ইংরেজের তাহা অনুচ্চার্য্য; ইংরেজ লিখিতেছে, ফরাসীর তাহা অনুচ্চার্য্য। বস্তুতঃ, যতই প্রবেশ করিয়া দেখা যায়, ইংরেজী বর্ণমালার গুণে ততই মোহিত এবং বিস্মিত হইতে হয়।

সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। স্বরবর্ণই লিপিকার্য্যের আত্মাস্বরূপ। ইংরেজীতে পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ স্বরবর্ণ। অহো! কি আনন্দের বিষয়!

পঞ্চভূতে সংসার চালাইতেছে, আমরাও চালাইব। পঞ্চ স্বরবর্ণেই ভাষা চালাইব, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে, প্রথমতঃ ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন ভাষা জানিতে হইলে, অগ্রে ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্বজাতীয় সাহিত্যের জন্য বিজাতীয় বর্ণমালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর দোষ রহিল কোথায়?

আর, যদি শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পঞ্চ স্বরাত্মক বর্ণমালাকেই যে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। পঞ্চভূতেই সকল পদার্থ নির্ম্মিত, অথচ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা বা ক্লেশ নাই; যে পাঁচ ভূতে উমেশ, সেই পাঁচ ভূতেই রামদাস,—তথাচ রামদাস শুইয়া আছে, তাহাকে উমেশের বসিয়া থাকার ব্যাঘাত নাই এবং উমেশকে চিনিয়া লইতেও কষ্ট নাই। যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বরধ্বনির প্রয়োজন, এই পঞ্চ স্বরেই আকৃতি, বিন্দু, মাত্রা ইত্যাদি দিয়া লইলে ততগুলি পৃথক্ স্বরই পাওয়া যাইবে, অথচ মূলে সে পঞ্চস্বর, সেই

পড়ে থাকই রহিয়া যাইবে। এ প্রকার বিচিত্র কৌশল আর কোথায় আছে? তবে কেন দেশীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব? বর্ণের দেশীয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, রাখিয়া দাও, কিন্তু দেশীয় মূর্ত্তি কখনই রাখা যাইতে পারে না। কোট্ প্যাণ্ট, পুনরায় তেঁতুলে বাগ্‌দীর সম্ভ্রম রেলওয়ে ষ্টেশনে যে দেখিয়াছে, ইংরেজী বর্ণমালায় সজ্জিত দাশুরায়ের পাঁচালীর গৌরব সে-ই বুঝিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা অবগত আছেন যে, "কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন।" তবে কি আর বর্ণভেদ রাখা শোভা পায়? আইস ভদ্রগণ, শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কল্কী অবতারের সহায়তা করি। কৃতকার্য্য হইলে আমরাও ক্ষুদ্র অবতার হইতে কেন না পারিব?

উপসংহারে আর একমাত্র কথা বলিব,—মুখে সকল বাঙ্গালীই পঞ্চশরের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করেন, ব্যবহারেও তাহার অনুগমন করেন; কিন্তু লিখিবার বেলায় এত স্বরবাহুল্য কেন? পুরুষের অনুকরণের জন্য বঙ্গবাসীর কি লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? [illegible] একমাত্র স্বর - অথচ সেই এক স্বরেই [illegible] [illegible] জগৎকে [illegible] আইস, [illegible] যত্ন করি, [illegible] পঞ্চস্বর অবলম্বন করি, ক্রমে আমরাও [illegible] অদ্বিতীয় হইতে পারিব।

[illegible], বাঁদর, [illegible], শিক্ষাবিদে অভ্যাস করিয়াও যাহারা [illegible] challian [illegible] করিতে পারিবে না, তাহারা [illegible] আমাদের [illegible] প্রতিভাশক্তি, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের [illegible] নিরস্ত হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি কখনও প্রকৃত উন্নতি হয়, যদি কখনও বঙ্গ-সাহেবদের [illegible] "[illegible] সেবা" হয়, তবে জানিবেন, যে আমাদের কর্তৃকই হইবে।

ক্ষেপা খগেশের টিপ্‌নী (১)।

১।—আমি ক্ষেপা, না, তোমরা ক্ষেপা? তোমাদের যদি ফুরসুৎ থাকে, [illegible] আমাকে দেখিয়া এক আধ-বার তোমরা হাসিয়া থাকো। অথচ মাথা মুড় কি [illegible] করিতেছ, কেন যে তোমরা সদা শশব্যস্ত, তার ঠিকানা নাই। আমি সারা দিন-রাত হাসি, তোমাদিগকে দেখিলেও হাসি, না দেখিলেও আপন মনে, মনে মনে হাসি। ক্ষেপা তোমরা, না ক্ষেপা আমি?

২।—উকীল দেখিলেই "হরি হরি বলো—হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে আমার ইচ্ছা হয়। উকীল হইলেই মানুষের আশা ভরসার, শিক্ষা-দীক্ষার, কার্য্য-বীর্য্যের অবসান হয়। একটি একটি উকীল হয়, আর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা গঙ্গা-

ধরাধরি করিয়া এক-এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া থাকে। মরণ নানা প্রকার, তাহার মধ্যে উকীল হওয়া এক প্রকার। পয়সা খরচ করিলে উকীলে কথা কয়, না করিলে কয় না। পয়সা খরচ করিলে কলেও শব্দ বাহির হয়, অর্গ্যানেও সঙ্গীত হয়।

৩।—বিবাহ আর শ্রাদ্ধ একই রকম জিনিষ। লুচি, মোণ্ডা, ধুম, ধাম, আদা খাওয়া দুইয়েই আছে। আর, শ্রাদ্ধের সময়ে টের পায় না—যার শ্রাদ্ধ, সেই; বিবাহের সময়ে টের পায় না—বর। যে শ্মশানে মড়া যায়, সেখানে প্রেতের অভাব নাই, যে বাসরঘরে বর যায়, সেখানেও প্রেতিনী অর্থাৎ পেত্নীর অভাব নাই। আমি এখন চিন্তা করিতেছি, বিবাহ করি কি মরি। এখন ঝোঁক বিবাহের দিকেই। তাতে বেঁচে মরা হবে।

৪।—লোকে পড়ে না, কেন না পড়িবার উপযুক্ত বই নাই। লোকে লেখে না, কেন না পড়িবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত বন্দোবস্ত আছে, তার মধ্যে এইটি আমার মনের মতন।

৫।—চাকরির বড় ভক্ত বলিয়া বাঙ্গালীকে অনেকে অভিসম্পাত করে, ঠাট্টা করে, গালাগালি দেয়, অথচ এটা বোঝে না যে, স্বাধীন কাজে অক্ষম বলিয়াই বাঙ্গালী চাকরির জন্য এত লালায়িত। স্বাধীন কাজে যে অক্ষম, তাহার কারণ এই যে, সকলেই চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত, সুতরাং কাজ শেখে কে, শেখেই বা কখন ?

৬—দেবতার কাজ অনুগ্রহ, কি, নিগ্রহ, তাহা বলিবার যো নাই। বৃষ্টির জলে কাহারও ফুটো ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও দেয়ালের জন্য কাদা করিবার মজুর-খরচ বাঁচিয়া যায়। হিন্দুরা বলে, রাজাও দেবতা।

৭—ব্যারাম হইলে লোকে যে চিকিৎসা করায়, তাহার কারণ এই যে, মৃত্যু আশ-ঙ্কার স্থলে ঋণ পরিশোধ এবং দান ধ্যান করিয়া পরকালের পথটা পরিষ্কার রাখাই সুবোধের কর্ম্ম।

৮—সে দিন যোগাচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন যে, সঙ্গে বিষয় আইসে নাই; সঙ্গে বিষয় যাইবেও না, অতএব বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করাই উচিত। যোগাচার্য্য এক ক্ষেপা, নহিলে এমন কথা বলিতেন না। বিষয় যদি সঙ্গে যাইত, অর্থাৎ আমি মরিলে যদি বিষয়ও মরিত, তবে বিষয়ের জন্য ইচ্ছা করিতাম না। কিন্তু বিষয় যে রাখিয়া যাইব! যাহা যাইবে তাহাই মাটী, যাহা রাখিতে পারিব, তাহাই ত আমার।

৯—সকলেই বলে সময় যাইতেছে, অতএব নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা অবৈধ। পাগল আর কি ? সময় কি একা যায় ? সকলকে সঙ্গে করিয়াই সময় যায়। তুমি যখন নিদ্রিত, তখনও তুমি সময়ের সঙ্গে যাইতেছ। বিশ্বাস না হয়, বরাবর ঘুমাইয়া থাকিয়া দেখ, তুমিও সময় মত মরিবে! যে বলে—সময় কাহারও হাত-ধরা নয়, সে মিথ্যা বলে; সময়ের সঙ্গে এত হাত-ধরাধরি যে, ছাড়াইবার যো নাই।

পাঁচুঠাকুর।

১০—মানুষ স্বভাবতঃ বস্ত্রচ্ছদ-বিহীন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই মনুষ্যের আদি বাস; ক্রমে সভ্যতব্য হইয়া শীতপ্রধান দেশে গমন করিয়াছে। অতএব যাহারা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহারা জানোয়ারবিশেষ।

১১—বৃহৎকাঠে দোষ নাই, তবে জাহাজে চড়িয়া বিদেশ গেলে জাতি যায় কেন? জাতি নাকি খুব পুরাতন প্রাচীন সামগ্রী, তাই বোধ হয় সমুদ্রের জলে নোণা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

১২—সকলেই যদি চিন্তাশীল হয়, আর সকলেই নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, সাহিত্য বিজ্ঞান লোপ পায়, পড়া শুনা কেহ করে না, অবশেষে সমস্ত লোকই মূর্খ হয়। নবদ্বীপে মূর্খ, গয়াতে ভূত—থাকার দরকার!

১৩—আমি প্রবৃত্তির দাস, নাকি, প্রবৃত্তি আমার দাস, তাহা আজিও স্থির করিতে পারিলাম না। ছানাবড়া দেখিলে, খাইতে ইচ্ছা করে, এস্থলে প্রবৃত্তি আমাকে চালিত করিতেছে; আবার সর্ব্ব-প্রথম ছানাবড়া যখন খাইতে হইয়াছিল, তখন প্রবৃত্তি [illegible] করিয়া লইতে হইয়াছিল, সেখানে প্রবৃত্তিই আমার দাস। কথাটা খুব শক্ত, কিন্তু তত দরকারি নয়। অথচ এমনি ভাবনা ভাবিয়া পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক আহার [illegible] ত্যাগ করিয়া থাকে।

খেপা খগেশের টিপ্‌নী (২)।

১—সব যাইবে, নাম থাকিবে। উত্তম কথা; কিন্তু পৃথিবীই যদি যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কি নাম থাকিবে?

২—বিচ্ছেদই স্বাভাবিক; আত্মীয়তা, সদ্ভাব, প্রণয় বা মিলন কেবল [illegible] অথবা কাজ হাসিল করিবার ফিকির মাত্র। পৃথিবীতে আসিবা মাত্রেই পরম [illegible] জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মরিবার সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ; আর এই দুইটিই স্বভাবসিদ্ধ কাজ! তবে, নাট্যশালার অভিনয় করিবার জন্ত যত যাহাই দেখাও আসলে সব ফাঁকি!

৩—বিদ্যা শিক্ষা এবং চৌর্য্যক্রিয়াতে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। পরের ধনে স্বার্থসাধন উভয় কর্ম্মেরই অভিপ্রেত। তথাপি যে, লোকে চোরের উপর এত রাগ করে, সেই জন্তই বিদ্বান্ অপেক্ষা অর্থশালীর সম্মান এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

৪—উপার্জ্জনের প্রধান উপায়, অনিচ্ছা প্রদর্শন। খাইতে বসিয়া আর লইব না বলিলেই, পরিবেষ্টা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আহার মানুষের [illegible] নাই

বলিয়া আমেরিকায় এক ব্যক্তি দিনকতক উপবাস করিয়াছিল; তাই দেখিয়া লোকে তাহাকে এত অর্থ দিয়াছে যে, এখন তিন পুরুষেও আর তাহার অন্নচিন্তা হইবে না।

৫—কৃষিজীবীদের ভূমির উপর বড়ই মায়া। যে কৃষিজীবী সে চাষা; চাষা বলিলে গালাগালি হয়, অসভ্য বুঝায়। পাছে কেহ অসভ্য বলে, এই ভয়ে অনেক লোক জন্মভূমির প্রতি মমতা প্রদর্শন করে না।

৬—যিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, সকলে তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। তবে যে এত রিফু করিয়া, ছেঁড়া খুড়িয়াও দর্জীর গৌরব নাই, তাহার হেতু এই যে দর্জী ধনবন্ত নহে, পেটের দায়েই অস্থির। বাস্তবিক যত প্রকার পাপ এবং যত প্রকার অপরাধ আছে, সমুদায়ের চেয়ে পেটের দায় গুরুতর।

৭—অবিশ্বাস যদি সংসারে এত অধিক প্রবল না হইত, তাহা হইলে লেখাপড়ারও এমন আদর হইত না।

৮—দোকানদার লোক অতিশয় মূর্খ। সে দিন একটু কাপড়ের দরকার হওয়াতে, আমি এক দোকানে গিয়া কাপড় চাহিলাম; দোকানদার আমার নিকট টাকা চাহিল। টাকা আমার নহে, কাহারই নহে, টাকা রাজার, সুতরাং আমি হাতে করিয়া দিলেও আমার টাকা দেওয়া হইবে না, এই কথা দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি টাকা দিতে অসম্মত হইলাম, কিন্তু তথাপি তাহার ভ্রম গেল না। এমন মূর্খের সহিত ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমিও আর কাপড় লইলাম না, রাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, রিপুদমনেই মনুষ্যত্ব; রাগ একটা রিপু। আবার দোকানদারের কাছে যাইব কি না, ভাবিতেছি।

৯—অগ্নিকে সর্ব্বভুক্ বলে, সেটা ভুল। জলে তেলে একত্রে দিলে অগ্নি তেলটুকু চুষিয়া লয়, জল পড়িয়া থাকে। অগ্নি সর্ব্বভুক্ নয়, সারগ্রাহী বটে।

১০—আপনার সুখ্যাতি আপনি না করিলেই অখ্যাতি হয়। তুমি একটি টাকা আমাকে দিলে, তাহার বদলে আমি তোমাকে সতেরো আনা পয়সা দিলাম। যদি চারি পয়সা অতিরিক্ত দানের কথা নিজ মুখে আমি বলিয়া দিই, তবে আমি সদাশয় লোক; যদি সে কথাটা না বলিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই বলিবে আমি বিষয়-বুদ্ধিহীন বোকা।

১১—মনের মত না হইলে সত্য কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। দুষ্টেরই শাসন করা বিধি, নির্ব্বোধের শাস্তি হইতে পারে না। কিন্তু চোর যদি বলে যে, আমি বোকা নহিলে চুরি করিব কেন, আর যদি চুরি করি, তবে ধরা পড়িব কেন? তাহা হইলে, কথাটা যদিও সত্য কিন্তু বিচারকের মনোমত হয় না, সেই জন্য তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, চোরকে দুষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এই হয় যে, যে আসল বোকা, সেই দুষ্ট, আর যে আসল দুষ্ট, সে বোকা প্রতিপন্ন হয়।

১২—যাহার যাহা নাই, সে তাহাই ভিক্ষা করে। কিন্তু কাণাতে চক্ষু ভিক্ষা করে না। সুতরাং জানা গেল যে, যাহা কিনিতে মেলে না, তাহা ভিক্ষা করিলে পাওয়া যায় না; সেই জন্য কেহ তাহা ভিক্ষা করে না। অতএব ভিক্ষা করাই ভুল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া আনাই কর্ত্তব্য।

১৩—বিদ্যাকে অমূল্য ধন বলে কেন? ঘরের পয়সা খরচ আর শরীর মাটি না করিলে বিদ্যালাভ হয় না। যদি বলো, মূল্য দিলেও অনেকে পায় না, তা এমন অনেক জিনিষই ত পাওয়া যায় না? বাজারে আলুর আমদানি নাই, তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, আলু অমূল্য ধন?

সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য।

(চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ হইতে উদ্ধৃত)

পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, অহং সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহার একমাত্র অধিকারী; তুমি অশিক্ষিত বর্ব্বর, তোমার এ সমস্ত গুণ না থাকা প্রযুক্ত তুমি নিয়ত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া যৎকথঞ্চিৎরূপে জীবন যাপন করিতেছ মাত্র। তোমার ঐশ্বর্য্য নাই, তোমার আধিপত্য নাই, তোমার গাড়ী ঘোড়া নাই, তোমার ঝাড় লাণ্ঠান নাই, তোমার এ সমস্ত কিছুই নাই, আমার আছে। তোমার সেই জন্য দুর্ভাগ্য, আমার সৌভাগ্য।

দেখ, আমি স্কুল কলেজে নাম লেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া এখন হাকিম হইয়াছি, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু উকীল হইয়াছেন। আমি মাসান্তে মোটা মাহিয়ানা পাইতেছি, আমার বন্ধু অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের সুখের সীমা কি? আমাদের এখন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কষ্ট নাই; পৃথিবী ভাসিয়া গেলেও আমাদের ভাবনা নাই। তুমি মনে করিতেছ যে, হাকিমকে ভূতের খাটুনি খাটিতে হয়, সকল সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; তুমি মনে করিতেছ যে উকীল পয়সার গোলাম, লাঙ্গুলে তৈল মর্দ্দন না করিলে ইহার দিনপাত হয় না, অতএব ইহাদের জীবন বড়ই দুঃখময়। কিন্তু তুমি বোকা, তাই এরূপ মনে করিতেছ। যদি সত্য সত্যই ইহা দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে চাকরির জন্য দেশ শুদ্ধ লোক লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত না। ওকালতির আশায় মাথা কুটিয়া মরিত না। বাস্তবিক তুমি যাহাকে, নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু কষ্ট মনে করিয়া থাকো, তাহা সৌভাগ্য, ভোগের উপাদেয় চাটনি মাত্র, তাহাতে সৌভাগ্যের সুস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্তেও

বিশেষ কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। আমরা পরীক্ষা দিয়া উপাধি হাসিল করিয়াছি সত্য, কিন্তু যে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছি, প্রতি মুহূর্তেই তাহার শিরাচ্ছেদ করিতেছি; যে গণিত ইতিহাস বিজ্ঞানে পরীক্ষককে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীগঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি, অথচ পক্ষান্তরে মাতৃভাষার পদসেবা আমাদিগকে করিতে হয় নাই, মাতৃভাষাও সাহস করিয়া কখনও আমাদের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে নাই। সুশিক্ষিতের প্রধান সুখ—স্বাধীনতা, আমরা অহরহঃ সে সুখ ভোগ করিতেছি।

আমরা যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করি, তখন খানসামা তেল মাখাইয়া দেয়, খানসামা স্নান করাইয়া দেয়, খানসামা কোঁচান কাপড় পরাইয়া দেয়; আমরা জড়ভরতের মত কেবল সুখেরই অনুভব করিতে থাকি; হস্তপদাদির পরিচালন মাত্র করিয়াও সহজে সুখের জীবন বিড়ম্বিত করি না! অপরাহ্নে আমরা যষ্টি-হস্তে ভ্রমণ করি, সে বায়ুসেবনের জন্য; সন্ধ্যার পর পাঁচজনে একত্র হই; সে মদমত্ত হইয়া খোশগল্প বা খেমটানাচের জন্য। আহার বিহারের জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না, আমরাও ভাবি না। পড়া শুনা আমাদের আর করিতে হয় না, আমরাও করি না। দেশের দুঃখে আমাদিগকে দেখিতে হয় না, আমরাও দেখি না। দেশের কথায় আমাদিগকে থাকিতে হয় না, আমরাও থাকি না। এখন আমরা কেবল খাই দাই, নিদ্রা যাই, প্রবৃত্তি হইলে প্রকৃতির জল্পনায় কাল কাটাই। বাস্তবিক আমাদের কোনও বালাই নাই।

কিন্তু অশিক্ষিতের দুরবস্থা দেখ। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিয়তই পরের অধীন! যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, সে পেটের দায়ে অস্থির। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দুর্ভাগা মনুষ্য মাটি কাটিয়া, বা অন্য প্রকারে খাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া থাকে। অহো! কি বিভীষিকা! এ সকল লোকের মরিয়া যাওয়াই উচিত। ইহারা নাকি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন, সে জন্যই বোধ হয় এ জীবনভার বহন করিয়া থাকে।

আর একপ্রকার অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, যাহারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দেশ দেখিয়া থাকিলেও, বিন্দুমাত্র শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগকে অৰ্দ্ধ শিক্ষিত বলা যায়। ইহারা ইংরেজী পড়িয়াছে, সে নাম মাত্র,—কারণ ইংরেজীতে ভুল করিয়া পত্রাদি লেখে না, অথচ শুদ্ধরূপে লিখিতেও পারে না। এরূপ শিক্ষা কেবল শর্করবাহী বলীবর্দ্দের ভার-বহনরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। অধিকন্তু ইহারা দেশীয় ভাষার চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভের ফল হইতে বঞ্চিত থাকে, এবং তদ্ধেতু স্বার্থের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। ইহাদের শুভ পরিণামের আশা সুদূরপরাহত।

সাধারণতঃ উভয় দলের অশিক্ষিত ব্যক্তিরই এই এক ভয়ানক দোষ আছে যে, ইহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, পরের অপেক্ষা না করিয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। ইহাদের মনোমধ্যে একটা চিন্তার উদ্রেক হইলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত করে, নহিলে কোনও প্রকার মীমাংসা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভাব নানা প্রকার। আমরা সময় বুঝিয়া সাহেব সুবার সেবা করি বটে, কিন্তু আত্মার যাহাতে তৃপ্তি নাই, এমন কার্য্যের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করি না। আমরা শরীরের সেবা করি, মনের সন্তোষ বিধান করি, বাক্যের সার্থকতা করি, অর্থাৎ যাহাতে বাক্যে অর্থাগম হয়, তাহার চেষ্টা করি। আমরা সুশিক্ষিত সুতরাং বুঝিতে পারি যে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

—আমরা চুলে পমেড, গায়ে জামা, পায়ে বুট, হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি সযত্নে সকল করিয়া সম্মানের সংযোগ করিয়া লই। কিন্তু অশিক্ষিতগণ পরের জন্যই সদা ব্যস্ত; তাহাদের পরকাল অনিশ্চিত, ইহকাল খাঁটি মাটী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্বজ্জন সমাগম (১)।

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ, সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎ-মণ্ডলী, যেখানে এক-প্রাণ বন্ধুজনের সমাগম, সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগা;—তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই, তাহার স্বর্গ লাভ কখনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিলেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি?

যিনি কমলার কৃপাসত্ত্বেও ভারতীর (২) চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানবজন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য; তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্য-প্রভা (৩), যেখানে মূর্ত্তিমতী প্রতিভা, (৪) যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ-শোভা—সে যদি স্বর্গ না হয়, তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং মানব-স্বর্গেও তিনি ইপ্রস্থ করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন-সমাগমে তিনি মর্ত্ত্যের পরম সুখ

---

(১) বিদ্বজ্জন সমাগম—এই নামে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর-পরিবারে একটি সাহিত্যিক সম্মিলন খুব সমারোহের সহিত হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩) ঐ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রী সকলেই ঠাকুর পরিবারেরই লোক।

(৪) প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয়, তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন; অজ্ঞান-তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্বরূপ এই লৌহলেখনী দ্বারা তদ্‌বৃত্তান্ত বিবরিত হওয়া আবশ্যক।

যেখানে সমাগম, সেইখানেই সভা; যেখানে সভা, সেইখানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, (১) বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য! মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী (২) প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিধানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ন (৩) রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া শব্দশাটপটাবরণে সভার [illegible] বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শীতল (৪) ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন। পাছে এত শোভাসমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেইজন্ত নেত্ররোগ-ধন্বন্তরিও (৫) নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ত্রুটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভাকরাদি (৬) নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপগ্রহ, কুলাচার্য্য ভাবিনের পরমপূজ্য স্বকুভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন নাই। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীয় অক্ষয়চ্ছায়া (৭) স্থুল স্বর্গের অপ্সরাস্থানীয় হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা; এমত অবস্থায় সুকণ্ঠ সঙ্গীত এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত, আইস ভাই, প্রবন্ধশেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

---

(১) তাৎকালিক খুব বৃদ্ধ Reverend K. M. Bannerji.

(২) সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

(৩) তাৎকালিক রসায়নাচার্য্য রায় কানাইলাল দে বাহাদুর।

(৪) লাহোরের "Tribiune" পত্রের শীতল বাবু।

(৫) সেকালের সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায়। ইনি [illegible] ছিলেন।

(৬) 'নববিভাকর' পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি।

(৭) 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গোরাচাঁদ।

(ঐতিহাসিক নবাখ্যান)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা।

নব বিধানের ব্রহ্ম-তেজ শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবার্টের মধ্যম পৌত্রের প্রপিতামহী জন্মভূমি হইতে অপ্রকাশ্যনামা বন্যজন্তু আনাইয়া জীবতত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেছেন দেখিয়া, বিরাট লাট-রাজপ্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্য্য ভূমিতে একটি কাবুলী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুচারুরূপে তাহার সেবা পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এবম্বিধ নানাবিধ ঐতিহাসিক ব্যাপার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈসর্গিক নিয়মাবলীর আনকলত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সময় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শত একাশীতিতম অব্দের প্রথম এপ্রিল দিবসে বেলা ছয়টার পর গোরাচাঁদের বাড়ীতে ভরপুর মজলিশ জমিয়া গেল।

কোমলপ্রাণ পাঠক! বীরপ্রসবিনী পাঠিকে! প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। যখন বিষয়ে যোগ্য সন্ধান করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থ আরম্ভ করে, সুতরাং আমার জোয়ারের মুখে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি পাঠক মহাশয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যের— পাঠিকা ঠাকুরাণীর গুরুজন ভক্তির দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব, অতি প্রাঞ্জল নির্ম্মল ভাষাতেই লিখিব। দন্তহীন ব্যক্তির স্বাদবোধ অল্প; সে জন্য গোড়াতে একমুঠা একমুঠা চালভাজা ছোলাভাজা দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র,— আতা, নাসপাতি কোথায় পাইব? যদি অঙ্কুরেই অপ্রীতি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার এ ভুনির দোকানে যাহা কিছু আছে, সকলই দেখাইব।

বাগবাজারের ঘোষপাড়ার একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যদেব অদ্যকার মত রাত্রিবাসের জায়গা খুঁজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছের পশ্চিম দিকের পাতাগুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল। পূর্ব্বদিকের পাতাগুলার স্বভাব কিছু নম্র, আস্তে আস্তে অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ম্লান মুখে তাহাদিগকে হাসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবিকল্পনা; লেখকের বর্ণন শক্তির পরিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে :

যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তরদিকে ইটের প্রাচীর, তাহার উপরেই

গলি, তাহার পরেই দরজা দিয়া উত্তরমুখে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের বাড়ী। বাড়ীর বর্ণন করিয়া আর কষ্ট দিব না, ফলে বাড়ীখানা দুমহল। নির্ভয়চিত্তে আমার সঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্বদ্বারী একতালা ঘরের দরদালানে পাড়ার মহিলাগণের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে গিয়াই বর্ণনকণ্ডূয়নে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী, শামী, অলকা, তিলকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, স্বর্ণমণি, হেবোর মা, পুঁটির মা, খোকার মা, প্রভৃতি ছোট বড় মাঝারী বয়সের বিস্তর মহিলা সেই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আছড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আর ঘোমটা টানিয়া,—নানাভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা দুয়ারের শিকলি ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর করিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির রিং আঙ্গুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্ক হইয়া,—কতজন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন, কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন, কেহ অপরের নূতন গহনের বেশ-বিন্যাসটা সপ্রণালী মৌনসমালোচনা করিতেছেন; কেহ বা গোরা-চাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা, নানারকমে নানাজনে কথা কহিতেছেন। হাসির উপদ্রবে নিন্দের কাঙ্‌নায়, পরামর্শের গম্ভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এমনতর একটা গোলযোগ সেখানে হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত বিষয়—গোরাচাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা।

যশোহর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে অপ্রসিদ্ধ-নাম এক পল্লীগ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ী। নাম বসুমতী। নামটা উনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া, গোরাচাঁদ স্বয়ং উত্তমার্দ্ধকে বিকল্পে বসন, বসনী বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ-গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্য্যন্ত খুব কাল নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সম্প্রতি ডেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোট; চক্ষু দুটি ডাগর, কিন্তু কোলে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল দুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাতলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে উঠে। এ হেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা সেই মজলিশে বসিয়া আছেন, কদাচ দুই একটী কথা কহিতেছেন। কিন্তু এত গোলে তাঁহার কথা ধরা যাইতেছে না। যাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা

নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট; সুতরাং বসুমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

গোরাচাঁদ বাড়ীতে ছিলেন না। "স্ত্রী উত্তোলনী" সভার অদ্য বিশেষ অধিবেশন। সুতরাং সভাপতি গোরাচাঁদ বেলা একটার সময় সেইখানেই গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়ীতে এ মজলিশ বসিবে, তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড় ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ী আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম, পঁচিশের উপর পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত। কেবল এক বুড়ী মা বাড়ীতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স চল্লিশের নীচে রাখিতে পাড়া-প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,—(ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ পরিপুষ্ট-আকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোণ ললাট, স্থূলনাস, প্রবল হনুযন্ত্র, বর্ত্তুলাক্ষ, গুম্ফবিভীষিত, নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু-শোভিত চিবুক, মস্তকে ধূসর কাশ্মীরার ক্যাপ, গলায় জানুস্পর্শী লম্বা কম্ফর্টার, আধ-চীনে-আধ-বিলাতী কালো আলপাকার কোট এবং সাদা জিন্ কাপড়ের পেণ্টুলন পরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবলসোল জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসন) কাতর মুখে, কাতরভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া গৃহিণীকে কিছু না বলিয়া এবং কোনও জিজ্ঞাসাও না করিয়া গোরাচাঁদ নিকটবর্ত্তী হইয়া বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্তবলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না-ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র-পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বামহস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন,—"যাও, তোমার রান্না ঘরে যাও—কর্ত্তব্য পালন আগে; বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর। কটা হয়েছে?—হয় নাই

ভাল হয়েছে ?—হয় নাই ; চাকরি হয়েছে ?—হয় নাই ; বাড়ী ভাড়া হয়েছে ?—হয় নাই ! আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ কর্‌তে এলে। ছি। ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্য্যন্ত। আপনা-আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"মা মনে করে যে, মা হ'লেই বুঝি সাত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ ক'রে, কোথায় ছুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন তুষ্ট কর্‌ব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ কর্‌ব, না বুড়ী এসে সুমুখে দাঁড়ালেন। এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই ?'

মা থতমত, ভীত, সঙ্কুচিত। বলিলেন—"না বাবা, এই বৌমার অসুখ ক'রেছে, তাই বল্‌তে এলুম, বলি যদি কারুকে ডাক্‌তে টাক্‌তে হয়' তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। 'তা হ'লে আমার কি ?—যাও, খাম্‌ বিরক্ত করো না।"

'আহা পরের জন্তে বাছার আমার আহার-নিদ্রে নেই। খেটে খুটে এয়েছে'—বিড় বিড় করিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্ত্তব্য পালনের স্থান রন্ধনশালায় প্রস্থান করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অসুখ হয়েছে ? কি অসুখ, বসন ? তোমার অসুখ করেছে ? তোমার ?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন, খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ন-নদের পঙ্কিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল। "তোমার বসীর কি হয়েছে, তা কি তুমি জান না ?" স্বল্পভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধসূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতে-ছিলেন, খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"আমি ত জানি না যে, তোমার কোন অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জানলে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক ? তোমার জন্ত আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র তন্ন তন্ন ক'রে তোলপাড় কর্‌তে পারি, স্বর্গ মর্ত্ত্য আন্দোলিত কর্‌তে পারি—আর, আমার সেই বসনের, আমার হৃদয়ের বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মত শীতল, অচলভাবে বসে' থাকব, এও তোমার বিশ্বাস হয় ?"

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক। এখন এই যে প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্য-

উদরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন—"আজ বুঝি আমার ছেলে হবে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। "এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী। "দত্তদের বাড়ীর মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার আরও ভয় হচ্ছে ওমা! তা হ'লে আমি কি ক'র্ব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ীর মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে; তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি না, বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কিনা; যে জন্য, যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য-সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না—এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তা[illegible] শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্লভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—

"বেশ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বলছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমায় কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব ক'র্ব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খাও দাও সেরে ঘুমোও গে। আমি এইবার, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রৈল।"

বসুমতী অবাক্!

"সে কি? তুমি প্রসব করবে কি? [illegible] যদি হয়, তবে আর ভাবনা কি বলো?"—অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা কয়টী বলিল।

"না যদি হয়?—কেন না হবে? [illegible] হতেই হবে। তুমি যেটা অসম্ভব [illegible] ক'রছ, সেটা আমার মতে একটুও অসম্ভব নয়।—হাঁ আমি স্বীকার করি যে, এ পর্য্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কু-অভ্যাস। আগে রেলের গাড়ী ছিল না, তাই বলে কি রেলের গাড়ী হল না? আগে কেবল পুরুষেরাই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া ক'রত—এখন কি তা উল্টে যায় নি? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু-সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি [illegible] ছাড়তে হয়, [illegible] ছাড়তে হয়—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি [illegible] গিয়ে বাড়ী করব, সেখানে নিজে প্রসব ক'রে তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিকে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।"

এরূপ বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের প্রলাপ শ্রবণে গোরাচাঁদের মা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের এক গোছা চাবি উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই।

বাস্তবিক সদ্‌বক্তার, সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণই এই ; [illegible] হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি ? অসাধারণতা কোথায় ?

অনেকক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চটকা ভাঙ্গিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন যে, আপনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধবক্তা ;—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ী, জনতাই তাঁহার অস্থি-মাংস। মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ, সুতরাং গোরাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত-বদনে হতবুদ্ধি জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি" —বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোকসমুদ্রে নয়ন সঞ্চালনপূর্ব্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কিনা। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা ! যেহেতু, সংবাদপত্রের সম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই, শিয়রে সময়মত ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোণার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়।

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন এবং কাতরভাবে—"মাগো মরচি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুল-ধর্ম্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটি নাই। এবং গোরাচাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটা প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনুপস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর উপর গোরাচাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু ! আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোরা আপনার নাক কাটিস্, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সৎকার্য্যে যোগদান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ ক'রে, আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাসা দেখ্‌তে এয়েছেন,—আমার—চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ কর্‌তে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ী থেকে ! বেরো, বলছি বেরো। এক্ষণি বেরো ! নইলে এক এক কিলে তোদের নাক ভেঙে থেঁতো ক'রে দেবো, জানিস্ নে ?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাঁদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বসন! এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা ক'রছি, তুমি আমাকে প্রসব ক'রতে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর। পূর্ব্ববৎ এ পাশ, ও পাশ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ"—বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোরাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীর দুরভিসন্ধির প্রতিবিধান কল্পে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মত বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অবধারণ করিয়া সভার কার্য্য-বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাঠক-পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।]

তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুকাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সঙ্কুচিত হইয়া, বালুকারাশি মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু,—জন-স্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকারাশি যে কোন পদার্থের উপমান, তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথাও একখান ভাড়াটে গাড়ী ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দসহকারে মৃতপ্রায় অশ্বযুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বয়ও প্রাণের দায়ে একমনে এক ভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড় ভয় করে; রাত্রিকালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে জোরে দৌড়িতে পারে না, থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার অবস্থাও সেইরূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া আড়ারিয়া লাঠীন হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটী পরমতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক—সার্জ্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর—একটা চোর কিম্বা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়।

যাহারা পাখা টানে আর যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল একত্রে রক্ষা করে—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ তোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিম্বা দোতলার উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় শব্দে নেশায় তবুদ্ কলিকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকব না। গোরাচাঁদ নাকি সভাস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা সেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতশ্বাস হইয়া এইখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহত; সঙ্কল্প অটল, সাহস দুর্জ্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

শ্রী উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ী গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভাতলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক বিতণ্ডা—কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখা-মন্দির (১) যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনমতেই নয়। আপনারা এইস্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, উপরে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না; ফল কথা, আমি সে কার্য্যবিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

(১) অগ্নিশিখাকার স্তূপ Egyptian Pyramid.

স্ত্রী-পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্ত গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন। যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল। একটু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়ের পূর্ব্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্ব্বলতা, অসম-সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে। অন্ততঃ এখন এখানে না বলিলে চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস (১), রথ্যা অবলম্বনে বাটী যাইতেছিলেন। তাহাতে স্কীয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আমার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জ্জাপুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই ধড়াচূড়া-বাঁধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ী ভাড়ার পয়সা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিতাম না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, একরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না; তাই বলিয়া অন্তরের তরঙ্গ-বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলমল যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে একটু একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গীসমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বাম করতলে দক্ষিণ করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এক পার্শ্ববর্ত্তী পাদপথ হইতে অপর দিকের পাদপথে, আবার এধার হইতে ওধার—বার বার গোরাচাঁদ এ প্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থিরমতিতে পদবিক্ষেপ অস্থির হইয়াছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা

---

(১) Cornwallis Street,

চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গ মশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, গোরাচাঁদ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গ মশালে"র বাড়ী যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত; আবার মনে করেন, "বঙ্গমশাল" হয় ত এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন—আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দু পা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখান-কার সেইখানে পা থাকিতে দেহপ্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলতঃ গোরাচাঁদের সেই আপাতদৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গ মশাল"। "বঙ্গ মশাল" যে বঙ্গদেশীয় বঙ্গভাষা-বিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত জগদ্বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এ কথা যে না জানে,—মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গ মশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—বৃথা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোকস্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত-নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড় উত্ত্যক্ত করিতেছেন, যশোদামাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন ইঁদিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না। এখন এই "কোম্পা-নির" মুল্লুকে আমার সাম্‌নে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটী তুলিতেন, অমনি খপ্‌ করিয়া—ভাবনাবাননিমগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে দৈবের বিচিত্র সমাবেশ, গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাত-খানির প্রান্তদেশে উপস্থিত। সুতরাং সংস্পর্শ; ফল, উভয়েরই ধ্যানভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে বড় বড় দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই; সুতরাং 'কিষণজী' ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে "শ্বশুরা" বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু বলিল—"শ্বশুরা"। গোরাচাঁদও "বঙ্গ মশাল" ভাবিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হায়"। চিত্তবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি; শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি; এ না কি নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্ব্বে কেবল "শ্বশুরা" বলিয়াছিল, এখন বলিল—"শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্যা গোরাচাঁদের

মুখে "হুও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়া সর্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহারাওয়ালা; ক্রমে রীতিমত ঘরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ—"পাকড়ো চোর—মাড়োয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়। সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভা সংশ্রব, সভা হইতে একাকী প্রত্যাগমন ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমত নয়,—জ্বরের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত বেগবান্ হইতে পারে না, তবু দৌড়। ভ্রম বশতঃ দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রম বশতঃ দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইঁহারা দৌড়ুন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এখন নিতান্তই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি। এখন একমাত্র আমার দয়ার উপর নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের করকবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কাঁদিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোওয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থিভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভালবাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া 'এই ফেলি, এই ফেলি' করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন; বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুঞ্জাইয়া আশায় সুখপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার অন্তঃপুরের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগরজলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্রলোকের মত সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারের এই রীতি। একেবারে আছে বলিয়াই এই কাঁদানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত পাহারাওয়ালা-তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন অথবা বিপদ্-প্রশান্তমহাসাগরে সন্তরণলীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলা-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন; পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্যই বলিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার মরণ-বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার বিশ্রাম লভিব আপনারা ভাবিতে থাকুন।

দিশাহারা।

"তুমি কার কে তোমার, কারে বলো রে আপন ?"—

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। "সাধারণী" একবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল,—

"আমি তার, সে আমার, তারে বলিরে আপন।"

সর্ব্বনামে "সাধারণী" সন্তোষ হয় ; পঞ্চানন্দের হইবে কেন ? তাই এ কথাটা তোলা গেল।

তুমি গড়িয়াছ গির্জ্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির। দাঁড়াও পুলপিটে, বলিয়া থাক সেটা বেদি। যীশুখৃষ্টের নাম গাহিয়া তুমি পাদরি ভুলাইয়াছ। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ। খোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ। আবার-শঙ্খ-ঘণ্টা-হুলুধ্বনি দিয়া নববিধানের [illegible] বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু-কুলবধূর মন মোহিত করিয়াছ! বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার, আর তোমারই বা কে ?

তোমার চক্ষে সোণার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া। পদ্মকুটীর-অট্টালিকায় (১) বাস করিয়া তুমি সন্ন্যাসী। স্ত্রী-পরিবারে বেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী। কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগসাধনে নিমগ্ন। রেলের গাড়ীর গদী মোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী!—বাবাজী, সত্য বলিতেছি তোমাকে চিনিতে পারিলাম না, সেই জন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"তুমি কার, কে তোমার ?"

সামাজিক নিয়মসমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই জন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে ? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল ? আর [illegible] করিয়া আরও একটা ভাঙ্গাদল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আটি করিয়া [illegible] বলো দেখি বাবাজী, তুমি-বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মতলবটা বা কি ?

তুমি পৌত্তলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অথচ তোমার কর্ম্ম [illegible]

---

(১) Lily Cottage

তাহাতে বাবা ভগবান্, মা ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ আছে; ভগবানের পদ্ম-আঁখি, রাঙ্গা চরণ আছে। তুমি মুসলমান, তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মহম্মদের কাছে তোমার তীর্থভ্রমণে যাওয়াটুকু আছে। তুমি খ্রীষ্টান নও, কিন্তু খ্রীষ্টান পুরাণের ব্রত-পর্ব্বের অনুষ্ঠানে তোমার ত্রুটি দেখি না। কত বলিব? আমি হতভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশাহারা করিলে।

তোমাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয় হইয়াছে। ভয় হইয়াছে বলিয়া একটা অনুরোধ করিতে চাই। সুলভ সমাচারে দেখিয়াছি, তুমি নববিধানে "সীতা" উদ্ধার করিয়াছ। এখন অনুরোধ এই,—প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নববিধানে যেন লঙ্কা-কাণ্ডটা আর করিও না। কথাটা রাখিবে?

আমি কে, আর, আমি কার?

[বেকার লোকের লেখা।]

এই প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু মৌন সম্মতি লক্ষণ; আমি উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বিল্ববৃক্ষবিহারী মহাপুরুষ ব্রহ্মদৈত্যেরা দৈত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখেই প্রকট হইয়া থাকেন, কিন্তু অদ্য স্বয়ং মহাপুরুষই কথা কহিতেছেন।

আমি কার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই,—আমি সকলকার। আমার মনে বিকার নাই, তাই কেহ কেহ আমাকে নির্ব্বিকার বলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবিহারীর মত আমি সখী সখা, পিতা মাতা সকলকার। আমি সখা মজুমদারের (১) দারী, ভ্রাতা, কোকিল বিহারীর (২) হস্তের ছড়ি, কন্যা রাজনারীর পরম হিতকারী (৩) এবং 'কমল-কুটীর'বাসিনী গৃহিণীর জীবনবারি। আমি কাঙ্গাল এবং ধনীর, মূর্খ এবং জ্ঞানীর। আমার চক্ষে শ্বেত কালো সমান, শিখাশির ব্রাহ্মণ এবং শ্মশ্রু-অধর মুসলমান আমার উভয় তুল্য। কি উচ্চ কুচরাজ, কি ঝামাপুকুরের ব্রহ্মমন্দিরের মস্তক, কি কমলকুটীরের প্রাচীর, আর কি খানিটোলার গাছঘর, আমার চক্ষে ইতরবিশেষশূন্য। বিশুদ্ধ শ্বেত স্ফটিক রচিত নয়নাবরণ মধ্য দিয়া আমি সকলি শ্বেত নির্ম্মল দেখিয়া থাকি।

আমি কে? আমি কে? আমি সব। আমি চন্দ্র, আমি পাপবৈদ্য। আমি ধর্ম্মধ্বজী—ধর্ম্মযুদ্ধে সেনানায়ক, আমি মহাসেন। আমি নিদানে; আমি মোক্ষ-মুক্তি-প্রদানে; কেবল কন্যা সম্প্রদানে শালগ্রাম দেখিয়া এক্ষণে নববিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

---

(১) ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

(২) কৃষ্ণবিহারী।　　(৩) কাজেই।

আমি সুন্দর গৌরাঙ্গ। বঙ্গে কত রঙ্গ করিলাম তাহার সীমা নাই। আমি যোগী [illegible] চক্ষে সন্ন্যাসী—সহধর্ম্মিণীর অগ্রে রাসরসিক এবং জামাতার অগ্রে রাজসচিব। [illegible] সকলে এক চক্ষে দেখে না। ভাবুক ভেদে আমার অনেক রূপ। [illegible] কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মত চতুর মনে করেন। কার চিত্ত শ্রীবাসের তুল্য [illegible] আমাকে অধমতারণ জ্ঞান করেন। কথাই আছে "মতি কি মন", [illegible] মাথা তত মত—কাজেই আমার সম্বন্ধে নানাবিধ কথা উঠিয়া থাকে। কিন্তু [illegible] আগে যেই, আমি পরেও সেই, আমি কিছু আর এই নয়। আমি মন্দিরে, [illegible] মসজীদে এবং লোকের মনে। আমি খোল করতালে, খঞ্জনী এবং হারমোনিয়মে। আমি আর কত বলিব, আমিই কলিকাতায়, আমিই শিমলায়, আমিই মুঙ্গেরে, আমিই গাজিপুরে, আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বগামী এবং ছেলে বুড়ো সকলের অন্তর্যামী।

কলিকাতার সিঁদুরে পটী (১) আমার আদ্যলীলার স্থল। শ্বেতাঙ্গধাম [illegible] সিন্ধুপার তামসতীরে (২) আমার মধ্যলীলা হয়। আর শেষ লীলা এইক্ষণ শিবা[illegible]দহ (৩) সন্নিকট—ললিত গৃহে।

আমার প্রথম লীলার পারিষদ দ্বারকানাথ-সুত দেবেন্দ্র দেব। দ্বিতীয় লীলার পারিষদ অনেক—দেশী এবং বিদেশী। তন্মধ্যে সাহেব জনসাবই অতি প্রধান ছিলেন। আর এই শেষ লীলায় ত্রৈলোক্য (৪) শুদ্ধ অনেক বয়স্ক এবং শিষ্য।

পূর্ব্বে আমি বক্তা হইয়া বায়ুর দ্বারা জীবের ধর্ম্মায়ুর মঙ্গল সাধিতাম। এক্ষণে বায়ু ছাড়িয়া অন্যতর ভূত, জলের (৫) আশ্রয় লইয়া তদ্দ্বারাই শান্তির কার্য্য সাধন করিতেছি। মস্তকই কুলকুণ্ডলিনীর বাসস্থল, তাই লোকের মস্তকে জলসেচন আরম্ভ করিয়াছি; আর যেমন চিকিৎসকেরা এলোপেথি ছাড়িয়া হুমোপেথী এবং হাইড্রো পেথী ধরিয়াছে, আমিও তেমনি আত্মার রোগ সম্বন্ধে জলসেক জলপড়া অবলম্বন করিয়াছি। জাহাজে ইংরেজ এসে গঙ্গাজলকে অপবিত্র করায়, আমি আমার [illegible] কুটীরের পুষ্করিণীর জলের আশ্রয় লইয়াছি। দেখা যাক, এই ধর্ম্ম—হাইড্রোপেথির কত দূর কার্য্য হয়!

---

(১) এখানে কেশব বাবু প্রথম বক্তৃতা করেন।

(২) যৌবনে মধ্যবর্ত্তী কালে তিনি বিলাত যান এবং বক্তৃতা করেন। তামস—[illegible]

(৩) শিয়ালদহ।

(৪) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, যিনি কেশববাবু কর্ত্তৃক চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে [illegible] হইয়াছিলেন।

(৫) যীশুখৃষ্টের জলাভিষেক অভিনয়ে কেশববাবু দিন 'কমল-কুটীরস্থ' পুষ্করিণীতে [illegible] সংঘটিত হইয়াছিল।

মান।

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম, এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশ স্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার মান! ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছাড়ি ছাতি, তেমনি মান;—দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া, তাহাও নয়, টাকা কড়ির ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই;—এ, ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয়, বুদ্ধিহীন শঠের কথা: যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল মান হইবে: তবে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে ত কেহ বলে না যে, না ভাই তুমি সুখতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে; আর মানের অভাবে;—কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্বোধের কথা বলিতেছিলাম: ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাঁটি জানিবে, বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়। হয় সে মানের দালাল, বায়নাদার খুটিলেই তার লাভ, নয় ত সে কোন দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বায়েনগিরি ধরিয়াছে, তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার—চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যবসা। আর, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন-মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়। নির্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি, আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া

দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এ কথা কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী, আভাস পাইবা মাত্র কাকের পালের কলরবের(১) মত এখন এই রবই উঠিতেছে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান। কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্ব্বত্রই সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই মান, বড় মান, খুব সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না,—তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত—" সম্বোধন করে, তুমি তখন মনে করিতেছ সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই। কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্নচিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাত ছাড়া করিও না; বুঝিলে ত? তোপ (২) আরিলেও—না; আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ। সেইরূপ আঁখর (৩) দিয়া বলিলেও ভুলিও না; কীর্ত্তন গাইবার সময় আঁখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান। তুমি আপনাকে আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা। তাহাতে তোমার অন্ত বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজা পুরী চাই না। চাই কি, ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও কর্জ্জ করিতে পার। আবার সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ভিয়াব লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও ত মান। আর যদি সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি? তোমার নেশা ছুটিলে, চোখ ফুটিলে দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে, সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙ্গা হয়, ধোপাকে ভার দিও, সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ, চরিত্রদোষ, সকল দো

---

(১) কাকগুলা কি গরু? যে কাকের পাল বলা হইল? আমাদের ছোটা রসিকের আর বাঁধুনী যেমন, ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধুনীটা তেমন নয়। —শকানন্দ।

(২) মানের পরিবর্ত্তে সরকার হইতে নির্দ্ধারিত তোপের সম্মান পাইলেও।

(৩) আঁখর—আক্ষরিক সম্মান, যথা—সি-আই-ই ইত্যাদি।

ধুইয়া দিয়া, তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্ম্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে; আর ধোপা ত দু পয়সার চাকর! মানের জন্ত আবার ভাবনা?

বাঙ্গলা দেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না; সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে, কায কি বাপু সে কথায়? এখন এই উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার যদি গাড়ি ঘুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ ছড়ি, চশমা দাড়ি, সমস্তই থাকে, তাহা হইলে কাল আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজ খবরে দরকার কি? বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই, বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালী ত অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"—যে জাতির ইষ্ট মন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান হয়?

বাস্তবিক মানের জন্ত ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান আমারও নয়; মান যারও না। ফল কথা, মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার তখনই তার মান। মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই তখন মানের জন্ত প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া দূরে থাকুক, এমন যে ফক্কিকার জিনিষ ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালে ভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি দুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায়, ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ বস্।

ঠাকুরদাদার কাহিনী।

এক থাকেন রাজা, তিনি খান দাজা, বাস করেন আমড়ার বাগানে। কোঠা-বালাখানা, বাগ-বাগিচা, দীঘী-পুষ্করিণী, হাতী-ঘোড়া, গাড়ী-পাল্কী, লোক-লস্কর—এ সব যে কত তা বলিয়া ওঠা যায় না। রাজার ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার। ফল কথা, ভূভারতে এমন রাজা আর ছিল না।

রাজা বয়সে যেমন নবীন, জ্ঞানে তেমনি প্রবীণ। রাজা হইলেই তার যেমন সুয়া দুয়া দুই রাণী থাকিতেই হয়, এ রাজার তা ছিল না;—এক রাজপাটে এক পাটরাণী। এখন রাজরাণী হওয়া নাকি খুব জোর কপালের কথা, তোমার আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, এই ভেবে রাজা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পারিষদবর্গ একদিন বিকাল বেলায় দেখে যে, ফুলবাগানের পদ্মপুকুরের পাথর-বাঁধা ঘাটে ধ্যানাসনে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, বিমর্ষভাবে রাজা মৌনী হইয়া রহিয়াছেন।

পারিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ, চুপি চুপি পা টিপে টিপে, গেল, ঠিক [illegible] রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া চুপ করিয়া দুই হাতে রাজার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। [illegible] তখন একমনে ভাবিতেছিলেন, আৎকে উঠিলেন, পারিষদ তবু চক্ষু ছাড়িল না। [illegible] কাজেই রাজাকে পারিষদের হাতে হাত বুলাইয়া দেখিতে হইল, লোকটা কে? [illegible] বুলান শেষ করিয়া, একটু রাজহাসি হাসিয়া রাজা বলিলেন—ঠাওরাইতে পারিলাম না।

তখন সেই হাতের মালিক ফিক্ করিয়া একটু হাসি ছাড়িয়া দিয়া, রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—বলি, মহারাজ, একা ব'সে এত ভাবনা হচ্ছিল কিসের?

চোখ ধরাতে রাজার ভাবনা গিয়াছিল, এই কথায় আবার সেই ভাবনা ফিরিয়া আসিল, রাজা বলিলেন—প্রিয় সখে! ভাবি কি সাধে? ভাবনা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্যই ভাবিতে হয়। পরের দুঃখ ভাবিতেছি।

পারিষদ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে রাজার বাক্যসকল শ্রবণকুহরে প্রবেশ করাইতে-ছিল। ফুরাইলে পর, উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, অপিচ বলিল—"মহারাজ! সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আপনি, আপনার আবার ভাবনা? ধনাগারে ফাঁক নাই, হীরা মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ; শরীরে ফাঁক নাই, রূপযৌবন পরিচ্ছদাদিতে শোভা উছলিয়া পড়িতেছে; গীত বাদ্য, মাংস মদ্য, সদস্য বয়স্য, কিছুরই অভাব নাই। আমি ভাবিতেছি, ভাবনা কোন পথ দিয়া কোথায় প্রবেশ করে? না মহারাজ, আজ অন্য কোন নিগূঢ় কথা আছে, আমাকে বলিবেন না, সেই জন্য এই সকল ওজর করিতেছেন।"

পারিষদের এই শ্লেষসূচক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ মাত্র, রাজা অতিমাত্র [illegible] চিত্তে উত্তর করিলেন—প্রিয় বয়স্য, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া অবিচার করিতেছ। সত্য সত্যই আমি পরের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি।

উভয়ে মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা একে একে দুঃখ জানাইতে লাগিলেন, পারিষদ যথাক্রমে তাহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

বিস্তীর্ণ রমণীকুলমধ্যে একজন মাত্র রাজরাণী হইতে পারে, অন্যের সেই সৌভাগ্য সম্ভবে না। ইহাই রাজার এক নম্বর পরদুঃখ।

মীমাংসা অতি সহজ। পারিষদ বলিল,—মহারাজ, এ দুঃখের নিবারণ ত আপ-নারই হস্তে রহিয়াছে। বাক্য এবং ব্যবহারে আপনি ঘোষণা করুন যে, যাহার রাজরাণী হইবার সাধ আছে, আপনি তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, আপনার পাটরাণীর প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে সৌভাগ্য-কামিনী [illegible] মাত্রকেই রাণী নির্বিশেষে অশন ভূষণ সম্প্রদান করিয়া পরদুঃখনিরসন এবং [illegible] বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সংশয় দেখি না।

দিলে, অম্বার যাকে তাই হবে, লাভের মধ্যে কানটা ভালো। [illegible] সে সর্বক্ষেই এ মুখো হবে না। আর যে নাটে ভয়, তার সম্বন্ধে [illegible] সমস্ত নির্ভয় নিঃসংশয়।

রাজা বলিলেন,—বয়স্য, সুন্দর কথাই বলিয়াছ। কিন্তু লোকের [illegible] বিশেষ অত্যাচার নাই, তাই একটা আশঙ্কা হইতেছে, আমার নামে বংশ ছুটিবে [illegible]

পারিষদ নিবেদন করিল—মহারাজ বলেন কি? বংশ ত বংশ, আপনার [illegible] ঢোলের শব্দ হইবে, লোকের কাণ ঝালা পালা হইবে, দুষ্ট পড়শীর বাস্তভিটায় [illegible] চরিবে, চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। মহারাজ! আপনি রাজা, শাস্ত্রে [illegible] "মহতী দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ কি না রাজা ত মানুষ নয়, দেবতা [illegible] সংসারে কেবল লীলাখেলা করিতেই আসা। তা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি, আপ-নার লীলার কেহ অন্ত পাইবে না।

তার পর, এক নিয়মে রাজা ঘরকন্না কত্তে লাগলেন। অতএব আমার [illegible] ফুরুল, নোটে গাছটী মুড়োল ইত্যাদি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

কামিনী সুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠক-খানার দালাণ্ডায় একখানা চেয়ারে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বসুর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মুদ্রিত নেত্রে টানিতে লাগিলেন। এদিকে মেনকা সেই অবসরে জুতা যোড়াটা, মোজা যোড়া খুলিয়া লইল, চটী জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বন্ধ ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া [illegible] হাতে করিয়া সসম্ভ্রমে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাকের আশ মিটিলে, কামিনী সুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। [illegible] মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। অন্দরের [illegible] চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতে-ছিল, কামিনী সুন্দরীকে দেখিয়া কোঁচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া [illegible] করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনী সুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনী সুন্দরীর যৎসামান্য বাহির-কটকা রোগ ছিল। তা থাকুক, কিন্তু [illegible] প্রতি তাহার অযত্ন ছিল না। আফিসের কেবল রোজকারের টাকার [illegible] বাটীর ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে [illegible] কোলে [illegible] মন্ত্র এবং অন্ধ্যান্যের জন্য কষ্ট করিতেন। [illegible]

কামিনী সুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটী। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাকের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কাটিয়া পড়ে নাই। হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই। মাথায় অলবার্ট কাটা টেড়ি, কোঁচার কাপড়ে অর্দ্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনী সুন্দরী আদর করিয়া তাঁহাকে ভরী বলিয়া ডাকেন। ভরী,—কামিনী সুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্‌ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনী সুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটী যে সপত্নীর কন্যা তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত, এমনি সৎস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এ হেন ভৈরবকে কামিনী সুন্দরী বসু ভালবাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অন্য দশ অঙ্গুলে দশটী হীরার আংটী, হাতে চুড়ি, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোনার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলঙ্কার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জলখাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরব বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী সুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন,—"কি ভরি! আজ যে বড় বাহার দেখ্‌চি! শরীরটে দিয়েছ, প্রাণটা কেড়ে নিয়েছ, এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রাণনাথিনি! আমার বাহার ত তোমারই নিমিত্তে। আমায় যতদিন তুমি ভালবাসিবে, যতদিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে, ততদিনই আমার বাহার। এখন মায়া আছে, ভালবাস, তাই এ বাহারও আছে; বারণ কর, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল।

কামিনী সুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ভরি। আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও কথা বল্লাম? রোজ রোজ, এমন সাজগোজ দেখি না, সেই জন্যেই রহস্য করে একটা কথা বল্লাম। তুমি আমার উপর রাগ করলে?"

পত্নীর সোহাগে কোন্ সাধু পতির মন না গলিয়া যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন কহিলাম, তাহাও বুঝিলে না। আজ ওবাড়ীর দাদা একবার দেখা করতে চেয়েছেন, তাই মনে করেছি যে, তুমি যদি বল, তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"

কামিনী সুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে, এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভরীকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈর্ষা ছিল না, এমন কথা আমরা

বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন, "তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড় খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। সে দিন মন্দাকিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে কি ঢলাঢলিটে না কর্‌লে? আবার শুনচি, যে মেচোবাজারে জীবনকৃষ্ণের বাড়ীও যাতায়াত আরম্ভ করেচে; কেউ কেউ বলে, তাকে বাঁধা রেখেছে, সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।" অদ্য সন্ধ্যার পর জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে কামিনী সুন্দরী বসু এবং তাঁহার ইয়ারিনীদের মজ্‌লিশ হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয় ত পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনি কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন না। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামিনী সুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষ্যা ছিল; কেন, বলা যায় না। কিন্তু আজ সেই ঈর্ষ্যা সন্দেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনী সুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময়, ভৈরবের অশ্রুধারা ভৈরবের কপোলদেশ অভিষিক্ত করিতেছে, দেখিয়া আসিলেন; তাহাতে কিন্তু আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইল।

পাশ কোঠে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুলাই হইতে লাগিল। তখন সেই খানসামানী মেনকাকে ডাকিলেন। মেনকা মনের গতি জানিত, পুরাপূর্ণ ডিকাণ্টার, গেলাস জল, সরস সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটী না কহিয়া আবার সদর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। যে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানসামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীসুন্দরী বসুর উদরে পড়িল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনীসুন্দরী বসু কয়েক বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর বক্ষে হস্ত অর্পণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় "জীবন কৃষ্ণ নাকে ভাল" এই দুই কয়টী অস্ফুটস্বরে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনীসুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই—(উচ্ছন্নে?)।

চিঠির মুসাবিদা

সেকেলে উকীলদের একটা খ্যাতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে, তাঁহারা মুসাবিদা করিতে অদ্বিতীয়। হাল ধরণের উকীলগণ হাত পা নাড়িতে ভাল, নজীর দেখাইতে ভাল, কিন্তু বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত; মুসাবিদায় ত তাঁহারা যম।

পঞ্চানন্দ সেকেলে। অগত্যা যাবতীয় সংবাদপত্র ও প্রবন্ধপত্রের সম্পাদকবর্গের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া, অনেক দিন ধরিয়া একখানি পত্রের মুসাবিদা করিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কিছুকাল তদীয় দরজা রুদ্ধ ছিল, তোমরা তাঁহার শ্রীচরণরাজি সন্দর্শন করিতে পাও নাই।

পত্রখানি এখন প্রস্তুত। প্রত্যেক পত্রসম্পাদক সমীপে প্রেরণ করিতে হইলে বড় ব্যয়, বিলম্ব এবং বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। তাই, নিম্নে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। আবশ্যক অংশ সম্পূর্ণ করিলেই কাজে লাগিবে।

মহামহিম মহিমার্ণব——

শ্রীল শ্রীযুক্ত (নাম এবং পুচ্ছ থাকিলে পুচ্ছের পরিচয় বসাইতে হইবে) মহোদয়

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন

বরাবরেষু।

সংখ্যাতীতস্য সকাতর সবিনয় নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ

পুনঃ মহাশয়ের মহারাজোন্নতি (অথবা রাজোন্নতি, রায়োন্নতি, বাহাদুরোন্নতি, অভাবে বাবুন্নতি, যেখানে যেমন বসাইতে হয়) নিমিত্ত শ্রীশ্রীগবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে এ দেশের এবং এ দাসের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল জানিবেন।

মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাহাতে বীণাপাণি বাগ্‌দেবী নিতান্ত উপকৃত এবং চিরচরিতার্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু ভবদীয় লেখা-পড়া শিক্ষা শুদ্ধ বদান্যতা মাত্র।

কাজেকাজেই মহোদয়ের নামের জ্যোতিঃ ভূমণ্ডলের উত্তর মহাকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ মহাকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেশের তমোরাশি অপসৃত হইয়াছে। এখন সূর্য্যদেব থাকিলেও চলে, না থাকিলেও চলে।

আপনার গুণানুবাদ করি, এত শক্তি আমার নাই। কারণ, আপনার সম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব। বানরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে।

বিলাসভোগই আপনার উপযুক্ত কার্য্য। তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন দেখিয়া ভবদীয় শ্রীকরকমলযুক্ত পত্র (প্রাপ্তে বা অপ্রাপ্তে) মুক্তকণ্ঠে অনন্যমনে আশীর্ব্বাদ আমি সাদরে

বাঁধিয়া (বঙ্গদর্শন বা বান্ধব, সাধারণী বা সঞ্জীবনী (১) এইখানে বসাইবে) [illegible]
মহাশয়ের স্মরণ হইয়াছি। আপনার অসীম কৃপা, অসাধারণ [illegible] [illegible]
আপনি আমাকে সার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত করেন নাই। কদাচিৎ কখনও [illegible]
সুদুর্লভ অবসর পাইলে মোড়ক খুলিয়া, মলাট তুলিয়া অভ্যন্তরে [illegible] দৃষ্টি [illegible]
থাকেন। এ আনন্দ প্রকাশ করি কাহার কাছে? এ গৌরব বোঝে কে!

ফলে আপনি এবম্প্রকারে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জন্ম-[illegible]
ব্যাপিয়া শতমুখেও ব্যক্ত করা যায় না। এই সঙ্গে যদি আর একটু উপকার [illegible]
লুব্ধের আশার নাকি সীমা নাই, তাই বলিতেছি—আরও একটু উপকার যদি [illegible]
তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে ঋণ-সাগরে আমি একেবারে তলাইয়া যাইতে পারি।

পাড়ার কাগজ-বিক্রেতা অত্যন্ত অর্থলোভী। মহাশয়ের মন যোগাইবার [illegible]
সঙ্কল্পে, সেই কাগজে ভবদীয় গুণ গরিমার বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের
নিকট লইয়া থাকি। কিন্তু এমন মহাব্রতের গৌরব তাহারা বোঝে না, তাহারা [illegible]
পেটের দায়েই অস্থির, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তোলে। তাহাতে
একমনে মহোদয়ের গুণচিন্তনের ব্যাঘাত হয়। বিধর্মী পাষণ্ড দপ্তরি কাটিয়া ছাঁটিয়া,
বান্ধিয়া মুড়িয়া ভবদীয় অনুগ্রহ লাভে জন্ম সার্থক না করিয়া, বেতন চায়। মহাশয়ের
পদসেবার জন্য শোষক রাজা ডাকহরকরাগিরি ব্রতাবলম্বন করিয়াছে অথচ টিকেট
বিক্রয়চ্ছলে শোষকতা ছাড়িবে না। আর, ক্ষমা করিলে বলিয়া ফেলি, উদর নামে
আমার যে এক শত্রু আছে, সেও মহাশয়ের কাজে বাধা দিয়া থাকে। বক্তৃতা করিয়া
হউক, সভা করিয়া হউক, বিলাতে অগ্রদূত পাঠাইয়া হউক কিম্বা "পারিলে মন্টে" (২)
দরখাস্ত করিয়াই হউক, যে কোন প্রকারে এই দুষ্ট সম্প্রদায়ের শাসন যদি করিয়া
দিতে পারেন, তাহা হইলে মহানুভবের নিকট বিনি মূলে চিরবিক্রীত হইয়া থাকি।

বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতেছি, এই অন্যায় অন্তরায়গুলি না থাকিলে আমার
[অমুক] পত্র প্রকাশ করিতে তিলমাত্র নিয়ম ব্যত্যয় হয় না; এবং আপনার [illegible]
সাহিত্যানুরাগ এবং স্বদেশবাৎসল্য অপ্রতিহতভাবে লীলা করিতে পাইয়া [illegible]
সংসারকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে পারে।

বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি বিষয়ে যদি আপনার নিতান্তই অমত হয়, [illegible]
ভদ্রলোকের মত দামটা ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। তাহাতে আমার [illegible]
স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তা প্রকাশ পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার [illegible]
না হয় মনে করিবেন, এ কাগজখানাও সাহেব-চালিত ইংরেজী কাগজ, [illegible]

(১) "বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"।

(২) পার্লিয়ামেন্ট।

টাকা [illegible] জালিত সৎকর্ম্মের চাঁদা, কিম্বা শুঁড়ীর খাতার দেনা কিম্বা ইত্যাদি। আপনার "ইত্যাদি" অনন্ত, আমি কি তত জানি, না প্রকাশ করিতেই পারি?

মহাশয়ের কুশলেই এখানকার কুশল। অধিক লিপি বাহুল্য। নিবেদন ইতি।

দাসবৎ

[নাম বসাও]

অধ্যক্ষ [বা কার্য্যনির্ব্বাহক]

বিদেশভ্রান্ত যুবকের পত্র। *

প্রিয় মহাশয়,

যাহারা বিদেশে গিয়া থাকে, বঙ্গীয় সমাজে তাহাদের নানা কলঙ্ক রটনা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমাদের অর্থাৎ বিদেশ-দর্শনকারী যুবকগণের অপেক্ষা স্বদেশের মঙ্গল কামনা কে অধিক করিয়া থাকে? তবে যে আপনাদের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার মেলে না, সে মহাশয়দের দুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ক্রমে ক্রমে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভরসা করি, আপনার ইহাতে উপকার হইবে।

আমার স্মরণ হইতেছে যে, এক বৎসরের কিছু বেশী হইবে আমি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাই নাই; ফলতঃ এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার এ প্রকার অদ্ভুত যে, তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময় সংবরণ করিতে পারি নাই। তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

গত ১লা এপ্রেল যখন আমি জাহাজ হইতে প্রিন্সেপ ঘাটে নামিলাম, সেই দিন প্রথমেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার চক্ষের উপর পড়িল। আমার সাজ সরঞ্জাম জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য সত্যই কতকগুলা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য মনুষ্য—পরে জানিয়াছি ইহাদিগকে কুলী বলে—খাঁটি উলঙ্গ হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কেবল তাহাদের কটিদেশে বোধ হয় তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট আন্দাজ মলিন কাপড় জড়ান রহিয়াছে, তাহার গন্ধ এখনও পর্য্যন্ত আমার নাকে ঢুকিতেছে। তাহাদের পায়ে জুতা নাই; গায়ে কাপড় নাই, মাথায় টুপি নাই। যাহা হউক, কোনও প্রকারে আমার ঘৃণাকে জয়

---

* আশঙ্কিত ব্যক্তি নিরপরাধ জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এস্থলে [illegible] অর্থে কৃষ্ণকায় বোদ্ধা বুঝি।——প্রকাশক।

করিয়া তাহাদের সাহায্যে এক ঠিকা গাড়ীতে আমার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আমি অধিষ্ঠিত হইলাম। বিদেশে থাকিতে যে ভদ্রলোকের সহিত আমার পত্র লেখালেখি হইত, তাঁহার বাসস্থানের গলির নাম এবং নম্বর বলিয়া দিলাম, কিন্তু চালক কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু চালক কিঞ্চিৎ বক্‌সিসের প্রতিশোধ স্বরূপ—(এদেশে ইহাও এক লক্ষ্য করিবার কথা, অধিকাংশ লোকেই, সম্মানযোগ্য ব্যক্তি অবশ্যই আছে, বক্‌সিসে বড় অনুরক্ত) আমার বন্ধুর বাটীর সম্মুখে আমাকে নামাইয়া দিয়া বাহির করিল। আমার স্মারক পুস্তকে তাহার নাম লিখিয়া রাখিয়াছি।

বন্ধুকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম। কিন্তু এত কাল পরে দেখা হইয়া যে সুখ হইবে মনে করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে বিষম দুঃখ হইল। বন্ধুও সেই কুলী-দের ন্যায় উলঙ্গ। তবে ইহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত যেমন বেশী ঢাকা, তেমনি এ দিকে আবার কাপড় এত সূক্ষ্ম যে দুঃখের কথা কি বলিব, যতক্ষণ বন্ধুর নিকটে ছিলাম, একবারও তাঁহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিতে পারি নাই। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আমি বন্ধুর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছি এবং আমার সঙ্কোচের ভাব কোনও প্রকারে অপনীত করিতেছি, এমন সময় বন্ধুর দুইটী পুত্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। একটীর বয়ঃক্রম চারি ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে, আর একটীর আড়াই বৎসর। কিন্তু ভগবান্ জানেন, তাহাদের কাহারও গাত্রে যদি এক আঁস সূতো থাকে অথচ যে পরিমাণ বহুমূল্য ধাতুদ্রব্য তাহাদের শরীরে ছিল, তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে, ইংলণ্ডের কোন এক বৃহৎ কৌণ্টীর সমস্ত দরিদ্র লোককে বস্ত্রাবৃত করিতে পারা যায়। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। "স্বদেশীয়" "স্বজাতি" প্রভৃতি কথা উত্তম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্লীলতার উপর, সভ্যতার উপর, আক্রমণ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত।

মার্সমান সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে অংশে বাঙ্গালা লেখে এবং বলে, তাহাই বঙ্গ অথবা বঙ্গদেশ।

এখন আর এ সংজ্ঞায় চলিবার যো নাই; যে বলিতে পারে, সে ইংরেজী বলে, কটু কাটব্য বলে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণান্তেও বলে না; আর যে বলিতে পারে না, সে ত মুখচোরা; তাহার ইহকাল নাই পরকাল নাই, চাকরি জোটে না, ব্যবসা চলে না, সুতরাং তাহার পক্ষে বাঙ্গালা অবাঙ্গালা একই কথা। আর বাঙ্গালা কেহ কেহ লেখে বটে, কিন্তু বড় একটা বিকায় না। অতএব মার্সমান সাহেবের আমল আর নাই, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

বঙ্গ ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ, বাঙ্গালা না থাকিলেও বাঙ্গালী উৎসন্নে গেলেও বঙ্গদেশ থাকিবে, এমত অবস্থায় তাহার ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে এক্ষণে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত, কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রীজাতি।

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম রাজপুরুষ, দ্বিতীয় রোজকেরে পুরুষ, তৃতীয় কাপুরুষ।

যাঁহারা শ্মশ্রুকারী, অসিতচর্ম্মধারী, উডোনোদ্যান-বিহারী, কেটনবান-সঞ্চারী, খামার্দ্দসঞ্চারী তাঁহারা বিশিষ্ট রাজপুরুষ। আর, যাঁহারা অসিতচর্ম্মধারী হইলেও স্মিতবদন-বিকাশকারী, প্রাপ্ত পদকল্যাণে নরান্তকরূপে কাষ্ঠাসন-বিহারী, অধম-জন-মনোভীতি-সঞ্চারী; মনোমোহন-গৌর-পদ-লেহন-সুখজন্য সদা অহঙ্কারী—তাঁহারা অবিশিষ্ট রাজপুরুষ।

যিনি প্রশস্ত রমণীকুল মধ্যে কেবল গৃহিণীতে অনুরক্ত, গৃহিণীর ভক্ত, জনক-জননী ভ্রাতা-ভগিনীতে বিরক্ত, শ্যালক-শ্যালিকা-বশে শাক্ত, যিনি বিস্তীর্ণ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিজাতীয় বক্তৃতাপ্রসক্ত, দেশ সমেত লোক যজ্জন্য উদ্ব্যক্ত, শাক চচ্চড়ির পরিবর্তে যিনি গো-মেষ-মহিষ-মটন-মুরগীতে আসক্ত, তিনি রোজকেরে পুরুষ।

এই উভয় সম্প্রদায়কে আমরা বারবার নমস্কার করি।

বাকী যাহারা বাজে নিষ্কর্ম্মা লোক চাষ বাস করে, দোকান পসার করে, ট্যাক্স দেয়, গালি খায়, তাহারা যেমন কাপুরুষ, আমরাও তদ্রূপ। অতএব ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও। এই গলগ্রহ বহিতে হয় বলিয়াই রোজকেরেরা বাঙ্গালাকে স্বর্গে তুলিতে পারেন না। তন্ন চেৎ এতদিন বঙ্গদেশের স্বর্গপ্রাপ্তি, গয়াকৃত্য পর্য্যন্ত হইয়া যাইত।

বঙ্গদেশে এখনও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত হয় নাই। ক্ষুদ্রারা হাট বাজার করে সত্য, মহতীরা তীর্থভ্রমণ করেন সত্য; কিন্তু মেজবউ বাড়ীতে চেয়ারে উপবেশন করিয়া কাব্য-রসাস্বাদন করিতে পারেন না, কোণের বউ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন না, বিলাসিনী বারে বসিয়া থাকিতে পান না, মিত্র-স্বজনের পাণি-পীড়ন করিতে পান না, চটুল চরণে নাচিতে পান না—তবে আর কোন্ মুখে বলিব, স্বাধীনতা আছে?

বঙ্গদেশে কি কি হয়? পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাজনা হয়, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়, কালেজে ডাক্তার হয়, বাহিরে হাতুড়ে হয়, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হয়, বালকের বিবাহ হয়, বালিকার বৈধব্য হয়, কবি হয়, কাব্য হয়, আর মাথা মুণ্ড যথেষ্ট হয়।

অন্যান্য বিবরণ দ্বিতীয় চালানের সহিত পাঠান যাইবে।

ধর্ম্মসিংহের নানখাতাই।

না—ন্ খাতা—ই!

ইহকাল আছে, পরকাল—আছে, বেদ—আছে, বাইবেল—আছে, কোরাণ—আছে, আবেস্তা—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

খোল—আছে, করতাল—আছে, নাস্তা—আছে, নাতী—আছে, ভেক—আছে, ভিক্—আছে, ঝোলা—আছে, ঝুলী—আছে, রং—আছে, তামাসা—আছে

না—ন্ খাতা—ই।

চসমা—আছে, ঝাড়—আছে, লণ্ঠন—আছে, কোট—আছে, কুটীর—আছে, বালাখানা—আছে, মন্দির—আছে, দর্পণ—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

এক—আছে, অনেক—আছে, হরি—আছে, চৈতন্য—আছে, ঈশা—আছে, বুদ্ধ—আছে, নাচ—আছে, গান—আছে, আদাশ—আছে, স্বপ্ন—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

পৌত্তলিকতা—নাই।

প্রভু-তত্ত্ব

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ, মান্যবরেষু

প্রিয় মহাশয়,

আমি দেখিতেছি যে, বঙ্গদেশের এবং বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে আপনি [illegible] যত্নপর হইয়াছেন। ইহাতে আপনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু কি কি বিষয়ে [illegible] রূপে মনোযোগ বিধান করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন করণে আপনার ভ্রম হইয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।

রাজনীতি বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। সে কার্য্যের জন্য অনেকগুলি সভা হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা প্রচুরের অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাজনীতির আন্দোলন এখন বিলাসের বস্তু বলিলেও বলা যায়।

ধর্ম্মের জন্যেও আর চিন্তার কারণ নাই। যে হারে ধর্ম্মের সংখ্যা এখন বাড়িতেছে, বোধ হয় এরূপ চলিলে, প্রত্যেক ভারতবাসী একটী একটী পৃথক্ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিবে; একজনকে অপরের ধর্ম্মের ভাগ চাহিতে হইবে না।

সমাজের কথায় ভদ্রলোকের থাকাই, আমার মতে অকর্ত্তব্য। সমাজে এত বিভিন্ন প্রকার লোক আছে, তাহাদের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রথা সকল প্রচলিত আছে, এবং সেই উপলক্ষে এত জঘন্য কার্য্য আচরিত হয় যে, তাহাতে লিপ্ত হইতে গেলে মনের ভদ্রতা রাখা অসম্ভব। তবে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও উন্নতি বিধান করিতে হইলে অবশ্যই কচিৎ কখনও কিছু বলিতে পারেন।

ভাষায় একমাত্র অভাব ভিন্ন কোনও অংশে খর্ব্বতা পরিলক্ষিত হয় না। সে অভাবের কথা পশ্চাৎ সবিস্তার লিখিতেছি। এই দেখুন, ইতিহাস যথেষ্ট। বোধ হয়, এক মার্সম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু কম দশ বারোখানা অনুবাদ, চুম্বক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি আছে। একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরেজী ভাষায় যত ইতিহাস আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দশ বারো গুণ বেশী ইতিহাস হইল।

কাব্যের ত কথাই নাই। কাব্য এখন ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হয়, কিম্বা কলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও হয়। আদিরসে—প্রেম, প্রণয়িণী, বিরহিণী, নবীন পল্লব, শিশির, নিশি; করুণরসে—ভারত, জননী, নিদ্রা, (১) সন্তান; বীভৎস রসে—ছাই, ভস্ম; রৌদ্র রসে—দাপট, সাপট, মহাভৈরবী, মেঘগর্জ্জন, শ্মশান; বীররসে—জাগো, উঠো—ইত্যাদি কয়েকটা কথা মনের আগুনে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিলেই কাব্য। সুতরাং এ অংশে কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই।

উপন্যাসেরও কল আছে। ইংরেজীর মাথা মুণ্ড কলের ভিতর গুজিয়া দিলেই রাশ্ রাশ্ উপন্যাস বাহির হইয়া আইসে।

নাটক আরও প্রচুর। যেখানে দেখিবেন, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক উদ্দেশে সমবেত হইয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে এবং যে যাহার পারে বুকে ছুরি মারিয়া মরিতেছে, সেইখানে জানিবেন নাটক। দোকানে যেমন মুড়ী মুড়কী, বাঙ্গালায় তেমনি নাটক।

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। যে সে পাড়াগাঁয়ের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিবেন ৮।১০ বৎসরের কচি ছেলেদের এ সমস্ত কণ্ঠস্থ।

সুতরাং ভাষা বিষয়েও তাদৃশ কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। এক অভাব আছে

---

(১) "শুক্ত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্তানগণ।"

যে বলিয়াছি, সে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে। প্রাচীন কথা যেগুলি লুপ্তপ্রায় [illegible] উদ্ধার করাই আবশ্যক, তৎপক্ষে যত্ন করাই মনুষ্যত্ব, তাহাতে নিরব[illegible] থাকাই মাহাত্ম্য। আমি এক জন প্রত্নতত্ত্ব-খোর।

এ সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ আমার লেখা আছে; মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া আপনার উপকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। এবার একটী পাঠাই, প্রকাশ করিয়া বাধিত হইবেন।

শ্রীর, রা।

পাঁচী ধোপানী।

অশোকের স্তম্ভের পূর্ব্বে কি পরে পাঁচী ধোপানীর আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে (১)। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হোয়েন্থ স্যাঙের পূর্ব্বে কামৎশ্চট্কা-বাসী 'জিনক্রীষ্ক' (২) যে সময়ে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, জিনক্রিষ্কার গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, দায়োদোরস সেকুলস (৩) এ কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। ইহাতে অনুমান হয় যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে কিম্বা পরে (৫) পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবরের এই মত (৬)।

প্রকৃতপক্ষে পাঁচী ধোপানী নামে কোনও ব্যক্তি ছিলেন কি না, অনেকে সে সন্দেহ করিয়া থাকেন। বন হম্‌বোল্‌ড্‌ট (৭) বলেন যে, উক্ত নাম পৌরাণিকদিগের

---

(১) *Vide* Keith Johnston's Atlas; also, Ramayana Vol. V, pp. 49-7[illegible], by J. Talboys Wheeir.

(২) *Vide* Gulliver's Travels, a voyage to the Houyhnhums, hap. VI, p [illegible].

(৩) Diod. Sec. fase. IX leaf 320; মহাভাষ্যম্ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীতম্, [illegible] ত্রয়োবিংশ শ্লোক।

(৪) "Chiomikron charasso datur Jinkriska phaino manon non" &c, leaf [illegible] *passim*.

(৫) বারাণসীস্থ পুস্তক, দ্রাবিড়ের মুণ্ডুরে স্বামীর হস্তলিখিত পুস্তক, Schlegel কর্ত্তৃক মুদ্রিত Greek Recension; Ryehouse Plot by Titus Oates—এই সকল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত পাঠান্তরের মীমাংসা করিতে পারি নাই; কোনও গ্রন্থে 'পূর্ব্বক' কোথায় 'পূর্ব্বে' কোথায় 'পূর' কোথাও বা 'পর' লিখিত আছে।

(৬) Barber's Ain-i-Akberi; Ass, recherché Vol, 9—[illegible] passim.

(৭) "Hiafden ver Gottzgisjen moller [illegible]

লোক বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এ প্রকার স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, [illegible]
শুক্ল জ্যেষ্ঠ পিতৃবৎ বোধ হয় (১) ফলতঃ পাঁচী খোপানী-তা[illegible]
পণ্ডিতগণ এ তর্কের মীমাংসা করিবেন।

পাঁচী খোপানীর অন্যান্য বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীর, গ্রা।

পরিচয় এবং প্রার্থনা।

এমন দিন ছিল যে, পঞ্চানন্দ দেবতাদের সঙ্গে আসন পাইয়া শুদ্ধ ঠাকুরালী করিয়া লোকের ঘাড়ে চাপিয়া স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত। তখন হিন্দুয়ানির প্রকোপ ছিল, বুজরুকির আমল ছিল; সুতরাং পঞ্চানন্দের তখন সুখ ছিল। এখন হিন্দুর বড় দুর্দশা, হিন্দুয়ানির ভরে লোকে। অগত্যা পঞ্চানন্দ, ঘাড়ে চাপা দূরে থাকুক, নফরবাগীর চাকরি ভিখারীর মত, এখন লোকের দ্বারস্থ। অতএব, হে দয়াময়, তোমরা পাঁচ জন পঞ্চানন্দের পানে, একবার মুখ তুলিয়া চাও।

কি বলিলে: "পাত্রাপাত্র, বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়াতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই"?—এই তোমার কথা? মুখে বলিতেছ বটে, কিন্তু তোমার মন এ কথায় সায় দিবে না। কথাটায় যে তর্জ্জমার গন্ধ বাহির হইতেছে; আর একবার বিবেচনা করিয়া বলো, দাতাকর্ণের বংশধর, অতিথি বিমুখ করিও না।

মন নরম হইল না? পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে বলিতেছ? [illegible] সম্মত হইলাম। এ বয়সে কি পরিশ্রম করিব, বলো? ব্যবসা করিতে পুঁজি [illegible] চাকরি করিতে মুরুব্বি চাই। পঞ্চানন্দের দুয়েরই অভাব। অধিকন্তু যেখানে [illegible] পূজা, সেখানে তেত্রিশ কোটী দেবতা; একটী কর্ম্মখালি পাঁচ শ উমেদার, এক [illegible] কাহন দরে বারবরদার। মুটে মজুরের অভাব নাই—দেশ শুদ্ধ লোকই তাই। [illegible] নন্দকে যদি তাহা করিতে বলো, সে ত একই কথা হইল;—তোমাদের অন্নে [illegible] হওয়ার চেয়ে তোমরা হাতে তুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ দাও, সেটা কি ভাল নয়? আর [illegible] কুপোষ্য ত তোমার আছে; জানিবে, পঞ্চানন্দ তাহার ভিতর একটী।

বাজে খরচ করো না? গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণকেও সে কথা এক বাবু বলিয়াছিলেন [illegible] গল্পটা বলি। বাবুর একটী বৈ চক্ষু ছিল না, কিন্তু সেরেস্তাদারী চাকরি করিতেন [illegible] টাকা যথেষ্ট। বাবু এক দিন কাছারি হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় মুখ হাত [illegible]

---

(১) সখের যাত্রা; Amature Theatical Company, [illegible]

এমন সময়ে কাঁকুলপাড়ার সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে উপস্থিত। বাবু কিছু দিতে চান না, ব্রাহ্মণও ছাড়ে না। "আমি বাজে খরচ করি না"—শেষে এই কথা বলিয়া বাবু তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং বিদায় করিয়া দিলেন। পর দিন সকালে ব্রাহ্মণ আবার গিয়া উপস্থিত; বাবু তখন লেখা পড়া করিতেছেন।

বাবু বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি ত বড় বেহায়া"।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, তা না হইলে আপনার কাছে আসবো কেন? ভদ্রের কাছেই অভদ্র যায়"।

বাবু কিছু রুষ্ট হইয়া পুনরপি বলিলেন—"কাল ত তোমাকে ব'লেছি, আমি কিছু দিব না, তবে মিছা জ্বালাতন করো কেন?"

ব্রাহ্মণ। "আজ্ঞে দিবেন না, তা জানি; আজ সে জন্য আসিও নি। তবে, আর একটা কথাও নাকি কাল বলেছিলেন; তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, আপনার যদি বাজে খরচ নেই, তবে দুপাটী চস্‌মা ব্যবহার করছেন কেন?

বাবু অন্য উত্তর না দিয়া, একটী টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন।

পঞ্চানন্দও তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন যে, বাপের শ্রাদ্ধ করো না, অথচ স্বর্গীয় ডিজিলক সাহেবের পাথরের ছবির জন্য চাঁদা দাও কেন? আর এই যে দিলজান বাইজী সেদিন তোমার বাগান-বাড়ীতে নেচে গেয়ে এতগুলো টাকা লইয়া গেলো—তুমি সঙ্গীতাদি বিদ্যার অনুরাগী এবং পরিপোষক তাহা জানি—তবে সে যে এত বেশী পাইল, তাহা কি দিলজান গায় ভালো, সেই জন্য, নাচে ভালো, সেই জন্য, না কি, দিলজান হচ্চে দিলজান, সেই জন্য? আরও জিজ্ঞাসা করি, সেদিন ম্যাড্‌অল্ড সাহেবের বাড়ী তুমি দেখা করিতে গিয়াছিলে, উত্তম; তাহার পরদিন পেয়াদা খুড়া, আরদালি বাবাজীদের এত ভিড় তোমার বাড়ী হইয়াছিল কেন? তাহারা ফিরিয়া যাইবার সময়ে তোমাকে খুব সেলাম আর মান সম্মান করিয়া গেল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি সকল গুলাই ন্যায্য, আর বুড়া পঞ্চানন্দ কেবল সেই কি এত বাজে খরচের দলে পড়িল?

পঞ্চানন্দ চায় কি? বাবু জয় হউক। পঞ্চানন্দ হাতি চায় না, ঘোড়া চায় না, চায়—তোমরা পাঁচজনে সুখে থাকো, আনন্দ করো; চায়, পাঁচ জনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে; চায়—পাঁচরকম বলিতে কহিতে সুতরাং পাঁচটা কথা সহিতে; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটী করিয়া টাকা লইতে, চায়—পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া, পাঁচটী লোক যাহাতে প্রতিপালন হয়, তাহার উপায় করিতে। তোমরা পাঁচ ইয়ার, পঞ্চানন্দ জানেন তোমরাই তাহার 'পাঁচো হাতিয়ার' পঞ্চানন্দের আশা ভরসা, বল বুদ্ধি, সকলই তোমরা! তোমাদের জয় হউক।

পঞ্চানন্দ খায় কি—যৎসামান্য!—পাঁচ জনের মাথা, পাঁচটা গালাগালি। তবে অমনি অমনি খায় না, বদান্যতা আছে; পাঁচ জনকে না দিয়া খায় না।

পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ।

"যাও উত্তম পুরুষ, সাবধানে যাও। ঐ যে দূরে, বহু দূরে আলোক দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাও। পরিচিত অন্ধকার, তাহার উপর দিয়া তোমার পথ খুঁজিয়া বুঝাইয়া চলিবে, কিন্তু লক্ষ্য ভুলিও না, ঐ আলোক সত্য। তোমার শঙ্কা নাই।

অন্ধকারে পাদাবক্ষেপ করিতে হইবে, অতএব সন্তর্পণে চলিবে, অতি কোমল ভাবে পদ সঞ্চালন করিবে, দেখিও তোমার অস্থির পদদলনে ক্ষুদ্র কীট যেন পিষ্ট না হয়। সামান্য বাধাকে বিঘ্ন মনে করিয়া যথায় তথায় খড়্গ উত্তোলন করিও না। যাহা অধম, যাহা তুচ্ছ, যাহাকে ঘৃণা করিলেই পর্য্যাপ্ত আত্মাবমাননা করা হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিও না। অসমানে যুদ্ধসজ্জা করিও না, দুর্বলকে দয়া করিও, অজ্ঞানকে শিক্ষা দিও।

নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও। তোমার পথে বহুতর বিভীষিকা আছে; দণ্ডবিধি, মুদ্রণবিধি, প্রভৃতি কত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারা তোমাকে ভীত করিতে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু ভয় নাই। মহাব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত, দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি; বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। যে পাপী, সেই ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তি বিধান করিবে।

তোমার যদি ভ্রম হয়, মার্জ্জনা করিব; জানিয়া শুনিয়া পাপে লিপ্ত হও, পঞ্চানন্দেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

পঞ্চানন্দ মনোযোগপূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিয়া বলিল—"হুঁ, তা কি আর বল্‌তে!"

সতীপ্রসাদের কোণের বৌ

[যিনি ১৫ই বৈশাখের সোমপ্রকাশের সঙ্গে বেরিয়েছেন

[পাড়া-পড়শীর লেখা]

না মা, কাণ্ড করেছে। তা' না হবেই বা কেন? গোঁসাইর ঐ নাই দেওয়া, ছোঁড়াদের ঐ মাথায় তোলা—যা হবার তাই হচ্ছে।

গোঁসাইকে দিয়ে সোমপ্রকাশের ছাপার কাগজে কাঁদুনি গেয়েছেন। শুনতে পাই, যে মিনসে সোমপ্রকাশে লেখে, সে নাকি বুড়ো। তাই কি ছেলে বুড়ো সবার হতে হয়। লজ্জা করলে না, বুড়ো মিনসে দেখলে না, শুনলে না, [illegible] বললে না যে

কুমারী কি ? আর ঐ ছোঁড়ার ধোঁয়ায় ধোঁয়া ধর্লে ? সতি বোন, দেখে, শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

কোণের বউ। খাবার সময় খেতে পান না, শোবার সময় শুতে পান না, হেসে কথা কইতে পান না, তেষ্টায় জলবিন্দু চাইতে পান না। এমনি দুঃখিনীই বটে, বাছার এমনি কষ্টই বটে! এদিকে ঢাক বাজিয়ে দেশে দেশে শাশুড়ী-ননদের কুচ্ছোটুকুত গাওয়া আছে! ভাতারের হাত দে দুঃখের কাহিনী লিখিয়ে পাঠিয়েছেন। ছুঁড়িদের কি দড়ি কলসীও যোটে না ?

সোয়ামী রোজকেরে, এক শ টাকা মাইনের চাক্রে; তাই বুঝি বুড়ো শাশুড়ীর এত লাঞ্ছনা ? পনেরো বছরের ছোঁড়ার বে দিয়ে ন বছরের বাঙ্গালী ঘরে এনে মানুষ করেছে, তার শাস্তিটে হ'লো ভাল। আজ যেন তোর সোয়ামী টাকার মুখ দেখ্ছে। এতকাল আপনার বুকের উপর দিয়ে মই চালিয়ে বিষ্টিকে বিষ্টি রোদকে রোদ মনে না করে' বুড়ো মাগী যে ছেলের পোকা মানুষ কল্লে, তাও কি বৌকে কষ্ট দেবার জন্যে ? এখনও যে দুবেলা উনুনে ফুঁ পেড়ে মাগীর চোখ যাচ্ছে, ভাতের কেলো নাবিয়ে নাবিয়ে হাতের ছাল যাচ্ছে, তাও কি বউকে যন্তরণা দেবারই জন্যে ? না—না, আর বল্‌ব না, রুটি বেড়ে বউ, আপনি ঘরে নিয়ে যান, আপনি ঢাকা দিয়ে রাখেন, সোয়ামী ঘরে এলে আপনি ঢাকা খুলে দেন, সুমুখে বসে বসে' যতক্ষন খাওয়া না হয়—ইটি খাও, উটি খাও, বলেন, কত গল্প করেন;—বউয়ের কষ্টের কি সীমে আছে।

ননদ। ছার কপাল যে অমন বউয়ের ননদ হয়ে' পড়ে থাকতে হয়, অমন ভাইয়ের বোন হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কি করে সাধ্যি নেই সেই—কাচ্ছা বাচ্ছা দুটো আছে, কুলীনের ঘরে ভাত পায় না—দাসীর মত খাটে, নটাইয়ের মত ঘুরে, দু'বেলা দু মুঠো ছাই পাঁশ খেয়ে ভাই-বউয়ের মন যোগাবে, মনে করে। তা' অমন অভাগীর কপালে এটুকু সুখই বা হবে কেন ? ও বউয়ের মন কে যোগাবে বলো ?

কোণের বউ ত কোণেরই বউ। সকাল সন্ধ্যে কোণেই আছেন। আফিস থেকে ঘরে এলেই, সোয়ামীর আঁচল ধরে বসে—আফিসে, যতক্ষণ,—বউ থাক্‌তে পারবে কেন, লেখাপড়া শিখেছে কি না ? বউ চিঠি লিখছেন। শাশুড়ী-ননদকে কখন মুখ ফুটে কথা কয় বলো ? কথা কইবার ফুরসুৎ কৈ, লজ্জাশীলের বড় কষ্ট ! মরে' যাই, অমন কর্ম্মশীলের—লজ্জাশীলের—বালাই লইয়া মরি!

কোণের বউ গেরস্তর কুটোটি কেটে দুখান কল্লে যে উপকার হয়, তা করবেন না। তাই যদি কেউ বল্লে ত আগুন লাগল, কেঁদে কেঁদে সোয়ামীকে দেখাবার জন্যে চোখ রগড়া বন্ধ লাগলেন, মোমের পুতুল গলতে লাগলেন। তেড়াকাস্ত ঘরে এলে মা বোনকে ঝাঁটা লাথি খাওয়াবেন তার উজুগ করে লাগলেন। কোণের বউয়ের মুখ ফোটে না; না'

খ্যাকারামের পত্র।

পূজনীয় শ্রীশ্রীপঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীচরণসরসীরুহরাজেষু।—

অবনত-মস্তকে, যোড়হস্তে, নিবেদনমিদম্—

আমার অন্তঃকরণে বিষম এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার নিরসন করে, মানুষের এমন সাধ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। সেই জন্য আপনার কাছে অর্জ্জি দিতে আসিয়াছি।

বহুকাল হইতে শুনিতে পাই যে, অনেক বাঙ্গালীর ছেলে ব্যারেষ্টার হইবার জন্য কিম্বা সিবিল হইবার জন্য বিলাত গিয়া থাকেন। আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, বিশেষ জানি না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও ফিরিয়া আসার সংবাদ আমি পাই নাই। তাহার পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতার লোক বড় রহস্য-প্রিয়, ভাল মানুষ, পাড়াগেঁয়ে পাইলেই তাহাদের আমোদ-স্পৃহা বড়ই চাগিয়া উঠে। আমি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকগুলি কলিকাতা-বাসী—আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে সকের হাটে ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম—আমাকে বলিয়া দিল যে, বড় আদালতে যাও, বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী অনেক দেখিতে পাইবে। লুব্ধ আশ্বাস সহজেই প্রতারিত হয়; আমিও প্রতারিত হইলাম।

বড় আদালতে আসিয়া যাহাকে দেখি তাহাকেই ধরিয়া বলি,—মহাশয় কি বিলাত গিয়াছিলেন? সকলেই বলে—না। পরিচয় লইয়া বুঝিলাম,—কেহ উকীল, কেহ মোক্তার, কেহ কেরাণী, কেহ সামলা ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালী ব্যারেষ্টার কিম্বা সিবিল একটীও দেখিলাম না।

হতাশ্বাস হইয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছি, এমন সময়ে একজন জুয়াচোর—সেই জুয়াচোর—আমার বিমর্ষভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এমন আরও পাঁচ সাত জন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি মামলা করিতে আসি নাই শুনিয়া, তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এ লোকটা চেহারায় যেন কতই ভদ্রলোক—বেটা পাজি পাষণ্ড! এ লোকটা, একটা কালো কালো, ছোট খাটো, সাহেব আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ দেখো, বাঙ্গালী ব্যারেষ্টর। সহসা বিশ্বাস হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হইতেও পারে, আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, তায় এ সরগরম আদালতে আসিয়া দিশাহারা হইয়া মানুষ চিনিতে পারিতেছি না।

তথাপি সেই লোকটাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সে চটিয়া বলিল, এ কোন্ কাঠ পাগল! তোমায় কি আমি মিথ্যা বলিলাম? একটু অপ্রতিভ

হইলাম, কারণ, বুদ্ধির উপর খোঁটা দিলে সকলকারই গায়ে লাগে, তাহাকে সে ত একবারে পাগল বলিয়া ফেলিল। লোকটা ত এই বলিয়া স্থানান্তরে গেল, আমি আর অপদস্থ হওয়া উচিত নহে মনে করিয়া, সাহসে ভর করিয়া একবারে গিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত।

বলিলাম, বাবু আপনি কি—? আর বলিতে হইল না। বাপু রে বাপু! সে রক্ত চক্ষু, সে স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, সে কম্পিত ওষ্ঠাধর, সে কুঞ্চিত কপাল,—যদি ইহার এক বর্ণ কখনও ভুলি, তবে গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত। তাহার পরে, সেই নিষ্পীড়িত-দন্তপংক্তি-বিনিঃসৃত—"চিপ র্যাসীএ"—আর ত বুঝিতেই পারি নাই, প্রথম চোটের কথা, তখনও পুরা অচৈতন্য হই নাই, তাই একটু একটু মনে আছে—আর সেই মদগন্ধ ব্যাকোল হৃদয়-মর্ম্ম-স্থল-বিদারী স্বর—সাহেবদের গলা কি বজ্রে গড়া?—তাহার পর যাহাতে চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, সেই পলাণ্ডুবাসমোদিত নেত্রের সেই করলাঞ্ছিত, অশ্বগ্রীবার শোভাকারী সেই অর্দ্ধচন্দ্র; ইহার বিন্দু বিসর্গ যে ভুলিতে পারে, তাহার অন্নপ্রাশনের প্রথম গ্রাস বিষমক্ষিত হউক।

চৈতন্য পুনর্লাভ করিয়া আমার বিকলীকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামকে পুনশ্চ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি, এমন সময়ে সেই ধূর্ত্ত আবার আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন রাগে আপাদমস্তক থরথরায়মান, নহিলে কথা না কহিয়া তাহাকে চপেটাঘাতই করিতাম। কিন্তু হস্ত পদ তখন অবশ, সুতরাং কি করি, তাহাকে বলিলাম, ভালো বাপু ভালো, এখনও এক পোয়া ধর্ম্ম আছে, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, তোমার এই কাজটা কি উচিত হইয়াছে? ভালো, সাহেব যদি বাঙ্গালী হন, তবে উঁহার নামটা কি?

বেহায়া অম্লান বদনে বলিল—ছি ছি ভম্!

তবে রে পাষণ্ড, এই তোর বাঙ্গালী!

এই প্রহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে পলাইয়াছে। একাকী ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম, বুঝিলাম যে সেও একটু রহস্য করিয়া থাকিবে।—কিন্তু, হউক, এমন রহস্যও কি করিতে হয়? কলিকাতার মাটীকে দণ্ডবৎ!

ঠাকুর, এক রকম স্থির করিয়াছি যে, কেহ ফিরে না। তথাপি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর জন্য প্রাণটা না কি কাঁদে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহই কি ফিরিতে পায় না? ঐ যে ঠাকুরমার কাহিনী শুনিতাম, কোন্ দেশে পুরুষ গেলে ভেড়া করিয়া দিত, এ কি তাই? দোহাই ঠাকুর, সেবকের আদ্দাশ অবহেলা করিবেন না।

ভৃত্যানুভৃত্য

শ্রীকাকারাম দাসস্য।

[পত্রপ্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চৈতন্য চরণ দাস মহাশয় যথার্থই বাঙ্গালী এবং যথার্থই ব্যারিষ্টার।]

দেপাড়ার (১) লক্ষ্মী (২) বৈষ্ণবী।

[আজি কালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু বাড়াবাড়ি, ছড়াছড়ি বলিলেও বলা যায়। পঞ্চানন্দের কাছে পুরাতনের আদর নাই। যাঁহারা হাল বাবু, পেটরোগা, তাঁহারাই নূতনকে ভয় করেন, নহিলে তাঁহাদের পেটে সয় না।

এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন লোক, ইনি বাল্যকালে ঠাকুরদের দিয়া দুই সের নূতন চাউল উদরস্থ করিতেন এবং তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেন। সেই জন্য আদরের সহিত তাঁহার এই নূতন প্রণালীর নূতন প্রবন্ধ পঞ্চানন্দ গ্রহণ করিলেন। এ প্রকার প্রবন্ধের নাম ঔপন্যাসিক ইতিহাস। যাঁহাদের অরুচিকর হইবে, তাঁহারা ডাক্তার না ডাকিয়া ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত না হন—পঞ্চানন্দ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীর পরিচয়।

লক্ষ্মী বৈষ্ণবী অনেক কালের মানুষ, তবু কিন্তু সকলের চক্ষে এখনও বুড়ী হইল না। লক্ষ্মীর বয়সী একটী প্রাণীও দেপাড়ায় নাই, তবু কিন্তু লক্ষ্মী দেখিতে শুনিতে এখনও এমন যে, কোনও কোনও যোড়শীকে ফেলিয়া লক্ষ্মীর দিকে আপনা-আপনি নজর যায়।

এ লক্ষ্মীর পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? লক্ষ্মী নিজে কাহাকেও আত্ম-পরিচয় বলে না (৩)। দেমাক টুকু আছে বলিয়াই মাটি এখনও ফেলিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। অন্য কেহ হইলে, কি এমন দেমাক না থাকিলে, এ বয়সে শ্মশানে তাহার অস্থি খুঁজিতে হইত। লক্ষ্মীর পরিচয় ইহার নিজের মুখে শুনা। কথাটা নাকি বড়ই কৌতূহলের, তাই অনেক যত্নে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী ভগবান বিশ্বাসের মেয়ে। বিশ্বাস বহুতর জাতি হইতে পারে। সুতরাং নানা লোকে নানা জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। কেহ বলে ভগবান্ আছে, কেহ বলে নাই। তাহার পর বাড়ী কোথায়, কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না।

ভগবানের অনেকগুলি মেয়ে, সবগুলি প্রায় আমাদের লক্ষ্মীর মত। তবে দু-চারি-জন স্বামীর ঘর করিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাই। কিন্তু ভগবানের পরিচয় দিতে বসি নাই, তাহার অন্য মেয়েদের সঙ্গেও আমাদের কথার সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে সব কথা আর তুলিয়াও কাজ নাই।

---

(১) দেবপল্লী—পৃথিবী। (২) ভারতভূমি।

(৩) ভারতবর্ষে 'ইতিহাস' নাই।

লক্ষ্মী রূপে অদ্বিতীয়া। যাহারা রূপ দেখিয়াছে, রূপের বিচার জানে, তাহারাই বলে, লক্ষ্মীর মত রূপ কস্মিন্ কালে কাহারও ছিল কি না, আছে কি না সন্দেহ। বিবাহের আগে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী হইতে বাহির হন; অনেক সোণা রূপা, মণি মুক্তা লইয়া বাহির হন। বাহির হইয়া, সে বিভব লইয়া, সে অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া, লক্ষ্মী আসিয়া দেপাড়ায় বাস করিলেন। অধিক দিন যাইতে না যাইতে লক্ষ্মী ভেক লইলেন, বৈষ্ণবী হইলেন!

লক্ষ্মীর রূপ ছিল, দেমাক ছিল, খাবার ভাবনা ছিল না। কাজে কাজেই লক্ষ্মী প্রথম প্রথম অনুগ্রহের সহিত সদাব্রত বসাইলেন। গোটাকতক বাঁদর—যে প্রকার শুনা যায়, তাহাতে সে গুলাকে মানুষ বলিতে ইচ্ছা করে না—লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভোগী হইল। বাঁদর গুলা খায় দায়, নাচিয়া বেড়ায়। কিন্তু মুক্তামালা বাঁদরে চিনিবে কেন? লক্ষ্মীর মর্ম্ম তাহারা বুঝিল না। পেট ভরিলেই সন্তুষ্ট। সুতরাং তাহারা যেমন বাঁদর তেমনই রহিয়া গেল। লক্ষ্মীরও প্রাণ চটিয়া গেল।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত। আজি কালি চরিত্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সে অংশে লক্ষ্মীর কখনও কোন নিন্দা গ্লানি শোনা যায় নাই। এখন, মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার জলগ্রহণ হয় না, পরের মন্দ না করিলে যাহার দিন বৃথা যায়, এমন লোকের কথাতেও চরিত্র-দোষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ এক ব্যক্তি লক্ষ সৎকর্ম্ম করিয়া; অপরাধের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইলে প্রাণ-কানের সন্দেহ করিয়া তাহার চরিত্র মন্দ বলা হয়। এখনকার অভিধানে দেহ লইয়া চরিত্র, অন্তরাত্মার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এই চরিত্র অর্থে বলিয়া রাখিতে চাই যে, লক্ষ্মীর চরিত্র মন্দ বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই। লক্ষ্মী আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে, লক্ষ্মীর ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, লক্ষ্মী কুলত্যাগিনী, অনুগ্রহ-পাত্রকে লক্ষ্মী সর্ব্বস্ব দিবে। কিন্তু যাহা হইলে এখন চরিত্রে দোষ দেয়, তাহাতে লক্ষ্মী কখনই নাই। লক্ষ্মী ঐ এক রকমের লোক। যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকেই লক্ষ্মীর দোষ আর দেখিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে লক্ষ্মী দুশ্চরিত্রা। দেপাড়ার পার্শ্বগ্রামে অচ্যুত (১) নামে এক ব্রাহ্মণ-তনয় ছিল। অচ্যুত দেখিতে দিব্য সুশ্রী, কিন্তু তাহাদের অবস্থা তত ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লোকে বলে, অচ্যুত কেবল হোহো করিয়া গুলিডাণ্ডা খেলিয়া বেড়াইত।

অচ্যুত এক দিন লক্ষ্মীকে দেখিল। লক্ষ্মীকে দেখা, আর লক্ষ্মীর কুহকে পড়া, একই কথা। লক্ষ্মীরও তখন মন খারাপ হইয়াছিল, আকার ইঙ্গিতে লক্ষ্মী অচ্যুতকে প্রসাদ দিবে, এইরূপ জানাইল। দুই ইয়ার সঙ্গে অচ্যুত লক্ষ্মীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

---

(১) আর্য্য।

একবার যিনি লক্ষ্মীর বাড়ী পদার্পণ করিবেন, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। অচ্যুত রহিয়া গেলেন। তাঁহার ইয়ার রাম সিং (১) এবং বেণেদের হলা দত্ত (২), ইহারাও রহিয়া গেল।

অচ্যুতের আমোদ আর ধরে না; ফুর্ত্তি দেখে কে? তাহার বিশ্বাস যে, লক্ষ্মীকে ত হস্তগত করিয়াছি, আর আমায় পায় কে? এ বাড়ীর কর্ত্তাই এখন আমি। "এই ভাবে মত্ত হইয়া বাড়ীর বাঁদরগুলার উপর অচ্যুত ধুমধাম আরম্ভ করিল। সেগুলা থাকিলে আমোদের একচেটে হইবে না, বাধো বাধো হইবে, কি ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া, অচ্যুত শেষে তাহাদের মারা ধরা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে পলাইয়া গেল। কতকগুলা নিতান্ত অন্ন-দাস, লক্ষ্মীর বাড়ীর মায়াও ছাড়িতে পারে না, প্রহারও সহিতে পারে না, কাঁদিয়া গিয়া লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত। পূর্ব্বভাব মনে করিয়া লক্ষ্মীর একটু দুঃখ হইল, একটু দয়াও হইল, অথচ বাঁদরগুলার উপর একটু বিরক্ত ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—"দেখ্ আমি কি করিব? ভাল মানুষের ছেলে, ওরা এসেছে, আমি ত আর ওদের কিছু বলিতে পারি না। যদি মিলে মিশে ওদের হাতে পায়ে ধরিয়া থাকিতে পারিস্, থাক্।"

কাণা কুকুর, মাড়ে তুষ্ট; ইহারা তাহাতেই সম্মত। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপথের বাহির না হইতে হইলেই ইহাদের পর্য্যাপ্ত লাভ বিবেচনা করিয়া, ইহারা অচ্যুতের পায়ে পড়িল, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অচ্যুত ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে, ইহাদিগকে চাকর করিয়া রাখা মন্দ নয়; খাইতে খাইবে লক্ষ্মীর, খাটিবে আমাদের। এই ভাবিয়া ইহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগকে থাকিতে বলিল। তাহারাও কৃতকৃতার্থ হইয়া রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঁদরগুলার সঙ্গে যখন এই রকম রফা নিষ্পত্তি হইয়া গেল, ঘরাও হাঙ্গাম যখন এই প্রকারে চুকিয়া গেল, তখন অচ্যুত সুখের নেশায় ভোর হইয়া আমোদের রগড়ে দিন রাত্রি সমান করিয়া তুলিল। অচ্যুত আপনি কিছু করে না, আর ইয়ারদেরও কিছু করিতে দেয় না; সেই পোষমানা বাঁদরগুলা শাক, পাতা, ফল, মূল, যাহা আনিয়া দেয়, গোঁফখেজুরের মত তাহাই খায় দায়, আর পড়িয়া থাকে।

লক্ষ্মী দেখিলেন বে-গতিক। ভাল মানুষের ছেলে জানিয়া যাহাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা এমন অকর্ম্মা হইয়া পড়িলে, শেষে তাহারাও যে বাঁদর হইয়া যাইবে,

(১) ক্ষত্রিয়। (২) বৈশ্য।

লক্ষ্মী সহজেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক, নিষ্কর্ম্মা লোক উৎসন্নে যাইবার পথে সর্ব্বদাই যেন বোঁচকা হাতে করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যাহার হাতে কাজ থাকে, সে নষ্ট হইবার অবসর পায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া একদিন আবার রাত্রে লক্ষ্মী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ অচ্যুত, তোমাকে আমি কত ভাল বাসি। কিন্তু তোমার স্বভাব চরিত্র যে রকম হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে ভয় হইতেছে, পাছে তোমার সঙ্গে আমার পোট বাধা না চলে। এমনতর করিলে চলিবে কেন? আমি তোমাকে পরামর্শ দিই—রামসিং, হলাদত্ত প্রভৃতি সকলকেই পরামর্শ দিতেছি যে, "তোমরা একটু ভদ্র হও; একটু আদব কায়দা শিখ"। এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, লক্ষ্মী আবার বলিল,—"আমার বাড়ীতে তোমাদের স্থান দিয়াছি, যদি এখানে থাকিয়া তোমাদের চৈতন্য না হয়, দশজনে তোমাদের সুখের কথা না জানিতে পারে, অন্য বাড়ার লোকে যদি তোমাদের একটু হিংসাই না করে, তাহা হইলে আমার নামে কলঙ্ক হইবে, আর এখানে তোমাদের আশ্রয় দেওয়াই বৃথা হইবে। লোককে সুখে রাখিতে আমার মত কে জানে?"

লক্ষ্মীর যে বড় দেমাক ছিল, লক্ষ্মী যে কেন এত গোলাপ ফুলিয়া চলিতে ভালবাসিত, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল। অচ্যুত এবং তাহার সঙ্গীরাও বুঝিল, বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যাহাতে সুখে থাক, যাহা করিলে তোমার নাম পসার খুব জারি হয় তাহা করিতে কবে আমরা কুণ্ঠিত হইয়াছি? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে আমরা ত প্রস্তুত আছি। তোমার বাগান ছাড়িয়া দিয়াছি, তোমারই লোকজনে এটা সেটা আনিয়া আমাদের দেয়, আমরা তাই খাই দাই, ঘুমাই। তবে আমাদের আর দোষ কি?"

লক্ষ্মী একটু অপ্রতিভ হইল, হইয়া বলিল,—"ক্ষুণ্ণ হইও না, তোমাদের ভালর তরেই আমার বলা। যা এত দিন যাহা করিয়াছ, তাহা আমার অমতে কর নাই, ভাল করিয়াছ। এখন আবার যাহা বলি, তাহাই কর; তাহা হইলেই আমার রাগ দুঃখ কিছু হইবে না। আমার ইচ্ছা, আমার অনুরোধ যে, তোমরা সকলেই বিবাহ কর, সংসারী হও। আর অচ্যুত, তুমি একটু লেখা পড়া শিখিবার জন্য যত্ন কর; রামসিং বাড়ী ঘর দুয়ার দেখুক শুনুক, তদ্বির করুক, চোর ডাকাত আসিয়া উপদ্রব করিতে না পারে, সে ভারও গ্রহণ করুক। হলাদত্ত দোকান করিয়া বেচা কেনা আরম্ভ করুক। আর বাকী লোকগুলা আমার বাগানে কাজ কর্ম্ম করুক। ইহাতে তোমার মানের খর্ব্বতাও হইবে না। তবে আমি বলিয়া দিতেছি, কোনও বিষয়ে তোমাকে কেহ অমান্য করিতে পারিবে না। তবে বিষয় আশয়ে খুব মেশা থাকিলে লেখা পড়ার নাকি ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যই বাড়ী ঘরের ভারটা তোমার উপর না দিয়া রামসিংকেই দেওয়া গেল।"

সকলেই সন্তুষ্ট হইল, সকলেই লক্ষ্মীর কথায় সম্মত হইল। কিন্তু বিবাহ করিতে, দোকান চালাইতে, বাড়ীর ভার লইতে ব্যয় বিধান আবশ্যক। অর্থ আসিবে কোথা হইতে, অচ্যুত এই কথা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—"পাগল, তোমাদিগকে এখন খাইতে পরিতে দেয় কে? আমি পরামর্শ দিতেছি, পুঁজিও আমি দিব। সে জন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না। যে আমার আশ্রিত, তাহার আহার অভাব কিসে, ভাবনাই বা কি"

ক্রমে ক্রমে সকলে বিবাহ করিল। অচ্যুত খুব মন দিয়া লেখা-পড়া করিতে লাগিল। রাম সিং বিষয় বিভবের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। হলাদক ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। অন্য সকলে বাগানের অপূর্ব্ব শোভা রক্ষা করিল। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ্মীর নাম ছুটিল। গরবে লক্ষ্মী মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল।

যথাসময়ে সকলেরই সন্তান সন্ততি জন্মিল। লক্ষ্মী ব্যবস্থা করিয়া দিল, ছেলেরা আপন আপন বাপের ব্যবসা শিখিবে, তাহারই উন্নতি করিতে যত্নবান থাকিবে। বংশধরেরাও তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

তখন লক্ষ্মীর বাড়ীর অপূর্ব্ব শ্রী হইল, নূতন নূতন পরম রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে লাগিল, অচ্যুতের বংশধরগণ বিদ্যার চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিল; সংক্ষেপে বলিতে হইলে সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর বাড়ী দেশপাড়ার মধ্যে আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে অচ্যুত, রাম সিং, হলাদক প্রভৃতি সন্তানদের উপর সকল বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া, আপনারা আরাম-কুঞ্জে গিয়া ভগবৎচিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

আপনাকে ভাল লোক, আপনাকে বড় মনে করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ঘোষের ঝি নিজের গরুর দুধকে দুধ বলিলে তাহা যে দুধ না হইয়া জল হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য। তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধটুকুর তাৎপর্য্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোটা না হইলে মানুষ রসিক হইতে পারে না। যাহারা রোগা, সরু, খিটখিটে বা পাতলা, তাহারা দুষ্ট হইতে পারে, পাজি হইতে পারে, মূর্খ হইতে পারে, বড় জোর অহঙ্কারীও হইতে পারে, কিন্তু রসিক কিছুতেই না। মোটা লোক দেখিলে, ইহারা ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে, গোবরগণেশ বলে—বলুক। তাহারা মোটা মানুষের রসিকতাই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রসিকতার প্রমাণ হয় না।

আগুন আপনি গরম, যে আগুনের কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই। মোটা আপনি রসিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে আইসে, সেও তখন রসিক হইয়া ওঠে। রসের আধার মোটা ; যে নীরস, সেই শুষ্ক।

আমি নিজে কিঞ্চিৎ মোটা, আমার পেটের বেড় পৌনে দুই হাতের বেশী নয়। তথাপি আমি রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। একবারও দেখিলাম না যে, আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক, কিংবা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতে পারে আমার বেলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র এবং সেই সমাবেশ জন্য আমার এই স্বজাতিপক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন মোটার রসিকত্ব যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থলবিশেষের সমাবেশ নহে—ইহা কেমন করিয়া না বলিব ?

স্মরণ করিয়া দেখো, মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না। তাহার পর মনে করো, বিদ্রূপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রসিকতার আশঙ্কা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক আশঙ্কা নাই। এই দুই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইল ? মোটা লোকের সম্মান বেশী, আদর বেশী, মর্য্যাদা বেশী, ধন বেশী—কি নয় ? ভালো বস্তু, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু দুর্লভ হয় ; মোটা মানুষও দুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশী চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, মোটা মানুষ দামী, রসিকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রসিক ?

জল হইতে রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক, চপলতা হইতে রসিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুষ্যত্ব ভারি। বাঁদর বেশী মোটা, না মানুষ বেশী মোটা ? আধেয়ের গৌরব থাকিলে আধারেরও গৌরব জানিতে হইবে, রসিক মানুষকে মোটা হইতেই হইবে। সামান্য তৃণে যতদিন রস থাকে, ততদিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্য্যের আধার ইত্যাদি ; তৃণ যখন শুষ্ক নীরস, লঘু, তখন উপহাসের বস্তু। মোটাই রসিক।

শুধু ধারে সকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে সবই কাটা যায়, নিতান্ত পক্ষে থেঁতো করা যায়। যাহার রস আছে তাহার ভার আছে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস, তত আর কোথাও নাই ; বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই। শুধু রস আছে বলিয়াই ত ? রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী ; আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা করা যায় ? বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রসিক হইতে পারে না।

চটুল চরণে চুটকি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে; তাহাতে যদি রসিকতা ভরপুর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের সূর্য্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার আবরণ খোল দিয়া বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্ব্বক পঞ্চানন্দের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম; ইহার মধ্যে যে একটুকুও সরস স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, ইহাতে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশ্বাস। কার্য্যটা বড় সামান্য নয়, গুরুতর কার্য্যে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন—আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে সুখের বিষয় হয়। (১)

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

[দ্বিতীয় বার।]

করিলাম এক, হইল আর; বলিলাম এক, পঞ্চানন্দ বুঝিলেন আর। দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ আমারও নয়, দোষ পোড়া দেশের, আর পোড়া কপালের। যখন বলা গেল যে, মোটা না হইলে রসিক হইতে পারে না,—পঞ্চানন্দের মোটা বুদ্ধির অভাব আছে—তখন কি আমি লিখিয়া রসিকতা করিব মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছি? হে ভগবন্! ইঙ্গিতে কথা কহিলে লোকে বোঝে না, ইহার বাড়া কি দুঃখ আছে?

সে বার বলি নাই, এবার ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল—বাঙ্গালায় রসিকতা চলিবে না। কারণ অনেকগুলি; সমুদয় বলিতে গেলে একখানি শব্দকল্পদ্রুম তৈয়ার হয়। আমার তত অবসর নাই, থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই, মোটামোটা দুই চারিটি বলিয়া দিতেছি।

এক কথা এই, লোকেরা মনে রাখিতে হইবে যে, আপন ঘরে কোন বাঙ্গালী কম রসিক নয়। গৃহিণীর কাছে পসার রাখিতে হইলেই ত এক প্রস্থ রসিকতা চাই, তাহাতে বাঙ্গালীর বাহাদুরী আছে। দু দশজনের না থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ সূত্রের ব্যাঘাত হইতেছে না; প্রমাণ, যেখানে শুনিবে গিন্নী, সেই সঙ্গে সঙ্গেই শুনিতে পাইবে স্বামী। তবে বল দেখি, তোমার রসিকতা লইবে কে? লইবে কখন? লইবে কেন? তায় আবার যে দর! পাঁচ টাকার পঞ্চানন্দ, কি মজার কথা।

১। গ্রহণ করিবার দরকার কি? মোটা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন। মিঠা নিজ এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ সুবচন লেখকদের দেবতাদের মধ্যে আসন দিতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার 'মোটা বুদ্ধি' দুর্লভ পদার্থ। —পঞ্চানন্দ।

নূতন ভূগোল।

পৃথিবীর আকৃতি।

১। পৃথিবীর আগাগোড়া চাপা, নহিলে সমস্তই গোল। চাপা বলিয়াই সকলে মনের কথা বলিতে পারে না। এবং সকল সময়ে সত্য কথাও বলিতে পারে না।

২। যাঁহারা খেলেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবী ভাঁটার মত; যাঁহারা পেটুক, তাঁহারা বলেন কমলা নেবুর মত। কথা একই, তবে যাহার যেমন রুচি।

৩। জাহাজ আসিতে দেখিয়াই গোল বোঝা গিয়াছে, এখন ঠেকিয়া সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি।

১। পৃথিবীর দুই গতি; নিত্য যাহা হয় তাহাকে দুর্গতি এবং বৎসরে যাহা একবার হয় তাহাকে সদ্গতি বলা যায়।

২। পৃথিবীর গতি নিয়মিত চক্রে হইয়া থাকে, সে চক্র দেখা যায় না, অনুমান করা যায়, সেই জন্য তাহাকে অদৃষ্টচক্র বলে।

৩। পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ অকূল পাথারে ভাসিতেছে, দাঁড়াইবার স্থল নাই।

৪। পৃথিবী এক গ্রহ, আরও অনেক গ্রহ আছে, সকলেই টানাটানি করে, তাই পৃথিবী এক রকমে চলিয়া যায়।

পৃথিবীর ভাগবর্ণন।

১। পৃথিবীর কতক জল, কতক স্থল। ভাষা কথায় ইহাকে অর্দ্ধ-গঙ্গাজলী বলে, কিন্তু সেটা ভুল; কারণ জলই বেশী।

২। অধিক ভূমি এক স্থানে দেখিলেই দেশ হয়। অনেকে দেশ স্বীকার করিয়াও লেখেন—দেশ। ফলতঃ দ্বেষে দোষ নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কেননা দেশত্যাগী হইতে যে সে অনুরোধ করে; কিন্তু দ্বেষত্যাগী বলিয়া কোনও কথা চলিত নাই।

৩। যেখানে গৌরাঙ্গের জন্ম, সেই স্থানকে দ্বীপ বলে। দেবী গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বিশেষরূপে জানাইতে হইলে নবদ্বীপ বলা যায়।

৪। বড়লোক যেখানে হাত আছে সেই স্থানে পর্ব্বত হয়।

৫। অন্ধকারে সিঁধ কাটিয়া সিঁধের ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলে সেই হাতকে অন্তরীপ বলা যায়। গৃহস্থ যদি সেই হাত চাপিয়া ধরে, তখন তাহাকে যোজক বলে।

৬। যাহা সকলে ডিঙ্গাইতে পারে না, অথচ ডিঙ্গাইতে পারিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, তাহাকে সমুদ্র বলে।

৭। উচ্চকুলে জন্মিয়া যে নিজের অসলতা দোষে আপনি ভাসিতে ভাসিতে শেষে দুই কূল ভাসাইয়া সাগর-সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে নদ বলে।

৮। জলের অন্যান্য বিবরণ দেওয়া গেল না। বঙ্গদেশে ছড়ী কলসী [illegible] সত্তা। শুদ্ধ সেই কারণে। তাত্তিন্ন অনেকে জল দেখিলে ভয় পান।

পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ।

১। মানচিত্র করিবার সুবিধার জন্য পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দুপাটী মণ্ডা (১) ছাড়াইয়া দুই ভাগে রাখিলে যেমন হয়, সেই ভাবে পৃথিবীও দ্বিধা অঙ্কিত হয়।

২। বারকোসে মণ্ডা সাজান থাকিলে যে পিঠে ধূলা গুঁড়া বেশী পড়ে, তাহাকে কহে পুরাতন পৃথিবী। আর এক পাটী এক সঙ্গে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে নজরে পড়ে না, শেষে ভদ্র লোকের সুখ-সেব্য হয়, তাহাকে নূতন পৃথিবী বলে।

৩। পুরাতন পৃথিবীতে ভিড় বেশী, নানা প্রকার নরলোকের সমাগম। যেখানে প্রথমে আসিয়া জমায়েৎ হইয়া তথা হইতে, নরকুল পৃথিবী ছাইয়া ফেলে, এবং শেষে যেখানে আসিয়া নরগণ (শিকল) দৌরাত্ম্য করে, তাহাকে কহে আসিয়া। কাফেরদের যেখানে জন্ম, তাহাকে কহে আফেরিক। কেহ কেহ বলেন যে আফেরিকার প্রকৃত নাম কাফেরুকা; ইয়ুরপে (Europe) যে প্রকার সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি চতুষ্পদ এবং গৃধ্র প্রভৃতি মহাপক্ষীর প্রভুত্ব, তাহাতে ফেরু হইতে আফেরুকার নাম করণ অসম্ভব নহে। যিনি ইয়ুরপ, তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইয়ুরপের অর্থই (you-are-up) তুমি এখন উপরে।

৪। পৃথিবীর যে অংশে থানা গাড়িয়া দেবগণ বাস করেন এবং যেখানে বাস করিলে অমরত্ব লব্ধ হয়, তাহার নাম অমরিকা। দেবগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেও কেহ কেহ এই মহাদেশের নাম করণ করিয়া থাকেন, ঐ অনুসারে আমেরিকাকে কেহ কেহ মারকীন (২) বলিয়া থাকেন।

প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত।

---

(১) এ কথ ঠাকুরই জানেন।—শ্মশানের নন্দী।

(২) মারের চোটে কাঁদ।—আপাথাসার নন্দী।

রুচির প্রদর্শন, অসারত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন, ভাষার পুষ্টিসাধন, প্রকৃত দেশহিতৈষিতার উৎ-সাহবর্দ্ধন—ভদ্রভাবে পাঁচটা লোক প্রতিপালন এবং নিজের কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন—ইহাই পঞ্চানন্দের প্রয়োজন। তুমি বিদ্যার ভাণ্ডারী, জ্ঞানের কুবের, তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু এক আর একে দুই হয়, ইহা যে বুঝিতে পারে, সেও এখন বুঝিতে পারিবে যে, পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে, নহিলে আবির্ভাব কেন?

যাঁহারা পঞ্চানন্দের পরম বন্ধু, তাঁহারা একটা অনুযোগ করিয়া থাকেন, সেটার উল্লেখ অগ্রে করা আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চানন্দের অনেক কথা বোঝা যায় না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিব দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ তোমাদের বুদ্ধির, আর দোষ তোমাদের ভাষার। বাস্তবিক কিন্তু অনুযোগটাই অমূলক। বাঙ্গালা ভাষা বুঝিলে নাকি ভারি নিন্দার কথা, সেই জন্য বুঝিয়াও অনেকে বলেন যে, বোঝা গেল না। তাহার এক প্রমাণ এই যে, ক্ষুদে কাকড়া, ছেলে ছোকরা, পালে পালে দলে দলে যখন টৌনহলে রাজনীতির বিষম সমস্যার বিজাতীয় বিতর্ক শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তখন ত কেহ বলে না, যে আমি বুঝি না, তবু আসিয়াছি। বাগ্মীও বলেন না যে, কেহ বোঝে না, তবু আমি বকিতেছি। ভাই, আসল কথা কি জানো, পঞ্চানন্দ না কি বাঙ্গালা, তাই অনেকে বুঝিতে পারে না। আর তা ছাড়া, যে ভাষা বোঝে না, সে কি কথা বুঝিতে পারে?

এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা পঞ্চানন্দে রস দেখিতে পায় না। ইহা-দিগকে প্রথমত এই বলা যাইতে পারে যে, এই যেদিক্প্রলাপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে পুকুরের জল শুকাইয়া যায়, হৃদয়ের রস শুকাইয়া যায়, জিহ্বায় ধূলি উড়ে, এমন অব-স্থায় পঞ্চানন্দ কেমন করিয়া রসে টলমল করিবে? তাহার পর যে রস আছে, তাহা সজ্জাগত। যাহারা রসের ব্যবসা করে, তাহারা মহাকষ্টে খেজুর গাছের গলা কাটিয়া রস বাহির করে। রস চেনা চাই, রসগ্রাহী হইতে জানা চাই।

একটা কথার কথায় পঞ্চানন্দ কড়ুল জবাব দিতে প্রস্তুত। ইচ্ছা না থাকিলেও, কামনা না করিয়াও কাজে কাজে ভদ্রলোকের মনে পঞ্চানন্দ আঘাত করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেটা অনিবার্য। এই ত বড় লাটের ছেলে এ দেশে শিকার করিতে আসিয়া দুইটা মানুষকে গুলি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি রাগ করা উচিত? এ সব যে দুর্ঘটনা, ইহার জন্য দুঃখ করিতে হয়, করো, কিন্তু রাগ করিও না। বাস্তবিক অনেক সময়ে, অনেক স্থলে মানুষ কি পশু ঠাওরান যায় না; আর শেষে যদি ঠাওর হয়, তখন নিরুপায়, আর সারিবার আর থাকে না।

অতএব, আইস ভাই, সকলে মিলিয়া—

১। মুদ্রণবিধি উঠাইবার জন্য প্রার্থনা করি।

২। নির্ব্বুদ্ধির ইয়ার্কি ভাষায় গঠন করি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

৩। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বগ্‌ড়া খুড়িয়া দিই।

৪। চাকরি লক্ষ্য করিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিই।

৫। আড়াই টাকা দিয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহক হই।

নববর্ষ।

নূতন বৎসর পড়িয়াছে, কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। এইরূপ বর্ষে বর্ষে বৎসর যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে। ন-আইনের ধমক, আঠারো আইনের চমক, কাঙালের জন্ম, ভাগ্যবানের মরণ, চন্দ্রের উদয়, সূর্য্যের অস্ত, সংবাদপত্রের আবির্ভাব, মাসিকপত্রের তিরোভাব, ভাল মানুষের রপ্তানি, সাহেব-বাবুর আমদানি—এ সমস্ত যথানিয়মে হইয়া হইয়া পুরাতনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; তথাপি প্রতি বৎসরের নূতন পঞ্জিকার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—গুপ্ত পঞ্জিকাই যে কত বাহির হইয়াছে, তাহাও ঠিক করা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় পঞ্চানন্দের নবপঞ্জী বাহির না করা আর শোভা পায় না। অতএব পঞ্চানন্দের নূতন পঞ্জিকা।

কর্ত্তা প্রতি প্রিয়ভাষে কহেন গৃহিণী।
বৎসরের ফলাফল কহ গুণমণি॥
কোন্ গ্রহ হইল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর,
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি প্রাণেশ্বর॥
কর্ত্তা কন গৃহিণীকে, যদি থাকে মন।
নবপঞ্জী-ফলাফল করহ শ্রবণ॥

বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়াং সোমবারে সাতাশী সালের উৎপত্তিঃ। তত্র অবতারঃ মিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষঃ। (সভাগুলি বজায় থাকিলে) পুণ্যং পুণ্যং; (পিনাল কোড বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে) পাপং নাস্তি। ইংলণ্ডনাম তীর্থং, জঠরাগ্নিকো ব্রাহ্মণঃ; ওষ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ। (হ্যাটের মাথা পর্য্যন্ত মাপিলে) পাদোনচতুর্হস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ, প্রাণান্ত পর্য্যন্তং পরমায়ুঃ। ব্যবহার্য্যং কাচ পাত্রম্।

সাতাশী সালস্য লক্ষণং।

বক্তৃতায়াং রতো নিত্যং গৌরাণাং তুষ্টিসাধনম্।
উপাধি-ব্যাকুলা লোকা রাজানঃ টেক্স-কারিণঃ॥

তারকব্রহ্ম নাম।

গৌর ধর্ম্মো গৌর কর্ম্মো গৌর মে পরমন্তপঃ।
গৌর বিনা ন জানামি গৌরেব মুক্তিদায়কঃ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির নাম।

১ মেষ—বাঙ্গালী ; যে পথে একটা যায়, পালের পাল সেইদিকে ঝোঁকে। ভেড়ার লড়ায়ে, তাহাদের কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিয়া লোকে তামাসা দেখে।

২ বৃষ—মুসলমান ; গাড়ী টানা অবধি হিন্দুর পূজা পর্য্যন্ত সমান অধিকার ; শিব ধর্ম্মের ষাঁড়, তিনি ঘোর নবাব।

৩ মিথুন—কেশব ও প্রতাপ।

৪ কর্কট—ভারতবর্ষের প্রজা ; "কাহাদের কর্কট রাশি"।

৫ সিংহ—ইংলণ্ড, সদাই তর্জ্জন গর্জ্জন, মেষ বৃষ ধরিয়া ভক্ষণ।

৬ কন্যা—বাঙ্গালা ভাষা ; "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" শাস্ত্রে এইরূপ, কিন্তু লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট।

৭ তুলা—উপাধিধারী লোক ; যে লাঘব স্বীকার কেহই করিতে পারে না।

৮ বৃশ্চিক—এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান, পাইওনিয়ার, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউস্ প্রভৃতি ; ইহাদের লাঙ্গুল, দংশন করিলে জ্বালায় অস্থির।

৯ ধনু—মফঃস্বলের হাকিম ; গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, কখনও সোজা দেখা গেল না।

১০ মকর—এ দেশে কখনও দেখা যায় নাই, কেহ কেহ বলেন এই রাশির প্রকৃত নাম রামছাগল (১)। তাহা হইলে অযোধ্যার তালুকদার হইলে হইতে পারে। যাহারা বানর নাচায়, তাহাদেরই সঙ্গে রামছাগল থাকে।

১১ কুম্ভ—বাঙ্গালা কাব্য ; শূন্য বা পূর্ণ, যে কিছু আদর রমণীকক্ষে।

১২ মীন—মামার (২) ভাগিনে, জলচর জাতি।

অথান্যান্য কথনমতিরিক্ত দুঃখায় প্রাপ্যামিতি।

---

(১) Capricornus. The He Goat—P. D.

(২) শিষ্যের প্রশ্ন,—মামা কে ?—গা ; তা জানি। কিন্তু বোঝ না ? গুরুর উত্তর,—এই হইলেই হইল।

সাতাশী সাল।

সাতাশী সাল চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর আর এক বৎসর ফুরাইয়াছে। ইহাতে সুখ-দুঃখের কিছুই তো দেখি না। নিত্যই এক এক বৎসর যাইতেছে; সাতাশী আটাশী কেবল গণনার কথা। যদি সুখের দুঃখের কথা তুলিতে হয়, কি বলিতে হয়, তাহা হইলে দিন গেল বলিয়া সুখ-দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত। কিন্তু দিনের দাম বোঝে, এমন লোক অল্প, তাই দীর্ঘকাল পরে নিঃসাড়ে দিনের পর দিন—বহু দিন—কাটাইয়া নিদ্রিতের পার্শ্বপরিবর্তনের ন্যায় বর্ষান্তে এক দিন, এক বার, বৎসর গেল বলিয়া লোকে অধরোষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহার পর যে ঘুম, সেই ঘুম। সাতাশী সাল বহিয়া গেল; দশ জনে বলে, আমিও একবার বলি।

হরি বলো, দিন গেল! তিনটী তুড়ি দিয়া বিকট হাই তুলিয়া সাতাশী সালের অন্তিম দিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাউক। যেমন করিয়াই হউক, যে সময়েই হউক, হরিনাম লইলে ফল আছে; যে অসাড়, নিস্পন্দ, ক্রিয়াহীন, প্রাণবর্জ্জিত, তাহার জন্য হরি নাম বিশেষ মাহাত্ম্য ধারণ করে। "যার কেউ নেই তার হরি আছে।" এই নির্জীব মানবের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে "হরি হরি বলো, হরিবোল" বলিয়া হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা আছে, রীতি আছে। সাতাশী সালের গঙ্গাবাসিসমীপে, একবার "হরি বলো, দিন গেল" বলিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যাহা বলিলাম তাহা সত্য। কিন্তু তবু উহারই মধ্যে একটা কথা আছে; যে মাছটা সূতা কাটিয়া অথবা জাল ছিঁড়িয়া পলায়, সেটা খুব বড় মাছ; আর যে মানুষটা মায়াসূত্র কাটাইয়া অথবা ভবজাল ছিন্ন করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করে, সেই [illegible] লোক।

[illegible] মাছের জালের ভিতর থেকে একটা দেড় ছটাক ওজনের পোনা মাছ [illegible] পলাইল; অমনি "খুব মাছটা পালিয়েছে, মস্ত মাছটা হাতছাড়া হয়েছে, [illegible] প্রকাণ্ড" ইত্যাকার বিস্ময় ক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিবিকারজ্ঞাপন ধ্বনি [illegible]। সেইরূপ মনসারাম রায়, আমরণ গৃহিণীর গহনাচিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, [illegible] ভিতর মদের ভাঁটি খুলিয়া যমালোকারে পাড়া তোলপাড় করিয়া অবশেষে [illegible] দিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করিলেও—"এমন মানুষ, এমন দাতা ভোক্তা, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি [illegible] হইবে না" বলিয়া হাহাকার শব্দও শোনা যায়। এমন অবস্থায় সাতাশী সাল যে কটা খুব সালের মত সাল চলিয়া গিয়াছে, একথা বলিলে সামাজিক প্রথার মর্য্যাদা [illegible] অবমাননা করা হইবে না। এ হিসাবে সাতাশী সালের একটা [illegible] লিখিয়া সমাজে উপকার করিলে দোষ হইতে পারে না; বরং না করিলে [illegible] আছে।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

ইতিহাস লিখিতে হইলে বিস্তর কথা লিখিতে হয়। আমি প্রধান প্রধান [illegible]
লিখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। পারলৌকিক বিবরণ।

যাহার বিনাশ নাই, বিবর্দ্ধন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, গতি নাই, [illegible] নাই, সেই পুণ্য-আত্মার পুণ্যধাম-যাত্রার উল্লেখ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত; সেই [illegible] বঙ্গের পারলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রথমেই করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে সাতাশী সাল বঙ্গের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া পরিগণিত হইবে। [illegible] আর দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনেকগুলি পুণ্যাত্মা ভব-ভবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(ক) যাহাদের গৌরাঙ্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের খুব জোর কপাল। [illegible] সুপারিশে প্লীহাপিণ্ডর ভগ্ন করিয়া আত্মারাম প্রাণপক্ষী উড়িয়া যাইবে, কিম্বা [illegible] খোরের বদনাম না লইয়াও গুলি ভক্ষণপূর্ব্বক পঞ্চভূতের অধীনতা হইতে পাপ দেহের পাপপ্রাণ পরিত্রাণ পাইবে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে বলো? [illegible] সাতাশী সাল এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই। কতকগুলি আত্মা কাশীযাত্রা করিয়াছে; ইহাদের উন্নতিও কাল্পনিক কথা নহে, কারণ ইহারাও [illegible] ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়াছে। ভক্তিমার্গে এই পর্য্যন্ত।

(খ) আরও অনেকগুলি আত্মা, গৃহিণীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া, ভ্রাতাকে বিষয়-বিভবের হিসাব বুঝাইয়া দিতে অপারগ হইয়া, ছেলের স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে না পারিয়া, মেয়ের বরের দান দিতে অসমর্থ হইয়া,—ওদিকে কতকগুলি আত্মা গহনা বেচিয়া স্বামীর মদের যোগান যোগাইতে না পারিয়া, পরপুরুষের কোমর ধরিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া, চেয়ারে বসিয়া "অপূর্ব্ব প্রেম" নবন্যাস পড়িবার সময়ে দুষ্টমতি শাশুড়ী কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া—ইত্যাকার নানা কারণে নানা প্রকারে [illegible] আত্মা, কাপড় গলায় দড়িবন্ধন (১) পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া আনন্দ-কুঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন যাহারা জ্বরের সঙ্গে বিশিষ্ট আত্মীয়তা প্রযুক্ত, অথবা ওলাউঠার [illegible] লঙ্ঘনীয় নির্ব্বন্ধ জন্য বা এবম্বিধ অন্যবিধ কারণে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে, [illegible] উপরোধে, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দলও নিতান্ত পাতলা নহে;

আর যাহারা রাজার সম্মান রক্ষার জন্য শুদ্ধ পেটের দায়ে, বাস্তভিটার [illegible] ছাড়িয়া লোকান্তরে বসবাস করিতে গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা যতই কেন হউক না,

---

(১) এখনকার দিনে হইলে [illegible] কেরোসিন [illegible] উল্লেখ করিতেন।

তাহারা গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। আর গণ্য মান্য লোক ভিন্ন অন্যের হিসাব রাখিয়া পঞ্চানন্দই বা আত্মলাঘব করিবেন কেন?

তদনন্তর ছাকা পরলোকের কথা এইখানে শেষ করিয়া ইহলোক-মিশ্রিত পরলোকের কথা বলা যাইতেছে। অর্থাৎ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকের ব্যবস্থা যাহারা করিয়া থাকেন, সেই ধার্ম্মিক দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে।

সাতাশী সালে ধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টান রাজা আফগানস্থানে এক গণ্ডে চপেটাঘাত খাইয়া দক্ষিণ-আফ্রেকাতে দ্বিতীয় গণ্ড পাতিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ সার্থক করেন।

মহম্মদের শিষ্যগণ এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে তরবাল চালাইবার সুবিধা না দেখিয়া, হোটেলে খানশামারূপ ধারণপূর্ব্বক হারাম অর্থাৎ শূকরমাংস ছেদন করিয়া ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কলার এবং সাহেব সুবাকে খানা দিয়া "সর্ব্বজীবে সমান দয়া", পড়িয়া মার খাইয়া কথাটী না কহিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া হিন্দুসন্তান কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মী সকল ধর্ম্মের উপাদেয় নিমুড়ি পাকাইয়া অকাতরে বিতরণপূর্ব্বক সগৌরবে নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করেন নাই।

আর ইহার পর উপধর্ম্ম, বাজে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি কত প্রকারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই এবং সংক্ষেপে বর্ণনাতীত।

মুখ্য কল্পে ধর্ম্মের এই ভাব; গৌণ কল্পে চতুর্দ্দিকে সুফল। আর্য্যসন্তান এত হাঙ্গামেও জাতি বাঁচাইয়া চলিয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞানী জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া ভ্রাতৃভাবে সমগ্র পৃথিবীকে একাকার করিয়াছে; খৃষ্টভক্ত সর্ব্বত্র হোলি স্পিরিট * অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রসাদ করিয়া দিয়াছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য তিরোহিত হইয়াছে; লোকে বিরোধ করা ভুলিয়া গিয়াছে; দলাদলি উঠিয়া গিয়াছে; নাপিত ক্ষৌরকর্ম্ম বন্ধ করা বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে। অতএব সাতাশী সাল প্রকৃত ধর্ম্মের সাল।

২। রাজনৈতিক বিবরণ।

সাতাশী সালের ইতিহাসে অপরাপর প্রসঙ্গ না-কি পারলৌকিক কথার মত বড় আঙ্গের নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

---

* বুঝিতে পারিলাম না, খোদা তাঁলীতে কি হোলি স্পিরিট (holy spirit) বিক্রী হয়।
—প্রকাশক ভূত।

পারিয়াছেন। ষ্ট্যাম্প বিক্রয়, টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারাও ইংরেজের বিস্তর লাভ হইয়াছে। আর কাবুল অঞ্চলে যথেষ্ট অপযশ লইয়া ভারতের ধন প্রাণ বিক্রয় দ্বারা ইংরেজ অল্প লাভ করেন নাই।

সংবাদ এইরূপ যে, সাতাশী সালে সাহিত্যের বাজার কিছু নরম ছিল, আমদানি রপ্তানিও কম হইয়াছিল। তা, হউক, কিন্তু তাহাতে পচা সড়া মালের কাটতি যে কম হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

৪। সামাজিক বিবরণ।

খবরের কাগজওয়ালা, সুশিক্ষার টিকাওয়ালা প্রভৃতি প্রধান লোকেরা বলেন, এবং ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সমাজের কথায় আমাদের কাজ কি? পঞ্চানন্দও তাই বলেন। বাস্তবিক বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সধবাবিবাহ, ভদ্রলোকের সম্মান, ইতর লোকের অজ্ঞান, যুবাদের দীক্ষা, ছেলেদের শিক্ষা, বারোয়ারি, দলাদলি, পকাইতি কি মদমাতালের ঢলাঢলির কথায় থাকিয়া দরকার কি? ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই উন্নতির মূল। কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখিবে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না—তবে তো মঙ্গল! তাই যদি হইল, তবে কে কি খাইল, কে কোথায় যাইল, রাম কি বলিল, হরি কি করিল, কাহারি কেমন সংস্কার, কিসে কার উপকার—এ সকল কথা ভাবিয়া তাসের সময়, টপ্পার সময়, ইয়ারকির সময় কেন বৃথা নষ্ট করিতে যাইব? সমাজ আছে আপনার আছে, তাহাতে আমারই বা কি আর তোমারই বা কি? তাহাতে মাহিয়ানা বাড়ে না, রাজাবাহাদুরী ঘটে না, কাজ কর্ম্ম জোটে না, দেনা পাওনা মেটে না, কিছুই হয় না—তবে সমাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? এই মহান্ ভাবের পুষ্টি সাতাশী সালে হইয়াছে।

৫। সাহিত্যিক বিবরণ।

একা পঞ্চানন্দের কথা বলিলেই সমগ্র সাহিত্যের কথা বলা হইল। সাতাশী সালে স্বতেজে, স্বজোরে, লোকযোগে, ডাকযোগে, আপনার সুযোগ বুঝিয়া, পরের অনুযোগ সহিয়া, পঞ্চানন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। ছ কোটী সাড়ে সাতাশী লক্ষ বঙ্গবাসী সকলেই মনোযোগপূর্ব্বক ভাবগ্রহ করিয়া পঞ্চানন্দ পাঠ করিয়াছেন। কেহ রাধাবল্লভ জীউর বনমালা বন্ধক দিয়া, কেহ দুর্গোৎসবের ব্যয় কমাইয়া দিয়া, কেহ শুঁড়ির খাতায় বাকী রাখিয়া, কেহ পোঁ ট্রিয়টিক-ফণ্ডে দাতব্য না করিয়া—এইরূপে যিনি যেমন পারিয়াছেন, আড়াই টাকা বাঁচাইয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মূল্য বাকী রাখা অভ্যাস ছিল। সাতাশী সালে তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, সকলেই অগ্রিম মূল্য দিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন, জগদীশ

গৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাজে কাজেই অন্নচিন্তার দায় হইতে [illegible] ত্রাণ পাইয়া পঞ্চানন্দ এক চিত্তে এক ভাবে আত্মকর্ম্মে নিয়োজিত পারিয়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত, কেবল তাঁহারাই সাতাশী সালে লেখনী ধারণ [illegible] ছিলেন। পূর্ব্বে যেমন পাঠক অপেক্ষা লেখকের সংখ্যা অধিকতর ছিল, সাতাশী [illegible] আর সেরূপ হয় নাই। সাহিত্য-সংসারে আর এক সুলক্ষণ এই দেখা গিয়াছে, [illegible] লেখকই স্ব-স্বপ্রধান না হইয়া সকলে মিলিয়া লিপিসাহায্য দ্বারা স্বীয় সাহিত্যা[illegible] পরিচয় প্রদান এবং পঞ্চানন্দের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং সাতাশী সা[illegible] রাজদ্বারে, কি সুহৃদ্‌সমাজে—সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ প্রতাপ দেখাইয়া পঞ্চানন্দ [illegible] সাধন করিতে পারিয়াছেন।

অতএব সভাপতি এবং সভা মহোদয়গণকে ধন্যবাদপূর্ব্বক পঞ্চানন্দ পুনশ্চ [illegible] গ্রহণ করিতেছেন।

আর সম্প্রতি যে পরচ্ছিদ্রদর্শী পঞ্চানন্দ সঙ্কোচে সাধারণীর কাছে [illegible] পড়িয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে লোকের ক্ষতি নাই, পঞ্চানন্দেরও বৃদ্ধি নাই।

এখন অষ্টাশী সাল এইরূপ চালাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না।

বিলাতের সংবাদ-দাতার পত্র—১।

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। আপনার প্রসাদাৎ এ দাসের প্রাণ-গতিক মঙ্গল। পরে নিবেদন, আমার অন্তঃকরণে বড় দুঃখ হইয়াছে, যেহেতু এ সংসারে যোগ্য ব্যক্তির মরণ, অযোগ্যের সুখ-সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে অকাল কুষ্মাণ্ডের পিতা পিতামহ জমিদারী রাখিয়া গিয়াছে, সে তাকিয়া ঠেসান দিয়া স্বচ্ছন্দে মদের ইয়ার গুলির গোলামে পরিবেষ্টিত হইয়া দুনিয়াকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে, আর আমি মাকি আজন্ম খাটিয়া বিদ্বান্ হইয়াছি, সেই জন্য আপন ভিটায় দুদিন কাটাইতে পাই না। আপনি আমাকে ধরিয়া কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন; সেখানে যেই সুখ্যাতির সহিত কার্য্য আরম্ভ দিলাম, অমনি আমার মস্তকে বজ্রপাত হইল; আপনি আমাকে বিলাতে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তবু এতদিন নানা টাল বাহানায় ফাকি দিয়া আসিতে ছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমা ভিন্ন আপনার গতি নাই, আপনার [illegible] চটিয়া যাইতেছে, তখন অগত্যা আসিতে হইল। বলুন দেখি, ইহাতে দুঃখ হয় কি না হয়?

জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার আরও কষ্ট হইয়াছিল। [illegible] বাটি [illegible] [illegible] হয়; তাহার পর [illegible]

হাইকোর্টের মোকদ্দমার সূত্রপাত জাহাজেই হইয়া থাকে, একথা যখন জানিলাম, তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। জাহাজে অনেক মেম থাকেন, দর্পণ আমার অতিশয় চাটুকার, এবং বঙ্গবাসীরা পুরুষ হওয়া দূরে থাকুক মানুষের মধ্যে গণ্য নয়—তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন, সুতরাং আমার ভয়ের যে বিশেষ কারণ ছিল, ইহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নিরাপদে আমি তীরস্থ হইয়াছি। আমার স্বীকার করা উচিত যে, আসিবার সময়ে আমি চাঁদনি হইতে যে একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা একখানা রবিবারের মিররে জড়ান ছিল। জুতা জোড়াটি যখন তখন খুলিয়া দেখিতাম, সুতরাং মিররও একটু আধটু পড়া হইত; যাহারা মনে করিবে যে, ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, এবং এই মনে করিয়া বিদ্রূপ করিবে, তাহারা পাষণ্ড, নাস্তিক।" প্রমাণ-স্বরূপ একটা গল্প বলি, ক্ষমা করিবেন।

হলা ডোম ছেলেবেলা পর্য্যন্ত অতি দুষ্টপ্রকৃতি ছিল। জলার ধারে মানুষ ঠেঙ্গাইবার মতলবে হলা বরাবর বসিয়া থাকিত। একদিন মানুষ দেখিতে না পাইয়া হলা ঢিল ছুড়িয়া একটা বককে মারিল; বকের গায়ে ঢিল না লাগিয়া জলে পড়িল, সেই জল ছিটকাইয়া একটা তুলসী গাছে লাগিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত হলা কখনও কোনও সৎকর্ম্ম করে নাই। ক্রমে হলার মৃত্যু হইল; যমের কাছারীতে চিত্রগুপ্ত পাপ-পুণ্যের খাতা খুলিয়া দেখিলেন, পুণ্যের মধ্যে একদিন তুলসী গাছে জল দিয়াছিল (সেটা উপরে বলা হইয়াছে), তদ্ভিন্ন সমুদয়ই পাপ। সেই তুলসী গাছে জল দেওয়ার দরুণ যম হুকুম দিলেন, হলা একবার বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাইবে আর অবশিষ্ট কাল তাহাকে নরক-বাস করিতে হইবে। হুকুম শুনিয়া হলা যমরাজকে বলিল—"মহারাজ চিরকাল নরকে থাকিয়া শেষে কবে, বিষ্ণু-মন্দির দেখিব, তাহার ত স্থিরতা নাই; তাই নিবেদন করিতেছি যে, যদি বিষ্ণু-মন্দিরটাই প্রথমে সারিয়া লইতে দেন ত আমার পক্ষে ভাল হয়। শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া নরকে থাকি।" প্রার্থনা সঙ্গত দেখিয়া যম বলিলেন—"তথাস্তু!" অমনি বিষ্ণুদূত আসিয়া হলাকে স্কন্ধে আরোপণ করত লইয়া চলিল।

কিয়দ্দূর গমনানন্তর বিষ্ণুদূত বলিল—"ঐ দেখ, হলা, ঐ বিষ্ণুমন্দির দেখা যাইতেছে।" হলা বলিল—"বাপু বিষ্ণুদূত! চক্ষের যদি সে জ্যোতিই আমার থাকিবে, তাহা হইলে এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?"

আরও কতদূর গিয়া বিষ্ণুদূত আবার সেইরূপ দেখিতে বলিল। হলা উত্তর দিল যে—"তোমাদের যদি বেগার দেওয়া হয়, তবে আমাকে ফিরাইয়া যমের বাড়ী লইয়া চলো; আমি আগেই বলিয়াছি, আমি অন্ধ, তবে আর আমাকে দূর হইতে দেখিতে বলিয়া ফল কি?"

দ্বিতীয় কাণ্ড।

বিষ্ণুদূত লজ্জিত হইয়া বিষ্ণু-মন্দিরের যত নিকটবর্ত্তী হইয়া হলাকে দেখিতে বলে, হলাও তত অন্ধের ভাণ করিয়া দেখিতে অস্বীকার করে। ক্রমে ঠিক বিষ্ণুমন্দিরে যেই উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিষ্ণুদূতের স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া হলা বিষ্ণু-পাদস্পর্শ করিল। হলার তৎক্ষণাৎ মোক্ষ এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইল; যে যমদূতেরা হলাকে আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া গেল, এবং যমরাজও বিস্ময়ের সহিত খাতায় হলাকে খুস্তা খত লিখিবার জন্য চিত্রগুপ্তের প্রতি আদেশ করিলেন।

সেকালে হলা যেমন করিয়া তুলসীগাছে জল সেচন করিয়া উদ্ধার পাইয়াছিল; আর একালে আমার উক্লীলের মিরকু-পাঠে মোক্ষ হইবে না, ইহা অসম্ভব।

ফলতঃ বিলাত পৌঁছিয়া আমার দুঃখের কতক নিবৃত্তি হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এক দিন ভারতবর্ষে যে জাতিকে সাহেব বলিয়া ভয়ে তটস্থ হইতাম, এবং যাহারা নেটিব বলিয়া, আমাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিত, এখানে আসিয়া অষ্ট-প্রহর সেই জাতির সঙ্গে নিঃসংশয়ে নিঃসঙ্কোচে দহরম মহরম করিতেছি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এখন অবধি যে সকল কথা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব, তাহাতে নেটিব বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করিব। "নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও" চিরকাল শুনিয়া আসিতে-ছিলাম, এতদিনে সে কথাটি সার্থক হইল। আমার নেটিবগণ আপনাদের ভক্তি-ভাজন সাহেব, একথা মনে হইলে প্রাক্তনের আর্ত্তির পরিপূরণ জন্য আমার আহ্লাদ হয়, এবং আপনারা আমার হিংসা করিবেন জানিয়া, আরও আনন্দের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এখানে আসিয়া কয়েকজন নেটিব ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, এবং আমি মহাশয়ের ন্যায় রসরাজের চিহ্নিত ব্যক্তি জানিয়া সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতেছেন।

একটা সুলক্ষণ দেখিতেছি যে, নেটিবগণ বিদ্রূপের ভয়ে অতিশয় ভীত, ইহাদের চামড়া খুব পাতলা, সহজেই বিদ্ধ হয়। আমাদের দেশে লোকের চামড়া গণ্ডারের মত পুরু এবং অভেদ্য, যত কেন তীব্র বিদ্রূপ করুন না, তাহাদের গায়ে কিছুতেই লাগিবে না। মনে করুন, আইনের নিষেধ জানিয়াও একজন আমাদের দেশী উকীল পূজার সময়ে মোক্তারদের ডাকিয়া পার্ব্বণী বলিয়া সংবৎসরের দশোত্তরা (১) বা মোক্তারানাটা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। আপনি "শনিবারের পালা" (২) লিখিলেন, উকীল বাবু হয় ত পড়িলেনই না, কিম্বা যদি পড়িলেন, তবে ভ্রূক্ষেপই করিলেন না,

---

(১) শতকরা দশ।

(২) পরে পাঠ্যাংশে আছে।

উঠিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া দিলেন। তাহার পর যদি তাঁহাকে বেল্লিক, নীচ-প্রকৃতি, পাজি, নচ্ছার, দুরাচার বলিয়া অপদস্থ করিবার কামনা করেন, সেও বৃথা হইবে, নাম ধরিয়া না বলিলে বাবু চটিবার লোক নহেন।

কিন্তু এখানে নেটিবদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপ। অমন ভবো একটা কথার ইঙ্গিত যদি এখানে হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, সকল উকীলে খুঁটিয়া সেই পাপনষ্টকারী কুক মেম্বকে শিকার করিয়া বাহির করিবে, তবে ছাড়িবে; সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিবে, যতক্ষণ প্রতীকার না হয়, ততক্ষণ জলগ্রহণ—এ দেশে মাত্রাগ্রহণ—করিবেন না। এই দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। হয় ত নেটিবদের আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। যাহা হয় পরপত্রে টের পাইবেন।

বিলাতের সংবাদ-দাতার পত্র—২।

আমার প্রিয় পঞ্চানন্দ,

আমি এখন সভ্যতার খনিতে প্রবেশ করিয়াছি, সুতরাং আর সে সেকেলে—"শতবং প্রণাম" ইত্যাদি বর্ব্বর সম্বোধনে আমার পত্র কলঙ্কিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের লোকের একটা ভয়ানক কুসংস্কার আছে; তাহারা মনে করে যে, পিতা বা তত্তুল্য লোক হইলেই ভক্তির পাত্র হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সরস প্রিয় সম্বোধন করিলে পাপ হয়। কি মূর্খতা। ফলে, এখানে কোনও প্রকার কুসংস্কারের স্থান পাই-বার অধিকার নাই; একজন নেটিব কবি লিখিয়াছেন—

"বিলাতের মাটী ঠেকে যদি পায়ে,
দাসের শিকল খসিয়া যায়,
বিলাতের হাওয়া লাগে যদি গায়ে,
পরবশভাব বিনাশ পায়।"

(আমার অনুবাদের দোষ ক্ষমা করিবেন, আমি যে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার "পরবশ" হইয়া রহিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।)—কাজে কাজেই এখানে আসিবার সময়ে ভারতের কুসংস্কার, ভারতের কুব্যবহার, ভারতের কুপরিচ্ছদ—সমস্তই বৃটিশ চ্যানেল, অর্থাৎ ডোবরের দক্ষিণবর্ত্তী খালে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের অনেক লোক শুদ্ধ বিলাতের গন্ধ বলে এ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; এখন মেথর বাবু, অবধি নিরেট আয়বাগীশ পর্য্যন্ত অনেকে সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমি যে "কালাপানী" পার হইয়া, লালপানী ...লে ধরিয়া ... এবং বেল্লিক টিকির ভবে সেই বকেয়া ... শিকারের

বোকামি বহিয়া মরিব, ইহা কখনই সম্ভবে না। আপনি যদিও আমার শিক্ষাগুরু, তথাপি বিনয়ের সহিত আপনাকে শিখাইতে ইচ্ছা করি যে, আপনি যত সত্বর আপনার সেই হাস্যজনক হাব ভাব এবং ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করেন, ততই মঙ্গল। যে গোরু আমাদের সেবায় লাগে, আপনারা সেই গোরুর সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন,—এ লজ্জাকর কথা যেন আমাকে আর না শুনিতে হয়। যাই হউক, এইবার আলাত পালাত ছাড়িয়া আসল কথায় প্রবেশ করা যাইতেছে।

আমার শেষ পত্রে আভাস দিয়াছিলাম যে, এখানে থাকিয়া হয়ত নেটিবদিগকে আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। এখন সত্য সত্যই তাহা ঘটিয়াছে এবং উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া আপনি তাহা বুঝিতেও পারিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক এখানকার কয়েকজন নেটিবের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি এ দেশের গুণে মোহিত হইয়া উঠিয়াছি।

নেটিবদের প্রধান গুণ এই যে, বৈরাগ্য কাহাকে বলে, ইহারা জানে না। আমাদের দেশের লোকে সংসারকে ভবের হাট বলে, অথচ হট্টগোল ভিন্ন হাটের কোনও পরিচয় তাহাদের কাছে পাওয়া যায় না। নেটিবদের ভাব অন্যরূপ, ইহারা মুখে বলে না, কিন্তু কাজে দেখায় যে, সংসার ভবের হাটই বটে। খরিদ, বিক্রী, লেনা-দেনা ভিন্ন এখানে আর কোনও কথা নাই।

ভারতবর্ষের সঙ্গে এ দেশের কি সম্বন্ধ? অনেকগুলি নেটিব ভদ্রলোককে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা সকলেই আমার প্রশ্নে অবাক হইয়া ঈষৎ হাসিয়া, মধুর ভাবে আমাকে উত্তর দিয়াছে—"গুরুর দিব্য!—(ইংরেজীতে "বাই জোব", কি না 'বাই জুপিটর' কি না বৃহস্পতির দিব্য,—সুতরাং আমাদের দেশীয় ভাষায় গুরুর দিব্য।)—তুমি পকানন্দের আত্মীয় (ইংরেজী শব্দ—ওন) হইয়াও এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন, একজন দুগ্ধপোষ্য শিশুও তোমাকে বলিয়া দিতে পারে যে, ভারতবর্ষের সহিত এদেশের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। যদি সে সম্বন্ধই না হইবে, তাহা হইলে প্রাতিনিয়ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক উন্নতির জন্য আমরা এত ব্যস্ত থাকিব কেন?"

উত্তরের শেষভাগটা শুনিয়া আমি অধিকতর কুজঝটিগ্রস্ত হইলাম দেখিয়া নেটিবেরা হাসিতে হাসিতে আমাকে বুঝাইয়া দিল—"আমরা মেষ ভক্ষণ করি, তাহা ত জানো। বেশ, কিন্তু তাই বলিয়া কি দুর্বল, মাংসহীন, বসাহীন মেষ আহার করি? না। মেষকে ভক্ষণ করিবার অগ্রে অন্ততঃ ছয় মাস ছোলা খাওয়াইয়া মেষকে হৃষ্ট পুষ্ট করি—তাহার পর উচিত ব্যবস্থা করি। ভারতবর্ষের উন্নতি না করিলে আমাদেরই ক্ষতি, আমাদেরই অসুখ, ইহা কি তোমরা বাস্তবিক বুঝিতে পারো না?"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। নেটিবদের [illegible]

[illegible] অর্থাৎ সৈনিকরূপে ক্ষত্রিয়, মার্চ্চাণ্ট অর্থাৎ বণি[illegible] হইয়া [illegible] পালন, ধর্ম্মরক্ষা, শাস্ত্র-দীক্ষা প্রভৃতি [illegible] ব্যাপার [illegible] নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শূদ্র অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকে যে [illegible] করে, নানা ভেকে ভিক্ষা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য, সেটা নিতান্ত ভুল। সহজে [illegible] ত হয় যে, একমাত্র দস্যুবৃত্তিতে যাহা সাধ্য, তাহার জন্য এতগুলি ভিন্ন মূর্ত্তি [illegible] কোথায় অবলম্বন করিয়া থাকে?

ভবের হাট যে বলিয়াছি, সে কথার মাহাত্ম্যও ইহারা যথাবিধি রক্ষা করিয়া থাকেন। সকলেই ত বেচা-কেনার ব্যাপার লইয়া আছে; তাহার মধ্যে আবার সূতার ব্যাপারীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে। যে সংসার সকলেই কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, সেখানে সূতার মান বাড়াইবার চেষ্টা করাই সুবোধের কাজ! তাই এখানে মাস-চেষ্টারের মান-রক্ষার এত চেষ্টা। ভারতবাসী না কি ব্যাপার বোঝে না, কেবল গোল করিতেই মজবুত, তাই ভাক-কাণ্ডের দুরূপায় লইয়াই এত বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বাস্তবিক মানচেষ্টারের তাঁতিকুলের মান না রাখিলে, এখানে কাহারই কুল রক্ষার আশা থাকে না।

এখানকার রাজকার্য্য মহাসভার দ্বারা সম্পন্ন হয়: ভারতে যেমন বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি বিরাট পুরুষেরা সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করেন, এখানে সেরূপ কেহ নাই। এমন কি স্বয়ং সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীকেও এখন সাক্ষী গোপাল হইয়া থাকিতে হয়। গৃহস্থের ইচ্ছামত ভোগরাগে যেমন শালগ্রামকে তুষ্ট থাকিতেই হইবে, এখানকার সভার কার্য্যে রাজাকে বা রাণীকেও সেইরূপ অনুমোদন করিতেই হইবে। এ দেশটা বাস্তবিক অদ্ভুত দেশ, এখানে নামে রাজা আছে অথচ কাজে রাজা নাই। তাই বলিয়া দেশটা যে অরাজক, তাহাও নহে। সেই জন্যই ত অদ্ভুত বলিতেছি।

সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, বলিয়াছি। এই সভায় দুই দল লোক থাকে; একদল কর্ত্তৃত্ব করে, অন্যদল সেই কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার জন্য নিয়ত বিরোধ করিতে থাকে। মজা এই যে, কর্ত্তৃত্ব যখন যে দলের হাত ছাড়া হয়, তাহারাই রাজ্যের পরম বন্ধু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মনে করুন, এখন পাড়ির দল কর্ত্তা আছে, গোঁড়ার দল এখন বলিয়া বেড়াইতেছে,—"ঐ দেখ, দেশের সর্ব্বনাশ করিল, মানসম্ভ্রম সব গেল, লোকের টাকাগুলা খোলামকুচির মত উড়াইয়া দিল, আমরা থাকিলে কিছুতেই এমন হইত না!" কিন্তু এ দেশের লোকে বেশ বুঝিতে পারে যে, দুই দলেরই মুখভারতী বিলক্ষণ, কাজের [illegible] রীতিতে সে [illegible] থাকে না, সুতরাং রাজ্যটা খেয়ালের উপরেই চলে। [illegible] এই [illegible] সভায় দুই দলেই [illegible] আছে [illegible]

ইহারা ভারতবর্ষের কথা তুলিয়াও কত আমোদ করে। কেহ ভারতবাসীকে ইলেক্ত দিতে চায়, কেহ ভারতবর্ষকে নন্দন-কানন করিতে ইচ্ছা করে; এইরূপ কত খেলাই খেলে। কিন্তু কাজের ভার পড়িলে ইহারা গম্ভীর হয়, তখন আর সে বৃথা আমোদের কথা লইয়া সময় নষ্ট করে না। এটা খুব গুণ বলিতে হইবে; কাজের সময়ে কাজ, আর আমোদের সময় আমোদ করাই ত মনুষ্যত্ব। নহিলে মনে করুন হাসিতে হাসিতে আমরা যত কথা বলি, সে সব ধরিয়া যদি কাজের বেলায় চলিতে হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে?

চোরা চিঠি।

[পঞ্চানন্দ ঠাকুর, —অমুকগঞ্জের ডাকমুন্সী আমার পরমাত্মীয়, সুতরাং লোকটা রসিক, ইহা বলাই বাহুল্য। ডাকের চিঠির ভিতর অনেক রকমের আমোদের কথা থাকে। ডাকমুন্সী তাঁহারই লোভে, লেফাফার যোড়ের জায়গা রসনা-রসসিক্ত করিয়া অভ্যন্তরের গূঢ় তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে জানিয়া লন। নির্দ্দোষ রসিকতা বাঙ্গালীর সহে না, সুতরাং এ বিষয়ে ইঁহাকে অপরাধী করিতে পারিলাম না। সেদিন এইরূপে একখানি পত্র ইনি আমাকে পড়িতে দেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল করিতেও দিয়াছেন। অবিকল নকল পাঠাই; বোধ হয়, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভায়ার অনুরোধে লেখকের নাম গোপন করিতে বাধ্য হইলাম; কারণ, রসিকতা অপেক্ষা চাকরির মূল্য বেশী।——শ্রীপরিচিত পূজারী।]

"আমার প্রিয়তমা জাহ্নবি,

কএক দিবস যাবৎ উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকা জন্য তোমাকে পত্র লিখিতে পারিয়াছিলাম না। তোমার প্রেম যদিও পিতার প্রেমের থাকিয়া লঘু জ্ঞান করি না, কিন্তু ধর্ম্মের যদ্দ্বারা উন্নতি সাধন হয়, সে বিষয়ে তোমাকেও উপদেশ দিতে আমি বাধ্য আছি। সেই জন্য আমি সাহস পাইতেছি যে, উৎসবের বৃত্তান্ত জানাইলে তোমার নিকট আমার কর্ত্তব্য করণ হইবে, এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ব্যবহারে অমনোযোগ না হওন প্রকাশ পাইবে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় যে প্রকার উৎসাহের সঙ্গে আত্মার পৃষ্ঠদেশে হস্ত দিয়া ধর্ম্মের পথে ঠেলা দিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, স্বর্গের দ্বার অধিক ব্যবধান নাই, অচিরে নিকট হইয়া আসিতেছে। যোগপ্রক্রিয়া হইতেছে, জলপূজা হইতেছে, হোম হইতেছে, শান্তি হইতেছে, অভিষেক হইতেছে,— [illegible] কি না, প্রকাশ থাকে নিশ্চয় না,

হওন সম্ভব করি। ক্যাবল তাহাই না, মুসলমানের উজু, আজান, [illegible] মাংস ভক্ষণ, স্থাও হইতেছে।

এখনে জানা গেল যে, শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যের কোচা টিপিয়া ধরিতে পারিলে [illegible] যাওন পক্ষে বাধাঘটন হইতে পারে না। বেদ, বাইবল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা, [illegible] বিস্তার, চৈতন্যচরিতামৃত, রতমালা, আরব্য উপন্যাস এবং সুলভ সমাচার এই নব-বিধানে স্বর্গ-নিকেতনের নবধার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের করুণার জন্য কেহই এখন আর গুহ্য না, সকলেই সুপ্রকাশ। এমতে [illegible]কালের চিন্তা আর নাই। তোমারে এইক্ষণ আমার অনুরোধ যে, তুমি স্নেহত গৃহিণী আর থাকিবা না, প্রেমচিন্তা এবং বৈরাগ্য অভ্যাস করণ মন দিবা।

আমার যাত্রার দিবস নিশ্চয় হইয়াছে। সাহেব হইয়া যখনে প্রত্যাগমন করিব, সেকালে তোমার মুখচন্দ্রে উল্কী-কলঙ্ক না দেখিতে হইলে বিলক্ষণ আনন্দ পাইব, ইহা মনে রাখিবা। দুই পয়সার সাবুন কিনিয়া হস্তে এবং মুখের পর মাখিবা, তাহাতে রং গোরা হইবে এবং উল্কীও পুঁছিয়া যাইবে। বক্ষী আঙ্গরাখ গাউন পরিলে লুকান থাকিবে, তাহাতে সাবুন মাখিয়া [illegible] খর্চ করিবা না।

আইসন কালীন যেমন যেমন কহিয়া আসিয়াছিলাম, সেইমত ইংরেজী শিখনে মন রাখিবা। বড় দাদারে এবং সোণা কাকীরে দেখিলে মাথার কাপড় ফেলাইয়া দিবা। আমি সাহেব হইয়া আসিলের পর তোমার বিবি হওন চাই [পড়া গেল না] [illegible] কালে নৌকার পর মাল্লার কোমর ধরিয়া নাচ [পড়া গেল না] বুড়া কর্ত্তারে নমস্কার না করিয়া এইক্ষণ থাকিয়া হস্ত চালন করিবা। লজ্জা থাকিলে বিবি হওন যায় না, একেবারে বেহায়া হইব, এবং রাস্তার পর ভদ্রলোক দেখিলেই পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সমাদর করিবা। আমাদের কুলপ্রথা এককালেই নিন্দার, সে জন্য কুলে কাটা দিয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইবা।

রন্ধনে আর কষ্ট হোবে না। ফিরিয়া আসিলে পর বাবুর্চি পাক করিবে [illegible] ইবে, খানসামা সে বাটিয়া দিবে। তুমি আমি ছুরি কাটা ধরিয়া টেবলে ভক্ষণ করিব। এখন ক্যাবল মাত্র নবাব সাহেবদের ঘরে মধ্যে মধ্যে বেড়ানে যাইয়া মুসলমান অভ্যাস করিবা। আমি যেমন পুরা সাহেব আসিব, তুমিও সেইমত পুরা বিবি হইয়া থাকিতে পারিলে সুখের কারন হইবে।

আমার কারণ চিন্তা করিবা না। বিবি লোক বিধবা হইলে বিবাহ করিয়া থাকে, তুমিও করিতে পারিবা; আমি তাহাতে রাগ করিব না, বরং খুশী হইব।

সকলদিন আমারে পত্র লিখিবা। তাহাতে 'মাই ডিয়ার' করিয়া লিখিবা, বাং করিয়া লিখিলে আমার জাতি থাকন সঙ্কট হইবে। [illegible]রাণীরে আমার প্রণাম করিবা। [illegible] পুত্রর উপর, মহমেডেন [illegible] [illegible] ঠিকানায় [illegible]

পাঁচুঠাকুর।

"পাঠ করিতে করিতে জাহাজের পর ভাসিব, দেশের জন্যে চক্ষুর জলে ভাসিব না।"

"পুনশ্চ নিবেদন, সম্মুখে যাতায়াত রাখিবে অনাবেশ করিবা না"।

পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা।

আমরা বলি নিলাম!

তোমরা বলো নিলাম!

নিলাম! নিলাম!! নিলাম!!!

উঁচু ডাক যার,

জিনিস হবে তার।

আগামী চৈত্র সংক্রান্তির পর,

শুভ বৈশাখের পূর্ব্বে,

দুপুর বেলায়

ভাঙি থানার সামনে,

গুলির আড্ডার পাশে

মুড়ির দোকানের কাছে

বর্দ্ধমানরাজ পবলিকলাইব্রেরী ঘরে

(যেখানে সম্প্রতি

পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)

প্রকাশ্য নিলামে, সর্ব্বোচ্চ দরে,

ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে

তালিকার মাল।

১ নং লাট

*বাঙ্গালা ভাষা, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত, মাঝে মাঝে ইংরেজীর বুকুনী দেওয়া, সঙ্গে বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল, "বিধাতার ভুল" ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম। অতি সুশ্রাব্য, সুদৃশ্য ও সুখাদ্য। সর্ব্বাংশে মদমত্ত বাবুকুলের উপযোগী।

[সম্প্রতি একজন বাবুর, যিনি সাহেব বাড়ীতে মন্ত্রী সাহেব, মেমসাহেব, খানশামা সাহেব প্রভৃতিকে তেলের যোগান দিতে চলিয়া গিয়াছেন।]

২ নং লাট।

মা ঠাকরুণের ঠেঁটি, বাবার থান কাপড়, নিজের কালা-পেড়ে শান্তিপুরে [illegible] ঢাকাই উড়ুনি ও পিরাণ। প্রকাশ থাকে যে, মেগের শাড়ীখানি থাকিলে [illegible] হবে না।

[সম্পত্তি জনৈক ভদ্র বাঙ্গালীর, যিনি রেলে যাইতেছেন।]

৩ নং লাট।

এক চাপকান (তালি দেওয়া, কিন্তু নূতনেরই মত), এক চোগা (কিছু কপাকশি [illegible] এক মখমলের টুপি (হাঁড়ির ভিতর গুঁজে রাখার দরুণ যৎসামান্য বেখাপ গোছ কিন্তু অল্পদিনের খরিদা), এক পানটুলন [বোতাম নাই], একজোড়া [illegible] [গোড়ালি ছেঁড়া], এক যোড়া জুতা [ঠনঠনের ডবল ইস্পিরিং বার্ণিশ [illegible] এক ছড়ি [পিচের], এক ঘাড় [অচল], একছড়া চেন [গিলটি করা],

[সম্পত্তি জনৈক বাঙ্গালী বাবুর, যিনি রেলের গাড়ী থেকে নামিয়া গিয়াছেন]

৪ নং লাট।

একটা মলবাহ কমোড [ঢাকনি ছাড়া], নূতন খবরের কাগজ [গোসলখানায়] একজোড়া বিলিতি জুতোর তল [পেরেকমারা], একটা পিতলের গলাবন্দ [পোষা কুকুরের গলায় দিবার], একছড়া শিকলি [ঐ কুকুরের, এখন খণ্ড খণ্ড করিলে ঘড়ীর চেন হইতে পারে।]

[সম্পত্তি এক সাহেবের, যিনি বদলি হইয়াছেন। জমিদারের পুষ্যিপুত্র, উপাধি প্রাপ্ত উকীল, এবং অপরাপর বড়লোকের পছন্দসই জিনিস।]

৫ নং লাট।

ঝাঁটা (মুড়ো), দড়ি (দেড়হাত), কলসী (কিঞ্চিৎ কানাভাঙ্গা)।

[খোদ পঞ্চাননের সম্পত্তি, অন্য লাটের গ্রাহককে অমনি দেওয়া যাইবে।]

পরিমাণের দোষে পরিণাম নষ্ট।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, বিস্তর লোক জমিয়া গিয়াছে, তাহার পাশে [illegible] লাল বাবুও একটু মদবিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন—

ভাবযুক্ত হইয়া গায়ক গাইতেছে—

"কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় রে।"

শুনিয়াই হীরালালের প্রাণ চটিয়া গেল, "শুশালা, যেমোর [illegible] জুটলো, বটে ?" বলিয়া হীরালাল সরিয়া পড়িল।

নদীয়ার অঞ্জনা-নন্দনের * চেষ্টা।

নদীয়া জেলা জ্বরে জ্বরে খাক হইয়া গেল। এখন জ্বরের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কমিশন বসিয়াছে। লোক অজস্র মরিতেছে, কমিশনরেরা কারণের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কেবল এবেলা ওবেলা অঞ্জনার কাছে যাইতেছেন, আর "হেঁই মা কি হবে, ওমা কি করিব" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

পঞ্চানন্দের বিশ্বাস যে, এ জ্বর বায়ুর কোপে নহে, তবে অমন তব করিলে কি ফল হইবে? তবু দেখা ভাল, অঞ্জনার রাগ পড়িলেও যদি উপকার হয়।

খবর।

"খোশ খবরের ঝুটোও ভাল।"

—বগুড়ায় একটি স্ত্রী লোকের পুত্র মরিয়া যায়, সে কাঁদিবার জন্য পাশের বন্দোবস্ত করে। শান্তিভঙ্গের ভয়ে শার্প সাহেব তাহা দেন নাই; গরীব বেচারী কাঁদিতে পাইল না বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পঞ্চানন্দ এ সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

—শুনা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের জল-বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজেরা এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। সংবাদ সত্য হইলে অতিশয় দুঃখের বিষয়; কেননা, তখন আমরা বক্তৃতা করিলে বুঝিবে কে, আর মেমোরিয়েল লিখিলেই বা পড়িবে কে?

—হিন্দুদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হুগলীর কয়েক জন উকীল ও জমিদার গোরাদের গরু খাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের স্বজাতিবাৎসল্য প্রশংসার যোগ্য। কারণ, জাতিরক্ষার উপায় করাই স্বজাতিবাৎসল্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

—যাঁহারা সর্ব্বদা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া মদ খাইয়া থাকেন, তাঁহারা খোলাভাটির প্রতিবাদ করিতেছেন। পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে, এরূপ স্বার্থপরতা নিন্দনীয়, এবং বোধ হয় যে, ভারতবাসীদের এই প্রকার বিরোধ দেখিয়াই সরকার বাহাদুর কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না। বাস্তবিক, খোলা হউক, বন্ধ হউক, যাহাতে যাহার সুবিধা, সে সেই পথ

---

* আফ্রিকার ভূবিবরণ যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহাদের উপকারার্থে জানান যাইতেছে যে, অঞ্জনার প্রবাহরোধই নদীয়ার জ্বরের একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে।—পঞ্চানন্দের পণ্ডিত।

অনুসরণ করিবে। ইহাতে আপত্তি করিলে [illegible] বলে,—"যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজম।" কাজ নিয়েই কথা।

—বর্দ্ধমানের কমিশনর [illegible] সাহেব হুগলির [illegible] বিরক্তিকর বাচালতা বরদাস্ত করিতে পারেন না, সেই নিমিত্ত খোলাখুলির পোষকতা করিয়া লাট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যেনো কেনো যাহাই হউক, a good glass of grog পাইলে গলা একটু সরস হইবেই হইবে। [illegible] সাহেব, আর আমার এক রায়।

—ডিগুপ্তের প্রসিদ্ধ ঔষধের উপকার [illegible] প্রত্যাশা করিলে "জীবিত মৎস্যের ঝোল" খাওয়া আবশ্যক। কয়েকজন পুরাতন রোগী জীবিত মৎস্যের ঝোলের ভয়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে না পারিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় মৎস্যকে আগে যথেষ্ট পরিমাণে ডিঃ গুপ্ত খাওয়াইয়া শেষে তাহার ঝোল রাঁধিলে জীবিত থাকিতে পারে। অন্ততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সমালোচনা।

(১)

পঞ্চানন্দ রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন। বর্দ্ধমান। সন ১২৮৮ সাল।

অনেক দিন পরে পঞ্চানন্দের দেখা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এ প্রকার পত্র বঙ্গদেশে আর নাই, ভারতবর্ষে আর নাই, পৃথিবীর কুত্রাপি আর নাই, সাহস করিয়া ইহা বলিতে পারা যায়। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ আমার মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছে। যে দিন পঞ্চানন্দ বিলুপ্ত হইবে, আমরাও সেই দিন অবধি এ মুখ আর দেখাইব না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে এটা পক্ষপাতের কথা। পক্ষপাত হইতে পারে, কিন্তু সে ভালোব ভালবাসার পক্ষপাত, অজ্ঞানকৃত পক্ষপাত, আত্মপ্রীতিজনিত স্বপক্ষে পক্ষপাত। যাঁহারা এ কথার পোষকতা চাহেন, তাঁহারা হর্বর্ট স্পেন্সারের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

ভাষার জন্য কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে পঞ্চানন্দই পারেন। অতি সরল, কোমল, ললিত কথায় পঞ্চানন্দ মনের কথা প্রকাশ করেন, [illegible] ইক্ষুদণ্ড, যেন সছোবক্ত ঝুনো নারিকেল,—কাহার সাধ্য যে দন্তস্ফুট করে। [illegible] পারিলে, রসে শাঁসে বিলক্ষণ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, সমস্তই বিদ্যমান। কি [illegible] কি শব্দগ্রাহ, পঞ্চানন্দের কিছুতেই কাহারও কথাটি কহিবার যোটি নাই। [illegible] সত্যই রস-প্রধান।

পঞ্চানন্দ অসাময়িক পত্র। ইহা অতি সুব্যবস্থার পরিচায়ক। যাহা সাময়িক অর্থাৎ Periodical তাহা কুইনাইনের আয়ত্ত, জ্বর সাময়িক, সেইজন্য জ্বর কুইনাইনের আয়ত্ত। সাময়িক পদার্থ মাত্রই হয় অনিষ্টকর, যেমন জ্বরাদি; নচেৎ নূতনত্বহীন, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি। সাময়িকের আরও এক দোষ আছে, অসময়ে কোন উপকার করে না। যখন লেখকের অভাবে, ছাপকের অভাবে, পাঠকের অভাবে, দামদায়কের অভাবে তোমার সাময়িক পত্র হৃদয়ের অঞ্চলে লুকাইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে, লোক সমক্ষে বাহির হইতেছে না, তখন সাময়িক পত্র তোমার কি উপকার করিতে পারে? উপকার দূরে থাকুক, তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, তোমার [illegible], তোমার [illegible] করিয়া সাময়িক সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব সাময়িককে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চানন্দ অসাময়িক, যখন সংসার আর শ্মশানে এক ভাব, যখন 'সমাজ সমালোচনে' আর 'গোচারণের মাঠে' (১) সেই এক অক্ষয় অব্যয় মূর্ত্তি সাধারণীকৃত বলিয়া উপলব্ধ হয়, ফল কথা, যখন তোমার নিতান্ত অসময়, তখনই পঞ্চানন্দ। অসময়ের বন্ধুই বন্ধু। কে বলিবে, কোন্ পামর ইচ্ছা করিবে যে পঞ্চানন্দ সাময়িক হউক? যে করে, তাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই। তা ছাড়া সাময়িক পত্রই ত সবগুলা; অসাময়িকেরই নিতান্ত অভাব। পঞ্চানন্দ সে অভাব পূরণ করিয়াছেন।

আরও এক কথা বলা আবশ্যক। পঞ্চানন্দ কালদর্শী, সেইজন্য অসাময়িক। শাস্ত্রকারেরা কলির এই কয়েকটি গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বলিতে—(ক) অন্নগত প্রাণ, (খ) জঠরাগ্নি হীন, (গ) ব্যাধিমন্দির শরীর, (ঘ) রোগ-শোক—দারিদ্র্য—বন্ধন—ব্যসন-সঙ্কুল জীবন, (ঙ) সমাজপতির দুর্নীতি, (চ) লোকসকল পাপমতি, (ছ) ক্ষীণা গঙ্গা কেবলমাত্র দণ্ডে সাধারণের মনে হয় ক্ষতি। এই সাত পদার্থ সময়ের 'কোদণ্ড' অর্থাৎ "ষড়রিপু" (২)। এতগুলি এড়াইয়া কি সময়ের মান রাখা সম্ভব?

অনেক কথা বলা গেল, আরও বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাঠকবর্গের বুদ্ধিকে খোরাক দিবার জন্য আর একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

সমালোচনে পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়। উচিত কথা উচিত মত বলিতে পঞ্চানন্দ কখনই সঙ্কুচিত হন না। ষোলো আনার জায়গায় বরং আঠারো আনা—কম কিছুতেই না। অধিক কি, পঞ্চানন্দ আপনাকেই ছাড়েন না। আপনার নিন্দা না করিয়া যে কেবল

---

(১) 'সমাজ সমালোচন' এবং 'গোচারণের মাঠ' এই দুইখানি পুস্তকই অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত।

(২) "ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ"। —দাশুরায়।

প্রশংসাই করেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তিনি যে [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(২)

বড় দুঃখ হইয়াছে, আর কিছু ভাল লাগে না, নহিলে সমালোচনায় সমালোচনায় দেশ শুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলিতাম। সমালোচনা করিব কি, দুঃখেই ম্রিয়মাণ [illegible] রহিয়াছি এবং "দেহের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি।" দুঃখ না করিয়া রাগ করিলেই এ বিড়ম্বনা আর সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাগ করিবার যো নাই। কারণ পঞ্চানন্দ রাগ করিলে, রক্ষা করিবে কে ?

ছাপাখানা-রূপ শ্মশানে পঞ্চানন্দের প্রধান অনুচর—নন্দী। নন্দীর দৌরাত্ম্য কিছু বেশী বেশী ; মানুষে কখনও এত সহ্য করিতে পারিত না। নন্দীকে [illegible] করাও চলে না ; কারণ, প্রমথ ভিন্ন পঞ্চানন্দের অনুচর আর কে হইবে ? অথচ [illegible] ভূতই তুল্য।

সমালোচনা করিবার জন্য পুস্তকের অভাব আছে, তাহা নহে। অভাব হইলেও যে সমালোচনা চলিত না, এমত নহে। অনেক পুস্তক অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। লিখিত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ হইতে সেই অলিখিত গ্রন্থগুলি সুখপাঠ্য, সুরুচিসম্পন্ন, রসভাবযুক্ত এবং বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। প্রশংসা করিতে হইলে সেইগুলির প্রশংসা করিলে চলিতে পারে। নিন্দার পাত্রের কথা ত বলাই বাহুল্য। সুতরাং গ্রন্থাভাবে সমালোচনা হইতেছে না, ইহা বলা চলে না।

সূক্ষ্ম বিচার।

গঙ্গারাম মণ্ডল শুদ্ধ কৃষি কার্য্যের দ্বারা দশটাকার সঙ্গতি করিয়াছিল। তাহার বাড়ী রাত্রিতে ডাকাইত পড়িল। গঙ্গারামের পিতামহের আমলের এক মস্ত কাতান ছিল ; সাহসে ভর করিয়া গঙ্গারাম দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ডাকাইতদের সম্মুখে গিয়া পড়িল। দুই জনকে গুরুতর আঘাত করিল। শেষে একাই দলকে দল ভাগাইয়া করিল।

পরদিন পুলীশের ইন্‌স্পেক্টার জমাদার কনষ্টেবল প্রভৃতি আসিল। গঙ্গারামের নিকট চতুর্ব্বিধ ভোজন লইল। ষোড়শোপচারে পূজা লইল। জখমি দুই জনের, মিলা অপর ডাকাইত কয়েক জনের সন্ধান লইল, ডাকাইত ধরিল। শেষে ডাকাইত, জখমি, গঙ্গারাম মণ্ডল প্রভৃতি, চালান দিল।

ম্যাজেষ্টর সাহেব ডাকাইতদের দাওয়া সোপর্দ্দ করিলেন; গঙ্গারামকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারের হুকুম দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গারামকে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"গঙ্গারাম! কিসেয়ার পোইট তুমি মারিয়াছিল সেই ডেকয়েট এঃ?"

গঙ্গা। "ধর্ম্মাবতার! এই কাতান দে।"

সাহেব। "পাইয়াছে তুমি লাইসেন্স ইহা টরওয়ালার নিমিত্ত?"

গঙ্গা। "ধর্ম্মাবতার! আমরা চাষী রেওৎ, আমাদের ত লাইসেনি নেই।"

সাহেব। "তুমি হাটিয়ার রাখে, হাটিয়ার বহন করে, কিণ্ট, লাইসেন্স লয় না। তোমার দুই সটো টাকা জোর্‌মানা, আওর শ্রম সহিট টিন মাহিনা, না ডে, আর টিন মাহিনা।"

গঙ্গারাম সন্তুষ্ট হইল। কৃতজ্ঞতার বেগে তাহার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

প্রশ্নোত্তর—১।

প্রশ্ন। বলো দেখি বুড়রা বেশী দিন বাঁচে কেন?

উত্তর। যাহারা অল্প বয়সে মরে, তাহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া।

প্রশ্ন। যদি তোমার কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে কি করিবে?

উত্তর। আর একটী ঠিক সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার স্থান পূরণ করিব।

প্রশ্ন। সহজে কাহারও বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার উপায় কি?

উত্তর। তাহার সম্মুখে তাহাকে বোকা বলা। কাণাকে কাণা বল্‌লে রাগ করে, যাহার চক্ষু আছে, সে করে না।

প্রশ্ন। একটী রূপার ঘড়ীকে মদের বোতল কিরূপে করা যায়?

উত্তর। ঘড়ীটা বাঁধা দিলেই টাকা, শুঁড়িকে টাকা দিলেই বোতল ভরা মদ।

প্রশ্ন। তোমার পরিচিত কোনও পাঁচ জন লোকের মধ্যে কে কে তোমার আগে মরিবে বলিতে পার? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে, তোমার যত ইচ্ছা, সময় পাইতে পার।

উত্তর। হাঁ, তাহা হইলে পারি। যেমন যেমন দেখিব, তেমনি তেমনি বলিয়া দিব।

প্রশ্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মায় প্রভেদ কি?

উত্তর। ব্রহ্ম—নিরাকার; ব্রহ্মা—সাকার।

প্রশ্নোত্তর—২।

প্রশ্ন। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর। ঘড়ী ;—চলিলেই অস্থাবর, না চলিলেই স্থাবির।

প্রশ্ন। (গ্রন্থকারকে বন্ধু) কেমন হে, তোমার বই কাটছে কেমন ?

উত্তর। উই আর ইঁদুরে—বিলক্ষণ।

প্রশ্ন। মানুষের চলা বন্ধ হয় কখন ?

উত্তর। মানুষ যখন মাটী হয়।

প্রশ্নোত্তর—৩।

প্রশ্ন। "সাহিত্যসজ্জা" কাহাকে বলে ?

উত্তর। একটা বয়াটে ছেলে ; পড়াশুনায় মন নাই ; আস্পর্দাটুকু বিলক্ষণ ; চিঠি পত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ভিক্ষা করে, অভিনন্দন দেয়, শেষে ধরা পড়ে।

প্রশ্নোত্তর—৪।

প্রশ্ন। কে সর্ব্বাপেক্ষা ঠিক মুহূর্ত্ত ঠিক গণনা করিতে পারে ?

উত্তর। পাওনাদার; তাহাকে যখন আসিতে বলিবে, সে ঠিক তখনই আসিয়া উপস্থিত।

প্রশ্ন। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাগ্মী কে ?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।

প্রাপ্ত পত্র।

(নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত ছিল ; ইহার অনুবাদের জন্য পঞ্চানন্দ স্বয়ং দায়ী।)

পঞ্চানন্দ প্রতি (১)।

প্রিয় মহাশয়,—আমি বিজ্ঞাপিত হইয়াছি, যে, তুমি এক খাতা লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া থাকো, এবং সকলকে উক্ত খাতায় নাম দস্তখত করিতে বলিয়া থাকো ; এবং এইরূপে জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করো।

তোমার মঙ্গলের জন্য আশা করা যাইতেছে যে, তুমি এ সভার, যাহার আমি

(১) পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন,—এই পত্রখানি নিরেট ইংরেজী [illegible] অনুবাদ।

সম্পাদক হওয়ের সম্মান উপভোগ করি, অস্তিত্ব বিষয়ে অবগত নও। কারণ অন্যথা তোমার বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেচকতার প্রতি সন্দেহ করণের যে কষ্টকর আবশ্যকতা, তাহা আমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা হউক আমি জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, চারিপদ পদের উপরে বিচরণ না করিলেই যে কেহ এই সভার আশ্রয় পাইবার যোগ্য হইবে, এমত নহে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই; এবং তাঁহারা একমতও নহেন। অতএব বাহ্য মূর্ত্তি দেখিয়া বিচার করা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আর এ বিষয়ে তুমি যত শীঘ্র আপনাকে অপ্রতারিত করো এবং যে ভ্রমের অধীনে তুমি পরিশ্রান্ত হইতেছ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইতে তোমার চিত্তকে অনপমার্গগামী করো, ততই উত্তম।

উপসংহারে তোমাকে আমার অনুরোধ করিতে হইতেছে যে, এই সভার সংঘর্ষণ এড়াইবার জন্য, কাহাকেও উৎসীকৃত করিবার অগ্রে, সে তোমার ভাষা বুঝে কি না, এবং তৎপরিবর্ত্তে, নিশ্চয় করিবে। যাহাতে ত্রুটি করিলে, সভার কর্ম্মচারিগণ তোমার বিরুদ্ধে উপায় অবলম্বন করিতে উপদিষ্ট হইবেক।

তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য

(স্বাক্ষর অপাঠ্য)

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সম্পাদক।

[সময় মত এই উপদেশ পাইয়া পঞ্চানন্দ উক্ত সভাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। অধিকন্তু সভার সমীপে অনুরোধ যে, তাঁহাদের আশ্রয় লাভযোগ্য সকল প্রাণীর এক একটী নমুনা, আলিপুরের প্রাণিবাটিকায় রাখিয়া দিয়া তাঁহারা পঞ্চানন্দের উপকার করেন। কারণ "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"]

সুসমাচার।

"ন্যশিনাল পেপার" নামক দৈনিক পত্রে বিধুভূষণ মিত্র লিখিয়াছেন যে, ১৬ই জানুয়ারী কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মগণ এক উৎসব করেন; তদুপলক্ষে প্রীতি-ভোজন হয়, তার পর, "The demon of drunkenness was then burnt," (অর্থাৎ) মাতলামির কুশপুত্তল করিয়া তাহার অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল।

পঞ্চানন্দ ইহাতে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন—

(১) মাতলামি কি দ্বাদশ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়াছিল?

(২) মাতলামি নিরাকার, ব্রাহ্ম হইয়া মাতলামির কুশপুত্তল অর্থাৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কি পৌত্তলিকতার চিহ্ন নহে?

(৩) দাহ করিবার আগে মুখাগ্নি করা হইয়াছিল কি না? হইয়া থাকিলে, কে করিয়াছিল?

(৪) ব্রাহ্ম মতেই হউক, আর হিন্দু মতেই হউক, যখন সৎকার হইয়াছে, তখন শ্রাদ্ধ চাই। মদের শ্রাদ্ধ কবে হইবে, এবং কোথায় হইবে?

পঞ্চানন্দ পরোপকারী "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" অবধি, কাঙ্গালী বিদায় পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন।

সরকারী বিজ্ঞাপন।

শস্তা! খুব শস্তা!! মাটীর দর!!!

শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড় লাট ও রাজ্ঞী প্রতিনিধি—এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানাইতেছেন যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূতপূর্ব্ব লাট ডালহৌসির আমল হইতে মহারাজা, রাজা প্রভৃতি যে সকল খেতাব রাজভাণ্ডারে মজুদ হইয়া সময় মত রৌদ্র বাতাস না পাওয়া হেতু কেনপোকা অর্থাৎ পোকায় কাটা ও বল্মীকস্থ অর্থাৎ উইধরা হইয়া জীর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা এবং হাল আমদানি রায়-বাহাদুর, খাঁ-বাহাদুর, এ, পি, ই, এ-ডব্লু-এস প্রভৃতি বহুতর খেতাব আগামী ১লা এপ্রেল মোকাম লাযালের প্রকাণ্ড নিলামে দিবা দুই প্রহরের সময় বিক্রয় করা যাইবেক। নিলামের সময় অর্দ্ধেক টাকা দিয়া রাখিতে হইবেক, এবং কাবুল যুদ্ধের অবসান হইলে বাকী টাকা লইয়া গুদাম খোলা যাইবেক। যাহাদের প্রয়োজন হয়, এমন সুযোগ তাহারা না ছাড়ে, বড়লাটের এই অনুরোধ।

আদেশক্রমে
শ্রীসেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!! দ্বিতীয় সংস্করণ!!!

"মৃত্যুৎকণ্ঠ" কাব্য।

ছয় মাসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের 'মলাটের' দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল গ্রন্থ অবিকল আছে। মূল্য ২৫৲। একখণ্ডের কম পুস্তক না লইলে শতকরা এক শ টাকা কমিশন্ দেওয়া যাইবে; ডাক মাশুল দেওয়া না দেওয়া ক্রেতাদিগের ইচ্ছাধীন।

গ্রন্থকার স্বয়ং এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন; বেয়ারিং পত্র লিখিলে এই সমালোচনা বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। শ্রী—ঃ।

মাতব্বর দলীল।

বড় লাট লীটন যে বড় কবি, অনেকে জানেন না, অথবা মানেন না। কিন্তু এবার তিনি মাতব্বর দলীল দেখাইয়াছেন, আর কাহারও সন্দেহ করিবার অধিকার নাই।

ইংরেজী-কবিকুল চূড়ামণি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, প্রণয়ী, কবি, এবং পাগল,—এ তিনিই এক। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া লাটসাহেব পূজার পূর্ব্বে হুকুম দেন যে, সরকারী আফিস প্রভৃতি দুর্গাপূজার সময় ১২ বারো দিন বন্ধ রাখিলে ব্যবসায়ের এত ক্ষতি হয় যে, ছোট লাট সাহেবের অনুরোধ সত্বেও তিন দিনের বেশী ছুটী মঞ্জুর করা যাইতে পারে না।

এখন আবার সেই কথারই—অর্থাৎ কবির কুটাঙ্গতার প্রকার—পোষকতা করিবার জন্য হঠাৎ হুকুম দিয়াছেন, পূজার ছুটী বারো দিন অবশ্যই হইবে ইহাতে ব্যবসায় মাটী হয়, হউক। এই হুকুম দেওয়াতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, লাট সাহেব খুব উঁচু দরের কবি।

আগামী পূজা পর্য্যন্ত এ হুকুম স্থিরতর থাকে কি না, ইহা না দেখিয়া আশীর্ব্বাদের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

টীকা টিপ্‌পনী।

হর্ষে-বিষাদ।

গেজেটে দেখা গেল, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চানন্দের সরকারী বিজ্ঞাপনের কাজ হইয়াছে,—বঙ্গদেশে অনেকগুলি রাজা বাড়িয়াছেন। দেখিয়া পঞ্চানন্দ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। যাহারা রাজা হইয়াছেন, তাঁহারাও আহ্লাদিত হইয়াছেন, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। একজন মহারাজও হইয়াছেন,—ইঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই গেল সুখের বিষয়, সুতরাং হর্ষ।

এই দিকে মহারাজ বাড়িল, রাজা বাড়িল, কিন্তু রাজ্য লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। লাভের মধ্যে, "নাম গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ"—এ সকল Jack Lackland Johannes Sansterre এর দেশে হউক, সেই ভালো, এ গোলামের পুরীতে কাজ কি? সুতরাং দুঃখের বিষয়, অতএব বিষাদ।

দ্রব্যগুণ।

পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতাকে প্রেশ-কমিশনর সাহেব একখানি চসমা দিয়াছিলেন, তাহার গুণে তিনি যে যে বস্তু দর্শন করিতে পাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চসমা না থাকিলে তিনি যদি এই সকল দেখিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে মূর্খ, খোসামুদে, ভীরু প্রভৃতি বিশেষণ দিয়া এক ঘ'রে করিত। দ্রব্যগুণ মানিতেই হইবে, এই জন্য তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

গেলাসের কানা ছুঁইয়া, তাহার পর ঠোঁটে সেই আঙ্গুল ঠেকাইয়া গোবর্দ্ধন গুণনিধিকে অশ্লীল, অসভ্য, অবাচ্য, অশ্রাব্য কথা প্রয়োগ করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন। দ্রব্য-গুণ স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য বলিয়া গোবর্দ্ধনের প্রত্যেক শব্দে হাসির গিটকিরি উঠিতে লাগিল, গোবর্দ্ধনের বাক্‌পটুতার প্রশংসা হইতে লাগিল, রসিক বলিয়া গোবর্দ্ধনের একটা নাম পড়িয়া গেল। সহজে যাহাতে ভদ্রসমাজে গোবর্দ্ধনের কলিকা পাওয়া দুর্ঘট হইত, দ্রব্যগুণে সেই হেতুতেই গোবর্দ্ধনের আদর বাড়িল।

কেশব সেন চক্ষে চসমা দিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মের দক্ষিণ হস্তে যীশুখ্রীষ্টকে, বাম হস্তে মুসাকে, যীশুর দক্ষিণে চৈতন্যকে, মুসার বামে শাক্য মুনিকে, এইরূপে প্রতিমা সাজান গোছ সমস্ত দেখিতে পাইলেন। সহজে, শুষ্ক চর্ম্মচক্ষুতে এইরূপ কিছু দেখিলে অন্যে পরে দূরে থাকুক, কেশব সেনই তাহাকে দোকাহীন ভণ্ড, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি আখ্যা দিতে ত্রুটি করিতেন না। দ্রব্যগুণ স্মরণ করিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছে, কেশব সেন পরম ধার্ম্মিক, একেশ্বরবাদী, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বৈরাগ্যব্রতধারী, সংসারের মায়ার অতীত, নিষ্কাম এবং গুণধাম।

দ্রব্যগুণে সকলই হয় বলিয়া আজি কালি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর লোকের এত টান পড়িয়াছে। ফলে, দ্রব্যগুণ মানো আর নাই মানো, সাদা চোখে মজা নাই, ইহা মানিতেই হইবে। সস্তায় যদি সুখ চাও, পঞ্চানন্দের পরামর্শ নাও, দোক্তা বাদ দিয়া হরিতানন্দের চেষ্টা দেখো।

ভাব-ব্যাখ্যা।

ইংলণ্ডের রাজত্ব উপলক্ষে কোনও কথা বলিতে হইলে বৃটিশসিংহ বলিয়া তাহার উল্লেখ হয়, সিংহই ইংলণ্ডের রাজচিহ্ন সকলে এ রূপকের সম্পূর্ণ ভাবগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া, বুঝাইয়া দিতে পঞ্চানন্দের বাসনা হইয়াছে। সিংহ পশুরাজ; আর ইংলণ্ড যাহাদের উপর রাজত্ব করেন, তাহারাও পশু। পশুরাজ হইলেও সিংহ নিজেও পশু; ইংলণ্ডের আচরণে ইংলণ্ডের আস্ফালনে, ইংলণ্ডের হুঙ্কারে ইহার প্রমাণ। কোথায়

অঙ্ক শার্দ্দুল একটী মৃগশিশু লইয়া বিহার করিলে, সিংহ গিয়া মধ্যস্থ হয়, এবং আপনার স্বস্থান তাহার ভিতর করিয়া লয়। ইংলণ্ডও সাইপ্রস্‌ অধিকার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবজন্তু দেখিলে সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইংলণ্ড নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। গল্পে আছে, একদা এক সিংহ কূপমধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ভাবিয়া, তাহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে, সেই কূপের ভিতর লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডও আফগানস্থান অধিকার করিতে গিয়াছেন। আইন কানুন ইংলণ্ডের নখর কেশর, টেক্স ইংলণ্ডের পুচ্ছ, বন্দুক সঙ্গিন ইংলণ্ডের দংষ্ট্রা। অতএব ইংলণ্ড সিংহ।

নূতন নিয়মে জাতিভেদ।

অনেকে বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে চিরাগত জাতিভেদ প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুরাতন প্রণালীর পরিবর্তে নূতন প্রণালীতে জাতিভেদ প্রবর্তিত হইতেছে মাত্র; একেবারে একাকার কিছুই হইতেছে না। নূতন প্রণালীর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আজি কালি যাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত, তাহারা চণ্ডালের অধম, সকলেই তাহাদের পূজ্য, সকলকেই তাহারা কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে।

যে লেখা পড়া শিখিয়াছে, ইংরেজীরূপ বেদে যাহার অধিকার আছে, সেই এখনকার ব্রাহ্মণ, বরের প্রয়োজন হইলে, তাহার আদর মর্য্যাদা যথেষ্ট।

যাহার বিষয় বিভব আছে, অর্থচিন্তারূপ শত্রুকে যে পরাজয় করিয়াছে, দাসদাসী রূপ প্রজাপুঞ্জ যাহার বশ্যতা স্বীকার করে, সে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়, বরস্বরূপে সেও প্রার্থনীয়।

যে দোকান পসার বাবসা বৃত্তি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে বৈশ্য বর, ইহাকেও কন্যা দেওয়া প্রশস্ত।

নিতান্ত অভাব হইলে পরপদসেবাধিকারী, অর্থাৎ যাহার একটা যেমন তেমন চাকরি যুটিবার সম্ভাবনা আছে, বরের হাটে সে শূদ্রেরও মূল্য আছে।

সকল দেশেই চিরকাল জাতিভেদ আছে, চিরদিনই থাকিবে; সেই পুরাতন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া এখন যে যত নূতন করিয়া লইতে পারে।

দরকারি বিজ্ঞাপন।

চাই—একটী লেজ।

পঞ্চানন্দের একটী প্রিয়পাত্র আছে। রূপ, যৌবন, ধন, মান, আশা, আশয়, যাহা কিছু করিয়া দিতে হয় পঞ্চানন্দ ইহার সকলই করিয়া দিয়াছেন; প্রিয় পাত্রটী একটী পোষা বাঁদর।

বাঁদরামি যত রকম হইতে পারে, প্রিয়পাত্র তাহার সমুদায় প্রদর্শন করিতে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। সংসারে যে লেজ পাইলে অনেকেই বাঁদর জন্ম সার্থক করে, সে উপাধি-লেজও প্রিয়পাত্রের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। পঞ্চানন্দের সুপারিষে বিধাতা পুরুষের কলমে, আঁটকুড়ার কপালে, যাহা লেখান সম্ভব, তাহা সমস্তই লেখান হইয়াছে। এমন কি, প্রিয়পাত্রকে দেখিয়া সকলেই বলে—"আহা! এটী রাজপুত্তুর বিশেষ!" লোকে বলে বটে, কিন্তু পঞ্চানন্দের ষোল আনা সুখ ইহাতে হয় না; কারণ, তাঁহার পোষা বাঁদর যে সে নাচাইয়া বেড়ায়। প্রিয়পাত্র যখন উঁচুর উপর বসিয়া থাকে, তখন নীচে দাঁড়াইয়া কেহ হাততালি দিলেই মনের মত বাঁদরামিটি দেখিতে পায়। দুঃখ এই যে, অন্তরালে থাকায় পঞ্চানন্দ তখন প্রিয় পাত্রকে আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ,—প্রিয়পাত্রের একটী লেজের অভাব।

অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, যদি কেহ এই প্রিয় পাত্রের উপযুক্ত একটি লেজ সংযোগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে পঞ্চানন্দ তাঁহার নিকট বিনামূল্যে কেনা রহিবেন অর্থাৎ তাঁহাকে একখণ্ড পঞ্চানন্দের অবৈতনিক গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইবেক।

সময়োচিত প্রস্তাব।

আমেরিকাতে ডাক্তার টানর স্বয়ং চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আহার একটা বদ অভ্যাস মাত্র; বস্তুতঃ আহার না করিলে সংসারের কোনও ক্ষতি নাই, বরং উপকার আছে।

ভারতবাসী এ সহজ কথাটা কিন্তু বুঝিতে পারে না; সেই জন্য লাইসেন্সের টাকা কাবুলের যুদ্ধে খরচ হইতে দেখিয়া নহক গণ্ডগোল করিতে থাকে।

সুখের বিষয় এই যে, সমুদয় ভারতবাসী এ প্রকার ভ্রান্ত নহে। কারণ যাহারা দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র চালায়, তাহাদের অধিকাংশই ডাক্তার টানরের চৌদ্দ পুরুষ;—ইহারা পেটেত খাইতে পায়ই না, অধিকন্তু পিঠে খাইয়া থাকে।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া পঞ্চানন্দ প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাবুল যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া মধ্যে মধ্যে কাবুলীদিগকে লাইসেন্সের তহবিল হইতে টাকা যোগাইয়া লড়াই করাইয়া লওয়া হউক। এদিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটা অনাহারবিধায়িনী সভা সংস্থাপিত হউক, ডাক্তার টানর তাহার সভাপতি, দেশীয় সংবাদ পত্রের লেখকেরা সভ্য, এবং হিন্দু-বিধবারা সভ্যা নিয়োজিতা হইয়া ভারতে অনাহার শিক্ষা দেওয়া হউক। তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত সভার ব্যয় বিধানও অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ পেটের দায় না থাকায়, একটা মোটা খরচ একেবারেই লাগিবে না। আর ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, কাপড় পরাটা ক্রমে উঠাইয়া দিলেই চলিতে পারিবে।

ভরসা করি, ভারতসভা এ প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া চসার, আডিসন, ডি কুইন্সি বা মেকলের ইংরেজীতে পার্লীয়ামেন্টের বরাবর এক দরখাস্ত করিবেন, এবং এ বিষয়ের আন্দোলন জন্য বিলাতে একজন প্রতিনিধিও পাঠাইবেন। এখন লিবারেল সম্প্রদায় প্রবল, সুতরাং আশার খর্বিতা হইবার কোনই হেতু দেখা যায় না।

হিসাবী লোক।

রাধাসত্তের ভুলু মাষ্টার গাঁজা খায়, কিন্তু খুব হিসাবী লোক। লালু বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ভুলু মাষ্টার একদিন শুনিল যে, কলিকাতায় গাঁজা বড় শস্তা।

দিন দুই পরে ভুলু মাষ্টার আবার লালু বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। গল্পের প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল "যথার্থ কথা; কলিকাতায় গাঁজা খুব শস্তা; দু আনায় যাহা আনিয়াছি, এখানে দশ পয়সাতেও তত পাওয়া যায় না।"

এক জন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি গিয়াছিলে নাকি?"

ভুলু,—"ভাই, না গিয়ে কি রোজ রোজ ঠকিব? একখানি কিরতি গাড়ী পেয়েছিলাম; সবে বারো আনা ভাড়া। আসবার সময় কিছু বেশী পড়েছিল—পাঁচ সিকা। কিন্তু, বল্লে বিশ্বাস করবে না, আট পয়সায় এই এত গাঁজা।"

উপস্থিত বুদ্ধি।

বাবু আফিসে যাইবার জন্য সেজে গুজে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে দুই জন ইয়ার মদের বোতল সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত। বাবুকে অনুরোধ, একটু [illegible] এক গেলাস খাইয়া আফিসে যান, এখনও ঢের বেলা হয়নি, তাড়াতাড়ি কেন?

বাবু। "না ভাই, এখন [illegible] খেলে মুখ দে গন্ধ বেরোবে, সকলে টের পাবে।"

ইয়ার। "হ্যাঁ টের পাচ্চো না তোমার ভ্রম হবে। নেহাত টের পাও, [illegible] যে আজকার নয়, কাল রাত্তিরে খেয়েছিলে, তারই গন্ধ।"

তর্কটা অকাট্য। বাবু নিরুত্তর।

যেটা পছন্দ হয়।

কেশব চক্রবর্ত্তীরা দুই ভাই: জ্যেষ্ঠ কেশব, কনিষ্ঠ গদাধর। গ্রামান্তরে ফলারের নিমন্ত্রণ হইয়াছে; বাড়ীতে ঠাকুর। অনেক বেলা পর্য্যন্ত গভীর চিন্তা করিয়া কেশব বলিল—"গদা কি কর্‌বি; হয়, তুই ঠাকুর পূজা কর, আমি ফলারে যাই; নয়, তো আমি ফলারে যাই, তুই ঠাকুর পূজা কর্।"

গদাধর সাদা সিধা লোক; উত্তর দিল—"যা বলো দাদা, তাই করি; কিন্তু ফলারটা আমি ছাড়্‌বো না।"

স্মরণ রাখিবে।

নিতান্ত অনুরোধের বশীভূত হইয়া পঞ্চানন্দ প্রকাশ করিতেছেন যে, বাঙ্গালীদের ফাঁসি যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনাপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত করিবার জন্য আগামী চৈত্র সংক্রান্তির দিবস, মোতাবেক ১লা এপ্রিল টৌনহলে এক মহতী সভা হইবে। সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। গলার জোরেই বাঙ্গালী বাঁচিয়া আছে; এমন গলায় ফাঁসি দিলে নিতান্ত প্রভুভক্ত একটী সভ্যতম জাতির রুটি মারা যায়। সুতরাং পঞ্চানন্দ ভরসা করেন যে, দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই ঐ দিবস সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সভ্যগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

বিদ্যাসাগরের নূতন উপাধি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজদ্বারে নূতন উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া, একজন পল্লী-গ্রামের অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন—"নূতন উপাধিটা কি?"

বিদ্যা।—"সি, আই, ই।"

অধ্যা।—"তাহাতে কি হইল?"

বিদ্যা।—"ছাই।"

অধ্যা।—"সাধু! সাধু! রাজার মুখে সকলই শোভা পায়।"

প্রেশ-কমিশনার হইতে প্রাপ্ত।

যে সকল বাবু ভ্রমক্রমেও বাঙ্গালা লেখেন না, বাঙ্গালা পড়েন না, এবং বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন না, তাঁহাদের সম্মানার্থ এম্ (M) উপাধি সৃষ্টি করিবার কল্পনা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন। যাঁহারা উপাধির যোগ্য হইবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক মুক্তাফল খিলাৎ স্বরূপ পাইবেন। মুক্তার মালা তাঁহাদিগকে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না।

পঞ্চানন্দ আশা করেন, যাঁহাদের এই উপাধি লাভের প্রত্যাশা আছে, তাঁহারা এখন দন্তবিকাশ পুরঃসর নৃত্য আরম্ভ করিবেন।

সার্থক শিক্ষা।

বুল্ সাহেবের অদ্য ভারি আহ্লাদ; বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। তাহার উপর বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাজার টাকা পুরস্কারের সমাচার আসিল। হাসিতে হাসিতে সর্দ্দারকে বলিলেন,—"দেকো খান্সাম, এক পাঠা আনয়ন কোরিবে; লেকেন নহে, আমার ন্যায় পাঠা, মেম সাহেবের মটন পাঠা নাহি—বাচ্ছা তাহাকে ভোজন করিবো।"

যেমন গাছ, তেমনি ফল।

য়াকুব খাঁর সহিত লর্ড লিটনের যে সন্ধি হয়, তাহার পর কাবুলে এত বিড়ম্বনা ও গোলযোগ হইতেছে দেখিয়া, অনেক রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক লর্ড লিটনকে অবিবেচক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডমুর্খের সন্ধির ফল যে এইরূপ হইবে, পঞ্চানন্দ তাহাতে বিস্ময়জনক কিছুই দেখেন না। লিপিকরের অনবধানতা প্রযুক্ত উক্ত সন্ধি গণ্ডমুর্খের সন্ধি বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম পঞ্চানন্দ এখন লিপিবদ্ধ করিলেন। এক ভ্রমের ফলে অন্য ভ্রম হইয়াছিল।

কথার অন্যথা হয় নাই।

রামনিধি একটী বাক্স কিনিতে চিনাবাজারে গিয়া এক জন দোকানদারকে বলিলেন, যথার্থ বলো, তুমি ধর্ম্মতঃ কি লাভ নেবে?

দোকানদার বিনয় সহকারে বলিল—আপনি দেখছি খাটি লোক; তা' প্রবঞ্চনা করবে না, দুকথা হবে না; টাকাটার উপর চারি আনা নেবো।

রামনিধি সন্তুষ্ট হইয়া বাক্স মনোনীত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কত দিতে হবে?

দোকা। আজ্ঞে সাড়ে চার টাকা!

রাম। তোমার খরিদ হ'ল কত দে?

দোকা। সে কথায় আর কাজ কি? আপনি ত ধর্ম্মাবতার দেছেন, তবে আর কেন?

রামনিধি দ্বিরুক্তি করিলেন না। বাক্স লইয়া বাড়ী গেলেন। তাঁহার একজন আলাপি লোক বাক্সের দাম শুনিয়া অবাক্ হইল। বলিল, এর দাম যে হদ্দ মুদ্দ ম[illegible] সিকা, আড়াই টাকা!

রামনিধি বুঝিয়া বলিলেন—দোকানদার কথার অন্যথা করে নাই। টাকার উপর চার আনার মানে টাকায় পাঁচ সিকা লাভ।

ধর্ম্মের অনুরোধে অধার্ম্মিক।

সম্প্রতি "আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে; সভার প্রচারকদের অনুরোধ কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করেন।

"আদি ব্রাহ্মসমাজ" আছেন; তাঁহারা বলেন,—বেদ ছাড়া শাস্ত্র নাই, যদি থাকে তাহা অমান্য এবং অগ্রাহ্য; আর পুতুল পূজা করা হইবে না।

কেশব বাবুর মন্দিরে ঘোষণা হইতেছে যে মনুষ্য ভ্রমর জাতি; শাস্ত্র ফুল; ধর্ম্ম মধু; (প্রভুর) গুণ্ গুণ্ গাও, যে ফুলে মধু পাও, অমনি লুটিয়া লও—কে জানে বেদ, কে জানে কোরাণ, কে জানে বাইবেল। তার পর, ভগবানের মর্জ্জি? এটা বাড়ার ভাগ।

কেশব বাবুর ভাঙ্গা দলেরও ঐ সুর, ঐ গান, ঐ কথা। কমের মধ্যে ভগবানের মর্জ্জিটা ইঁহারা মানেন না; তেমন আচার অনুরোধটা কিছু বেশী বেশী।

ক্রেস্তান বলিতেছেন এই যে, এক ভালমানুষের ছেলে তোমাদের পাপের বোঝা বহিয়া মরিল, তোমাদের জন্য রক্ত দিল, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন কি উপায় আছে? তাহার দলে থাকিবে না কেন? ইহা ছাড়া নেড়া-নেড়ী আছে, পীর-গাজি আছে, কর্ত্তা আছে; তাহাদের চেলাদের অনুরোধ, তাহাদের মত করো, চলো, বলো।

এখন যাহার চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারই মরণ, কা'র কথা রাখে? পক্ষপাত করিলে অধর্ম্ম, দলাদলিতে থাকা অন্যায়। সুতরাং ধার্ম্মিকদের জ্বালায় অধার্ম্মিক হওয়া ভিন্ন উপায় কি?

রসিকতা।

পঞ্চানন্দ একজন ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে বলায়, তিনি উত্তর দিলেন যে, রামকমলের কন্যার সঙ্গে রাধামাধবের বিবাহ হইয়াছে।

রসিকতায় কেহ হাসিল না দেখিয়া ভ্রাতা বলিলেন—আচ্ছা, তবে সে বিধবা হইয়াছে।

তাহাতেও কেহ হাসিল না দেখিয়া ভ্রাতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—সধবা বিধবা কিছুতেই যে রসিকতা পাইল না, সে নেহাত বেরসিক।

ছেলে চিত্রকর।

মশিরাম (স্বীয় বন্ধুর প্রতি)—আমার ছেলে চমৎকার ছবি লিখতে শিখেছে; যা বলবে, প্রায় অবিকল আঁকতে পারে। (চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত সন্তানের প্রতি)—দেখি, ওটা কি হচ্ছে। (একটু চিন্তা করিয়া বন্ধুর প্রতি)—দেখো, ঠিক বানরের চেহারা এঁকেছে কি না?

সন্তান। না বাবা, ওটা তোমার চেহারা!

কেন, বল দেখি?

ইংরেজ কখনও কখনও আর্য্যসন্তানের পিলে বাহির করিয়া দেন, অথচ কেহ তাঁহার গায়ে হাত দিতে পারে না কেন?

গুরুজন গুরু আর্য্যগণের পূজ্য; তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইলে মহাপাতকে পড়িতে হয় এবং কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

উচিত সন্দেহ।

একজন চুঁচড়ার 'শিক্ষানবিশ' লিখিয়াছেন যে,—"আমেরিকা দেশীয় একখানি কাগজে পৃথিবীর সমস্ত পাগলের সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি, সংখ্যাটি ঠিক নহে।"

জলে নামিয়া কাপড় ভিজাইবার দরকার নাই; আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। কারণ, তালিকার মধ্যে লেখকের নাম লেখা হয় নাই।

নিঃসন্দেহ।

পূর্ব্বে কাহারও সন্তান জন্মিলে সংবাদপত্রে দেখা যাইত—[illegible] অমুক বাবুর সন্তান হইয়াছে। এখন দেখা যায়—অমুকের পত্নীর সন্তান হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনটা বোধ হয় ব্রাহ্ম ভায়াদের অনুরোধে হইয়া থাকিবে। যাহার অনুরোধেই হউক, এখন মনে আর কোনরূপ থাকিবার যো নাই।

মাণিকলালের বর-লাভ।

কঠোর তপস্যার বলে মাণিকলাল বিধাতা পুরুষকে সন্তুষ্ট করায়, মিথ্যা কথায় বোঝাই করা তিনখানি জাহাজ তাহার জন্য বড় বাজারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। মাণিকলাল তখন একটা বেওয়ারিশ শ্রাদ্ধের ঘী ময়দা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত ছিল। এদিকে মিথ্যা কথা, আদরের সামগ্রী, বড় বাজারের ঘাটে কতক্ষণ থাকিবে? বাজার শুদ্ধ লোক সন্ধান পাইয়া তাড়াতাড়ি যে যত পারিল মিথ্যা কথা [illegible] করিয়া চলিয়া গেল। মাণিকলাল এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া দেখে, জাহাজে আর মিথ্যা কথার এক ছিল্‌কা পড়িয়া নাই। কপালে করাঘাত করিয়া মাণিকলাল কাঁদিতে লাগিল এবং বিধাতা পুরুষের কাছে আবার হত্যা দিল!

বিধাতা দেখিলেন, নিরুপায়; মাণিকলালকে দর্শন দিলেন; সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাণিকলাল রোদনে ক্ষান্ত হইল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধাতা পুরুষ বলিলেন,—মাণিক, যাও আর কাঁদিতে হইবে না, এখন হইতে তুমি যাহা বলিবে তাহাই মিথ্যা হইবে। মাণিকলাল বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

পঞ্চানন্দ এ গল্প মাণিকলালের মুখে শুনিয়াছেন; সুতরাং কথাটা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই।

দান গ্রহণে অস্বীকার।

অশিষ্ট যাদু ক্রোধে অধীর [illegible] ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে কদর্য্য দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক গা[illegible]দিল। সাধু [illegible]—এখন গালি দিও না; তোমাদের [illegible] বাড়ে, [illegible] বিবেচনা করা যা[illegible]

প্রবোধ বাক্য।

সভ্য বাবু পিণ্ডদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় হাসিয়া বলিলেন—পিণ্ড হাতে দিলে স্বর্গে যাইবে কিরূপে? অসভ্য পুরোহিত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবুর পিতার উদ্দেশে একটা অভদ্র কটূক্তি করিয়া ফেলিলেন। বাবু চাবুক ধরিলেন। বাবুর বুড়া চাকর রামা ত্রস্ত হইয়া বলিল—"বাবু রাগ করিবেন না, আপনি হাতে ক'রে দিলে পিণ্ডিটে যদি না পৌঁছয়, পুরুত ঠাকুরের কথায় ওটাও পৌঁছবে না।"

মিথ্যা কথা।

গত বি-এ পরীক্ষা বড় কঠিন হইয়াছিল বলিয়া কয়েক জন অনুযোগ করিতেছিলেন। আমরা স্বচক্ষে সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, তৃতীয় শ্রেণীতে এক জন 'ছাত্রী' পাশ হইয়াছেন। কঠিন পরীক্ষা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

গিরিশের সন্দেহ।

কৈলাস বড় ভালো ছেলে ছিল, তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সকলে দুঃখ করিতে লাগিল। গিরিশ সেইখানে বসিয়াছিল; একটু চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিল—"এমন হবে না? এক মাস পরে পরীক্ষা, এমন সময়ে পড়া কামাই করে কৈলাস কখনই মরবে না, সে তেমন ছেলেই নয়।"

ভুল হয়েছিল।

রামহরি তামাক টানিতেছে, উমাচরণ হুঁকাটী পাইবার প্রত্যাশায় লোলুপ নয়নে তাকাইয়া আছে। রামহরি সুখটান টানিবামাত্র উমাচরণ হাত বাড়াইল। অমনি আবার রামহরি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া ছোট টান আরম্ভ করিল; ইচ্ছা যে, উমাচরণ অপ্রতিভ হউক। পাঁচ সাত বার এইরূপ করিয়া রামহরি বলিল,—"কি ভাই, থাবে থাবে বেড়ালের মত থাবা বাড়াচ্ছ কেন?"

উমাচরণ বলিল,—"আমার ভুল হয়েছিল, আমি মনে করিয়াছিলাম,—ইঁদুর; তা নয়, এখন বুঝেছি—ছুঁচো।"

তবে দোষ নাই।

গোবিন্দলাল মদ খাইতেছে, এমন সময় সুরাপান-নিবারিণী সভার এক জন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দলালকে তদবস্থ দেখিয়া সভ্য বলিলেন—সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করেছ, তবু মদ খাচ্ছ?

গোবিন্দ। ঔষধার্থে বিধি আছে।

সভ্য। কেন, তোমার হয়েছে কি?

গোবিন্দ। আর কি হবে? না খেলেই যে অসুখ করে।

ছিকুর কাণ্ড।

সে বৎসর বেগুন খুব সস্তা হইয়াছিল। ছিকু একা মানুষ, এক পয়সার বেগুন কিনিতে গিয়া সাত আটটি গণ্ডা বেগুন পাইয়াছিল, ফাও চাওয়াতে আরও চারিটা পাইল। একা মানুষ, এত বেগুনের দরকার নাই জানিয়া ছিকু চারিটা বেগুন তুলিয়া লইল, এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তাহাতে বেগুনওয়ালা বলিল—দাম দিলে না?

ছিকু গম্ভীর ভাবে বলিল—তোর এক পয়সার বেগুনে আমার কাজ নেই; তুই কিনে নে; এই ফাও আমার রইল, একেই হবে।

বেগুনওয়ালা—অবাক্।

তা ত বটে।

রাধামাধব দিব্য সুশ্রী সুরসিক পুরুষ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার দুইখানি পায়েই বড় গোদ। রাধামাধব পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বাড়ীর বাহিরে রোয়াকে অতি বিকটাকার মোটা এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। রাধামাধব বিদ্রূপের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন—দাদার দেহখানি ত দেখ্‌ছি বিলক্ষণ। বাড়ীর ভিতর যাওয়া আসা হয় কেমন করে?

সে উত্তর দিল—ভায়া, যা' বল্লে, তা' সত্যি। কিন্তু তুমি যে পায়ে [illegible] গেঁথে তুল্‌তে পার্লে, আমি কোথায় লাগি।

বুদ্ধিমান্ ভৃত্য।

বাবুর কাছে অনেকক্ষণ অবধি অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে। চাকরদের বলা আছে, অনেকবার না ডাকিলে তামাকটা না দেয়। বাবুর ডাকা-ডাকিতে [illegible]

বেহারী চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঙ্গালী চাকর তখন বাজারে গিয়াছে। বাবু হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে বলিলেন,—তামাকু কের্ দেও।

চাকর বলিল,—ধর্ম্মাবতার, তামাকুওয়ালা যব্ আয়া যো আপ্‌কা হুকুম পর উসি বখৎ সব তামাকু কের্ দিয়া।

বাবু বুঝিলেন,—চাকর বুদ্ধিমান্, এক ছিলিম তামাকও ঘরে রাখে নাই। আর তামাক না চাহিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক কাজ করিতে লাগিলেন।

গিরিশের পরিণামদর্শিতা।

একবার বড় বন্যা হইয়াছিল। নৌকাযোগে গিরিশ বাটী যাইবে, নৌকায় আসিয়া উঠিল। গিরিশের একজন সঙ্গী বলিল—দাদা, এবার খুব বান, গঙ্গায় ঘুরে ঘুরে যেতে হবে না, ডাঙ্গার উপর দিয়ে সোজাসুজি যাওয়া যাবে।

গিরিশ নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, নামলে যে?

গিরিশ। ভাই খুব সময়ে মনে করে দিয়েছ; দুটো কলসী নিয়ে আসি, জল তুলে নিতে হবে, নইলে পথে জল পাব কোথায়?

সাবধানের একশেষ।

স্কুলের ছেলেদের কাছে গিরিশ থাকিত; হাট বাজার করিত, রাঁধিয়া বাড়িয়া দিত, আর নিজের পড়াশুনা করিত। একজন গিরিশকে এক দিন বলিল—"এক পয়সার বড়ি আর এক পয়সার তামাক আনতে হবে, দেখিও তামাকে বড়িতে এক ঠাঁই করে এনো না—এই নাও এক পয়সা বড়ির, আর এক পয়সা তামাকের।"

গিরিশ বাজার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। "ফিরে এলে যে"—জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ দুই হাত খুলিয়া, দুইটী পয়সা দেখাইয়া বলিল—"তুমি যে মিশিয়ে আনতে বারণ করেছিলে, তাই ফিরে এলাম। কোন পয়সাটি বড়ির, আর কোন্‌টী তামাকের, তা ভুলে গিয়েছি।

অদ্ভুত প্রশংসা।

মদনপুরের বৃন্দাবন দত্ত খুব ব্যয় বিধান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপকদের বিদায়টা তাদৃশ সন্তোষজনক হইল না। দত্তজ বিদায় গ্রহণ করিয়া এব

জন ভট্টাচার্য্যকে একটু অহঙ্কারের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন মহাশয়, লোক জনের খাওয়ান দাওয়ান কেমন হ'ল ?

ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন—সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন ? এ একটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। এমন ক্রিয়া প্রায় দেখা যায় না।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

রামগোবিন্দ এক খুনী মামলায় ধরা পড়িয়া চালান হইয়া গেল। যে কনেষ্টবল তাহার সঙ্গে যায়, সে তাহার উপকার করিবে, এই আশ্বাস দিয়া কিঞ্চিৎ হস্তগত করিয়া লইল।

ম্যাজেষ্টর সাহেব রামগোবিন্দকে দাওরা সোপর্দ্দ করিলেন, কনষ্টেবলকে রামগোবিন্দ বলিল—"ভাই বাঁচলাম না ত ?" কনষ্টেবল বলিল—"ডর ক্যা হো ভাই, উপরমে খোলাসা হো যাওগে।"

দাওরাতে রামগোবিন্দের ফাঁসির হুকুম হইল। কনষ্টেবল ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আপীলমে হুকুম নেহি বাহাল রহেগা।

যে দিন রামগোবিন্দের ফাঁসি হয়, সে দিনও সেই কনষ্টেবল উপস্থিত। রামগোবিন্দ বলিল—"হ্যা ভাই, শেষে কি ধনেপ্রাণে মা'র গেলাম ?

কনষ্টেবল তখন অপ্রতিভ, অম্লানবদনে বলিল—"ভাই রামগোবিন্দ কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। আভি তুম হাসিল করো, রামজী কা নাম লেকে ফাঁস মে বয়েঠ যাও, পিছু যো হোগা, হাম সমঝ লেঙ্গে।

সত্যবাদী ভৃত্য।

বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করাতে চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু রাগ করিয়া বলিলেন, ভদ্রলোক সব এতক্ষণ বসে' রয়েছেন, তামাক দিস্‌নে কেন ?

চাকর। "আজ্ঞে আপনি যে বারণ করেছেন। সাঁচা সত্যি তামাক আনব না কি ?"

নীতি কথায় রসিকতা।

নীতিকথা,—কদাচ মিথ্যা কহিও না; কদাচ কাহারও দেনা ধারিও না; কদাচ [illegible] মূল্য বাকী রাখিও না; কদাচ গালি খাইও না; কদাচ টাকা দিতে [illegible] করিও না; [illegible] ভুলিও না যে মানুষকে মরিতে হইবে;—তুমি [illegible]

তাহার ঠিক নাই, অতএব দান দেওয়ার পর যাহাতে সে দুর্ঘটনা হয়, কদাচ তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটী করিও না।—কদাচ রসিকতা করিও না,—কদাচ পঞ্চানন্দকে অরসিক বলিও না; কদাচ ভুলিও না যে, যাহা তোমার ভাল লাগিতেছে না, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়াই ভাল লাগিতেছে না।

বিশেষ আত্মীয়।

একটী ভদ্র সন্তান, ছোকড়া বয়সে বিদেশে কর্ম্ম করেন। একজন আত্মীয় দেশে ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া তাঁহার হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার পরিবারকে টাকা কটী দিও; কিন্তু সাবধান, কেহ যেন টের না পায়। চুপে চুপে তাহার হস্তে দিও।"

আত্মীয়। অত করে সতর্ক করতে হবে না। আমি কি বুঝি না? দেখবেন, যাঁকে দিতে দিলেন, তিনিও টের পাবেন না।

এডুকেশন গেজেটের প্রতি প্রশ্ন।

এই যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তাহার সকলগুলাই কি সৎ কর্ম্ম? না কি এই উপলক্ষে কু-কর্ম্মেরও প্রশ্রয় দেওয়া যাইতেছে?

সুখের বিষয়—১।

কোনও একটী গ্রামে মড়ক অর্থাৎ মারীভয় হইয়াছিল। ঐ উপদ্রব শেষ হই-লেই একজন ভদ্রলোক গল্পের প্রসঙ্গে, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে কাহারও কোনও অমঙ্গল হয় নাই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। অপর এক জন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"ভাই এবার মড়কটা আমিও পরে পরে কাটিয়েছি; দুটী মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম দুটীই মরেছে; আর ছেলেটীর বিয়ে দিয়েছিলাম, বৌমাটীও মরেছেন মড়কটা পরে পরেই গিয়েছে।"

সুখের বিষয়—২।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, 'কুসুম' নামে এক খানি পাঁচ এক সংখ্যা করিয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে থাকিবে "জীবনচরিত,

গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ, উপদেশপূর্ণ কৌতুক কথা, বিখ্যাত নগরাদির বিবরণ এবং [illegible] ছাড়া অন্যান্য বিষয়।”

এই ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতর একমাসের খোরাক দিতে হইলে, হয়, পরমাণুর মত অক্ষরে ছাপিতে হইবে—নহিলে এত বিষয় ধরিবে কেন?—তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ সৃষ্টি হইবে। বঙ্গের মঙ্গল। অথবা হোমিওপেথিক মাত্রায় বিষয় গুলি দেওয়া হইবে, পাঠকবর্গ জল মিশাইয়া বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। হোমিওপেথির প্রভাব বাড়িলেও মঙ্গল। উভয়তই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের সুখ।

একজন রাজনীতি-শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বিলাতে মন্ত্রি-পরিবর্ত্তন হইলে ভারতবর্ষের তাহাতে সুখ কি? পঞ্চানন্দ এই বলিয়া দিতে পারেন যে, এক দলের আমলে ভারতবর্ষ জোয়ারে ভাসিয়া যাইতেছিল, অন্য দলের আধিপত্য কালে আবার ভাটায় ভাসিয়া যাইবে। ভাসিয়াই ভারতের সুখ।

সদালাপ—১।

উমাচরণের অনুরোধে তাঁহার একটি কাজের ভার রামহরি লইলেন। উমাচরণ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—“ভাই আমাকে বাঁচাইলে। কথায় বলে যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য জনে লাটী বাজে,—এ ভূতের বোঝা কি আমি বইতে পারি?”

রামহরি—“অত করে বলতে হবে কেন, আমি ত ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হলাম। তোমার ঘাড়ে যতদিন ছিল, তত দিন সত্য সত্যই ভূতের বোঝা ছিল, তা কিন্তু এখন আর তা হবে না।”

সদালাপ—২।

পাঁচজন ভদ্রলোক একস্থানে বসিয়া পরস্পরের গুণানুবাদ করিতেছিলেন। ধীর-প্রকৃতি নসিরামের প্রশংসা করিবার জন্য হলধর বলিলেন—“নসিবাবুর মত ঠাণ্ডা লোক আর দেখা যায় না!”

সুরেশ বলিলেন—“আমি অনেক দেখেছি।”

হলধর—“তোমার ঐ কাজলিমি, কোথায় দেখেছ বল দেখি?”

সুরেশ—“ওলাওঠার রোগী শেষ অবস্থায় ওঁর চেয়েও ঠাণ্ডা হয়।”

চূড়ান্ত কৈফিয়ত।

কমল কেরাণী বিলম্বে আফিসে আসিয়া, আবার সকালে সকালে পলাইয়া যাইতে-ছিলেন। আফিসের বড় বাবু দেখিতে পাইয়া কমলকে বলিলেন—"সে কি হে, তুমি ওবেলা অত দেরি করে এসেছ, আবার এরি মধ্যে যাচ্চ?"

কমল বলিল—"আজ্ঞে এক দিনে দুবার হলে, সাহেব যে রাগ করবেন।"

"EDEN MUST HAVE LOST HIS HEAD."

লাট লিটন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়াতে ছোট লাট ইডেন সাহেব শোকাতুর হইয়া বলিয়াছেন,—"এমন লাট সাহেব আর হবে না, ভারত যুড়িয়া লাটের জন্য কান্না-কাটি পড়িয়াছে।"

কথা মিথ্যা নয়। লাট লিটন সকলকেই কাঁদাইয়া গিয়াছেন, কাজে কাজেই এমন লাট আর হ'বে না, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু এমন ইডেনও হ'বে না,—ইডেন অর্থে স্বর্গকানন, আশ্‌লি (১) অর্থে পাংশুবৎ। লিটনও এই ইডেনের খুব গোঁড়া।

ডার্ব্বিনের কথা যথার্থ।

একখানি বিলাতী কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে,—পণ্টষ্ট্রীটে একটা ভোজ হয়, তাহাতে আসল ফলের গাছ দিয়া ঘর ও টেবিল সাজান হইয়াছিল। ভোক্তারা স্বচ্ছন্দে গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইয়াছিলেন।

ক্রমে ঘর ও টেবিল উঠিয়া যাইবে; গাছে গাছেই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে।

পৌরাণিক ঋণ শোধ।

গুপ্তিপাড়ার গোপীনাথ মুখুয্যে কুলীনের সন্তান, কুলের মুখুটি, ব্রাহ্মণ ইষ্টনিষ্ঠ, বয়স ষষ্টি বৎসর, উদরান্ন সংস্থান জন্য ক্রুকেড্ কোম্পানীর অফিসে বিল সরকারী করেন। স্নান আহ্নিক ক'রে স্বহস্তে পাক করিয়া আহারান্তে আফিস আসিতে মধ্যে মধ্যে বিলম্ব হয়। কাজেই সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে সাহেবদের কাজের আঞ্জাম করেন। একদিন একটু কিছু অধিক বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, দুর্দ্দান্ত জেম্সটিন সাহেব

(১) Ashly.

সজোরে ব্রাহ্মণের বক্ষে সপাদুক পদাঘাত করিলে, গোপীনাথ তখন চৌরঙ্গীর রাস্তার মাঝে পৌরাণিক রোদন করিতে লাগিল;—"ভৃগুরে ভৃগু! তোর ধার আমার শোধ হ'ল, বাপুরে বাপু!"

পাইকের জড় করা অভ্যাস।

জীতনপুরে জমিদারী কাছারীর দাওয়ায় ভজহরি পাইক শুইয়া আছে, মশার দৌরাত্ম্যে অনেকক্ষণ হইতে তাহার ঘুম হয় নাই, এ পাশ ও পাশ করিতেছিল; গোমস্তা মশারি ফেলিয়া অদূরে গাঢ় নিদ্রাভিভূত। নিকটে ডেপুটি-কাছারির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ হইল। শব্দে গোমস্তা গামোছা দিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ভজহরি একবার তামাক সাজতো বাপু'—ক'টা বাজলো রে?' ভজহরি উঠিয়া বলিল—'আজ্ঞে এই তিনটা বাজছে।' আর একজন পাইক জাগ্রত ছিল, সে বলিল—'আজ্ঞে না, এই দুটা বাজিল।' ভজহরি কুপিত হইয়া বলিল,—তুই ত সব জানিস, আর একটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, তুই তখন ঘুমিয়ে ছিলি।'

উপদেবতা কখনও কিছু না নিয়ে ছাড়ে কি?

দক্ষিণা না পাইলে কলির অর্থমেধ যজ্ঞের আচার্য্য স্যর জন্ ষ্ট্রাচী ভট্টাচার্য্য যজ্ঞস্থল ত্যাগ করিয়া যাবেন কেন? পঞ্চাশ কোটী অর্থমেধের পঞ্চাশ সহস্র দক্ষিণা অসঙ্গতই বা কি? তাই ভট্টাচার্য্যেরা পুরোহিতের প্রাপ্যতে চীৎকার করিয়া অদক্ষিণায় যজ্ঞ নষ্ট করিলে পুরোহিত আবার আচমন করিয়া বসিবেন—সেইটাই ভাল হবে।

ভবী ভুলিবার নয়।

সরকারী (১) সভায় মুলুকি লাট শ্রীপদ অর্পণ করিলে, বাপ্পা লাফোঁ (২) তাঁহার 'আপ্যায়িত' করিলেন; সভার আশা ভরসার অনেক কথা বলিয়া সরকারি সভার জন্য ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সরকার হইতে যাচ্ঞা করিলেন। বিরাট লাট আপ্যায়িত হইয়া সকল কথার সদুত্তর দিলেন। তবে কেহ কেহ বলেন, কেবল বধিরের কথায় বোধ হয় বধির হইয়াছিলেন, নহিলে কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না কেন? পঞ্চানন্দ জানেন, লাট লিটনের আংশিক মৌনভাবের নিগূঢ় অর্থ আছে; প্রথম কথা—

---

(১) ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা।

(২) Father Lafont.

তিনি বিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে অর্থনীতির বিতণ্ডা করিবেন কেন? আর দ্বিতীয় কথা,—বিজ্ঞানসভার যেরূপ বিদ্যুৎ বেগে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সভ্যেরা অচিরাৎ অঙ্গার হীরকে, বাষ্প স্বর্ণে, শিশির মুক্তায় পরিণত করিতে পারিবেন। অভাব হইতে আবিষ্কার, সভার অভাব মোচন করিয়া আবিষ্কারের পথে বাধা দিবেন কেন?

মাতাল বাঁটিয়া লয়।

নিশিকান্ত প্রায় নিশীথ অতীতে, আরক্ত লোচনে টল-বিটল চরণে বাটীতে আসিতেন। সেদিন কিছু অতিরিক্ত সেবন হইয়াছিল, বিলম্বও অতিরিক্ত হইয়াছিল; ভোরের বেলা ভোর হয়ে উপস্থিত। গৃহিণী শশব্যস্ত; কুটির ঢাকা খুলতে যান এমন সময়ে ঘড়ি বাজিতে লাগিল, নিশিকান্ত গণিতে লাগিল,—টুং এক; টাং এক; টং—এক; টাং এএএক। ঘড়িটে এমন হ'ল কেন? চারবার একটা বাজিল যে?

পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন।

হাকিম—তুমি চুরি করিয়াছ?

আসামী—আজ্ঞে হাঁ।

হাকিম—কেন চুরি করিলে?

আসামী—আজ্ঞে আপনাদেরই ভয়ে।

হাকিম—আমাদের ভয়ে চুরি! সেকি?

আসামী—আজ্ঞে, এই আমরা যদি চুরিটা আসটা বন্ধ করি, আপনার চাকরি থাকবে না, তা' হ'লেই আপনারা এই ব্যবসা ধরবেন, আমরাও মারা যা'ব, ব্যবসাটাও মাটী হবে।

হাকিম আর প্রশ্ন না করিয়া রায় লিখিতে লাগিলেন।

প্রতিবাদ।

বৃহৎ সভা, লোকে লোকারণ্য। বক্তা হাত পা নাড়িয়া মদের দোষ গাইতেছেন, মাতালের নিন্দা করিতেছেন এবং সকলকেই মদ ছাড়িতে, মদ না ধরিতে এবং মদকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতে উপদেশ দিতেছেন। বক্তা বলিতেছেন—"যাহারা দেশের অলঙ্কার, জন্মভূমির গৌরব, তাঁহাদের কত জন মদ খাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।"

সভায় একজন মাতাল [illegible] দাঁড়াইয়া বলিল "বাবা, তুমিও ভদ্র লোকের [illegible] আমরাও ভদ্র লোকের ছেলে। মিছেমিছি কতকগুলা মিথ্যা কথা বলে [illegible] করছ কেন? খতিয়ে দেখ দেখি, মদ খেয়েই বা কত লোক মরেছে, আর [illegible] খেয়েই বা কত লোক মরেছে। যারা মরে, তারা বারো মাসই মরে।"

রাজভক্তির অতিরিক্ত কারণ।

১। ইংরেজী শিখিয়া ভারতবর্ষের লোক নানা প্রকারে অসন্তুষ্ট হইতেছে, আর যখন তখন ইংরেজের নামে লাগানে কথা লিখিতেছে, আর বলিতেছে। ইহা সকলেই জানেন, এমন কি, ইংলিশম্যান্ ও পাইওনিয়ারও মানেন; তবু কেরাণী বজায় আছে, নূতন লোকে নিত্য নিত্য কেরাণীগিরী পাইতেছে।

২। কাবুলের যুদ্ধ লইয়া কত জনে কত কথা বলিতেছে, আসল ব্যাপারটা এই যে, ভারতবর্ষে চাকরি অপেক্ষা চাকরের সংখ্যা অতিশয় বেশী হইয়া পড়িয়াছে, একটা নূতন দেশ হস্তগত হইলে, এই উমেদার-কুলেরই উপকার, ইংরেজের ও তাহাই [illegible]।

দুঃখের কথা এই যে, পোড়া লোকে ইহাকে বিপরীত ভাবে।

যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা।

আই—হ্যাঁ লা শেষে কুল মজালি? এ লজ্জা রাখ'ব কোথা?

নাতিনী—(ঈষৎ কান্নার সুরে) তুই যে এক দিন বলেছিলি, না মজলে কুল মিষ্টি হয় না।

প্রেম সম্ভাষণ।

স্বামী—(কবিতা লেখেন) বিধুমুখি, তোমায় না দেখিলে দশদিক্ আমায় অন্ধকার বোধ হয়।

স্ত্রী—কেন, চোখের মাথা খেয়েছ না কি?

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আজি কালি মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইতে [illegible] [illegible] কেহ কেহ মূল্য দিয়া গ্রন্থাদি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন; এই [illegible]

সুবিধার নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, এই বৎসরের পঞ্চানন্দ বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। কেবল ডাকমাশুল এবং ইত্যাদি ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নগদ, নোট অথবা মনিঅর্ডার দ্বারা ৫৷০ মাত্র টাকা সত্বর আবেদন করিতে হইবে। আপাততঃ তিন হাজার সাতশত খণ্ড ছাপান যাইতেছে, তন্মধ্যে ষোলশত পাঁইত্রিশ জন গ্রাহক হইয়াছেন। বিগত ১৫ই মাঘের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে, আর আবেদন গ্রাহ্য করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন থাকিবে। অতএব এ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয়।

ডার্বিনতন্ত্রীর শিক্ষা-সোপান।

এক ব্যক্তি চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য ওস্তাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিক্ষার্থীর মূর্ত্তি দেখিয়া ঐ ওস্তাদ তাঁহার বুদ্ধি ঠাওরাইয়া লইলেন। বলিলেন,—মানুষের ছবি আঁকা শিখ্‌বে?

শিক্ষার্থী—হাঁ।

ওস্তাদ—তবে বাঁদরের চেহারা থেকে আরম্ভ ক'রে দেখ না কি?

শিক্ষার্থী—আজ্ঞে কেমন ক'রে আঁক্‌তে হয়?

ওস্তাদ—[illegible] কাগজ নিয়ে পেন্‌সিল নিয়ে সম্মুখে একখানা বড় আর্সী রাখবে। একবার একবার আর্সীতে দেখবে, আর মন দিয়ে ছবি আঁকতে থাকবে।

দিব্যজ্ঞান।

নিধু বাবু মাতাল হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়াছেন; সঙ্গে তাঁহার ইয়ার বিধু বাবু ছিলেন; অনেক কষ্ট করিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিধু বলিলেন—ওঠো ওঠো, মাটিতে পড়ে কেন? লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি?

নিধু উত্তর করিলেন,—"বাবা, বৃথা অনুরোধ, জন্মভূমির মায়া আমি পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," যার যা বল্‌তে হয় বলুক, [illegible] ক'রে মাকে ভুলে আর আমি ছাড়ব' না।"

সৎপথের কণ্টক।

ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিলেন,—সাধু পথে থাকিয়া শাক-অন্নে জীবন ধারণ করিতে হয় সেও ভালো; কিন্তু চুরি ডাকাইতি করিয়া ঐশ্বর্য্য হইলেও, তাহা অন্যায়। তবে তোমরা কেন পাপে লিপ্ত হইবে?

শ্রোতাদের মধ্যে বৃদ্ধ ডাকাতও ছিল, দণ্ডায়মান হইয়া যোড় হস্তে বলিল,—শুধু টেক্সের দায়ে। চোর-ডাকাতের খাজনা দিতে হয় না, টেক্সও লাগে না।

সুশীল বালক।

বিধুভূষণ বড় সুবোধ ছেলে; যাহার যেমন উচিত খাতির মর্য্যাদা করিতে বিধু অদ্বিতীয়। বিধু একদিন একজনের দোকানে বসিয়া আছে, আর সেইখানে বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ও আছেন। দোকানদার তামাক সাজিয়া আনিল।

বিধু সসম্ভ্রমে বলিল—চৌধুরী মহাশয়, আপনি এখান থেকে একবার সরে যান।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

বিধুভূষণ বলিল—আমায় একবার তামাক খেতে হবে, তা আপনার সুমুখে, তা সেটা ভাল হয় না!

উপমায় কলঙ্ক।

প্রিয়ে! তোমার মুখ-শশী যখন মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন আমাতে আর আমি থাকি না!

"কেন ভাই! আমার গালে কি এতই মেচেতা?"

প্রণয়ী দম্পতী।

ব্রাহ্ম স্বামী।—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।"

ব্রাহ্মিকা স্ত্রী।—"কেন, তুমি ত বিধবা-বিবাহের বিরোধী নও।"

ধনী হইবার সহজ উপায়।

আমেরিকাতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—"যাঁহারা সত্বরে ধনী হইবার উপায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে আধ আনা মূল্যের এক একখানি টিকিট সহিত পত্র আমাকে লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

[illegible] হইতে সকলেরই ইচ্ছা; [illegible] বিজ্ঞাপনদাতার নিকট [illegible] রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল; কিন্তু দুই মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহ উত্তর পায় না। ব্যস্ত হইয়া অনেকে পুনর্ব্বার পত্র লিখিতে লাগিল। তখন সেই ব্যক্তি আবার এই বিজ্ঞাপন দিল—"আমি পূর্ব্ব-বিজ্ঞাপন অনুসারে যে টিকিট পাইয়াছি, তাহা বিক্রয় করিয়া আমার লক্ষাধিক টাকা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সহজে ধনী হইবার উপায় আর কি আছে?"

জ্ঞান টন্‌টনে।

ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা হইতেছে; জাতাতাতি শ্রোতারা বসিয়া আছেন; এমন সময়ে একজন মাতাল গিয়া উপস্থিত। যোড় হাত করিয়া কাতর ভাবে দাঁড়াইয়া মাতাল বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। তাহার ভক্তি ভাব দেখিয়া, তাহাকে ভক্ত ব্রাহ্ম মনে করিয়া কয়েকজন শ্রোতা বলিলেন—"বসুন না মশায়, বসুন"—বলিয়া বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

মাতাল তাহার দোদুল্যমান চাদরের খুঁটটি তুলিয়া বলিল—"গঙ্গা, বাবা! এখানে ছত্রিশ জাত আছে, ছোঁয়া পড়্‌বে।" (১)

শ্রোতারা অবাক্।

মিউনিসিপেল বিচার।

অনাহারী মেজেষ্টর (প্রথম আসামীর প্রতি)। তোমার জায়গায় জঙ্গল হয়েছে?

আসামী—আজ্ঞে সে জায়গা আমার নয়।

মেজেষ্টর—আচ্ছা, তোমার বাড়ীর কাছে ত বটে।

আসামী—তা বটে।

মেজেষ্টর—দু টাকা জরিমানা।

(দ্বিতীয় আসামীর প্রতি) তোমার বাড়ীর কাছে জঙ্গল পরিষ্কার কর্‌চো নাই কেন?

আসামী—আজ্ঞে, আমার বাড়ী নয়।

মেজেষ্টর—ঐ পাড়ায় ত তোমার বাড়ী?

আসামী—আজ্ঞে, তা'ও নয়; আমি কুটুম্বের বাড়ী এসেছি।

মেজেষ্টর—তোমার এক টাকা।

(তৃতীয় আসামীর প্রতি)—তোমার বাড়ীর—

আসামী—সে কথায় আর কাজ কি?—এই চৌদ্দ গণ্ডা পয়সা আছে, নিন্।

---

(১) পাছে গঙ্গা নষ্ট হয়।

[illegible] খবরের [illegible] ।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আগামী বার হইতে নব-বিভাকর এক [illegible] লোকপ্রকাশ দুই কর্ম্মা করিয়া বেশী দিতে আরম্ভ করিবেন। ইহাতে [illegible] দের কথা থাকিবে, এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় একখানি অভিধান খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা উপনগরের প্রধান প্রধান মেছুনীরা ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখি-বেন, এমন আভাস পাওয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা।

গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ঘটিত হিসাবের ভুল হওয়া বলিয়া যে তিন কোটি [illegible] লক্ষ টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছে, রাজস্ব-মন্ত্রী ট্রাচি সাহেবের পুরস্কারের [illegible] হাজার টাকা এই কর্জ্জের ভিতর ধরা হইয়াছে ত? না হইয়া থাকিলে, পরিমাণটা এই সময়ে বাড়াইয়া দেওয়া ভালো না?

খেদের কথা।

একজন এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিল—হা ভগবান্, বুদ্ধি দিতে, সেই এক হইত, কবিয়া কর্ম্মিয়া অন্ন-সংস্থানটা করিতাম। তাহা না দিলে নাই, যদি পাগল করিতে সেও যে ভালো ছিল। এ যে দুহবই বা'র।

চন্দ্রের কথা।

মাঘের উপর চন্দ্রের যে প্রকার আধিপত্য, এরূপ আর কাহারও নয়। সংসারচন্দ্র, জগৎচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র প্রভৃতি [illegible] চন্দ্রমোহন শ্রীচন্দ্র ইত্যাদি আছে।

আচ্ছা, কলিকাতাচন্দ্র, ঢাকাচন্দ্র, বনগাঁচন্দ্র, কাঁসারীপাড়াচন্দ্র—নাই কেন? এখনকার অপ্রকাশচন্দ্র অপেক্ষা কি এগুলি ভালো নয়?

সার কথা।

শ্রীনিবাস গাঙ্গুলী, কন্যাভারগ্রস্ত, সর্ব্বদাই মনের অসুখ। অনেক স্থান হইতে অনেক লোক কন্যাটিকে দেখিতে আসে, কিন্তু সম্বন্ধ আর স্থির হয় না। অথচ মেয়ে দেখানির হাকামে ব্রাহ্মণের খাদ্যি খরচাত। সালকতক [illegible] বাহু একবিয় [illegible]

[illegible] বাবু এবং তাঁহার দুই তিন বন্ধু মেয়েটিকে দেখিতে আসেন। দেখা শুনা হ'লো, জলযোগ বিরিঞ্চিসেবা হ'লো, শেষ তামাক খেতে খেতে কেহ বল্লেন "মেয়েটী মন্দ নয়, তবে আর একটু গোরাঙ্গী হলে ভালো হ'তো, বাবু বল্লেন [illegible] কেন বলা বল।"

কন্যাকর্ত্তা আর থাকতে পারেন না, বলে উঠলেন,—"আমার এক নিবেদন আছে যদি ঘর করা কবে হয়, তবে পাঁচ পাচিই ভাল, আর যদি ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকে, তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

বিষয়-বুদ্ধি।

রসময়—কেমন ভাই, তোমার পরিবার কেমন ?

রামনিধি—আর ভাই, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো' না, দু'তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেল, কিন্তু ব্যারামের কিছুই কম দেখা যাচ্ছে না।

রসময়—বলো কি ? দুই তিন হাজার! তা' রিপুর কাজে এত খরচ করার চেয়ে, নতুন দুটো বে করা যে ছিল ভালো ?

রামনিধি—তোমার মত বিষয় বুদ্ধি-থাকলে এত কষ্ট পাব কেন, বলো ?

যা নয়, তাই।

বিনোদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখে একজন মাতাল বড় সোরগোল করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য দুই চারিবার তাহাকে চলিয়া যাইতে বলাতেও সে নিবৃত্ত না হইয়া বেশী হাঙ্গাম করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—নে আয় ত বেটাকে বেঁধে, বেটার মাতলামি বার ক'রে দি।

মাতাল—সেকি বাবা, যা নয় তাই বলতে আরম্ভ করলে ? এ ত চাল কলা নয় যে বাঁধবে,—আমি যে মানুষ বাবা!

দেবলোকের শোক।

সিমলা পাহাড়ে উপর্য্যুপরি নয় দিন সূর্য্যদেব দর্শন দেন নাই; ক্রমাগত মেঘ ও বৃষ্টি হইয়াছে।

জ্যোতিষ গ্রন্থে দেখা গেল, লাট মিণ্টোর অকালে তিরোভাব জন্য দেবলোকে দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] সূর্য্যদেবের রোদনের বিরাম নাই।

একটা পরামর্শ।

সকল ধর্ম্ম-সভাতেই দেখা যায় যে, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনা হয় না। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও অধর্ম্মের লোপ হইতেছে না।

দিন কতক অধর্ম্মের আলোচনা করিয়া দেখিলে হয় না? লোকে তাহাতে অন্ততঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদটা বুঝিতে পারিবে।

জাতি-গুণ।

(মিত্রের অনুরোধে আউড পঞ্চ হইতে উদ্ধৃত)

একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল। কাষ্ঠ কুঠারকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভাই কুড়ুল, আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করি নাই, তুমি কি জন্য আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ?

তাহাতে ঠাকুর স্বীয় বাঁটের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাষ্ঠকে বলিল "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমার পেছনে তোমার জাতি লাগিয়াছে, নতুবা আমি এমন করিতাম না।"

বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

ভুলু বাবু খুব ধুমধামের সহিত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন; তাঁহার ব্যয় বিধান দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ভুলু ঈষৎ লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা অপরাধ নেবেন না। আমি পিতৃহীন, তাই আপনাদের যথোচিত সমাদর করতে পারলেম না। আজ যদি বাবা থাকতেন, তাহা হইলে এর দশ গুণ ক্রিয়া করতে পারিতাম, বাবা সন্তুষ্ট হতেন, আমারও জন্ম সার্থক হত।"

ওঝা চেয়ে ভূত ভালো।

বন্ধু। (রোগীর প্রতি) কেমন হে, আছ কেমন? আর জ্বর ত হয় না?

রোগী। রোগের হাতে রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু কবিরাজের হাতে বুঝি পাচ্ছি না।

বন্ধু। কেন কবিরাজ কি করেছে?

রোগী। কর্‌বে আর কি? অনাহারে ত জীবন ধারণ হয় না, তাই বলছি।

আক্কেল আছে।

সেকেলে সেরেস্তাদারেরা যে ঘুষ খাইত, তাহা অস্বীকার বলা যায় না; কারণ তেমন হুঁসিয়ার লোক চারগুণ বেতন দিয়া আজি কালি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

একদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। অনেক বেলায় দেরি করিয়া সেরেস্তাদার আদালতে উপস্থিত। জজ সাহেব বলিলেন, এ বড় বেজায়, তুমি এত দেরি করিয়া কাছারি আসিলে কেন?

সেরে। হুজুর, পথে যে কাদা, দুপা এগিয়ে আসিতে তিন পা পেছিয়ে পড়ি, কাজেই একটু গৌণ হইল।

জজ। যদি দুপা এগুতে তিন পা পেছিয়ে পড়লে, তবে পৌঁছিলে কেমন ক'রে? তোমার এ মিথ্যা কথা।

সেরে। দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! মিথ্যা না, যখন দেখলাম সোজা আসা যায় না, তখন কাছারির দিকে পেছন ফিরে নগরের দিকে সম্মুখ করিলাম।

অন্যায় দেখিলেই রাগ হয়।

মুখুজ্যেদের বাড়ী কালীপূজা দেখিতে গিয়া সেখ নসীরুদ্দীন হোঁচোট খাইয়া বলিল,—"শালার মুখুজ্যে। ফি বছরই আঁধারে কালী করবে, ভুলেও যদি একবার জোছনায় করলে।"

পদবৃদ্ধি।

সদরালার আদালতে এক মকদ্দমা হারিয়া আসিয়া হাকিমকে নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া অর্থী গালি দিতে লাগিল।

তাহার উকিল বুঝাইয়া দিলেন—সদরালা ত বোকা হবেই! চতুষ্পদ কি না?

আর আর উকীলেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—চতুষ্পদ কেমন?

তিনি বলিলেন—এটা আর বুঝিলে না?—ভগবান্ দত্ত দুই পদ। মুন্সেফীতে প্রথম পদ-বৃদ্ধি, কাজে কাজেই সদরালা হইলে পূর্ণ চতুষ্পদ।

মর্ম্মগ্রাহী শ্রোতা।

পাদ্রী সাহেব চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতার মুখপাতেই প্রশ্ন করিলেন—বলো দেখি, এ দুনিয়াটা কার?

একজন শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল—এক শ' কথার উচিত কথা বলিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দুনিয়া—টাকারই বটে।

[illegible] ভরসার কথা।

মিরর পাঠ করিয়া একটা বিশেষ সুসংবাদ জানিতে পারা যায়। তাহা এই যে, বঙ্গদেশের শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে, বাল্য-বিবাহ এ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ সে বিবাহ বিবাহই নয়, [illegible] যায়। যখন দেখিবে বরকন্যা, তখন জানিবে বিবাহ। দৃষ্টান্ত কুচবিহার।

বিদ্যা অমূল্য ধন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় উপাধি হস্তগত করিয়া আসিয়া এক বৎসর ধরিয়া ভজুলা-রাম দত্ত ওকালতীর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রজতখণ্ড দূরে থাকুক, একটা তামার পয়সার মুখও দেখিতে পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া, ওকালতী ছাড়িবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়া গেলেন—এত দিনে বুঝিলাম যে, বিদ্যা অমূল্য ধনই বটে।

ন্যায়সঙ্গত উত্তর।

প্রশ্ন। "ঘোড়া এবং গাধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

উত্তর। "গাধা"

প্রশ্ন। "কেন?"

উত্তর। "গাধা পিটিলে তবে ঘোড়া হয়।"

নির্দ্দোষ প্রার্থনা।

রামহরি। (ক্রুদ্ধভাবে) "ওরে বেটা তুই উচ্ছন্নে যা"!

বিষ্ণু (ভক্তিভাবে)—"অনুগ্রহ করে যদি আগে আগে পথটা দেখিয়ে যান ত ভালো হয়। নইলে চিনতে পারব না।"

সরকার বাহাদুরের ভ্রম।

সেন্‌সসে আদম-সুমারী বা জনসংখ্যা লইবার হুকুম হইয়া গিয়াছে। এবং সর্বত্র একই সময়ে ঘর, দুয়ার, নৌকা পর্য্যন্ত দেখিয়া মানুষের সংখ্যা ঠিক করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, একটু সঙ্কীর্ণ ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে অনেক ভদ্রলোক গণনার বাহিরে পড়িবেন। থানা ও বাগান গণিবার উপায় করা হয় নাই। অথচ অনেক ভদ্রলোক রাত্রিতে নর্দ্দমাবাসী হইয়া থাকেন, অথবা ভুলক্রমে বাগান-বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়েন, এ কথা সকলেই জানে।

আর একটা কথার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তাহাতেও ভুল হইবার সম্ভাবনা। গণনার সময়ে প্রসবোন্মুখী রমণী এবং আধখানা জলে, আধখানা ডাঙায় ৺তীরস্থ খাবি-ভক্ষণ-পরায়ণ ব্যক্তি, পূর্ণ একজন বলিয়া অথবা কম-বেশ করিয়া গণিতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া উচিত।

ন্যায়রত্ন-কীর্ত্তি। *

এখন অবধি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ অভ্যাস করা উচিত। সেইজন্য নিম্নে দুইটি সরল পাঠ দেওয়া গেল—

১। "এসো, এসো, ভায়া এসো" লিখিতে হইলে "S-o S-o Via S-o" এইরূপ বানান করিতে হইবে।

২। Gave him legacy দেখিলে পাঠ করিবে "গোবে (অর্থাৎ গোবিন্দের) হিম লেগেচে।

হুসিয়ার ছেলে।

শিক্ষক। পাঁচ থেকে দুই নিলে কত থাকে?

ছেলে। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)—জানি না।

শিক্ষক। আচ্ছা মনে করো, তোমাকে পাঁচটা কমলা লেবু দেওয়া গেল—

ছেলে। কখন দেবেন?

শিক্ষক। মনে কর দিলাম, তার ভেতর থেকে দুটি লেবু আমাকে ফিরে দাও, তা হ'লে তোমার কটা থাকে?

ছেলে। পাঁচটা ত আমায় দেবেন? তা পাঁচটাই আমার থাকবে।

শিক্ষক। না না, তা কেন? দুটো যে আমায় ফিরে দিবে।

ছেলে। (কাঁদিয়া) না, তা আমি একটাও দেবো না।

---

* [illegible] বিজাতীয় বর্ণমালায় স্বজাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা।

আসামীর জবাব।

রাধামাধব মাতাল হইয়া রাস্তায় দৌরাত্ম্য করিতেছিল, এমন সময়ে পুলীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া খোলায় তুলিয়া লইয়া গেল এবং থানায় সমস্ত রাত্রি কয়েদ করিয়া রাখিয়া দিল।

সকালবেলা চালান দিবার সময়ে নাম জিজ্ঞাসা করাতে, রাধামাধব মনে করিল যে, নাম প্রকাশ হইলে লজ্জার বিষয়, অথচ জরিমানা কিছু হইবেই। সেই জন্য প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আপন নাম লেখাইয়া দিল—রামচন্দ্র।

আদালতে উপস্থিত হইলে রাধামাধবের একজন বন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ফলে, নাম ভাঁড়াইবার অপরাধে আর এক অভিযোগ তাহার উপর চাপিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার আসল নাম কি?

"আজ্ঞে, রাধামাধব"।

বিচারক—"তবে পুলীশে নাম ভাঁড়াইয়া প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে কেন?"

"হুজুর, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম—তখন কাজে কাজেই—রামচন্দ্র।"

বিচারক—"রাস্তার উপর মাতলামি করিতেছিলে কেন?"

"হুজুর, মাতলামি করি নাই। তবে রাত্রি অধিক হয়েছিল, গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না, হেঁটে বাড়ী যাই এমন সঙ্গতি ছিল না, তাই কোম্পানীর খোলা ডাকছিলাম।"

দেবতার পক্ষপাত।

যে দরিদ্র, তাহার উপর দেবতারও কোপ দেখা যায়। কিন্তু মহাপাপীও যদি দরিদ্র না হয়, তাহা হইলে দেবতা তাঁহার অনিষ্ট করেন না। আমার ঘর নাই, মাথা বাঁচাইবার স্থান নাই, আমিই বৃষ্টিতে ভিজিব। আর, তুমি চুরি করা ছাতাটী মাথায় দিয়া চলিয়া যাইতেছ, তোমার মাথায় জল পড়িবে না।

অকাট্য প্রমাণ।

"যাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম, তাঁহারা হিন্দু নহেন—ইহা কিসে জানা যায়?"

"তাঁহারা আদরের সহিত রবিবারে দর্পণ দেখেন।"

"তাহাতে কি প্রকারে জানা গেল ?"

"হিন্দুদের বিশ্বাস আছে যে, রবিবারে দর্পণ দেখিলে কলঙ্ক হয়। কলঙ্কে হিন্দুর সাধ নাই।"

রাজকার্য্যের রহস্য।

জেলার জজ সাহেবেরা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত গুরুদণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। অনেক সাহেব অপরাধ করিলে শাস্তিস্বরূপ জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভুক্ত-ভোগী, সুতরাং দণ্ডের ব্যবস্থা ভাল বুঝিবেন বলিয়াই এ প্রকার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

একজন বাঙ্গালী অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোন বিষয়ে স্বয়ং দণ্ডিত হন নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই তাঁহাকে দাওরার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না।

আশ্চর্য্য অজ্ঞতা।

মেম সাহেব (খানসামাকে)---গত রবিবারে সাহেব তোমাকে মারিয়াছিলেন কি? কৈ আমি ত জানিতে পারি নাই?

খানসামা।—আপনি জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়াছিলাম।

কবির ভবিষ্যদ্বাণী।

পাঁচ ইয়ারে একত্র হইলেই একটা মদের বোতল খোলা আবশ্যক, নহিলে আর ভদ্রতা রক্ষা হয় না। নন্দী বাবুর বৈঠকখানায় এইরূপ মজলিস হইয়াছে, খানসামা এক বোতল 'বী-হাইব' ব্রাণ্ডী দিয়া গেল। নব অনুরাগী একজন নবীন ইয়ার "ব্রাণ্ডীর" নাম শুনিয়া চমকিয়া বলিল—"না ভাই, আমাদের বাঙ্গালীর পেট, ব্রাণ্ডী খাওয়াটা উচিত নয়।"

নন্দী বাবু বলিলেন—"বী-হাইব" জিনিষটা ভালো হে; এতে কোন অনিষ্ট হয় না।

এক জন বকেয়া ইয়ার নন্দী বাবুর পোষকতা করিয়া বলিল—"বী-হাইব, কি না মধুচক্র,—বাঙ্গালীর জন্য ব্যবস্থাও আছে। দূরদর্শী কবিবর মাইকেল মধুসূদন মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—

[illegible] [illegible]।

—'মধুচক্র, গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'—
যদি ভদ্রলোক হও, দেশানুরাগী হও, তবে বী-আইয়ের নিন্দা করিতে পারো না।

জিজ্ঞাসা।

"বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। কিছুদিন [illegible] গো-জাতির উন্নতির জন্য "সঞ্জীবনী" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, এই সমস্ত প্রবন্ধ গো-জাতির অবোধগম্য এবং গোপাল সম্প্রদায়ের [illegible] পড়ে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, গোজাতির অগ্রে স্বজাতির উন্নতির জন্য যত্ন করাই উচিত এবং আ[illegible]শ্যক। তবে, যদি "সঞ্জীবনী"র গোজাতি এবং স্বজাতি একার্থবাচক হয়, তাহা [illegible] কথাই নাই।

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অবৈধ অনুযোগ।

বাঙ্গালীর দেশহিতৈষিতা নাই, এই কথা বলিয়া অনেককে অনুযোগ করিতে শোনা যায়। কিন্তু কথাটা সত্য নহে, সুতরাং অনুযোগও অমূলক। খোলা ভাটী হইবার পূর্ব্ব হইতেই "কনাট্রি" নামে অনেকের মুখ লালায়িত এবং হৃদয় প্রফুল্ল হইতে দেখা গিয়াছে। তবে যাহারা "কনাট্রিব" কথায় বাম করেন, তাঁহারা অবশ্যই বিলাতী-ভক্ত এবং দেশের পরম শত্রু।

যে যেমন বোঝে।

"প্রকৃত সুন্দর কে?"
"যাহার বিদ্যা আছে।"
"ইহার প্রমাণ কোথায়?"
"ভারতে।"

ক্ষমা প্রার্থনার নব বিধান।

মৌলবির [illegible] কীর্ত্তি ওরকে বজ্জাতি ব্যাপার বোধ হয় এখনও [illegible] [illegible] নাই। সেই যে ছোট লাট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ডেপুটী মেজেষ্টরের সদনে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহার ফলে মহামতি মৌলবি আদেশ করিলেন যে, অতুলানন্দ বর্দ্ধন জন্ত ডেপুটী তারিণী বাবু এই মর্ম্মে রুবকারি প্রেরণ করুন যে, বঙ্গজাতির যথার্থ মত কেন যদ হউক না, তৎসম্বন্ধে বিবাদ করা বৃথা, কারণ অপবাদের অভিপ্রায়াভাব, অতএব অপরাধ অসম্ভাবিত।

এই ত গেল ক্ষমা প্রার্থনা। ইহাকে নব বিধান অভিধান দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আদেশ আছে, অনুতাপ আছে, গৌরাঙ্গ আছে, কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, ঈশার উপদেশানুসারে গণ্ডান্তরে চপেটাঘাত আছে, মহম্মদের শাসনানুগত করবালাঘাত আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য্য শ্রীতৈলোক্যনাথের জয়-পতাকার উদ্দীনতা আছে।

এ হেন প্রয়াগ তীর্থে, এমন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে যে ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডনে কুণ্ঠিত হয়, তাহার পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ইহকালের অবস্থা [illegible] জীর্ণ, সকাল সকাল এ [illegible]জাল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহার মঙ্গল।

সৎ পরামর্শ।

ফাঁসি দিবার জন্ত বৃন্দাবনকে মশানে লইয়া যাইতেছে; আর ফাঁসী দেখিবার জন্ত দলে দলে লোক দৌড়িতেছে। একদল লোককে ডাকিয়া বৃন্দাবন বলিল—“ভাই সকল, কেন ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছ? আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনও কাজই ত হইবে না।”

আশার অতিরিক্ত।

পিতা। (পুত্রকে) কেমন, আজ তোমাদের স্কুলে ওঠাওঠি হ’ল না? তোমাদের ক্লাসের ক’জন উঠল? তুমি উঠেছ তো?

পুত্র। (সহর্ষে) আজকে কারুই উঠতে বাকী নাই, স্কুল শুদ্ধ উঠে গ্যাছে, আর পড়া ক’রতে হ’বে না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত।

শিক্ষক। তাপের গুণ এই যে, তাহাতে পদার্থের সম্প্রসারণ হয়, অর্থাৎ পদার্থের আয়তন বাড়ে। শৈত্যের গুণ ইহার বিপরীত, শীতে পদার্থ সঙ্কুচিত অর্থাৎ ছোট হইয়া যায়।—বুঝিতে পারিলে ত?

ছাত্র। আজ্ঞে, বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি?

ছাত্র। এই যেমন—দিন। গ্রীষ্ম কালে বাড়ে, আর শীতকালে ছোট হয়।

এডুকেশন গেজেটে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ;—

"এক জন সুবিজ্ঞ ইংরাজিতে এণ্ট্রান্স পাস, বাঙ্গালা, পারসীতে উত্তম পারদর্শী ও আইন উত্তমরূপ জানা আবশ্যক, এরূপ এক জন লোকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৮ টাকা। ইহার সবিশেষ জেলা নদীয়ার মহকুমা রাণাঘাটের চাকদহ থানার অধীন কাজিপাড়া গ্রামে মুন্সী রওশন আলি সাহেবের বাটীতে আসিলে জানিতে পারিবেন। কার্য্য দেওয়ানি, সমস্ত জমিদারী বন্দোবস্ত, মোকদ্দমা মামলাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে।"

আট টাকা মাহিনাতে আপত্তি নাই। খুঁটের পয়সা খরচ করিয়া কাজিপাড়া যাইতেও আপত্তি নাই; কিন্তু এ কর্ম্মের যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে কি না, পঞ্চানন্দ তাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। এডুকেশন গেজেটের উচিত, যেমন কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছেন, তেমনি কপে র্ভত্তির একটা বিজ্ঞাপনও তিনি বাহির করেন।

তিনি কে?

নূতন ঝী চুরি করে, দুধের সর তুলে খায়, বামুন ঠাকরুণ এই কথা গিন্নীকে ব'লে দিলে গিন্নী আবার কর্ত্তাকে তাই জানাইলেন। কর্ত্তা বাবু বড় ধার্ম্মিক, হঠাৎ ঝীকে কিছু না ব'লে, এক দিন রান্নাঘরে তাকে হাতে-পাতে ধ'রে ফেল্লেন, ফেলে ব'ল্লেন— "দেখ্ পাপীয়সি! তুই এই চুরি ক'রে, শুধু যে আমার অনিষ্ট কর্‌ছিস তা' নয়; যাঁর সম্মুখে আমিও কীটানুকীট, এমন এক জন উপরে আছেন, তাঁর কাছেও তোর ঘোর অপরাধ হচ্ছে। তুই জানিস্, তিনি কে?"

ঝী থত-মত খেয়ে বল্লে—"আজ্ঞে জানি,—তিনি মা-গিন্নী।

বুঝিবার ভুল।

খোলা ভাটি হওয়াতে অনেকে রাগ বিরাগ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু খোলা ভাটি হওয়াটা ভুলক্রমে। এখন নাকি মরুতের দৌরাত্ম্যে ভদ্রলোকে মদ খাওয়া

ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই জন্য সরকার বাহাদুর সাধারণ লোকের মনে মদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মদ যেমন উত্তেজক, তেমনি অবসাদক; প্রথম প্রথম দিন কতক মদ-মাতালের বাড়াবাড়ি হইবে বটে, কিন্তু শেষে আর কিছুই থাকিবে না। সরকার বাহাদুর সার বুঝিয়াছেন যে, মদ না খাইলে মদের দোষ জানা যায় না। দুঃখের বিষয় যে, পোড়া লোকে এটা বুঝিতেছে না।

প্রকৃত কারণ।

অনেকে মনে করিয়া থাকে যে, মদের দোকান অধিক হওয়াতেই মাতলামি বাড়িতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়।

সরকার বাহাদুরের অনুমতি না লইয়া কেহ কেহ না কি মদ বিক্রয় করে, তাই আবকারীর একটা নিয়ম আছে যে, মদ ধরিতে পারিলে, যে ধরে তাহাকে বকশিস দেওয়া যায়। এই বকশিসের লোভে অনেকে চুপি চুপি মদ ধরে। বকশিস পাউক আর না পাউক, ধরিলে আর কেহ ছাড়িতে পারে না। ইহাই মাতলামি বাড়িবার প্রকৃত কারণ।

প্রভুভক্ত ভৃত্য।

সাহেব (রাগত হইয়া খানশামাকে)—
"শূয়রকা বাচ্ছা।"—
খানশামা (যোড়হাত করিয়া বলিল),—
—"হুজুর মা বাপ, সব বল্‌তে পারেন।"

তা তো যথার্থ।

রামমণি পঞ্চাশ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা, পীড়ায় শয্যাগত; যক্ষ্মই কাহিল, নিতান্ত ক্ষীণ, তাহাতে আজি আবার একাদশী। রামমণির আত্মীয়বর্গের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। কি করে, বিব্রত হইয়া গোবর্দ্ধন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

গোবর্দ্ধন ডাক্তার রামমণির বুক ঠুকিয়া প্রথমতঃ পঞ্জর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন, জিহ্বা টানিয়া প্রাণ চমকাইয়া দিলেন, ঘড়িতে নাড়ী দেখিলেন, তার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—দোয়াত কলম, কাগজ।

রামমণির এক জন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিল—বাবু দেখলেন কেমন? ঔষধ করবার ব্যবস্থা করা যায় কি?

গোবর্দ্ধন ডাক্তার তীরস্থের খবর জানেন না। রোগীর অবস্থা খারাপ, উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—এ ওঁশ ব্রাণ্ডী আধ ঘণ্টা অন্তর ছ বার। সঙ্গে সঙ্গে মুর্গীর সুরুয়া; বীফ্-টি হইলে আরো ভালো।

"সে কি মহাশয়! বামুনের বিধবা যে? তায় আজ আবার একাদশী!"

"আমি তার কি করব বলো?" পুস্তকে বয়োভেদে ঔষধের মাত্রা-ভেদের কথা আছে; কিন্তু ধর্ম্মভেদ, তিথি-ভেদের কথা কিছু তো নাই। তোমাদের মনোমত না হয়, আমার ভিজিট দাও, চলিয়া যাইতেছি। আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অমনো-যোগ করি নাই, এই আমার সুখ।

গদাধর একটু গোঁয়ার গোছ। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"মেজো কাকা, ঠাকুরমার যা হবার হবে। এখন আগে এই গোবরা বেটাকেই তীরস্থ করা যাক্। কি বলেন?

কলির শুভঙ্কর।

কদমতলার বংশীধর দত্ত গত জনসংখ্যা উপলক্ষে আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পরিচয় লিখিতেছিলেন। স্ত্রীর বয়স লিখিলেন কুড়ি বৎসর।

একজন প্রতিবেশী সেইখানে বসিয়া ছিলেন, "দত্ত-দা, উপিনের বয়সই যে কুড়ির কাছাকাছি?" উপিন দত্ত মহাশয়ের পুত্র।

বংশীধর বলিল—"তা হোক ভায়া, কিন্তু স্ত্রীর বয়সে আমার ভুল হবার যো নাই। আঠারো বছরে আমার বিয়ে হয়, তখন তাঁর বয়স ন বচ্ছর, প্রায় আধাআধি। এখন আমার ঠিক চল্লিশ, দেখ্‌ছ না?"

আর একটুকু।

কতকগুলি ব্রাহ্ম "ভ্রাতা" প্রস্তাব করিতেছেন যে, মৃতদেহ পোড়াইলে আত্মার অতিশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত হউক।

প্রস্তাব অতি সৎ এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চানন্দ ইহাতে সম্মত আছেন। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে "ভ্রাতা" সকলকে পুঁতিতে পারিলে আরও ভালো হয়। কেননা, তাহা হইলে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে না।

ছেলে ভুলানো উত্তর।

কন্তু। (তাহার বাবা বিলাতে পাশ দিয়া আসিয়াছে) —হাঁ বাবা, বাবা অত করে, রাত দিন মুখে সাবান মাখে কেন? আগে ত এ সব করত না।

কন্তুর বাপ। হাবা ছেলে, এও জানিস নে? তা নইলে "উজ্জ্বলের কলঙ্ক যাবে কিসে?"

আইনের উপদেশ।

ছাত্র। একজন সামান্য বাঙ্গালীও আপনার গলায় আপনি দড়ী দিয়া মরিতে চেষ্টা করিলেও কেন যে তাহার দণ্ড হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

অধ্যাপক। এ আর বুঝিলে না? আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে যে রাজদ্রোহিতার লক্ষণ দেখা যায়, সেই জন্য।

ছাত্র। কিসে?

অধ্যাপক। সকল লোককেই ফাঁসি দিবার অধিকার রাজার, তাই কেহ যদি আপনার গলায় আপনি ফাঁসি দিতে যায়, তাহা হইলে সে স্পষ্টত রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, সুতরাং বিদ্রোহী।

নব বিধান।

(ভাবভঙ্গি ও অনুপ্রাসচ্ছটা)

১। ব্রহ্ম-মদে মাতিল মুঙ্গের।

২। ব্রহ্ম-গাঁজায় গাঁজিল গাজিপুর।

৩। ব্রহ্ম-চরসে চৌরস চট্টগ্রাম।

৪। ব্রহ্মফিকে ফাঁপিল ফতেগড়।

৫। ব্রহ্ম-গুলিতে গলিল গারো দেশ।

৬। ব্রহ্ম-চণ্ডুতে চেতিল চাণক।

৭। ব্রহ্ম-ভাঙ্গে ভোর ভাগলপুর।

৮। ব্রহ্ম-তামাকে তর হইল তমলুক।

৯। ব্রহ্ম-চাটে চকিত চাটমোহর।

শক্ত সওয়াল।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে অনেক বাঙ্গালী ধুমধামের সহিত পিটে খায়, আর নাম দেয় "পৌষপার্ব্বণ।" বঙ্গবাসী তো প্রায়ই খায় না, বারো মাসই অকাতরে পিটে খায়, তবে পার্ব্বণ বলে না কেন?

কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ; একি তাই নাকি? পার্ব্বণ মানে একটা ধুমধামের শ্রাদ্ধ আছে, সেইটা মনে করিয়াই পৌষ-পার্ব্বণ বলে? অথবা এমন হইতে পারে কি না, যে, পৌষমাসে সকলকার ঘরে চারটি চারটি ধান হয়, বৎসরের মধ্যে একবার পেট ভরিয়া খাইবার যোগাড় হয়, তাই শ্লেষ করিয়া সেই দিন পিটে খাওয়া বলে?

কুপন নং ৩০। এক মাসে উত্তর দিতে হইবে।

বিনাশ নয়, নাশ।

ব্রাণ্ডী জমাইয়া এক জন ফরাসী ব্রাণ্ডীর ডেলা তৈয়ার করিতেছে। যাহারা মদের বিনাশ হইবে মনে করিতেন, তাঁহারা এখন দেখিবেন যে, মাতালেরা মদের নাশ করিতেছে। অহো!

সারগ্রাহী বাবুর গুণগ্রাহিতা।

কালেক্টারীর ঘর মেরামত হইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ি, বড় বড় কপি-কলের সাহায্যে তোলা হইতেছে, কত কুলী মজুর খাটিতেছে। একজন সাহেব-কুলীও সে সঙ্গে খাটিতেছে এবং কালো কুলীদের খাটাইতেছে।

বাঙ্গালী বাবু—বেলা হইয়াছে, আফিস যাইবার তাড়া—সেইখান দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছেন। সেই সাহেব-কুলী বাঙ্গালী বাবুকে ধাক্কা দিয়া সে পথ হইতে সরাইয়া দিল, মুখে বলিল—"ড্যাম শালা নিগর, বাস্কট মরিয়া যাবি, আর বলিবি কি সাহেব আমার পিলা ফেটিয়ে দিলে।"

কথাটি না কহিয়া রাজভক্ত, প্রভুভক্ত বাঙ্গালী বাবু আপন গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলেন। কতক দূর গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সাহেব তখন অনেক দূরে পড়িয়াছে। তখন আর একবার দাঁড়াইয়া, খুব আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বাঙ্গালী বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"সাহেব ত খাশা বাঙ্গালা শিখছে।"

সন্ধান।

"এখন রাজা কোথায় হে?"

"চিড়িয়া খানায় গ্যাছেন।"

"সেখানে এখন কেন?"

"কি একটা জানোয়ার পালিয়ে গিয়েছে, সেই জন্যে।"

"শিগ্‌গির ফিরবেন ত?"

"সন্ধান না হ'লে ত নয়।"

সরল বিজ্ঞাপন।

১। আমি একখানি কাগজ বাহির করিব, কেননা সম্প্রতি আমি বেকার।

২। অন্য অন্য কাগজে যে কথা থাকে, আমার কাগজে ঠিক তাই থাকিবে। সেই রাজনীতি, সেই সমাজনীতি, সেই সুনীতি, সেই দুর্নীতি, সেই ইতিহাস, সেই পরিহাস, সেই কাব্য, সেই গদ্য ইত্যাদি। বেশী কিছু দিতে পারিলে দিতাম, কিন্তু সামর্থ্য নাই; কম দেওয়া অনেক জায়গায় দরকার, কিন্তু আমার সে সাহস নাই।

৩। বাঙ্গালা লেখা আমার খুব অভ্যাস আছে। অপর কাগজের জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতাম, কিন্তু সম্পাদক বাবুরা আমার লেখা পছন্দ করিতেন না, ফেলিয়া দিতেন। সেই আক্রোশেই, আমি নিজের কাগজ বাহির করিতে চাই।

৪। আমার কাগজে বাঙ্গালার কোনও উপকার হইবে না, তাহা জানি। আমার উপকার হইবে না, তাহাও মানি। কিন্তু তবু একখানি কাগজ আমি বাহির করিব। আর দশ জনে করিয়াছে, আমিও করিব।

৫। বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না। এই আমার বিশ্বাস, আমি নিজে নিশ্চয়ই পড়ি না। বাঙ্গালা কাগজের কোনও একটা বিশেষ মত আছে, এমন ধারণা আমার নাই। আমারও কোনও বিষয়ে কোনও একটা স্থির মত নাই। সেই সাহসেই আমি কাগজ বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছি।

৬। এখন বড় কম দামে কাগজ পাওয়া যাইতেছে, আমিও কম দামে দিব। আমার লাভের প্রত্যাশা নাই সত্য, অন্ততঃ মাটী হইবে।

৭। যত এম্-এ,-বি-এল্ ইংরেজীতে চিঠি লেখেন, আর দো-আঁশলা কথা কন, সকলেই আমার কাগজে লিখিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। দুই কারণে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা গেল না;—এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁজীতে তাঁহাদের নাম ছাপা আছে; দ্বিতীয়, আমার কাগজে লেখার বিষয়ে কাঁহারও সহিত আমার কোনও কথা হয় নাই। কিন্তু সাধারণ প্রথার অনুরোধে, এ কথাটা আমি প্রকাশ করিলাম।

৮। দু হাজার গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিলেই কাগজের নাম এবং আমার নাম এবং অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করিব।

ব্যবস্থার অতিরিক্ত।

বিলাত-ফেরত ছেলেকে জাতিতে উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র পিতা অধ্যাপকের ব্যবস্থা আনাইলেন; ছেলেকে বলিলেন,—"বাকী সব টাকায় হবে; কিন্তু বাপু, তোমায় যে একটু গোবর খেতে হবে।" ছেলে জনষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায়-দর্শনে পরম পণ্ডিত। বিনয়ের সহিত উত্তর দিল,—"আমার উদরেই বিস্তর গো-বর, আবার কেন?" প্রায়শ্চিত্ত আর হইল না।

শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন্দ ঠাকুরেষু।

ঠাকুর আপ্নি বেরুলেন, আমি বাঁচলুম। আপনাকে না দেক্তে পেয়ে আমার যে কি হোচ্ছিল, তা আর কি বোলবো। মাজে মাজে আমার মনে যে খটকা ওটে, তা নাকি আপনি নৈলে কেউ মাস্তে পারে না, তাই য়্যাত দুশ্চিন্তে। মোদ্দো যা হয়েচে শুনুন।

সেদিন আলখোট্টা (১) সাহেব বোলে গ্যালেন যে, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব"—(অর্থাৎ যদি কিছু বুজে থাকি)—"খুব উচিত, আর সেই ভাব যাতে বাড়ে, তাই করা উচিত।"

ভালো এর কি এই মানে যে, সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই ভাবে? তা যদি হয়, তা হোলে ত ভারি গোল। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—এই যে ম্যাকটা কথা আচে, তা কি উটে যাবে নাকি? আর এই শালা ভগ্নিপোৎ, বাপ ব্যাটা, মামা পিসে এই রকম যত সম্পর্ক আচে, তাও উটিয়ে দিতে হবে নাকি? হয় লোক ভ্রাতৃভাব, কিন্তু এসব নৈলে তো সংসার চোলবে না, তাই আপ্নাকে জিগ্‌গেশ কোচ্চি।

আপ্নার চিরন্তনের শিশ্যঃ

শ্রীবোদে।

[আমার দ্বারা সমস্যার পূরণ হইবে না। পূর্ব্বেও এ হুজুক অনেক বার উঠিয়াছিল, চুপ চুপি নিবিয়াও গিয়াছিল। বোদের যদি নিতান্ত আগ্রহ হয়, শ্রীমতী বলবৎস্কীকে (২) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শ্রীপঞ্চানন্দ।]

---

(১) থিয়সফিপ্রবর্ত্তক কর্ণেল আলকট।

(২) এদেশে থিয়সফি প্রবর্ত্তন কারিণী ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি।

বৈবাহিক রহস্য।

একটা নিবেদন।

মালথাসের (১) কথা ঠিক হউক আর না হউক, তোমায় ত কিছু বলি নি; তুমি যখন ঝুঁকেছ, তায় হাতের গোড়ায় এমন দাঁও পেয়েছ, তখন ছাড়বে না, তা ত নিশ্চয়। তুমি বিয়ে করে সুখ করবে, কিন্তু তাই লোকে মালথাসের কথা ভুলেই তোমার পিঠ পেতে নিতে হবে, তা কে বোঝে?

নূতন সংবাদ।

ভারতবর্ষের লোক বড় মিথ্যাবাদী। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, ইহারা উভয় পক্ষে বিপরীত উক্তি করে, আর আপন আপন পক্ষে পোষক প্রমাণ দেয়। বিলাতে সকল মোকদ্দমাই একতরফা হয়, মিথ্যা কথা কাহাকে বলে, বিলাতের সাহেবেরা জানেন না; তাঁহারা এদেশে আসিয়া শিক্ষা করেন।

প্রশস্ত অনুবাদ।

একজন বড় লোকের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। আর কথকথার পর বক্তা বলিলেন "He did good by stealth"—তখন ঘোর রবে করতালি হইল। একজন নিরেট বাঙ্গালী বক্তৃতা শুনিবার ছলে বক্তার হাত পা নাড়া দেখিতেছিল, এবং চশমা চক্ষে, ক্রস টাকিং পায়ে একটী বাবুর কুনুই এর ভঙ্গী অনুকরণ করিতেছিল। করতালির ধ্বনিতে বাঙ্গালী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বক্তা কি বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিল। বাবু বুঝাইয়া দিলেন—"তিনি চুরি করিয়া ভাল করিয়াছিলেন।

গোয়ালা জব্দ।

যাহারা কিনিয়া খায়, তাহারা প্রায় কখনই নির্জ্জলা দুধ পায় না; অথচ গোয়ালারা জল দেওয়াও স্বীকার করে না, দামও বেশী লয়। জল দেওয়া ধরিবার জন্য অনেকে অনেক উপায় সময়ে সময়ে স্থির করেন, এমন কি, এই নিমিত্ত একটা কল পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। দুধওয়ালারা এমনি ধূর্ত্ত যে, কলের উপরেও তাহারা ফিকিরমত চালায়। আমরা এই জন্য এক অতি সহজ

(১) ম্যালথস্ (Malthus), যিনি জগতে জনসংখ্যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিকূলে অনেকাদি লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

উপায় স্থির করিয়াছি, ইহাতে ব্যয় নাই, অথচ পরীক্ষা নিঃসন্দেহ। যাহার নিকট দুধের যোগান লওয়া হয়, দোহনের অগ্রে তাহার বাটীর পার্শে আড়ি পাতিয়া থাকিয়া, সে যখন জল মিশ্রিত করে, তখন খপ করিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরা।

সাধারণের উপকার হইবে জানিয়া আমরা আমাদের নবাবিষ্কৃত এই প্রক্রিয়া গোপন করত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলাম না।

বেখরচা উপদেশ।

যাহাদের চাকর বাজারের পয়সা চুরি করিয়া উত্যক্ত করে, তাঁহারা অতঃপর চাকর রাখিবেন না। নিজে বাজার করিলেই চুরির সম্ভাবনা খুব অল্প হইবে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী।

"সাধারণী" মধ্যে মধ্যে ভারতবাসীকে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। পঞ্চানন্দের তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে—জয়েণ্ট কোম্পানীর না হইলে ভারতমাতার গঙ্গালাভ হইবে না।

জ্ঞানের পূর্ণ মাত্রা।

অন্ধকার রাত্রিতে এক ব্যক্তি পচা নর্দমায় পড়িয়া গিয়া, উঠিবার জন্য যত যত্ন করে, সব বিফল হইয়া যায়। এমন সময়ে সাজ্জন সাহেব সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ হ্যায় ?

উত্তর হইল—"আমি শ্রোতা।"

প্রশ্ন। "ক্যা কোটা হ্যায় ?"

উত্তর। "অমৃতবাজার পত্রিকা" পাঠ হচ্ছে।

সঙ্গত প্রার্থনা।

নরহত্যা অপরাধে এক ব্যক্তির বিচার সমাপন করিয়া বিচারপতি বলিলেন,—"তোমার অপরাধের নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়াছে; তোমার শেখা উচিত যে, নরহত্যা ভয়ঙ্কর পাপ, সেই জন্য আমি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলাম।"

অপরাধী যোড়হস্তে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, ফাঁসি দেবেন না, ফাঁসি দিলে একেবারে মরে যাব, কিছুই শিখতে পার্‌ব না।"

শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ।

মণীবাবু। (শিক্ষকের প্রতি)—আপনার হাতে ছেলেটী অর্পণ করেছি, কিছু হবে ত?

শিক্ষক। হবে না, সে কি কথা? কত কত গাধা পিটে মানুষ করা গেল, আর এমন ছেলের হ'বে না? তুমিও ত আমারই ছাত্র।

বহুদর্শিতার অভাব।

বাবু। (হাসিতে হাসিতে পাচক ব্রাহ্মণের প্রতি) হ্যা হে চক্রবর্ত্তী, তুমি নাকি বাঁদর দেখনি? আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ বাঁদর। এবারে যখন আমাদের বাড়ী যাবে, তখন তোমাকে সেই দলে ছেড়ে দেব, যত ইচ্ছা দেখবে।

চক্র। আজ্ঞে, আপনার অনুগ্রহে দেখিনি এমন নয়, তবে, আপনার মত দেখিনি।

প্রশ্ন।

"বালকবন্ধু" বলেন, পেত্নী নাই। কেন, বালকবন্ধুর কি স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে?

উত্তর।

"তুমি কি ভূত মান না?"

"আগে মানতাম না বটে; কিন্তু তোমার কথা যে অবধি শুনেছি সেই অবধি মানি।"

উকীল চিনিবার উপায়।

রেলের গাড়ীতে মলিনমুখ ভদ্রসন্তান দেখিলে জিজ্ঞাসা করিবে, "মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?" তোমার প্রশ্নে যে বিরক্ত হইবে, নিশ্চিত জানিবে, সে উকীল।

বিষম সমস্যা।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় সাড়ে চারিটের গাড়ী কইকপে ছাড়ে?

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিলেন—"ঠিক চারিটে ত্রিশ মিনিটের সময়ে।"

"রক্ষা পেলেম! তবে এখনও সময় আছে।"

দ্বিতীয় কাণ্ড।

বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
দোষের মক্ষিকা যেন সবটুকু ছেঁকে,
কতটুকু খুঁজে জ্ঞান আগে গিয়ে ছেঁকে,
"র‍্যাফেল" বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে আঁটা
কার গুণে তা, ভাবেন না কো মেয়েদের খোঁটা,
খেলায় বীরত্ব যত চোটের চাপড়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি যেন ডাকাত পড়ে।
আয়েসে মেজাক তার তামাক অম্বুরি,
একলা নম্বর এক, সাম্পেন শেরি,
কার জন্যে হাঁড়ি কালো কবুলে বেঁধে বলো ?
জুতা টুপি অঙ্গে ওঠে তা' নয় কি জানো ?
নিজে খাটে, অন্যে খাবে, মুখের সাপট,
গোঁফতে মিলে না তবু পদের দাপট,
বাঙালী বাবুর যোড়া কোথা গেলে মেলে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
অধরে মধুর হাসি, বাঁশরী বাজায়,
থাকে থাকে নিধুগান ঝিঁঝিটেতে গায়।
ছাঁচি মুখে কচি দাড়ি, গোঁফের বাহার,
দেখুক যে আঁখি ধরে বঙ্গের মাঝার।
রাত জেগে বসা বসা রক্তিম নয়ন,
মোটা মোটা যোড়া ভুরু তাহে সুশোভন।
যায় যায়, ফিরে চায়, কি ভাবে কি ভাবে,
বিষণ্ণ প্রসন্ন মুখ অন্নের অভাবে,
কাব্যে তবু নব্য বাবু রসে আই-ঢাই,
হায় রে, মেয়ের লাজ পুরুষের নাই।
চক্ষু যদি থাকে, তবে দেখো চক্ষু মেলে—
"বাঙালীর মেয়ে আর বাঙালীর ছেলে"।

(৬)

জানো না কি তার তুমি বেড়াও বহিয়া
কত বিরহিণী-ব্যথা,
কতই স্নেহের কথা,
কত আশালতা ছিন্ন কর, না জানিয়া,
কি আশীষ, কিবা গালি, সমানে টানিয়া।

(৭)

ঘৃণা নাই, নাই লজ্জা, যাও ধীরে ধীরে ;
যে লাজে বাঙ্গালা-ধরা
মাটী হ'ল বসুন্ধরা
সেই সে বঙ্গের কাব্য কুলকামিনীরে,
দাও, পত্ত, নিত্তি নিত্তি, নাহি যাও ফিরে।

(৮)

চাকরির দরখাস্ত, বরখাস্ত আদি,
যার তরে এই বঙ্গে
নাচে সবে নানা রঙ্গে
দিয়া যাও, নিয়া এস, তুমি নির্ব্বিবাদী ;
আপদ, সম্পদ যত, তুমি তার আদি।

(৯)

কিন্তু নাহি দোষ তব, হে বাহনবর,
পর-সেবা যা'র কর্ম্ম,
এমনি তাহার ধর্ম্ম,
পশুর অধম সেই, হইলেও নর।
সুখে থাকো শুভ হউক দিতেছি এ বর।

(১০)

এক অনুরোধ রাখি, রাখিবে হে যান,
যা'র বাড়ী যবে যাবে
সুধাবে কোমল ভাবে,
পঞ্চানন্দ সেথা পূজা পান কি না পান?
নহিলে, চাপাবে ঘাড়ে, কিড়মিড়ে জান।

বিজ্ঞাপন।

সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যচূর্ণ। [এক পরম কারুণিক পরমহংস হইতে প্রাপ্ত।]

অনেকে এই ঔষধ সেবন করিয়া মস্তিকের কঠিন কঠিন পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে বাত, দাঁতের পোকা, সিকতাবৃষ্টি, পবননন্দন জ্বর, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নিবারণ হয়।

মূল্য বড় বোতল ২৲ টাকা

মফস্বলে আড়াই টাকা

শা-কোম্পানীর দোকানে এবং প্রায় সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যাঁহাদের আত্মীয়বর্গ এই ঔষধ সেবনে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে।

গবর্ণমেণ্টের পেটেণ্ট লওয়া হয়, ভেদ নাই, ছিপির উপর নাম দেখিয়া লইবেন।

চিড়িয়াখানা।

গাও দেখি, সরস্বতি! লক্ষ্মী মা আমার,
আবার মোহন গান, মোহি জগজ্জনে
আপনার গুণপনা প্রকাশো আপনি
সদয়া হইয়া দীনে, চক্ষুদান দিয়া
ঘুচাও আঁধার-ধাঁধা, দেখুক সকলে
—অমল মুকুরে যেন—আঁখি বিস্ফারিয়া,
বিকাশি' দশনপাঁতি, কুঞ্চিত কপোলে,
ভবের চিড়িয়াখানা। সঙ্গীত-সাগরে
রঙ্গের তরঙ্গে, তুলি, অঙ্গ দুলাইয়া
ঘ্যাটিক লবণ-রসে, ভাসাও বাঙ্গালা।
সুজনে করিয়া সুখী, কালামুখে কালি
ঢালো দেখি ভাল বাসো যদি গো ভকতে,
ভগবতি! কহ দেখি, করি অনুরোধ
ধরিয়া চরণ-দুটি, বিভুরে কেমনে
হইমনে, ভুজভাব বিস্মরণ করি,
অদ্ভুত অপূর্ব্ব জন্তু কল্প মোহ-রোষে।

অন্ত্যজ-সেবায় তুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ
যতেক ইতর জন্তু, কোন্ মন্ত্রবলে
আস্ফালে সিংহাদি সনে সাহঙ্কারে রণে?
বাঘানি' ছিঁড়িয়াখানা, বালক-দংশনি,
লক্ষণ-পালিনি, দেখি, শিখাও সকলে
মুড়ি-মিছরি একদর হইল কেমনে।

স্যর্ রিচার্ড টেম্পল্।

(পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে না পারিয়া)

(একাকী)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
লভিয়া সাগর শুধু, লাভ মাত্র পোড়া মুখ,
দেখাব কেমনে?
শুখাইল সব আশা, বাড়িল কেবল তৃষা,
মশা না মরিল, শুধু গালে চড়—একি দায়!
বাকী কি রাখিলি মন, প্রয়োজন অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
সরলতা সত্য কথা, মুহূর্তের তরে স্থান
পায় নাই চিতে।
সাধিলি রে কত ছলে, তোষিতে উভয় দলে,
সকলি বিফল হ'ল পরাণ ধরি কেমনে?
রাঙাপদ ছিল হায়, রাজটীকা ছিল ভালে,
লক্ষের টোপর।
কু-আশায় সব ছেড়ে, শেষে কি এ বিষ-ফোঁড়া
ঘোড়ের উপর।
হায় রে শ্মশান-ক্ষেত্র, এই কি দেশের মিত্র?
ইত্তানই অত্যাচারই, শেষে কি ছিল কপালে!

ঘোমটা-রহস্য।

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
তাই বিধি রাখে সুধা চাঁদে লুকাইয়া॥
সে চাঁদ দেখিয়া রাহু আসে গরাসিতে।
পলায় বিধুরে ল'য়ে বিধি ধরণীতে॥
আকাশে কলঙ্কী শশী তুলনার তরে।
সুধাকরে লয়ে' পশে বাঙ্গালীর ঘরে॥
রমণীর মুখে চাঁদে যতনে রাখিয়া।
সসম্ভ্রমে দেয় বিধি বসন ঝাঁপিয়া॥
সুধার বাসনা যদি, যদি সুধাকরে।
ঘোমটায় চাঁদমুখ ঢাকিবে আদরে॥
তুলোনা তুলোনা, বালা, ঘোমটা তুলোনা।
তুলিলে, কলঙ্ক হ'বে চাঁদের তুলনা॥

ভারতবাসীর গান।

(মুলতান—জলদ আড়খেমটা।)

এবার লিবারাল রাজা হয়েছে।
নারীর চোটে, লিটন লাটে, ভারত-ছাড়া করেছে।
দুঃখনিশি হ'ল ভোর,
ভাঙ্গো হে ঘুমের ঘোর,
এলো রিপন, সুখের স্বপন, সফল হ'বে—
এ যে গাছে দাগা রয়েছে।
আর দিতে হ'বে না কর,
টাকাতে পুরিবে ঘর,
নারীর গায়ে গয়না দিয়ে প্রাণ জুড়াবে,
কাগোজ পাতা উড়ে গিয়েছে।
ন আইন হবে না আর,
হাতে পাবে হাতিয়ার,
দিবে সাধ, গাইবে সিন্ধু, আর কে পায়,
স্বদেশ "সিভিলিয়ন" এসেছে।

ছি   কাণ্ড।

কালাপানি কেউ না ছোবে,
ধাড়ি ছানা সিবিল্ হ'বে
মজন্ন বসে, নিজ বশে, হায় রে হায়,
ভবের বাঁধন এবার ছিঁড়েছে।
চলবে না আর রাজ্যতন্ত্র,
না নিলে বাঙ্গালীর মন্ত্র,
কংগ্রেসে বিধি, প্রতিনিধি সভা হবে,
তাইতে লালু লেখা রয়েছে॥

——র কেত্তন।

(এটুকু ঠাট্টা নয়)

রাম নাচে, লক্ষ্মণ নাচে, নাচে হনুমান।
তার চারিদিকে নাচে হিন্দু মুসলমান॥
বাবু নাচে, বিবি নাচে, নাচে নেড়া নেড়ী।
খোশখেয়ালী ঘোমটাওয়ালী নাচে বাড়ী বাড়ী॥
ঈশা নাচে, মুসা নাচে, নাচে পেগম্বর।
তাই দেখে, স্বর্গে থেকে নাচে হরিহর॥
কেশব নাচে, প্রতাপ নাচে, নাচে ধর্ম্মতত্ত্ব।
দেখাদেখি, 'মিরার' নাচে হইয়া উন্মত্ত॥
চল্‌গো যারা প্রেমের গোঁড়া নাচ দেখ্‌বি চল্।
পঞ্চানন্দ নেচে বলে,—হরি হরি বল্॥

একা।

(গোবিন্দের স্বর—গড়খেমটা তাল।)

বিজোরে বিহারে চড়িনু একা।
লাগে—খুব ধাব তায়,   বিষম ধাক্কা।
আহা—রোদে চাঁদি ফাটে,   ধুলা ঢুকে পেটে,
সাজ গোজ তার এমনি পাকা।
তায়—আঁকা বাঁকা গলি,   বেগো [illegible] চলি,
বাবা-মায়া [illegible]

তবে—নর্দ্দমায় পড়ি, ভাবে গড়াগড়ি,
আঁখি মুদে হেরি মদিনা মক্কা।
তায়—হুল্‌কী গমনে, ঝম্‌ ঝম্‌ ঝনে,
বাজে করতাল ঘুঙুর ঢৈকা,
করে—কাণ ঝালা পালা, প্রাণ পালা পালা,
চৈত্তে মাসে যেন গাজনে ঢক্কা।
[যদি বল তার রূপ কেমন, তবে শ্রবণ কর।]
কিবা—বাঁকা দুটী বাঁশ, শোভে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফক্কা,
দেয়—পাতা লতা দিয়ে, আসন গড়িয়ে,
ছেড়ে যদি পথে অমনি অক্কা!
দিয়ে—লাল কালো সাদা, আশমানী জরদা,
জোড়জরীর এক নুনছাঁকা,
আহা—অশ্বিনীনন্দন, তাহে বাঁধা রন্ধ,
প্রাণ করে তার পঞ্চ-তুক্কা।

ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

"Sir John Strachey will pass away unwept,
uuhonoured, and unsung."—
—"Times of India."

পঞ্চানন্দ বলিতেছেন—"This cannot, must not, be"— অতএব,
ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

[১]

সচিবের মণি, ধনস্থানে শনি,
ভারতের তুমি ছিলে হে।
পুড়িয়ে ভারতে, পারতে পারতে,
খুব বলিহারি নিলে হে।
[illegible], [illegible] কারিগিরি,
দেখাইলে, [illegible] হে।
[illegible], [illegible],
[illegible] হে।

[২]

আধ মটর, আধ ভোলা দল,
লিটন যখন ছিলেন লাট।
লীলা-খেলা যত, ছিল মনোমত,
করে' নিয়েছিলে, ভূতের হাট॥
দেশে হাহাকার, লোক শবাকার,
ভারত-শ্মশানে বাজিয়ে বাজ।
হেথা দলাদলি, হোথা চলাচলি,
দাগাবাজি ছিল রাজার কাজ॥
তুমি ধ'রে হাল, ডিঙ্গী বান্‌চাল,
ভারতের ধন ভাসিয়ে দিলে।
করে' লাইসেন, শুধু নুন কেন,
কাঙালের তা'ও কাড়িয়া নিলে॥
ভুলিয়ে ধরম, ভুলিয়ে সরম,
মরম-যাতনা করিলে শেষ।
কাঙালের ছাই, তা'ও শেষে নাই,
লোটালে, লুটিতে পরের দেশ॥
মিছে কারসাজি, মিছে ভোজবাজি,
ধরা পড়ে শুধু হ'লে বেহাল।
পরে ফাঁকি দিতে, ফাঁকিতে পড়িলে,
নারিলে আখেরে ধরিতে তাল॥

[৩]

কুবুদ্ধি ব্যতীত না ছিল সম্বল,
কুকীর্ত্তি দেখালে, সে বুদ্ধির ফল,
আয়ে অকুলান, সে সময়ে যান,
বিলাতে তাঁতির, করিলে;
—পরের ধনেতে পোদ্দারগিরি—
ভারতের দফা সারিলে।
"আনাড়ির পাশা, পড়ে খাসা দান,"
—প্রবাদের গুণে, রাজপদে মান
লভিয়া প্রচুর, লাট বাহাদুর,
একদিন, শেষে হইলে।

আশীষকে দিয়া বিজয়া বিদায়—
তাহাও যাচিয়া লইলে।

[৪]

আলাকন ছকুড়ি বছর,
প্রভু ছাড়ে এত দিন পর।
যায় যায় হবু জন বাঁচি
তার তাই বাহু তুলে নাচি॥
কত ঢোল কুলা বাজাইয়া,
থাক্ কবী তীর ছাড়াইয়া।
শুভ দিন এত দিনে এল,
ভারতের মহাপাপ গেল।

[৫]

কি সজ্জা তুলিয়া যাও, স্বদেশে চলিলে।
এ দেশেও চুণ কালি মহার্ঘ করিলে।
চিরজীবী হও তুমি, করি আশীর্বাদ;
তোমার অযশ লোক চলিত প্রবাদ।
যখন চাহিবে লোক তব মুখপানে,
জীবন্ত দেখিবে সবে কলঙ্ক-নিশানে।

সেন্‌শেষ

বা

লোক-সংখ্যা।

আবার যে ঢুকেছে দেশে, সেন্‌শেষের নিশান।
এবে, ছানা ধাড়ি, কচে রাঁড়ী,
কেউ পাবে না পরিত্রাণ।
দেখতে পাই সবাই ভাবে,
পাছে কবে ঢুকে পাছে,
করবে বা কি ভূতের বাপে,
সেনে কাজের সমাধান।
আবার যে ঢুকেছে দেশে, সেন্‌শেষের নিশান।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

বল্লাল সেন হয়ে রাজা,
তুলে দিলে কুলের ধ্বজা,
এখন, কুল কিনেরা যায় না দেখা,
কুলের দায়ে হারাই মান।
আবার যে তুলেছে দেশে সেনশেষের নিশান।
দেশে আগে ছিল ধর্ম্ম,
কর্‌ত লোকে ক্রিয়া কর্ম্ম,
এখন. কেশব সেনের ক্যাপায় পড়ে,
হিঁদুয়ানি অক্কা পান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
তখন ছিল জাত বিচার,
কর্‌ত বাছার যেমন যার,
কালে, এক টেবিলে, বামুন যবন,
উইলসেনে খানা খান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
যারা বেচে মুড়কি মুড়ি,
কর্‌ত সুখে নুনের কুড়ি,
পোড়া, লাইসেনে তার গলায় ফাঁসি,
বেঁধে' দিলে হ্যাঁচকা টান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
ছলে বলে কি কৌশলে,
একে একে সকল নিলে,
এখন, স্ত্রী-পুরুষে, ভাবচি বসে'
সেনশেষে বা যাবে প্রাণ।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
কালে কালে সেনে সেনে,
দেশটা দিলে তুলো ধুনে,
ভালো, এক মুলুক বাইরে আছে,
সেনজা কি আর পায় না স্থান?
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।

[illegible]

[পঞ্চানন্দ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলেন। ভারতবর্ষে ওপ্রকার অজ্ঞ লোক থাকা অসম্ভব; কারণ, সভার অভাব নাই এবং বক্তৃতার বিরাম নাই। পঞ্চাননের আশঙ্কা এই যে, কোনও কল্পনাকুশল কবি এই অলীকবাদে অপবাদ করিয়া যশোলাভের দুরভিসন্ধি করিয়াছেন।]

পঞ্চানন্দের গান।

দে গো তোরা দে, আমায় দে, বিলাত পাঠা'য়ে।
রাজনগরে কবুর ডিঙ্কে গঙ্গাবাজি করিয়ে।
কোটে দে গো অঙ্গ ঢাকি, কা'লো বরণ লুকিয়ে রাখি,
হাতে মুখে সাবান মাখি
কালো জনম ভুলিয়ে।
নে গো ঢিলে ধুতি খুলে, নেটিব আর র'ব না মুলে,
ভার্নাকুলার যা'ব ভুলে
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে।
মিসেস পাঁচী গাউন-পরা, ধরাকে দেখ্‌বে সরা,
(ও সে) হ'ল হ'লই উল্‌কী পরা,
নেবেত বিবী হ'য়ে।

খেয়াল সম্বাদ।

বহিছে বাসন্তী বায়ু; ঝরিছে শিশির,
বিরহে বিরহিকুল,—নিকর্ম্মার গুরু।
রাগেতে ভৈরবরূপী খরকর রবি
উঠিয়াছে শিরোপরি। এ হেন দুপুরে,
প্রকাণ্ড প্রান্তর মাঝে, বটবৃক্ষমূলে
ভবের ভাবনা ভুলি গঞ্জিকার ঘোরে
ভোর হয়ে পঞ্চানন্দ বিরাজেন একা।
দুই-মুখ ছোটো হুঁকা, (কলি-পরিপাটী)
—ক্ষুদ্র-অবয়ব এক কলিকা শিয়রে
শোভে যার ([illegible] যথা [illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible]) গাঁজা এক আটি

তুচ্ছ খোলা ভাটি মাবে,—আর সরঞ্জাম,
আপনি আঞ্জাম করি রেখেছেন কাছে।
নহে নিদ্রাগত দেব, নহে জাগরণে—
রাঙা আঁখি, থাকি থাকি, টানিয়া টানিয়া,
আধ মুকুলিত, পুনঃ মুদ্রিত তখনি
হইতেছে. শুয়ে প্রভু সটান হইয়া,
বটমূলে রাখি মাথা, গুপ্ত কাণ্ডদেশে
তুলিয়া চরণযুগ (ধ্বজবজ্রাঙ্কিত
বিনায়া অভাবে সদা); পত্র ভেদ করি,
খেলিছে রবির ছটা কুঞ্চিত ললাটে।

সহসা খেয়াল আসি প্রণমিল পদে,
নিবেদিল করপুটে—"গেঁজেলের গুরু,
কত যে ভকত তব, কত জন-মন
যোগাইতে এ দাসেরে করেছ নিয়োগ,
নহে অবিদিত তব। বংশধর যত
ভূভারতে ভারতীর, তারা ত স্মরিতে
অবশ্যই পারে মোরে, স্মরেও সর্ব্বদা;
কিন্তু প্রভু আছে যত কর্ম্ম-কাণ্ডহীন,
অকাল কুষ্মাণ্ড ভণ্ড জগতের মাঝে
—মরুর সিকতা সম চির বেশুমার—
করিতে তাদের সেবা লাঞ্ছনা যে কত,
কি আর কহিব প্রভু? বাঞ্ছা নাহি চিতে
করিতে তাদের পাপ-মুখ বিলোকন!
নিতান্ত ভকত তব, তেঁই খাটি আমি
তোমার খাতিরে প্রভু ভূতের খাটুনি।"
"স্থির হও, স্থির হও, ভকত প্রধান—"
কহিলা খেয়ালে প্রভু—ভূত নাচাইতে,
তোমারে নিযুক্ত কেন করিয়াছি বলো,
তুমি না সাহেবে যদি ভূতের উৎপাত?
রাজা, রায় বাহাদুর, ভারত-তারকা,
ভারত-মুকুট আদি যত ভূত আছে,
সুলোভা নায়ক তুমি, তুমি সর্দ্দার।

ভূভারতে, ভারতীর ভক্ত যাহারা
বঙ্গদেশে, ধরে প্রাণ তোমার আশ্রয়ে।
তুমি যদি করো রাগ কে আর রাখিবে,
এত অর্ব্বাচীনগণে—(শিষ্যের অধম)—
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা তুমি বঙ্গের গণেশ ?”
নীরবিলা পঞ্চানন্দ, শান্ত ভাব ধরি
হাসিল খেয়াল এবে গরবের ভরে
নিকাশি দুপাটি দাঁত বদন-গহ্বরে,
মধ্যাহ্নে পশিলে যথা সৌরকররাশি
শার্দ্দূল-বিবরে, হায়! প্রকাশে আপনি,
ভীষণ কঙ্কাল পূর্ব্বকালে কবলিত।

কুতুহল আদেশ পুনঃ করিলা খেয়ালে
—“নিদ্রা ত্যজিলা এবে, দেও সাজাইয়া
আরবার, দেখিব রে আঁখি ভরে তোর
ভালবাসা মুখখানি—আঁধারের মণি।
শুনিব সুমুখে তোর কেমনে মদকে
গৌরী-আরাধনে করে আমার সন্ধান?
কি রঙ্গে সে রঙ্গময়ী বঙ্গভূমে গিয়া,
ভব-সঙ্গ ভুলে থাকে, কোন্ সুখ পেয়ে?
আছে কি পূজার বিধি, যথা পূর্ব্বাবধি?”

যথা আজ্ঞা, তথা কাজ; সেবক-প্রধান
যোগাইল বেশ-ভূষা বাদ্যযন্ত্র-যোগে।
ঢালিয়া সুধার ধারা প্রভুর শ্রবণে,
আরম্ভিল গৌরী গান একতান মনে।
“নাহি আর সেই দিন পঞ্চানন্দ প্রভু,
বঙ্গদেশে; বৎসরের শেষে যথা আগে
পূজিত সে বঙ্গবাসী তিন দিন ধরি,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া নানা ঘটা করি,
ঘটে বা প্রতিমা গড়ি সবল বাহনে
গিরিজারে; মহালক্ষ্মী, তথা বীণাপাণি,
গণপতি, কার্ত্তিকেয় (রূপে রতিপতি),

পশুপতি মহাসিংহ, মূষিক, ময়ূর,
অসুর সহিত যবে সবে সমভাবে
খাইত যে ভোগরাগ, পাইত যে পূজা।
কাহারও নাহিক মান, গৌরীর সভায়
এবে বঙ্গদেশে, এবে অনন্ত উৎসব।
বারো মাস নিতি নিতি ঘরে ঘরে হয়।

পরমা শকতি গৌরী, ভব গজাননে,
এত দিনে দিয়াছেন যার যে সম্মান।
—এখন কুমার বর শক্তিধর তাঁর
পাইতেছে অগ্রভাগ সকল পূজার,
শক্তি অভিভূত শাক্ত শক্তি চিনিয়াছে।

গজেন্দ্রবদন পুত্র গণপতি এবে
মৃগেন্দ্রের অত্যাচারে, নাহি লম্বোদর,
নাহি সে বিপুল কায়,—মূষিক সহায়ে
মাটী কেটে মাটী হয়ে মাটীতে মিশিয়া
কষ্টে সৃষ্টে কোনমতে কাটাইছে দিন।

অসুর অমর, তাই কখন কখন
পাশপাশে ঘোড়া দিয়া, শূল সরাইয়া
সিংহের বিক্রম ভুলে, আক্রমণ তায়
এড়াইতে, চাড়া দিয়া ওঠে মাথা নাড়ি;
কিন্তু বৃথা! সাথে যার সশস্ত্র কুমার,
মৃগেন্দ্রবাহিনী কাছে সাজে কি বিক্রম?

কমলা—গৌরীর দাসী, আর নাহি প্রায়
দেবী সমাগমে স্থান; অচলা ভকতি,
শক্তি প্রতি এবে তার; ত্যজি বঙ্গদেশ
অশেষ বিশেষ মতে গৌরীর আদেশ,
সাগর বা সিন্ধু পারে পালিছে কমলা।
কি কব অধিক দেব, বীণাপাণি এবে,
মহামন্ত্র গৌরীতন্ত্র শিখিয়া যতনে,
গলায় কুঠার বাঁধি, কণ্ঠ কাপাইয়া,
শক্তিগুণ গাহে সদা, ভক্তিভাবে যুক্ত।

পুলকে পূরিত তনু, দেখিয়া ত্রিলোকে,—
অতুল দেবীর শক্তি, শকতির সেবা।"

বিলাতী বিধবা।

বঙ্গের বিধবাকে পদ্যের কলে ফেলিয়া অনেক ব্যক্তি কবির দলে নাম লিখাইয়াছেন (১)। কিন্তু বিলাতী বিধবা এখন পর্য্যন্ত অকর্ষিত ক্ষেত্র; সেই জন্য আমি একবার লেখনী ধারণ করিলাম, যশস্বী হইতে পারিব না কি?—

(কবির দলের বাঞ্ছারাম)

(১)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে (২)।
দুখিনী উহার মত দুনিয়াতে কই রে।
হারায়ে তৃতীয় পতি, বিরহে কাতরা অতি,
পোড়া চিন্তা দিবা রাতি—পাইব কি আর?
কল্পনা ছলনা বিধি, কেন বারবার।

(২)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে।
একপ্রাণে পতিশোক কতবার সই রে।
যেখানে চরণ চলে, পতি আছে ক্ষিতিতলে,
বুঝি বা করম-ফলে,—এই দশা হয়।
বহু গোর, কত পতি, তবু পতি নয়।

(৩)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে।
কি হবে উহার দশা ভেবে সারা হই রে।
আভরণে নাই আশ, কালির বরণ বাস,
মুখে মাখে ছাই পাঁশ, পাউডার বদলে,
পতি-সুখ, পতি-শোক মিটিবে না মলে!

(৪)

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে।
বিবাহে চৌঠি বিয়া, তেলে ভাজা খই রে।

---

(১) হেম বাবুর "বিধবা রমণী" দেখ।

(২) "ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে। ... না জানে এমন দুঃখী নারী আর কই রে।"

মুখ চোক নাক কাণ, সকলি আছে সমান,
যায় যেন ম্রিয়মান, কিসে যায় রাতি?
পোড়ায়, পোড়ে না হায় জীবনের বাতি।

[৫]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
তপত তেলের কড়া কাছে যেন কই রে!
প্রাণ করে আই ঢাই, শয়নেতে সুখ নাই,
তন্দ্রা যদি আসে ছাই, তাতেও স্বপন।
রমণী মরমে মরে, একি জ্বালাতন।

[৬]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
উহু উহু, মরি মরি, কাঁদিব কতই রে!
আছে দাঁড়, আছে হাল, আছে গুণ, আছে পাল,
তবু যেন আল থাল, মাঝির অভাবে।
বানচাল হয়ে কি রে তরী ডুবে যাবে?

[৭]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
নহে দুধ, নহে ক্ষীর, হায় শুধু দই রে।
নহে সদা দীর্ঘ [illegible], নবেলে মেটে না আশ,
হেন ভাবে বারো মাস কাটান কি যায়?
নারীর জীবনে, বিধি, এত কেন দায়?

[৮]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
করুণ-রসেতে লেখা অভাবের বই রে!
সুখে দুখে একটানা, যা হোক করি নে মানা
মনে তবু থাকে জানি—ফিরিবার নয়।
এ যে তন্দ্র, বড় দায়, কি কখন হয়।

[৯]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
পথি পথি ভ্রমে, তবু শান্তি না মিলাই রে।
ঘোর নিশি কত রয়, চাঁদি ডিবে চোর ভয়,

সন্তীপনা-মণিময় বিধবার হিয়া,
কেহ নাই, রাখে তার পাহারা বসিয়া।

[১০]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
ভেঙেছে আবার তার অম্বরের মই রে!
নাই আর কারিকুরি, করিতে বয়স চুরি,
কৃতান্তেরে করে ধরি, রাখি কোন্ ছলে?
চল্লিশে চব্বিশ করা কত বার চলে? *

দশ-হরার গান।

১২৮৮ সাল ২৬শে জ্যৈষ্ঠ দশহরার দিবসে জনৈক ভিক্ষুক, বিড়ালদহের ব্রহ্মভদাসের দরজায় বসে নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিল।

(রামপ্রসাদী সুরে।)

এখন কেন পেছিয়ে এলে?
তোমায় বলেছিলাম সেই সে কালে।
ধর্ম্মের হাট বাজার খুঁজে,
কিছু কি ভাই নূতন পেলে?
তার রক্ষ করে গেছে মোদের,
বুদ্ধ মুনি ঋষিদলে।
ত্যজে সুরধুনী গঙ্গা,
জর্ডনে আশ্রয় নিলে;
শেষে পুকুরেতে ডুবিয়ে মাথা,
ধর্ম্মবায়ুর বেগ থামালে।
দেশী কৃষ্ণ ন'দের চাঁদে,
দ্বেষ করে জিসায় ধরিলে;
এখন কেশ মুড়ায়ে গেরুয়া পরে,
হতে চাও মা শচীর ছেলে।

---

* বাহারাম উপহার দিলেন—পাঁচানন্দকে; পাঁচানন্দ দিচ্ছেন—বঙ্গ-রমণী এবং রমণীবন্ধুকে; অবশ্য যে, তত্কাপ প্রসাদে পরিতুষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

হিন্দুর গত অনুষ্ঠান,
তখন হেয় জ্ঞান করিলে;
এবে ব্রহ্মচারী শুদ্ধাহারী,
শান্তি খোঁজো শান্তিজলে॥
এদিক্ ওদিক্, ছুটোছুটি,
ক'রে বৃথা কাল কাটালে;
সেই খুলে মল, তবে কেবল,
বুদ্ধির দোষে, লোক হাসালে॥
তবুও ভাল, বদির ছেলে,
এদ্দিনে যে রোগ টের পেলে;
ঘরে থাকে নিদান, নব বিধান
কর্ত্তে গেলে টাউন হলে॥
দীন বলে, ভ্রান্তিটুলি,
নাকের চসমা দাও ভাই ফেলে;
আছে আশা মনে, তোমার সনে,
আসবে ফিরে, ভেড়ার পালে॥

কুড়িয়ে পাওয়া।

বর্দ্ধমানের বড়বাজারের বড় রাস্তায়, এই কবিতা কুড়াইয়া পাইয়াছি। ভাল অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু বড় ভাল লাগিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারি নাই। পাঠকগণ প্রীত হইবেন মনে করিয়া পত্রস্থ করিলাম।—(পঞ্চানন্দ)

১। কোৎথেকে হলো।

শুনে তোমার, নামের জাহির, ভিতর বাহির,
দেখতে এলেম গুণাকর!
কর নাকি, বড় কীর্ত্তি, নিত্যি নিত্যি,
কীর্ত্তিচাঁদের কুলধর॥
কত, সাগর ডিঙ্গে, গিরি লঙ্ঘে,
মাথার ঘামে ভিজিয়ে পা।
লোকে, উপায় করে, পেটের তরে,
পেট তবু ভরে কি না।

তাই বলি, এই কথাটা, এক ফোঁটা,
মনে রাখলে ক্ষতি কি ?
কোরে, ধোপার পোষাক, কোজে দেমাক,
লোকে বলে ছি ছি ছি॥
আমার, কথা বাছা, খড় সাঁচা,
শুনে মেনে চলতে হয়।
দেখ, জরির শেষে, * টীন্ সেজে,
বসালে কিবা কালোদয়।॥
দশের, কথা নেবে, দেখ্‌বে ভেবে,
কোৎথেকে কি হয়েছে।
নইলে, হাস্‌বে লোকে, তফাৎ থেকে,
কার কি বোয়ে গিয়েছে ?॥

---

২ হোরি।

খেলিব সদা রঙ্গে হোরি,
লালে লাল সব করি হো।
নাহি বটে বৃন্দাবন,
নগরে করিব বন,
যেখানে গোপিনী মিলে,
গোপি বন ঘেরি হো।
সেকালে ছিল গোপাল;
আমি, একাই এখন একটী পাল,
এখন পালে পাল মিশিয়ে দিলে,
নিজমূর্ত্তি ধরি হো।
নাহি সে কালো কানাই,
সে সব ব্রজনারী আর নাই,
এখন, নাই দিয়ে তুলেছে মাথায়,
আমায়, কতই সুন্দরী, হো।

---

* [illegible]।

পাঁচুঠাকুর।

গোলোকে করি বিরাজ,
নাইকো আমার লোকলাজ,
আমার লোক আছে, লস্কর আছে,
আমি কেন মরি, হো।

আমি রে রাখালরাজ,
রাখালি আমার কাজ,
তোরা রাজসাজ খুলে নে,
তোদের পায়ে ধরি হো।

আমি জন্মগুণে পাইনি পদ
কর্ম্মে করিনি সম্পদ,
তবে পদে পদে আপদ কেন,
মাথায় নিয়ে ফিরি, হো।

আমি জানিনে রে লোকাচার,
ধারি না ধার ভদ্রতার,
তাই পাঁচ প্রকারে পাঁচ মকারে,
সদাই মজা করি হো।

আমি কিছু বুঝিনে,
ও সব কিছু খুঁজিনে,
সব পুড়ে কেন হোক না খাক,
(আমি) বাজাব বাঁশরী, হো।

গোরাকে দিয়েছি ভার,
হরিকে ভুবনের ভার,
আরতো গৌরহরি নই রে আমি,
শুধু হরির হরি হো।

ছেড়েছি সুদর্শন চক্র,
এখন, ভস্ম বুকে করি চক্র,
তবু, কুলোপানা দেখাই চক্র,
বক্ষ যায় উপরি, হো।

কে জানে কার কেমন মন,
আমি ভালবাসি গোবর্দ্ধন (১),

---

(১) ইনি বুঝি 'জোবিন' প্রসাদ ইত্যাদি ?

দ্বিতীয় কাণ্ড।

শুধু, হাহারবে দুখে ভবে,
যাই সব পাশরি, হো।

আন রে, একশ আট গোপিনী,
নাচুক তারা ধিনি ধিনি,
আমার, যায় যাবে সকলি যাবে,
নিয়ে কৌপীন ডোরি, হো!

কোথায় দাদা বলাই,
তোর মধুভাণ্ড কোথা ভাই,
এমন মধু-দিনে মধু বিনে,
কেমনে প্রাণ ধরি হো।

৩। বিনয়।

কেন হে আমোদে মাতোয়ারা।
ভুলে জ্ঞান করছো গান,
হয়েছ যেন জ্ঞানহারা।

পরের তরে মাথা ব্যথা,
হয় যদি শোক রোগের কথা,
তা বোলে কেন না বহিবে
পরদুখে চোখে ধারা?

ছেড়ে অমন রাজত্ব ভোগ,
কেন এমন কর্ম্মভোগ,
ভুগিতে যদি ভাল লাগে,
পরকে কেন কর সারা?

তুমি যদি মনে করো,
ত্রিভুবন জ্বালিতে পারো,
মহিমা থাকিতে তোমার,
কেন নিজে কাঙাল-পারা?

হরিতে বিপদের ভার,
তোমার ও শ্রীপদের ভার,
কেন আর ভ্রমেতে তোমার,
ভ্রমিবে দুখিনী ধরা?

৪। রাস।

[অপ্রকাশ]

ভারতের জয়।

বিনামা ছন্দঃ।

(১)

জয় জয় জয় ভারতের জয়!
নাচ হিমালয়, নাচ হে সাগর,
রঙ্গে গঙ্গে, তুমি উছলিয়া উঠ,
পূরব পশ্চিমে দুই ঘাট গিরি,
গা বাড়িয়া উঠ, কর কোলাকুলি,
ভারত অরাতি পদানত আজি।
বাজ বাজ শঙ্খ, নগরে নগরে,
কুলবালা হুলু দাও ঘরে ঘরে,
ছাড়িয়া মায়ের কোল, হেসে এস শিশু,
মিশাও মধুর স্বর আনন্দের দিনে।
বোবার ফুটুক মুখ জয়ধ্বনি করিতে,
স্বাধীনতা-মদিরায় অধীর হইয়া,
জনম-বধিরে
লভুক শ্রবণ-সুখ এ পবিত্র, বিজয়-উৎসবে।

(২)

চমকে বাসুকি-ফণা, কূর্ম্মপৃষ্ঠতল,
স্থল জল টলমল, থমকে ধরণী;
ধ্যান ভাঙ্গা রাঢ়ং আসি সহসা উন্মাদি

দ্বিতীয় কাণ্ড।

উমেশ, জড়বৎ করি, ভবানীমুখ পানে
চাহিলেন ; শঙ্করের ত্রাসে থরথর
থর থর—যাহ ভয়ে হৃদয়ে যেমতি—
কম্পবান্ ; নন্দী নিত্য বক্ষে যেই শূলে,
অবশে খসিয়া আজি, পড়িল ভূতলে,
পাদমূলে। তুলি তাহা না তুলিল আর।

ভোলায় ভকত ভোলা,—অচেতন যেন।
কক্ষভ্রষ্ট হয় হয়, লক্ষ লক্ষ গ্রহ,
উপগ্রহ, নিগ্রহিয়া নিজ নিজ বেগ,
অম্বরে সম্বরে গতি ; চমকি চপলা,
চকমকে লুকাইল জলদের কোলে।

'নমো মহেশায়' বলি প্রসারিয়া কর,
দ্বিজবর দিতেছিল জাহ্নবীর তীরে,
বিল্বপত্র শম্ভুনাথে, চন্দনে চর্চিয়া,
মুখে না আইল মন্ত্র, সরিল না হাত,
—নিস্পন্দ, পিত্তলময় পুত্তলের প্রায়।

বাগানে, নিশ্চিন্ত মনে, রসের সাগরে
হাবু ডুবু বাবু আজি বিভোর বিলাসে,
মাই ডিয়ার্ ইয়ার্ সঙ্গে, ডিকাণ্টার ভরা
সুবর্ণ শাম্পেন, শেরি সুরাকুল-চূড়া ;
অধরে সুধার-ভার লিকার বিস্তর
স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ; প্লেটে কট্‌লেট্,
আস্বাদ-রসের সার রসের রসনা,
চপ্ কারি' নানামত : ফল মূল কত ;
(অবিচার নাই কভু চাচার উপর)
মোসল্লম, মোতঞ্জন, কালিয়া কাবাব,
কোর্মা, পোলাও, কোপ্তা, গরম গরম—
টেবিলে শোভিছে তারে ; নর্তকীর দল
ঝলমল পেশোয়াজ সাজিছে সবারে—
দেবাঙ্গনা জিনি রূপে—অনঙ্গে মোহিয়া,
পার্শ্বে [illegible]

আসিয়াছে ; মিশাইয়া সারঙ্গের সনে
সুস্বর,—(সুন্দরীকণ্ঠ অতুল জগতে)
—মধুর মধুর নাচে, ধীরে ধীরে তালে
তালে, তালে দোলাইয়া সুভুজ-মৃণালে,
পৃষ্ঠে দোলাইয়া বেণী, ভুলাইয়া মন,
মৃগাক্ষী, কটাক্ষে সদা বিজুলীর খেলা ;
—(হায় রে গরল কেন সুধা-সরোবরে ?)—
সহসা থামিল নাচ, সহসা নীরব
হইল সারঙ্গ-রব ; সুস্বর-লহরী-
লীলা ফুরাইল ; গেল তবলার বোল ;
তুলিয়া গেলাস, বাবু, ঢালিবেন মধু
মক্ষিকা-আকাঙ্ক্ষ মুখে, ঠেকিয়া ঠোঁটেতে,
গেলাস রহিল ঠোঁটে গেল না গলায়
বিন্দুমাত্র—(সিন্ধু-নীরে পশিয়া পিপাসী
বারিবিন্দু না পাইল) : রমণী বেহারা
ঝিমি ঝিমি তালে তালে ঝিমিয়া ঝিমিয়া
টানিয়া পাখার দড়ি বিজনে আছিল,
দিল ছাড়ি দোল রজ্জু, চাহিল চকিতে !
পূর্ণ-জল মাঝে মাঝি হাল ছাড়ি দিল ;
কড়া ক্রান্তি সূক্ষ্ম করি সুদের হিসাব
করিতে করিতে হায় ! কাঠি ভুলে গেল
মহাজন,—ধন্য রমি ! হল ছাড়িল কৃষক
হলবাহী-বলীবর্দ্দ-লাঙ্গুল, লাঙ্গল-
মুষ্টি, যষ্টি। কক্ষচ্যুত হইল কলসী,
জলপূর্ণ, কামিনীর। অধিক কি আর,
জঙ্গমের গতি রুদ্ধ, স্থাবর চলিল,
—শুনিল সকলে যবে জয়-কোলাহল
সহসা ভারত ভরি' ভাবিল সকলে,
বিকল ভারতপ্রাণ করিল বা কিসে।

(৩)

আজকে কেন ভারতবাসী
আহ্লাদে আটখানা,

যারে শুধাও, সেই বলবে,
কারো নাই তা জানা!
(বড়) লুকিয়ে লুকিয়ে, করেছিলেন আইন
করেছিলেন লাট!
ভেবেছিলেন হুজুক করে
ভাঙ'বে অবের হাট।
রাত পোহাল, জারি হ'ল,
হুজুকের আইন।
এও কখন শুনিনি মা,
(এখনও) হচ্ছে ত রাত্রিদিন।
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হ'লো,
সেঁধুলেন তার পায়।
(তাই,) লাট ভাবলেন, মুলুক মেলেন,
আর কেটা তাঁরে পায়?
কেমন তাই, সভা করো, গলা চিরে,
মাতিয়ে আগে দেশ,
ভারতবাসী ঢেউ তুললে,
বিলেতে লাগল রেশ।
থাকতেন যদি, লাট সেখানে,
সভায় উপস্থিত,
শুনতেন যদি আপন কানে
বুঝতেন আপন হিত,
বিলেত থেকে মুখ থাবড়া,
হ'ত নাকো খেতে,
বাজত না কলঙ্ক-ঢোল,
চুকত রেতে রেতে।
(বিলেতের) সাহেব ভাল, জগৎ আলো,
বুদ্ধি-তেজে করে,
ভারতবাসীর মান রেখেছে,
লাটের দফা সেরে।
(সবাই) সভা হচ্ছে, উঠে যাচ্ছে,
আজীর মাজন,

করে নরাধম নামে? কে তাহে উল্লাস
প্রকাশে বল হে ভাই? তোমার প্রয়াস
সফল হইল কিসে? এ লেখার চেয়ে,
না লেখা কি ভালো নয়? কোন্ মূল্য দিয়ে
কিনিলে কেমন বস্তু? চেপে যাও ভাই,
কাটা কাণ চুলে ঢাকি, নেচে কাজ নাই।
জানি হে আইন গেল, গেল দণ্ড-ভয়;
তোমাদের কথা কিন্তু তৃণতুল্য নয়।
হারাইলে জাতি কুল, না ভরিল পেট,
শত্রু মিত্র কাছে শুধু মাথা হ'ল হেঁট।
তবে কি এ নৃত্য সাজে? মাটির কলসী,
দু হাত পাটের দড়ি—এতই কি বেশী? (১)

---

(১) 'ভারতের ভূত'—অন্তর্গত এই শেষোক্ত কবিতাটির ছন্দ, সুর ও বাক্য-বিন্যাস অমিত্র ছন্দের ন্যায়, অথচ, ইহা মিত্রাক্ষর পয়ার, আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইন্দ্রনাথকেই এইরূপ মিত্রাক্ষর কবিতার প্রবর্তক বলিতে হইবে। এখানে বলিয়া রাখি যে, দ্বিতীয় কাণ্ড পাঁচানন্দ ১২৮৭।৮৮ সালে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ছন্দের কবিতা কোথাও আছে বলিয়া জানা যায় নাই। আজকাল এরূপ কবিতার ছড়াছড়ি।

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।